রুষ-জাপান-যুদ্ধের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড।

শ্রীনলিনীবালা ভঞ্জ চৌধুরাণী প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশিকা স্বয়ং

মনোমোহন লাইব্রেরী।
২০৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

PRINTED BY ASHUTOSH DUTTA,
AT THE M. I. PRESS.
8, UPPER CHITPUR ROAD, SHOVABAZAR, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রুষ-জাপান যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ যু
ন্ত আর হয় নাই। অন্ন ও মৎস্যভোজী ক্ষুদ্রকায় জাপা
অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও বিজ্ঞানবলে পৃথিবীর অর্দ্ধ-সাম্রাজ
ি ও ইয়োরোপের সর্ব্ব-প্রধানশক্তি রুষদিগকে প্রতি
লে ও স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া জগতকে বি
কিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া প্রত্যেক
রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই রুষ-জাপান
মগ্র ইতিহাস বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন নাই। সেই
করণার্থ আমি বহু ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক
ৎকৃষ্ট হাফ্‌টোন ছবি ও ম্যাপ সহ বহুমূল্য স্বদেশী এ্যা
গজে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলাম। আশা করি
ঠিকাগণ উৎসাহ প্রদানে আমাকে ধন্য করিবেন।

শ্রীনলিনীবালা গুপ্ত চৌধুরাণী।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মণিপুরের ইতিহাস

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

১৬ খানি অত্যুৎকৃষ্ট ছবিসহ

প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

মণিপুর—চিরস্বাধীন দেশ—কি প্রকারে ইংরাজ অধিকারে আসিল—কীর্ত্তিচন্দ্রাদি আর্য্য রাজগণের শাসন-পালন ব্যবস্থা—নাগা কুকি প্রভৃতি জাতিগণের রহস্যপূর্ণ বিবরণ—অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, লোমহর্ষণ ব্যাপার, যুদ্ধ, বীরশ্রেষ্ঠ টিকেন্দ্রজিতের বৃত্তান্ত, বিচার, রাজনীতির গূঢ় রহস্যাদি, সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিবৃত—ঠিক যেন উপন্যাস পড়িতেছেন বলিয়া বোধ হইবে। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা।

বুয়রযুদ্ধের ইতিহাস (যন্ত্রস্থ)।

রুষ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস

PUBLIC LIBRARY ... HOWRAH EST. 1881

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব আভাস।

উনবিং... জাপান যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ পৃথিবীতে আর ...ও সংঘটিত হয় নাই। এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত রুষ সাম্রাজ্য ;— ... দিকে ক্ষুদ্র জাপান ;—অন্ততঃ সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে জাপান ...। একশত বৎসর পূর্ব্বে জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টি,—অৰ্দ্ধ সভ্য ... দরিদ্র ক্ষুদ্র জাতির নিবাস স্থল ছিল। এই ক্ষুদ্র জাতি রুষের মত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সহিত যে যুদ্ধ করিতে সাহস করিবে, তাহা ... স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু গত ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া জাপানী ...গণ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিতে ...ন। তথায় তাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা ধীরে ধীরে আয়ত্ত ...আ দেশে যে এক ঘোর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে ছিলেন, তাহা কেহই ...তেন না। রুষও তাহা জানিতেন না ;—জানিলে বোধ হয় এ মহা যুদ্ধ

ঘটিত না ;—সমস্ত এসিয়া খণ্ডেও এক নূতন আলোক বিকীর্ণ হইত না। এই আলোক হইতে ভারত, তুরস্ক, পারস্য, মিসর সকলেই এক নূতন আলোকে আলোকিত হইয়াছে ;—ইহার ফল কি হইবে, তাহা কেহ বলিতে সক্ষম নহেন।

বহু বৎসর হইতে রুষ ধীরে ধীরে সমস্ত এসিয়া খণ্ডকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। ইয়োরোপে রুষ সাম্রাজ্যই সকল সাম্রাজ্য হইতে বৃহৎ। রুষ জাতির নিম্ন স্তরস্থ ব্যক্তিগণ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাপন্ন হওয়া সত্বেও, রুষ সম্রাট পিটার দি গ্রেট, রুষ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটগণ সকলেই বহু প্রাজ্ঞ, বহু বিচক্ষণ, মহাযোদ্ধা মন্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ক্রমে রুষরাজ এসিয়ার সমস্ত উত্তরাংশ সাইবিরিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। দক্ষিণেও আফগানিস্থানের সীমা পর্য্যন্ত আসিলেন। মধ্যে গোবি নামে মরুভূমি না থাকিলে, বোধ হয় তিব্বতও অধিকার করিতেন। কিন্তু ইহাতেও রুষদিগের রাজ্যলীপ্সা উপশমিত হইল না। তাঁহারা সাইবিরিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে ভ্লাডিভস্টক্ নামক স্থানে দুর্গ ও বন্দর স্থাপন করিলেন। তৎপরে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ,—চীনের অধীন রাজ্য,—রুষ ক্রমে ইহাও ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা এই পুস্তকে যে মানচিত্র প্রদান করিলাম, তাহা দেখিলেই সকলেই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন যে রুষ সাম্রাজ্য কতদুর বিস্তৃত হইবার পর এই মহা যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে।

চীন সাম্রাজ্য রুষ সাম্রাজ্য হইতে ক্ষুদ্র নহে। রুষের সাইবিরিয়া প্রদেশ প্রায় লোকশূন্য বিস্তৃত অরণ্যানিতে পূর্ণ। তাহার উপর বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহা তুষার মণ্ডিত হইয়া রহে; কিন্তু চীন রাজ্যে কোটী কোটী লোকের বাস। চীনগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান, সুকৌশলী ;—ধনে ধান্যে ঐশ্বর্য্যে চীন-রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে,

তাহার সংবাদ রাজধানী পিকিন সহরে কদাচিত উপস্থিত হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্ব কালের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ একরূপ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া থাকেন। তাহার উপর চীনগণ প্রাচীনে ঘোরতর ভক্ত; সহজে নূতন কিছুই গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহেন। রুষ ইহা বেশ বুঝিতেন; তাহাই তাহারা নিঃশব্দে মানচুরিয়া প্রদেশে বাণিজ্যের নামে, খনিজ উদ্ধারের নামে, রেল বিস্তারের নামে, চীন মন্ত্রীদিগকে কখন ভয় দেখাইয়া, কখন তোষামোদ করিয়া, নানারূপ ইজারা লইয়া নামে চীনের অধীন থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে দেশ অধিকার করিয়া বসিলেন। কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভ্লাডিভস্টক্ বন্দর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না; মাঞ্চুরিয়ার নানাস্থানে নগর স্থাপন করিয়া সেই সকল নগর ও দুর্গে অগণিত সৈন্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা সাম্রাজ্য বিস্তার ভিন্ন আর কিছুই নহে; প্রকাশ্যে বাণিজ্যের ভণিতা। ধীবর যেরূপ নদীর এক প্রান্তে জাল পাতিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নদী বেষ্টন করিয়া নদীস্থ সমস্ত মৎস্যকে এক স্থানে টানিয়া আনিয়া ধৃত করে,—রুষও ঠিক সেইরূপ ভাবে সমস্ত এসিয়া খণ্ড বেষ্টন করিয়া নিজ জালে পাতিত করিতেছিলেন। চীন তাহা বুঝিলেন না। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির দৃষ্টিও আকর্ষিত হইল না; কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান রুষের অভিসন্ধি বুঝিলেন। তাঁহারা দেখিলেন রুষ মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণে দুর্ব্বল কোরিয়া রাজ্য; তাহা রুষের পক্ষে গ্রাস করা অতি সহজ কার্য্য। কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে ক্ষুদ্র জাপান সাগর মাত্র। রুষ কোরিয়া অধিকার করিলে, তখন জাপানের আত্মরক্ষা করা সুকঠিন হইবে। বিশেষতঃ তখনও জাপান অর্দ্ধ সভ্য। ইয়োরোপ ও আমেরিকা যে বিজ্ঞান বলে অতুলনীয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াছে, তাহা জাপানীরা কিছুই অবগত নহে; সুতরাং মহা প্রবলপরাক্রান্ত রুষ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিলে তাঁহাদের আত্ম রক্ষা করিবার আর কোনই আশা নাই। জাপানের বিচক্ষণ

সম্রাট ও অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ ইহা বেশ উপলব্ধি করিলেন। যখন চীন নিদ্রিত,—ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির দৃষ্টিও এত দূরে পতিত হয় নাই,—তাঁহারা রুষের উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই,—তখন,—সেই ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে,—জাপানের প্রাজ্ঞগণ তাহা বুঝিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহারা আত্ম রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জাপানী যুবকগণ জাহাজের সামান্য খালাসী হইয়া ইয়োরোপের নানাদেশে ও আমেরিকার নানাস্থানে গিয়া যুদ্ধবিদ্যা, রণপোত নির্ম্মাণ ও চালন বিদ্যা, আধুনিক বিজ্ঞান ও ইয়োরোপীয় সমস্ত বিদ্যা প্রাণপণ যত্নে অমানুষিক পরিশ্রমে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। জাপান সম্রাট মিকাডো এই সকল মহা উদ্যমশীল উৎসাহী যুবকদিগের ব্যয় সংকুলান করিতে লাগিলেন। ইয়োরোপের সকল জাতিই, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, জার্ম্মানি ও আমেরিকা, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপানী যুবকদিগের শিক্ষার জন্য অনৈসর্গিক ব্যাকুলতা দেখিয়া, অতি প্রীত হইয়া সকলেই ইহাদিগকে সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর শত শত জাপানী যুবক দেশ হইতে অতি দূর দেশ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়া, সাহিত্য, বিজ্ঞান সমস্তই আয়ত্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে লাগিলেন। দেশে আসিয়া তাঁহারা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া রহিলেন না। দেশের যুবকগণ এই সকল বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণের নিকট সকল প্রকার বিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন। জাপানের নানাস্থানে নানা কল কারখানা স্থাপিত হইল। ইয়োরোপীয় প্রথায় সেনাগণ শিক্ষিত হইতে লাগিল। একদিনে জাপান সম্রাট পুরাতন নাশ করিয়া সমস্ত দেশে বিলাতি ধরণের রাজ্যশাসন পরিবর্ত্তিত করিলেন। একদিনে জাপানীগণ নিজেদের বেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরাজী পোষাক পরিধান আরম্ভ করিলেন। অসভ্য জাপান সহসা সুসভ্য হইয়া উঠিল। সকলে বিস্মিত ও তুষ্ট, কিন্তু জাপান যে প্রাণের দায়ে রুষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এরূপ করিতেছেন, তাহা তখন কেহই বুঝিলেন না। ভাত ও

মৎস্যভোজী, কাগজের গৃহে বসতি, অতি দরিদ্র ক্ষুদ্রাকারের জাপানী জাতি যে উন্নতির পদে অগ্রসর হইতেছে, ইহা দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট; কিন্তু জাপান ধীরে ধীরে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে রুষ নিজ রাজধানী দূর সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে এক বহু বিস্তৃত রেল লাইন বহু অর্থ ব্যয়ে মাঞ্চুরিয়া পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলিলেন। ক্রমে সেই লাইন ধীরে ধীরে কোরিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। জাপানের আর রুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ রহিল না। জাপান বুঝিলেন যে চীনের অন্ধতা, অসাবধানতা বা মূর্খতাবশতঃ রুষ অনায়াসেই তাহাদিগকে ভুলাইয়া বা ভয় দেখাইয়া, তাহাদের সহায়তায় কোরিয়াকে গ্রাস করিবে। আর নিরস্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহাদের ভবিষ্যতে আর রক্ষার উপায় থাকিবে না। তাহাই জাপান দ্বিগুণ উৎসাহে বহু সেনা ইয়োরোপের প্রথায় শিক্ষিত করিলেন। কিন্তু জাপান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমষ্টি;—ইহার চারিদিকে সমুদ্র;—পরাক্রান্ত যুদ্ধপোত না থাকিলে, রুষের হস্ত হইতে জাপানের রক্ষা নাই; সুতরাং জাপান সম্রাট ও তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রীগণ ইয়োরোপের নানাস্থান হইতে যুদ্ধপোত ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজ দেশেও ইয়োরোপীয় প্রথায় বৃহৎ বৃহৎ বন্দর নির্ম্মাণ করিয়া সেই সকল বন্দরে নানা বৃহৎ যুদ্ধপোত নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই নীরবে নিঃশব্দে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। জাপান কি করিতেছেন, তাহা অপর কেহই অবগত হইতে পারিল না।

কিন্তু এদিকে রুষ কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃত সাইবিরিয়ান রেল পথ নির্ম্মিত হওয়ায়, ইয়োরোপ ও আমেরিকার দৃষ্টি চীন ও মাঞ্চুরিয়ার প্রতি পতিত হইল। সকলেরই দূত পিকিনে ছিলেন। তখন সকলেই চীনরাজ্যে রুষের ন্যায় অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। চীন দুর্ব্বল;—ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করিতে অপারক; কাজেই চীন সকলেরই অনুরোধ

নীরবে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে লাগিলেন। রুষ ব্যবসায়ের দোহাই দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন;—ইংলণ্ড, জার্ম্মানি,আমেরিকা প্রভৃতিও মাঞ্চুরিয়াতে সমভাবে ব্যবসা করিবার জন্য চীনকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। চীন সম্মত হইতে বাধ্য; রুষও প্রকাশ্যে একরূপ এই বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন। সকলে সমানভাবে বিনা বাধায় মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবসায় করিতে পারিবেন, এই ওপনডোর পলিসি বা অবাধ বাণিজ্যে মুক্তদ্বার নিয়ম, প্রকাশ্যে স্থির হইল সত্য, কিন্তু কাজে রুষ গোপনে গোপনে অন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

চীনের যুবক বৃন্দের এই সময়ে চৈতন্যের উদয় হইল। তাহারা দেখিল যে একদিকে রুষ, অপর দিকে নূতন আলোকপ্রাপ্ত জাপান, চীনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এখন সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে চীন কিছুতেই ইহাদের হস্তে রক্ষা পাইবে না। তাহারা বিদেশীদিগকে দূর করিবার জন্য উত্থিত হইল। এই স্বদেশহিতৈষীগণই পরে "বক্‌সার" নামে অভিহিত হইয়াছিল। চীনের মন্ত্রীগণ জাপানকে অসভ্য নগণ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। চীনই ধর্ম্মবিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, সকল বিষয়েই জাপানের মাননীয় গুরু। সেই জাপান তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেছে ভাবিয়া, বিনা কারণে জাপানকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। জাপান ইহাতে দুঃখিত হইলেন না। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে কত দূর ইয়োরোপীয় যুদ্ধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এই যুদ্ধে তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন ভাবিয়া, অতি সোৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এক দিনের যুদ্ধেই চীনের প্রাচীন যুদ্ধপোত সকল জাপান যুদ্ধপোত কর্ত্তৃক ধ্বংসিভূত হইয়া গেল। জাপান চীন অধিকারে জয় জয় শব্দে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকা জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বলিলেন,—না আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না, আমরা কেহই চীনের স্বাধীনতা লোপ করিতে পারিব না। সমগ্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধ করেন, এ শক্তি জাপানের ছিল না;—কাজেই জাপান যুদ্ধে বিরত হইলেন। চীনকে যুদ্ধের

ব্যয়স্বরূপ, বহুকোটী টাকা জাপানকে দিতে হইল। এই টাকার এক পয়সাও জাপান অন্য কিছুতে ব্যয় না করিয়া, তাহাতে যুদ্ধপোত ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

জাপান চীনের কোন অংশ পাইলেন না। তবে রুষ, জার্ম্মান, ইংলণ্ড ও আমেরিকা সকলেই চীনের দক্ষিণাংশে, ব্যবসা সুরক্ষা করিবার অছিলায়, কিছু কিছু সৈন্যরক্ষা ও দুই একখানা যুদ্ধপোত রাখিবার জন্য, এক একটা বন্দর চীনের নিকট হইতে ইজারা লইলেন। রুষ কোরিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থিত জমি ইজারা লইয়া পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নি সহর নির্ম্মাণ করিলেন। এই সাগরের ঠিক অপর পারে ইংরাজেরা চিফু বন্দর গ্রহণ করিলেন। জাপান কেবল টাকা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন। রুষ, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড কেহই জাপানের আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না,—তখনও জাপান তাঁহাদের নিকট নগণ্য!

ইংলণ্ড ও জার্ম্মানি তাঁহাদের বন্দর সম্বন্ধে চীনের নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাই পালন করিলেন; কিন্তু রুষ সে অঙ্গীকার রক্ষা করিলেন না। তাঁহাদের ইয়োরোপে বা এসিয়ায় ভাল বন্দর ছিল না। ইয়োরোপে রুষিয়া শীতের দেশ;—তথায় তাঁহাদের অধিকারস্থ বন্দর ছয় মাস বরফে জমিয়া থাকে, জাহাজ চলাচলের উপায় থাকে না। মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে তাঁহারা যে ভ্লাডিভস্টক্ বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও ছয়মাস বরফে জমিয়া থাকে; সুতরাং বারমাস জাহাজ চলাচল করিতে পারে, তাঁহারা এইরূপ একটী বন্দরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া ছিলেন। কাজেই চীনের চক্ষে ধূলি দিয়া ও ক্ষুদ্র জাপানকে অবজ্ঞা করিয়া, তাঁহারা পোর্ট আর্থার লাভ করিয়া উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানি তাঁহাদের বন্দরে সামান্য মাত্র সৈন্য রাখিয়া ছিলেন; তাঁহারা এই সকল বন্দরে অধিক অর্থব্যয় করেন নাই; কিন্তু রুষ পোর্ট আর্থারে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। নীরবে তাঁহারা ইহাকে এক ভয়াবহ দুর্ভেদ্য

দুর্গে পরিণত করিলেন। বন্দরে ধীরে ধীরে নানা যুদ্ধপোত সমবেত করিতে লাগিলেন। দলে দলে রুষ সৈন্য পোর্ট আর্থার দুর্গে নীত হইতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে,—তাঁহারা তাঁহাদের বহু বিস্তৃত সাইবিরিয়ান রেলপথ পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলিলেন। এই রেলপথে অগণিত সৈন্য মাসে২ আসিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার এতই গোপনে ও নীরবে সংঘটিত হইতেছিল যে অনেকেই রুষ কি করিতেছেন, অবগত হইতে পারিলেন না; কিন্তু জাপান নিদ্রিত নাই। জাপান বুঝিলেন, রুষ চীনের তিনদিক ঘেরিয়াছে, এখন কোরিয়া গ্রাস হইয়া জাপান ধ্বংস হইলে, চীনকে রুষের হস্ত হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। চীনের যুবকবৃন্দ এ কথা বুঝিলেন। তাঁহারা অকর্ম্মণ্য চীন মন্ত্রীগণের মুখাপেক্ষা করিলেন না;—একেবারে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। এই বক্সারগণ চারিদিকে অরাজকতা বিস্তার করিয়া ইয়োরোপীয় ও আমেরিকার সর্ব্ব জাতিরই প্রাণ নাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। সংবাদ আসিল, বিভিন্ন রাজ্যের দূতগণ এই সকল বক্সার দস্যুর হস্তে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মান, রুষ, আমেরিকা ও জাপান অনতিবিলম্বে চীনের রাজধানী পিকিনের দিকে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। চীনেরা পিকিন সহর পরিত্যাগ করিয়া পলাইল। সম্রাজ্ঞী সদলে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছা করিলে সকলে বৃহৎ চীন সাম্রাজ্য নিজেদের ভিতর বিভাগ করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ বিভাগ অসম্ভব। তাহাই চীনের রাজ্য চীনকে প্রদান করিয়া, সকলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তখন সকলেই বুঝিলেন যে তাঁহারা রুষের হস্ত হইতে চীনকে রক্ষা না করিলে চীনের অস্তিত্ব থাকিবে না। রুষেরও পৃথিবীর সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস ছিল না; কাজেই প্রকাশ্যতঃ রুষ অন্যান্যের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। চীনের স্বাধীনতা কখনও বিলুপ্ত হইবে না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। সকলে সৈন্য লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু জাপান মনে মনে বুঝিলেন যে রুষের

একটী কথার উপরও নির্ভর করা যায় না। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন অঙ্গীকারই রক্ষা করেন নাই, এবারেও রক্ষা করিবেন না। কাজেই জাপান ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। একজন বিচক্ষণ জাপানী মন্ত্রী এই সময়ে বলিয়াছিলেন, "পোর্ট আর্থার ভীষণ বিষাক্ত তীর রূপে জাপানের হৃদয় লক্ষ্য করিতেছে। কোরিয়া রুষিয়ার করতলস্থ হইলে আমাদের আর রক্ষা নাই।"

কিন্তু জাপানের অনর্থক নর শোণিতে দেশ প্লাবিত করিতে অভিলাষ ছিল না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ রুষকে তাঁহাদের অঙ্গীকার রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ তাহাতে আদৌ কর্ণপাত করিলেন না; বরং কোরিয়ারাজকে হস্তগত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। চারিদিকে রেল বিস্তৃত হইতে লাগিল। মাঞ্চুরিয়ায় মুকডেন সহরে সহস্র সহস্র রুষ সৈন্য সমবেত হইল। এত দিন রুষ চীনে তাঁহাদিগকে বণিক মাত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু এক্ষণে আডমিরাল আলেকজিফ রুষ সম্রাটের প্রতিনিধি ও সমস্ত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইলেন। জাপান দেখিলেন যুদ্ধ ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহারা যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও রুষিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন, সুতরাং আর এক দিন বিলম্ব করিলে, তাঁহাদের সমূহ অনিষ্ট। তাহাই তাঁহারা রুষকে অঙ্গীকার-রক্ষা করিয়া কোরিয়া ত্যাগ করিতে ও মুকডেনে গমনের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রুষ নানা অছিলায় উত্তর দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। জাপান দেখিলেন যে রুষ তাঁহাদের অনুরোধের কোন উত্তর প্রদান করিতেছেন না, অথচ তাঁহাদের গভর্ণর জেনারেল আডমিরাল আলেকজিফ নানা ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন! জাপান ইহাও দেখিলেন যে ইয়োরোপের অন্য কোন জাতি রুষের সাহায্য না করিলেও, ফ্রান্স তাঁহাকে সাহায্য করিতে

পারে। সুতরাং জাপান ভিতরে ভিতরে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। যদি অন্য কোন জাতি রুষের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করেন, তবে ইংলণ্ডও জাপানের সহায় হইতে স্বীকৃত হইলেন।

এই সময়ে সকলেই বুঝিলেন যে রুষ-জাপান যুদ্ধ অপরিহার্য্য,—আর যুদ্ধ বন্ধ হইবার কোন উপায় নাই। রুষ কিছুতেই কোন উত্তর না দেওয়ায়, জাপান সম্রাট তাঁহাদের দূতকে রুষ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি রুষ দূতও জাপানের রাজধানী টোকিও নগর পরিত্যাগ করিয়া পোর্ট আর্থারে চলিয়া গেলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানের সকলে বুঝিল যে রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখন যে কোন সময়ে ধরা রুষ ও জাপানী রক্তে প্লাবিত হইতে পারে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম গোলা।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারিতে প্রথম রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরিয়ার রাজধানী সিওল নামক নগর;—ঐ নগরের সমুদ্র তীরস্থ ক্ষুদ্র বন্দরের নাম চিমলপো। পৃথিবীর এক কোণে এই ক্ষুদ্র বন্দর অবস্থিত ছিল;—অনেকে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না;—কিন্তু এই ক্ষুদ্র বন্দরেই উনবিংশ শতাব্দীর মহা যুদ্ধের প্রারম্ভ ঘটিল। আমরা যে দিবসের কথা বলিতেছি, সেই দিন চিমলপো বন্দরে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধপোত সকল উপস্থিত ছিল। ইংরাজদিগের সুন্দর দ্রুতগামী যুদ্ধপোত, "টালবট," আমেরিকার "ভিকস্‌বার্গ", ইটালির "এল্‌বা", ফরাসীর "পাস্‌কাল" নঙ্গর করিয়া বন্দর

হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তাহাদেরই নিকটে রুষের নূতন গঠিত অতি প্রবল পরাক্রান্ত যুদ্ধপোত ভারিয়াগও নঙ্গর করা ছিল;—ইহার পার্শ্বে কোরিজ নামে এক খানি রুষের যুদ্ধপোতও ছিল। বৈকালে সকলে দেখিলেন যে রুষের কোরিজ জাহাজ ধীরে ধীরে নঙ্গর উত্তোলিত করিয়া বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে সকলেই জানিতেন যে রুষ-জাপানযুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে; সুতরাং অন্যান্য জাহাজেরা বুঝিলেন যে কোরিজের বন্দর ত্যাগ সেই মহা যুদ্ধের সূচনা মাত্র। সত্য সত্যই এই হতভাগ্য ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত এই মহা যুদ্ধের সূচনা করিল। এই জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন রুষ যোদ্ধা বিলেভ,—তিনি বন্দরের বাহিরে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা তিনি পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তিনি দেখিলেন যে বহুতর জাপানী জাহাজ বন্দরের দিকে আসিতেছে। এই সকল জাহাজ রক্ষা করিবার জন্য বহু জাপানী দ্রুতগামী যুদ্ধপোত ও টরপেডো জাহাজ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। কাপ্তেন বিলেভ এরূপ জাপানী যুদ্ধ সজ্জার আশা করেন নাই। তিনি আরও অবগত ছিলেন যে এই সকল জাহাজের সেনাপতি জাপানী যোদ্ধা আড্মিরাল উরিউ। তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র, কিন্তু তিনি আমেরিকায় নৌযুদ্ধ বিদ্যায় মহা পরিপক্ক ও সুদক্ষ হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনিই জাপানী নৌযোদ্ধা দিগের মধ্যে অল্প বয়স্ক, কিন্তু তাঁহার বীরত্ব ও বিচক্ষণতার কথা কাহারই অবিদিত ছিল না; তবুও রুষ কাপ্তেন বিলেভ ভীত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে এই সকল বৃহৎ জাপানী জাহাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র জাহাজ সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি ভীত না হইয়া প্রথম রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একখানি জাপানী জাহাজ নিকটস্থ হইবা মাত্র তিনি গোলা চালাইলেন। জাপানীগণ প্রথম গোলা চালান নাই, তাঁহারা প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই,

রুষ কাপ্তেন বিলেভ প্রথম এই মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রুষ জাহাজ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া জাপানীগণ কোরিজ জাহাজের দিকে দুইটী টরপেডো প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোরিজ আঘাতিত হইল না; তবে কাপ্তেন বিলেভ অসম সাহসিকতা অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া, দ্রুত গতিতে বন্দরে পলাইয়া আসিয়া রুষের বৃহৎ ভারিয়াগ জাহাজের পার্শ্বে নঙ্গর করিলেন।

জাপানী জাহাজ সকল তখন ধীরে ধীরে প্রবল প্রতাপে চিমলপো বন্দরে প্রবেশ করিল। রুষের দুইখানি জাহাজ তাহাদের আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য জাহাজ এ যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকিতে বাধ্য। এই দূর বন্দরে রুষের অন্যান্য জাহাজ আসিয়া যে এই দুই জাহাজকে সহায়তা করিবে, সে আশাও ছিল না। কাজেই রুষগণ হতাশ চিত্তে জাপানী জাহাজ দেখিতে লাগিল;—তাহাদের তখনকার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না।

জাপানী জাহাজ সকল বন্দরে নঙ্গর করিয়া নীরবে নিঃশব্দে সৈন্যগণকে তীরে অবতীর্ণ করিতে লাগিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য! দূরে বিভিন্ন রাজন্যগণের যুদ্ধপোত দণ্ডায়মান,—রুষের দুই জাহাজ নীরবে অবস্থিত; কিন্তু কাহারই কিছু বলিবার সাহস নাই। জাপানী যোদ্ধা আড্‌মিরাল উরিউ তাঁহার তিন প্রকাণ্ড যুদ্ধপোত বন্দরের দ্বারে নঙ্গর করিয়াছেন। তাঁহার নৌযোদ্ধাগণ সকলে জাহাজস্থ ভয়াবহ কামানের মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধপোত ও টরপেডো বোট সেনানী পূর্ণ জাহাজ গুলিকে রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে;—এরূপ দৃশ্য আর কেহ কখনও দেখিতে পান নাই! রাত্রি হইয়া গিয়াছে। জাপানীগণ তীরে বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ড, পাথুরে কয়লা, কেরোসিন তৈল, সুন্দর সুন্দর কাগজের লণ্ঠন, প্রজ্জলিত করিয়াছে। তাহাতে সেই সমুদ্র তীরে এক অপরূপ দৃশ্য হইয়াছে। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ, সহস্র সহস্র

জাপানী সেনাগণের মুখে একটী কথাও নাই। তাহারা কলের পুত্তলির ন্যায় জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তীরে উঠিতেছে। সকলই যেন কলে হইতেছে। ক্ষুদ্রকায় সবল সুস্থ বলিষ্ঠ জাপানী সৈন্যগণ ধূসর রংয়ের পোষাক, মস্তকে ক্ষুদ্র টুপি, পায় জুতা ও পটি, পৃষ্ঠে কম্বল প্রভৃতি, স্কন্ধে সঙ্গিন ও বন্দুক লইয়া স্তরে স্তরে জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ হইতেছে। দুই প্রহর রাত্রের মধ্যে তিন সহস্র জাপানী সেনা জাহাজ হইতে তীরে আসিল; তখন তাহাদের সেনাপতি জুজুটসুমা কিগসি একটু বিশ্রাম করিতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিমলপো বন্দরকে জাপান রাজ্যভুক্ত করিয়া তথায় কিয়ৎ সৈন্য রাখিয়া বহুতর সৈন্য লইয়া কোরিয়ার রাজধানী সিওলের দিকে অভিযান করিলেন। এই ৮ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে প্রকৃত পক্ষে রুষ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

জাপানী আড্মিরাল উরিউও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি ভোর চারিটার সময় রুষ জাহাজ ভারিয়াগের কাপ্তেন রুড্‌নেফকে সংবাদ দিলেন যে যদি বৈকালে ৪টার পর কোন রুষ জাহাজ বন্দরে থাকে, তবে তিনি তাহা আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। মহা অহঙ্কারী রুষের পক্ষে ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। এই দুই রুষ জাহাজের জাপান রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়াশা ছিল না। রুষ যোদ্ধাগণ বুঝিলেন যে পোর্ট আর্থারে তাঁহাদের যে সকল বৃহৎ যুদ্ধ-পোত আছে, তাহাদের সাহায্যে আসিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। নিশ্চয়ই জাপানীগণ এই সময়ে সেই সকল জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে তাহাদিগকে চিমলপোতে আসিতে দিবে না। এক্ষণে হয় পরাজয় স্বীকার করিয়া জাপানীদিগের হস্তে রুষের এই দুই যুদ্ধপোত প্রদান করিতে হয়, অথবা সমুদ্র গর্ভে নিশ্চিত মৃত্যু। কাপ্তেন রুড্‌নেফ মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী রুষগণও

সকলেই মহা বীর; পরাধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়া তাহারা সকলেই যুদ্ধে প্রস্তুত হইল। নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও তাহারা নঙ্গর তুলিল।

ধীরে ধীরে রুষের দুই জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিল। যখন তাহারা এইরূপ নিশ্চিত মৃত্যু মুখে চলিল, তখন ভারিয়াগ জাহাজের বাদ্যকরগণ রুষের বিজয় বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিল। "ভগবান আমাদের সম্রাটকে চিরজীবি করুন," এই বাদ্যধ্বনি সেই নীরব নিস্তব্ধ সমুদ্র বক্ষে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্যান্য জাহাজের নাবিকগণ এই বীরদিগের প্রশংসা ধ্বনি চিৎকার করিয়া ধ্বনিত করিয়া উঠিল।

এই যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ভারিয়াগ ও কোরিজ দুই জাহাজই অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মহা যুদ্ধ করিল, কিন্তু জাপানী বহু রণপোতের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বিড়ম্বনা মাত্র। সাড়ে বারটার সময় জাপানীগণ রুষ জাহাজদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া কামান বন্ধ করিলেন; তখন ভারিয়াগ ও কোরিজ কষ্টে বন্দরের দিকে আসিতে লাগিল। জাপানীগণ কখনই নির্দ্দয়চিত্ত ছিলেন না; তাঁহাদের ন্যায় মহানুভব উচ্চমনা জাতি আর নাই। তাঁহারা কখনই অনর্থক নরহত্যা করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাহাই তাঁহারা রুষ দিগের অনুসরণ করিলেন না, অবাধে বীর রুষ যোদ্ধাগণকে তীরে আসিয়া প্রাণ রক্ষার অবসর দিলেন। রুষের দুই জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন শত ভগ্ন অবস্থায় অতি কষ্টে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সকলেই বুঝিলেন যে ইহাদের জীবনের শেষ হইয়া গিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দৃষ্টি গোচর হইল যে ভারিয়াগ জলমগ্ন হইতেছে, এবং কোরিজে আগুন লাগিয়াছে। তখন অন্যান্য যুদ্ধপোত সকল রুষ দিগকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল। সাঙ্গরি নামে আর এক খানি রুষ জাহাজ বন্দরে ছিল। পাছে জাপানীগণ তাহা অধিকার করিয়া লয় বলিয়া রুষগণ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। বেলা ৪টার সময়

কোরিজের বারুদ ঘরে আগুন লাগায় জাহাজ শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। সাড়ে ছয়টার সময় ভারিয়াগ ডুবিল ;—কিয়ৎক্ষণ পরে সাঙ্গরিও তাহার অনুসরণ করিল। এই তিন জাহাজের দুরাদৃষ্ট হইতেই মহা পরাক্রান্ত অহঙ্কারী রুষের দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। এই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি রুষের মহা কাল অশুভ দিন ; কারণ তাঁহাদের প্রধান দুর্গ ও বন্দর পোর্ট আর্থারেও এই দিবস রাত্রে জাপানীগণ রুষকে সর্ব্ব প্রকারে পরাজিত করিল।

জাপান দ্বীপপুঞ্জ ; জলপথ উত্তীর্ণ না হইলে জাপানের কোন প্রকারেই কোরিয়ায় সৈন্য লইয়া গিয়া রুষকে দূর করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু যতক্ষণ রুষের যুদ্ধপোত প্রবল আছে, ততক্ষণ তাঁহাদের যুদ্ধ জয়েরও কোনও আশা নাই। তাই জাপানী যোদ্ধাগণ রুষের যুদ্ধপোত গুলিকে প্রথমেই বিনষ্ট করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে, কিন্তু রুষের যুদ্ধপোত নিকটে থাকিতে এ কার্য্য সহজ নহে, তাই জাপানের প্রথমেই এই নৌ-যুদ্ধ।

যখন আড্‌মিরাল উরিউ চিমলপোতে রুষ জাহাজ ধ্বংস ও জাপান সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই রাত্রে পোর্ট আর্থারে ভয়াবহ কাণ্ড সংঘটিত হইতেছিল। জাপান কতদূর উন্নত, শিক্ষিত, ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছে, রুষ অথবা পৃথিবীর আর কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। এই ৯ই ফেব্রুয়ারিতে জাপানী বীরত্বে জগত স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম মহা যুদ্ধ।

৯ই ফেব্রুয়ারির নিশীথ রাত্রি। পোর্ট আর্থারের মহা দুর্গের সম্মুখস্থ বন্দরের বাহিরে সাতখানি অতি বৃহৎ রুষ যুদ্ধপোত নঙ্গর করা রহিয়াছে। পেট্রোপাভলসক যুদ্ধপোতে স্বয়ং সেনাপতি আডমিরাল ষ্টার্ক বাস করিতেছিলেন। তাঁহার জাহাজের পার্শ্বে পলটাভা, সিবাষ্টিপুল, পেরিসভিট, রেটভিসান, পোবিয়েডা এবং জারউইচ যুদ্ধপোত নিশীথ নীরব রাত্রে এক একটী দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় বিশ্রাম করিতেছিল। ইহাদের পার্শ্বে ইহাদের বিশ্বাসী অনুচরের ন্যায় নভিক, বেয়ান, ডিয়ানা, আসকোল্ড এবং বইয়ারিন নামক দ্রুতগামী যুদ্ধপোতগণ অপেক্ষা করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত বন্দরের ভিতরে বহুতর টরপেডো বোট, গানবোট প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত নঙ্গর করিয়া ছিল। এত সংখ্যক ও এত পরাক্রান্ত যুদ্ধ জাহাজ এসিয়ার আর কোন বন্দরে ছিল না; সুতরাং রুষ যে নগণ্য ক্ষুদ্র জাপানকে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, সমুদ্র অতি স্থির, দুর্গের আলোক মাত্র নিয়মিত জ্বলিতেছে। দুর্গ হইতে সহস্র সহস্র কামান সমুদ্রের দিকে মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। এ ভয়াবহ স্থানে কেহ যে আসিতে সাহস করিবে রুষ তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সেই রাত্রে পোর্ট আর্থারে এক সার্কাস হইতেছিল, অনেকে তাহাই দেখিতে গিয়াছিলেন; কেবল তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত বন্দরের বাহিরে পাহারায় ঘুরিতেছিল। রাত্রি দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—এই সময়ে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল।

ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত টরপেডো নিজ কলের সাহায্যে শত্রুর রণপোত আক্রমণ করিতে যাইতেছে।

[১৭ পৃষ্ঠা]

রুষগণ জাহাজে জাহাজে নিদ্রিত ছিল; সহসা তাহারা চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিল;—রুষের প্রত্যেক জাহাজের মাস্তুল হইতে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিয়া সমস্ত সমুদ্র আলোকিত করিয়া ফেলিল;—দুর্গের নীচেও বহুতর আলোক জ্বলিল। তখন বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত রুষগণ দেখিল যে জাপানিগণ তাহাদের বেগবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টরপেডো বোট দ্বারা বন্দর বহির্ভাগস্থ রুষ যুদ্ধপোতদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা পাইতেছে। ইতিমধ্যেই তাহারা রুষের একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধপোতে টরপেডো লাগাইয়াছে! তাহারা তীরবেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রুষের মহা পরাক্রান্ত যুদ্ধপোতের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! বিস্মিত রুষগণ জাপানের এই অভূতপূর্ব্ব অসম সাহসিকতায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু তৎপর মুহূর্ত্তেই জাহাজ ও দুর্গ হইতে মুহুর্মুহু গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ ভীত হইল না;—তাহারাও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময়ে দূরে চারিখানি জাপানী যুদ্ধপোত ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারাও রুষ জাহাজের উপর অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। এরূপ সুলক্ষ্যযুক্ত গোলা-নিক্ষেপ নৌ-যুদ্ধ বিদ্যায় আর কখনও কেহ দেখেন নাই। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে জাপানিগণ রুষের যুদ্ধপোত সকল প্রায় ধ্বংসীভূত করিয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল। তাহাদের কেবল চারিজন হত ও চুয়ান্ন জন আহত হইয়াছিল,—রুষের হত আহতের সংখ্যা হয় নাই!

প্রাতে দেখা গেল রুষের দুই বৃহৎ যুদ্ধপোত জারউইচ ও রেটভিসান এবং দ্রুত পোত পালাডা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য জাহাজও ক্ষত বিক্ষত;—রুষের এত প্রতাপ অর্দ্ধ ঘটিকায় চূর্ণীকৃত হইয়াছে! পোর্ট আর্থারের রুষগণ ভীত ও স্তম্ভিত! ইহাই যুদ্ধের শেষ নয়! অসম সাহসিক জাপানিগণ তাহাদের আবার আক্রমণ করিবে, ইহাই সকলে মনে করিয়া চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ। কিন্তু সে সন্দেহও তাহাদের

অধিকক্ষণ রহিল না। ৯টার সময় দূরে তিন খানি জাপানী জাহাজ দৃষ্টি গোচর হইল ;—সকলের মাস্তুলেই সাহঙ্কারে জাপানের চির খ্যাত প্রাতঃসূর্য্য অঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে! প্রায় দুই ঘণ্টা ইহারা অতি দূরে থাকিয়া রুষ যুদ্ধপোতের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রুষগণের গোলা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তজ্জন্য রুষগণ অনর্থক গোলা চালাইল না; তাহারা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ বিচূর্ণ জাহাজ গুলি মেরামত করিয়া কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তখনও রুষ বন্দরে বহুতর রুষ যুদ্ধপোত যুদ্ধক্ষম ছিল,—সুতরাং তখনও তাহারা একেবারে হতাশ হয় নাই। এই সময়ে ঠিক বেলা ১১টার সময় ১৬ খানি জাপানী যুদ্ধতরী ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থার বন্দরের দিকে যুদ্ধ সজ্জায় আসিতে লাগিল ;—সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না! জাপানের পরাক্রান্ত নূতন নির্ম্মিত যুদ্ধপোত মিকাসা, হাটসুসী, আসাহি, সিকিসেমা, যাসিমা এবং ফুজি পৃথিবীর কোন জাতির যুদ্ধ তরীর অপেক্ষা হীন ছিল না। ইহাদের সহিত যে সকল দ্রুতগামী ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত ছিল, তাহাও অতুলনীয়। এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন স্বয়ং আড্‌মিরাল টোগো। ইনি জাপানের নেল্‌সন বলিয়া জগত খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সহকারী ছিলেন,—আড্‌মিরাল কামিমুরা। উভয়েই বহু বৎসর বিলাতে আধুনিক যুদ্ধ বিস্তার সকল প্রকরণ শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাতে কতদূর সুদক্ষ হইয়াছিলেন, এই মহাযুদ্ধই তাহার প্রমাণ।

সাড়ে ১১টার সময় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপ যুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে আর হয় নাই। পোর্ট আর্থার দুর্গ রুষগণ সহস্র সহস্র ভয়াবহ কামানে সজ্জিত করিয়াছিলেন;—এই সকল কামান হইতে যে সকল ভয়ঙ্কর গোলা উদ্গীরিত হইত, তাহার মুখে কিছুরই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহার উপর এই সকল গোলার ভিতর পিক্‌রিক এসিড ও মেলি-

নিটেড থাকিত;—গোলা যেখানে পড়িত, সেখানে আর কিছুই রাখিত না! বিশেষতঃ ইহা হইতে এমনই ভয়াবহ বিষাক্ত ধূম নির্গত হইত, যে তাহা যাহার নাসিকায় প্রবেশ করিত, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু রুষদিগের গোলা চালাইবার দোষেই হউক, অথবা জাপানিগণের বিচক্ষণতার দরুণই হউক,—তাহাদের অধিকাংশ গোলা সমুদ্রের জলে পতিত হইতে লাগিল,—জাপানী জাহাজ স্পর্শ করিল না।

এ দিকে জাপানিগণ অতি সুদক্ষতার সহিত তাহাদের জাহাজ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অতি ধীর ভাবে গোলা চালাইতে লাগিল। টোগো রুষ দুর্গে অধিক গোলা নিক্ষেপ না করিয়া, রুষ জাহাজগুলি ধ্বংস করিবার চেষ্টাই বিশেষ ভাবে করিতে লাগিলেন। তবে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটী বৃহৎ গোলা দুর্গ মধ্যেও নিক্ষিপ্ত করিলেন। রুষ রণতরীগুলি ধ্বংস করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কারণ তিনি জানিতেন, জাহাজ দ্বারা পোর্ট আর্থারের ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকারের সম্ভাবনা নাই। প্রায় ১টার সময় উভয় পক্ষের গোলা চালন অনেক হ্রাস হইয়া আসিল। রুষের আরও তিনখানি জাহাজ নষ্টপ্রায়। অবশিষ্টগুলি অর্দ্ধ ভগ্ন হইয়াছে;—দুর্গেরও শত স্থান চুর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে ভাবিয়া, অতি সুদক্ষতার সহিত তাঁহার জাহাজ গুলি লইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার কোন জাহাজেরই কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু রুষ যুদ্ধপোত প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসীভূত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যখন ক্ষুদ্র জাপানের এই যুদ্ধজয় সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন সকলে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেলেন। যাঁহারা গুণের ও বীরত্বের আদর করিতে জানেন, তাঁহারা সকলেই শত মুখে জাপানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সমস্ত এসিয়াখণ্ডের চক্ষু খুলিল;—পাশ্চাত্য জাতি অজেয় নহে;—এসিয়াও পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিতে

পারে ;—সকলেরই মনে এ বিশ্বাস উদিত হইয়া, তাহাদের জীবনের এক নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

আর রুষ! সমস্ত রুষ রাজ্যে এ পরাজয় সংবাদ উপস্থিত হইলে, এক হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার! ইহা প্রাণ থাকিতে হইতে পারে না! সমস্ত রুষ জাতি বদ্ধ পরিকর হইল। সেইদিন সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উইণ্টার প্যালেস নামক প্রাসাদের গির্জ্জায় সকলে জানু পাতিয়া বসিয়া জয়ের জন্য কাতরে ভগবানকে ডাকিলেন! সে দৃশ্যও অতি মনোরম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পর।

রুষ গভর্ণর জেনারেল জাপানের সহসা এই অভূতপূর্ব্ব জয়লাভে যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। তাঁহার তখনও জয় আশা ত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। তখনও পোর্ট আর্থার বন্দরে কতকগুলি যুদ্ধপোত কর্ম্মক্ষম আছে ;—কতকগুলিকে মেরামত করিয়া কাজের মত করিয়া লইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে গ্রমবই ও রোসিয়া নামে দুই অতি বৃহৎ যুদ্ধপোত আছে। তাহাদের সঙ্গে রুরিক ও বোগাটির নামক আরও দুই খানি অতি পরাক্রান্ত জাহাজও আছে। আড্‌মিরাল সাকেলবার্গ এই সকল জাহাজের সেনাপতি ছিলেন। রুষ গভর্ণর জেনারেল জানিতেন যে এই সকল জাহাজ নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই। তাহারা কোন না কোন প্রকারে জাপানী জাহাজদিগকে কতকাংশে জখম করিতে পারিবে ; কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে জাপানও নিরস্ত থাকিবে না ; আবার সুবিধা

পাইলেই পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নী সহর আক্রমণ করিবে; তাহাই তিনি দুর্গ ও সহর রক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। যাহাতে টালিয়ান উপসাগরে আদৌ শত্রু-জাহাজ প্রবেশ করিতে না পারে,—সেই জন্য তিনি এই উপসাগরে নিকটে নিকটে নানা স্থানে "মাইন" স্থাপনা করিতে লাগিলেন। এই "মাইন" এক ভয়ানক ব্যাপার। গান কটন, ডিনামাইট প্রভৃতি ভয়াবহ দ্রব্যে ইহারা অতি বৈজ্ঞানিক কৌশলে নির্ম্মিত। কোন রূপে কোন জাহাজ ইহাদের একটীতে সংঘর্ষিত হইলে, তাহার আর রক্ষা নাই! তৎক্ষণাৎ মহা শব্দে "মাইন" ফাটিয়া যায়,—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের নিম্ন দেশ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে,—তখন সেই হতভাগ্য জাহাজ তাহার গুলি গোলা, কামান বন্দুক, সেনা সেনাপতি লইয়া সমুদ্রের গভীর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়! পোর্ট আর্থার বন্দরের সম্মুখে "মাইনের" ভাল বন্দোবস্ত থাকিলে, জাপানিগণ অন্ধকার রাত্রে নিঃশব্দে আসিয়া রুষ জাহাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিত না। ইহাতেই বোঝা যায়, তাহারা রুষের সকল সংবাদ রাখিত, কিন্তু রুষগণ জাপানিদিগের কিছুই জানিতেন না!

যাহাই হউক, এই ভয়াবহ জাহাজ ধ্বংসকারী "মাইন" সমুদ্রের মধ্যে মধ্যে স্থাপন করা সহজ বা নিরাপদ কার্য্য নহে। ইহারা ভাসিয়া থাকিলে শত্রুগণ ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে;—দেখিতে পাইলে দূর হইতে নিরাপদে ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার যন্ত্রও আছে। যদি জলের নিম্নে দুইটা "মাইন" পরস্পরে সংঘর্ষিত হয়, তাহা হইলে উভয়ই ফাটিয়া যাইবে;—আবার ভালরূপ স্থাপিত না হইলে, ইহারা দূর সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়া বিভিন্ন দেশের যুদ্ধপোত ও সওদাগরী জাহাজেরও সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে। এই সকল কারণে রুষ কাপ্তেন ষ্টেপানফ এই 'মাইন" স্থাপনের জন্যই নির্ম্মিত "জেনিসেই" নামক জাহাজে প্রায় একশত মহা সাহসী নৌ-সেনা লইয়া টালিয়ান উপসাগরে

না ;—এমন কি পানীয় জলও শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে! এই বর্ণনাতীত গোলমালের মধ্যে আলেক্‌জিফ যতদূর অবিচলিত থাকিয়া রুষ সাম্রাজ্যের সম্মান বজায় রাখিতে পারা যায়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। বন্দরের ভগ্ন রণতরীগুলিও যথাসাধ্য মেরামতের চেষ্টা পাইতেছিলেন ;—কিন্তু জাপানের ভয়ে সহরে এমনই হুলুস্থূল ঘটিয়াছে যে কিছুই সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল না। তাঁহার এত বড় অতুলনীয় ক্ষমতা, তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিপত্তি, তাঁহার মান সম্ভ্রম পদ, সবই জলাঞ্জলি যাইবার পথে বসিয়াছে ; কিন্তু মানুষ কি করিতে পারে? সকলই ভগবানের হাত!

অন্যদিকে জাপানে, জাপানী সেনাগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে কোনই গোলযোগ নাই। সর্ব্বত্র কলের ন্যায় কাজ চলিতেছে। জাপানী রণপোত সকল আধুনিক শ্রেষ্ঠ রণপোত যেরূপ হওয়া উচিত, তাহারই প্রমাণ দিয়াছে। জাপানী টরপেডো জাহাজ সকল জাপান নিজ দেশে নির্ম্মাণ করিয়াছে ;—এক খানিও বিদেশের প্রস্তুত নহে। তাহারা প্রথম যুদ্ধেই দেখাইয়াছে যে তাহারা অজেয়, দুর্দ্দমনীয়, ভয়াবহ যুদ্ধোপকরণ। আড্‌মিরাল টোগোর অসম সাহসিক যোদ্ধাগণ কলের ন্যায় কাজ করিতেছে ; কেহ বিন্দু মাত্র বিচলিত, ভীত বা পশ্চাৎপদ নহে। যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহারা আনন্দে প্রাণ দিয়াছে ;—যাহারা আহত হইয়া শয্যাশায়ী আছে, তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ওষ্ঠ হইতে কাতরোক্তি প্রকাশ হইতে দেয় না! যাহারা গিয়াছে,—দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, এই বিশ্বাসে সহস্র সহস্র জাপানী যোদ্ধা আনন্দিত চিত্তে স্ত্রী পুত্র পরিবার সকল ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। জাপানিগণ কিরূপে যুদ্ধে জাপানের রাজধানী টোকিও হইতে যাত্রা করিতেছে,—এ সম্বন্ধে একজন দর্শক লিখিয়াছেন:—"গাড়ীর সময় প্রায় নিকট হইয়া আসিয়াছে; ষ্টেসনের দ্বারে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছে ; সহসা এই সময়ে ষ্টেসন

কর্ম্মচারিগণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন,—আপনাদের গাড়ী এখনই যাইবে।' সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন।—পর মুহূর্ত্তেই এক দল জাপানী সেনা নীরবে ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়া এঞ্জিন পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইল। সেনাপতিগণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন;—সৈন্যগণ নিমেষে সকলে গাড়ীতে প্রবেশ করিল!—কোন গাড়ীতে আর তিলার্দ্ধ স্থান নাই; গার্ড বংশীনিনাদ করিলেন, গাড়ী চলিয়া গেল। কোন গোল নাই; ষ্টেসনে স্ত্রী পরিবারের বিদায়ের হুড়াহুড়ি, আর্ত্তনাদ নাই,—সকলই নীরব নিস্তব্ধ। সকলেই যেন একটী প্রকাণ্ড কল! দুই মিনিট যাইতে না যাইতে যাত্রী লইয়া নিয়মিত গাড়ীও যথা স্থানে যাত্রা করিল।"

এইরূপ সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বিষয়ে;—কোন স্থানে বিন্দুমাত্র কোন গোল নাই,—অভাব নাই,—হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকি নাই! বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাপান এ মহাযুদ্ধ অপরিহার্য্য জানিয়া, সর্ব্ব বিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। জাপানে পদস্থ সেনাপতিগণ পর্য্যন্ত চীনে কুলি সাজিয়া রুষের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন;—সুতরাং পোর্ট আর্থার বা অন্য স্থান বা রুষ সম্বন্ধে তাঁহাদের কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা এই মহাযুদ্ধের জন্য কিরূপ সুদক্ষতার সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা প্রথম দিনের যুদ্ধেই তাঁহারা তাহার সম্যক পরিচয় দিয়াছিলেন;—তাহাই ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জগত স্তম্ভিত ও বিস্মিত!

তাহার উপর জাপানের দেশ হিতৈষিতা। জাপানী জননী জন্মভূমি জাপানকে যত ভালবাসে, তত আর কাহাকেই বাসে না। তাহারা কোটী কোটী, কিন্তু তাহারা অতি দরিদ্র!—ক্ষুদ্র কাগজের ঘর তাহাদের বাসভূমি; আহার সামান্য ভাত ও কিঞ্চিৎ মৎস্য। তাহারা ক্ষুদ্র জাতি, কিন্তু তাহারা সৌন্দর্য্য প্রিয় অতি বুদ্ধিমান জাতি। তাহারা সভ্যতার হিসাবে অতি অসভ্য ছিল না, কিন্তু এসিয়া খণ্ডে তাহারাই প্রথম বুঝিয়াছিল

যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও বিদ্যা না শিখিলে অতি শীঘ্রই জাপানকে পর হস্তগত হইয়া দাসত্ব করিতে হইবে। এ কথা সম্রাট হইতে নগণ্য রিক্স গাড়ী টানা দরিদ্র কুলি পর্য্যন্ত সকলেই বুঝিয়াছিলেন ;—তাহাই এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা ;—তাহাই আজ লক্ষ লক্ষ জাপানী তাহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জাপানকে রক্ষা করিবার জন্য নীরবে হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় সাহস, বীরত্ব ও স্বদেশ প্রেম লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের জননী, ভগিনী স্ত্রী তাহাদিগকে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেছে,—চক্ষের জল চক্ষে উপশমিত রাখিতেছে। পাছে বীরের হৃদয় জননী ভগিনী স্ত্রীর চক্ষুজল দেখিয়া বিচলিত হয়,—তাহাই এই রমণী বীরত্ব। একদিন স্পার্টা দেশে এ মহান দৃশ্য দেখিয়াছিলাম ; এক দিন রাজ-পুতনায় এ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম ; আর এই রুষ-জাপান মহা যুদ্ধে দেখিলাম। নতুবা ভেতো ৪৷৷০ ফুট দীর্ঘ ক্ষুদ্র জাপ কখনই ৬৷৷০ ফুট উচ্চ গোখাদক অসুরসম বলবান রুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিত না। এ যে তাহাদের প্রাণ লইয়া যুদ্ধ! এ যে তাহাদের অস্তিত্ব লইয়া যুদ্ধ! এ যে তাহাদের জননী জাপানকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ! ভগবান দুর্ব্বলের সহায় বলিয়াই প্রথম যুদ্ধেই প্রবল পরাক্রান্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক-ব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিপতি রুষজার নিকোলাস জাপানের নিকট লাঞ্ছিত হইলেন। মহা যুদ্ধ বাধিয়াছে,—ইহার কোথায় অবসান হইবে কে বলিতে পারে ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাপানী-সাহস!

'আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার সমস্ত রণতরী লইয়া নিজ বন্দরে আসিয়া নজর করিয়া যে সকল মেরামত প্রয়োজন বা অন্যান্য যাহা আবশ্যক, তাহা

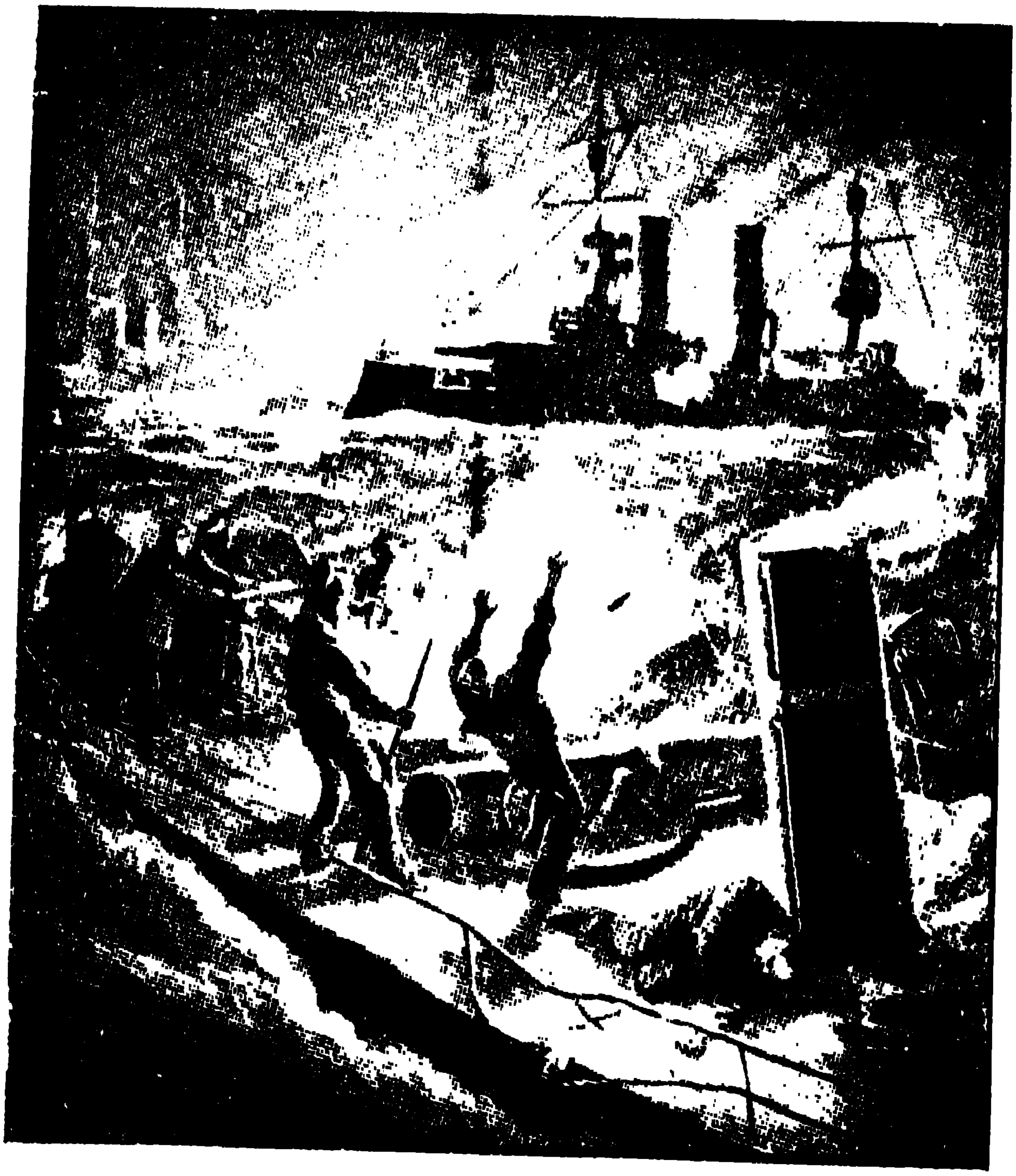

টরপেডো বোট দ্বারা নৈশ আক্রমণ।

[২৬ পৃষ্ঠা।]

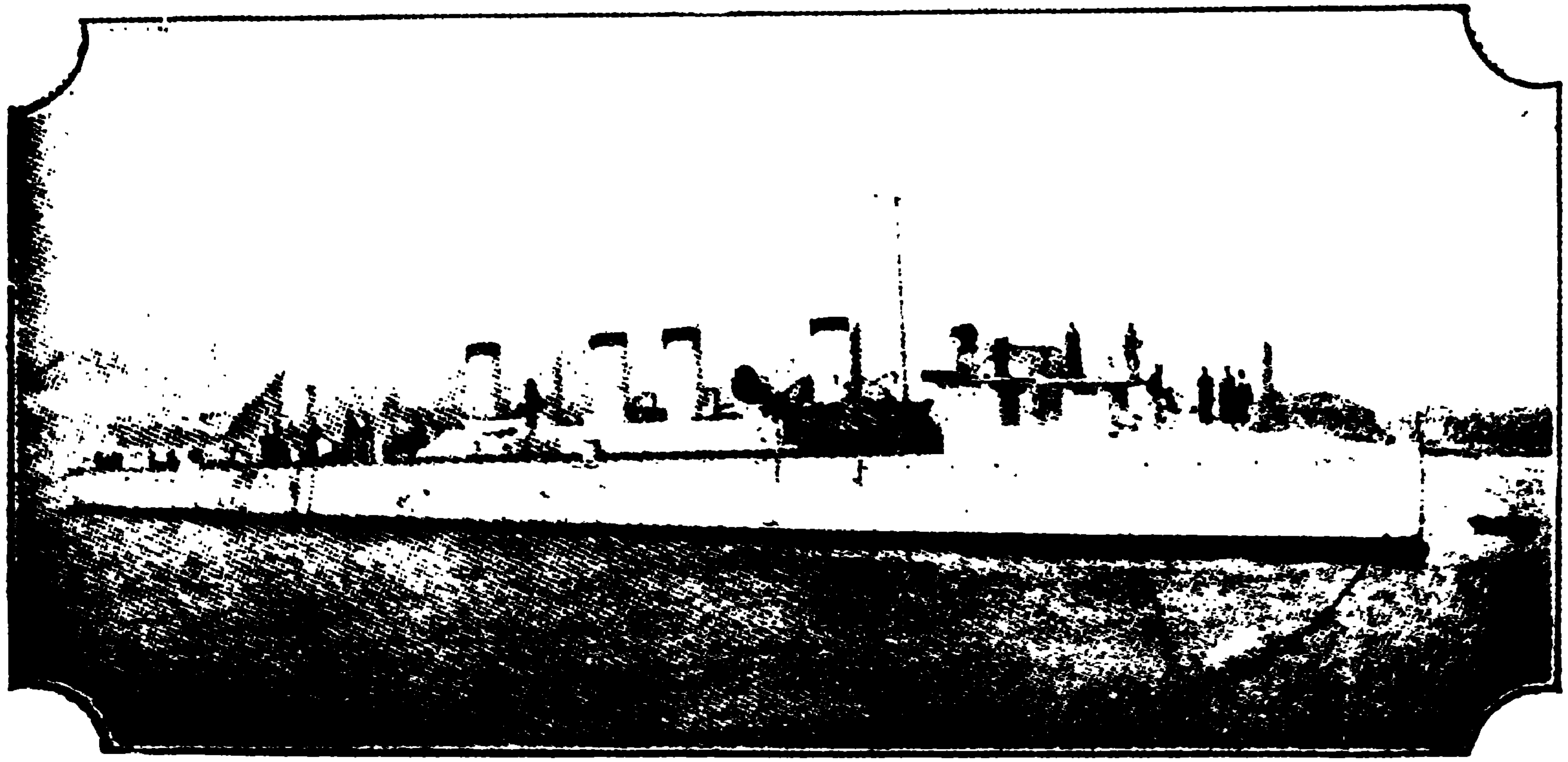

ডেস্ট্রয়ার জাহাজ।

[১৭ পৃষ্ঠা।]

সকলই স্থির করিয়া লইতেছিলেন। ১৩ই সন্ধ্যার সময় সেনাপতি আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে জাপানী "ডেসট্রয়র" নামীয় যুদ্ধতরী সকল পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিতে যাইবে;—ডেস্ট্রয়ারের যোদ্ধাগণ এ সংবাদ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা সকলে সত্বর নঙ্গর তুলিতে ছুটিলেন।

আমরা বলিয়াছি, প্রথম দিনের যুদ্ধে গভীর রাত্রে জাপানী টরপেডো বোট গিয়া রুষ রণতরী আক্রমণ করিয়া অন্ধকারে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। দূরে থাকিয়া জাপান রণতরী গোলা চালাইয়া তাহাদের সহায়তায় নিযুক্ত ছিল;—এবার চলিল জাপানী "ডেসট্রয়র।"

টরপেডো বোটগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী কলের জাহাজ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামানে সজ্জিত; "টরপেডো" শত্রু রণতরীর প্রতি নিক্ষেপ করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। টরপেডো মৎস্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট যন্ত্র;—ভয়ানক ডিনামাইট প্রভৃতিতে পূর্ণ; আপনার কলে জলের নিচে চালিত হইয়া ঠিক নির্দ্দিষ্ট জাহাজে গিয়া আঘাত করে। একবার এই কলের মৎস্য কোন জাহাজের নিম্নে গিয়া লাগিলে, সে জাহাজের আর রক্ষা নাই, তখনই তাহা ছিন্ন, ভগ্ন, শত খণ্ডিত হইয়া যায়।

এই সকল ক্ষুদ্র কিন্তু ভয়াবহ শত্রুকে নিপাত করিবার জন্য "ডেসট্রয়র"; ইহারা অপেক্ষাকৃত বড় জাহাজ,—অতিশয় দ্রুতগামী, এবং অপেক্ষাকৃত বড় কামানে সজ্জিত। ইহারা টরপেডো বোট দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিতে পারে। পলাইতে না পারিলে, "ডেসট্রয়রের" হস্তে টরপেডো বোটের কিছুতেই রক্ষা নাই।

যুদ্ধপোত দুই প্রকার;—এক প্রকার "ক্রুজার", অন্য "ব্যাটেলসিপ।" ব্যাটেলসিপ খুব বড়,—এক একটা বৃহৎ দুর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা ভয়াবহ বড় বড় কামানে সজ্জিত; সর্ব্বাঙ্গ দুর্ভেদ্য লৌহে আবরিত। ক্রুজারগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট,—কাজেই ইহাদের কামানও অপেক্ষাকৃত

ছোট। পুস্তকস্থ চিত্র দেখিলেই সকলে এই চারি প্রকার রণপোতের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রথম রাত্রের যুদ্ধে জাপানী টরপেডো বোট ও ক্রুজার নিযুক্ত হইয়াছিল; পর দিনের যুদ্ধে স্বয়ং টোগো বড় বড় ব্যাটেল-সিপ লইয়া পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিয়াছিলেন। সঙ্গে টরপেডো বোট ও ক্রুজারও ছিল; কিন্তু ডেসট্রয়র ছিল না। আজ তিনি রুষ টরপেডো বোটগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য নিজ ডেসট্রয়ারগুলিকে রণযাত্রা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অসম সাহসিক কাজ। পোর্ট আর্থার দুর্গে সমুদ্রের দিকে তিন শত বড় বড় কামান সজ্জিত আছে। তাহাদের বৃহৎ গোলার দুই একটী এই সকল ডেসট্রয়ারের উপর পতিত হইলে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ জল মগ্ন করিবে;—এতদ্ব্যতীত বন্দরে এখনও কয়েকখানি রুষ রণপোতও কার্য্যক্ষম রহিয়াছে। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা এই সকল ক্ষুদ্র ডেস-ট্রয়ারের সাধ্যায়ত্ব নহে;—বিশেষতঃ রুষগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় অসাবধান নাই;—তাঁহারা নিশ্চয়ই অতিশয় সতর্ক রহিয়াছে। এ অবস্থায় এই ক্ষুদ্র রণপোতগণের তথায় গমন যে কতদূর বিপদসঙ্কুল, তাহা কে না বুঝিতে পারিবেন!

কিন্তু জাপানী হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইল না। তাহারা এতদিন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে-ছিল। তাহাই আজ্ঞা পাইবামাত্র মহা উৎসাহে ছুটিল। এরূপ খারাপ রাত্রিও প্রায় দেখা যায় না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, ক্রমে বরফ-পাত অতিশয় বৃদ্ধি পাইল,—সমুদ্রের তুফানও বাড়িল;—চারিদিক কুয়াশায় ঢাকিল। জাপানী জাহাজগুলি শত চেষ্টা করিয়াও সঙ্গ রক্ষা করিতে পারিল না;—তাহারা বিস্তৃত সমুদ্র মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কে কোন দিকে গেল, তাহা অপরে স্থির রাখিতে পারিল না।

কিন্তু ইহাতেও বীর জাপান হৃদয় দমিল না। তাহারা কেহই তাহাদের সেনাপতি টোগোর আজ্ঞা পালনে অবহেলা করিল না। তাহারা পরস্পরে সকলেই জানিত যে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছে না সত্য,—কিন্তু কোন জাহাজই প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই, সকলই পোর্ট আর্থারের দিকে মহা বেগে গমন করিতেছে।

রাত্রি ৩টার সময় আসাগিরি নামে জাপানী জাহাজ পোর্ট আর্থার বন্দরের নিকটস্থ হইল। ইসাকোয়া এই জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহাদের আর কোন জাহাজই এখনও পোর্ট আর্থারে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। রুষের কিছু না কিছু অনিষ্ট সাধন না করিয়া তিনি এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। এবার রুষগণ নিদ্রিত ছিল না;—সমুদ্র মধ্যে জাহাজের শব্দ শুনিয়া তাহারা সেই জাহাজের উপর উজ্জ্বল আলোক নিক্ষিপ্ত করিল। পর মুহূর্ত্তেই জাহাজ ও দুর্গ হইতে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল;—কেন যে সেই মুহূর্ত্তেই জাপানী জাহাজ জল মগ্ন হইল না, তাহা বলা যায় না। জাপানী জাহাজ অতি দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল। হয়তো সেইজন্য রুষের গোলা তাহাকে আঘাত করিতে পারিল না;—হয়তো রুষগণের লক্ষ্য আদৌ ঠিক ছিল না। হয়তো অন্ধকারে তাহাদের নিজেদের জাহাজ আঘাত করিবে ভয়ে আসাগিরিকে ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না। যে কারণেই হউক, অসম সাহসিক আসাগিরি আঘাতিত হইল না। ইচ্ছা করিলে সে পলাইতে পারিত, কিন্তু পলায়নের জন্য সে এতদূর আসে নাই;—সে যে কার্য্য করিল, এ পর্য্যন্ত এরূপ অসম্ভব ব্যাপার নৌ-যুদ্ধে আর কখনও হয় নাই। বন্দরের দ্বারে তিনখানা রুষ জাহাজ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া পাহারা দিতেছিল। দুই পার্শ্বে বিভিন্ন সুদৃঢ় দুর্গ; শত কামানে সজ্জিত; তাহার পর বন্দর। বড় বড় রুষ জাহাজ তখনও গোলা চালাইতে সক্ষম,—আর সম্মুখস্থ পোর্ট আর্থার দুর্গের উল্লেখ অনাবশ্যক মাত্র। কিন্তু ইহাতেও ক্ষুদ্র

আসাগিরি ভীত হইল না। অতি বেগে রুষ জাহাজ প্রহরীত্রয়কে ছাড়াইয়া, দুই পার্শ্বস্থ দুর্গের গোলা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, একাকী অসম সাহসে একেবারে বন্দরের ভিতর আসিয়া পড়িল। অন্ধকারে নিকটে একখানা বড় রুষ রণপোত রহিয়াছে দেখিয়া, সে তাহার প্রতি এক টরপেডো নিক্ষেপ করিল। তাহার পর রুষ টরপেডো বোটের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মহা বেগে বাহিরের দিকে ছুটিল। যাইতে যাইতে রুষের এক খানা টরপেডো বোট সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিল। শত শত ভয়াবহ গোলার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, জয় জয় নিনাদ করিতে করিতে দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল! কে কবে কোথায় এমন বীরত্ব দেখিয়াছেন?

আসাগিরির গমনের দুই ঘণ্টা পরে, জাপানী ডেসট্রয়র "হায়াটারি" পোর্ট আর্থারের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধকারে অন্যদিকে গিয়া পড়িয়াছিল,—যথা সময়ে বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল যে নিশ্চয়ই অন্যান্য জাহাজ এতক্ষণ রুষের সহিত লড়িতেছে; কিন্তু সে দেখিল যে তাহাদের আর কোন জাহাজই নিকটে নাই;—কিন্তু সে এতদূর আসিয়া ফিরিবে! সেনাপতি কি বলিবেন! কিন্তু রাত্রি আর অধিক নাই;—পোর্ট আর্থার আলোক মালায় আলোকিত। রুষগণ জানিত যে আসাগিরি একাকী আইসে নাই, তাহার সহিত অন্য জাহাজ আছে। এক্ষণে তাহারা প্রতি কামানের পশ্চাতে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—সেনাধ্যক্ষগণ চারিদিকে দুরবীক্ষণের সাহায্য লইতেছেন; সুতরাং আসাগিরি যে অসম সাহসিক কার্য্য করিয়াছিল, হায়াটারির তাহা করিবার আশা ছিল না। চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে,—দুর্গ হইতে তাহার উপর গোলা বৃষ্টি হইলে, নিমেষ মধ্যে তাহাকে সাগরের অতল গর্ভে লীন হইতে হইবে। কিন্তু কিছু না করিয়াও সে প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীর আর কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। এই সময়ে হায়াটারির কাপ্তেন দেখিলেন বন্দরের

বাহিরে দুইখানি রুষ জাহাজ অন্ধকারে অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে! তিনি তীরবেগে তাঁহার জাহাজ লইয়া ইহাদের পার্শ্ব দিয়া ছুটিলেন। নিমেষে জাপানী বীর রুষদিগের জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টরপেডো নিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দূর সমুদ্রের ভিতর অদৃশ্য হইল। রুষ জাহাজ আঘাতিত হইয়াছে, না লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা ফিরিয়া দেখিবার তাঁহাদের সময় ছিল না,—কিন্তু তাঁহারা শীঘ্রই একটা মহা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে রুষ জাহাজ চূর্ণীকৃত হইয়াছে;—তখন তাঁহারাও জয় নিনাদ করিতে করিতে দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে দৃষ্টিগোচর হইল যে রুষের একখানি টরপেডো বোট জলমগ্ন হইয়াছে। জাপানিদিগের অব্যর্থ সন্ধানে তাহাদের দুইখানি বড় যুদ্ধপোত জাপানী টরপেডো আঘাতে খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে!

এই ঘটনার পর দশ দিন আড্‌মিরাল টোগো আর পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিলেন না। কিন্তু পোর্ট আর্থারবাসিগণ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে দেখিতে পাইল যে, দূর সমুদ্র মধ্যে জাপানী রণতরী সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে;—সময় সময় দুই একখানা বন্দরের নিকট আসিয়া দুই দশটা গোলা চালাইয়া আবার দ্রুতগতিতে দূর সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে। বন্দর হইতে বাহির হইতে রুষদিগের সাধ্য ছিল না;—তজ্জন্য তাহারা দিনের পর দিন এই ভয়াবহ পাহারা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল। তাহারা জানিত যে আড্‌মিরাল টোগো এইরূপে তাহাদের বন্দরে আটক রাখিয়া, নিশ্চয়ই খান কয়েক জাহাজ ভ্লাডিভস্টক্‌ বন্দরের রুষ জাহাজের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আর তাহারা সকলেই শুনিল যে জাপগণ দিন দিন অগণিত সৈন্য কোরিয়ায় প্রেরণ করিতেছে;—তাহাদের কতকগুলি কোরিয়ার রাজধানী সিওলের দিকে প্রস্থান করিয়াছে;—আর কতকগুলি ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় দুর্গে যত কম লোক থাকে,—তত অধিকদিন দুর্গ রক্ষা করিবার সম্ভাবনা।

সুতরাং রুষ শাসনকর্ত্তা সৈনিক ব্যতীত আর সকলকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া দিলেন। বহু ধনী চীনের দুর্গে ও সহরে বড় বড় চালের গোলা ছিল;—তাহারা তাহা ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলাইল। রুষ তাহা সমস্তই তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। কেবল ইহাই নহে,—মাঞ্চুরিয়ায় ও কোরিয়ায় জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্যের প্রয়োজন। তত সৈন্য এখনও রুষিয়া হইতে এই দূরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে নাই;—তজ্জন্য আলেক্‌জিফ্ নিতান্ত যত সংখ্যক সৈন্য দুর্গে না রাখিলে নয়, তাহাই মাত্র রাখিয়া, অপর সকলকে উত্তরে তাঁহাদের রাজধানী মুক্‌ডেন সহরে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেও পোর্ট আর্থার ত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় হারবিন নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই হারবিন হইতেই দুইটী রেলপথ রুষের চির-বিখ্যাত সাইবিরিয়ান রেলপথ হইতে বাহির হইয়া একটী পোর্ট আর্থারে, অপরটী ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে গমন করিয়াছে। আলেক্‌জিফ্ দুই দিকেই এইখান হইতে দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন বলিয়া এই সহরে আগমন করিলেন;—কিন্তু তিনি হারবিনে পলাইলেন,—এ কথাও লোকে বলিতে ছাড়িল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হাস্যজনক।

১৪ই হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত জাপানী জাহাজ সকল দূরে থাকিয়া পোর্ট আর্থার লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহারা কি উদ্দেশ্যে এরূপ নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে,তাহা রুষগণ অনেক ভাবিয়াও বুঝিতে পারিল না। ২৪শে ফেব্রুয়ারি আবার মহাযুদ্ধ বাধিল। শত সহস্র কামান গর্জ্জিতে লাগিল। ভোর হইতে না হইতে জাপানী টরপেডো বোট সকল প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে; —কেবল ইহাই নহে, বড় বড় পাঁচখানি জাপানী জাহাজ বন্দর মুখে ডুবিয়া

গিয়াছে! জাপান যে কেবল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাহাদের রণতরী রুষের প্রতাপে নষ্ট হইয়াছে,—তাহাদের পাঁচখানি বৃহৎ রণতরী একরাত্রে গিয়াছে! আর ভয় কি? পোর্ট আর্থার আনন্দে উৎফুল্ল;—চারিদিকে জয়নিনাদ;—দুর্গে জয়ডঙ্কা বাজিতেছে;—রুষ সম্রাট দূর রাজধানীতে তারে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইলেন যে জাপানী রণতরী প্রায় সব ধ্বংসীভূত হইয়াছে। সমস্ত রুষদেশ আনন্দে উন্মত্ত হইল। সম্রাট অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই যুদ্ধ জয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন।

কিন্তু এরূপ হাস্যজনক ব্যাপার আর কোন যুদ্ধে কখনও সংঘটিত হয় নাই! জাপানের একখানা রণতরীও জলমগ্ন হয় নাই,—জাপান আদৌ পরাজিত হয় নাই। জাপানিগণ এক অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড করিয়া সরিয়া গিয়াছে। সমগ্র রুষ জাতিকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে!

পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখ বন্দ করিয়া দিয়া, রুষ রণতরীর বাহির সমুদ্রে আগমনের উপায় একেবারে নাশ করাই জাপানের উদ্দেশ্য। ২৪শে ফেব্রুয়ারির গভীর রাত্রে দেখা গেল যে আড্মিরাল টোগোর টরপেডো বোট ও টরপেডো ডেসট্রয়র রণতরী সকল অতি ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে আসিতেছে। ইহাদের পশ্চাতে পাঁচ খানা জাপানী যুদ্ধপোতও সেইরূপ ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই পাঁচ খানি আদৌ যুদ্ধপোত নহে,—অতি পুরাতন সওদাগরী জাহাজ,—জাপানী রণপোতের ন্যায় রং দেওয়া হইয়াছে মাত্র। রুষের চক্ষে ধুলি দিবার জন্যই এ চেষ্টা!

অতি সামান্য সংখ্যক কতকগুলি যোদ্ধা,—যাহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত,—তাহারাই এই প্রাচীন জাহাজগুলি চালাইয়া লইয়া যাইতেছে! টোগোর টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়ারগুলি একরূপ তাহাদের টানিয়া লইয়া বন্দরের মুখের দিকে যাইতেছে। জাপান যাহা ভাবিয়াছিলেন,—রুষের ঠিক সেই ভ্রম ঘটিল। অন্ধকারে ইহাদিগকে জাপানী রণপোত ভাবিয়া,

রুষেরা ইহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। একে একে বন্দরে ঐ পাঁচখানি জাহাজ ডুবিয়া গেল। জাপানী ক্ষুদ্র রণতরী সকল তখন এই জলমগ্নপ্রায় জাহাজের উপর হইতে বীর যোদ্ধাগণকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইয়া, নিশ্চয়ই প্রাণ ভরিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইল। যুদ্ধে এরূপ ব্যাপার আর কখনও দেখা যায় নাই। যখন রুষগণ জানিতে পারিল যে জাপগণ তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়াছে,—জগতের সম্মুখে তাহাদের হাস্যাস্পদ করিয়াছে,—তখন তাহাদের মনের অবস্থা কি হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জাপানী পরিত্যক্ত জাহাজে তাহাদের বন্দরের মুখ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় নাই;—তখনও জাহাজ বন্দর হইতে বাহিরে যাইবার উপায় ছিল। যাহা হউক পর দিবস জাপানিগণ রুষগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ২৫শে রাত্রি একটার সময় জাপানী ডেসট্রয়র সকল পোর্ট আর্থার, ডাল্‌নি ও পিজন বে এই তিন স্থান কিরূপে পরে বিশেষ রূপে আক্রমণ করিতে পারা যায়, তাহাই দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। যাহাতে রুষগণ জাহাজগুলি চিনিতে না পারে,—সেইজন্য জাপানিগণ পাল তুলিয়া দিয়া অগ্রসর হইতেছিল; কিন্তু রুষ রণতরী রেটভিসান পাহারায় ছিল। জাপানী চাতুরী বুঝিয়া তখনই সে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। পোর্ট আর্থার দুর্গও শতমুখে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র জাপানী রণতরী সত্বর দূর সমুদ্রে গমন করিতে বাধ্য হইল; কিন্তু প্রাতে জাপানের সমস্ত রণতরী দুইদিক হইতে ভয়াবহরূপে রুষ দুর্গ আক্রমণ করিল। এরূপ গোলাবৃষ্টি কেহ কখনও দেখেন নাই। যেখানে পড়িতেছে,—তথায় আর কিছুই থাকিতেছে না। জাপানীর লক্ষ্য অব্যর্থ; তাহাদের সাহস দুর্দ্দমনীয়; তাহাদের হস্ত ও দেহ যেন লৌহে নির্ম্মিত;—তাহারা অব্যর্থ সন্ধানে পোর্ট আর্থারকে চূর্ণ করিতেছে। শত্রুগণও তাহাদের অতুলনীয় যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

রুষদিগের প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন।

[৩৫ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

রুষদিগের লক্ষ্য অতি গোলমেলে,—প্রায়ই জাপানী জাহাজ আঘাত করিতে পারিতেছে না। কিয়ৎকালের মধ্যেই পোর্ট আর্থার বন্দর ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল,—তখন জাপানী জাহাজ সে দিনের মত প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রুষের আয়োজন।

ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে পরাজিত হইয়া রুষ জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা জাপানকে এতদিন নগণ্য বিবেচনা করিয়া প্রায় তাহাদের অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এই মহা স্পর্দ্ধাশালী শত্রুকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন।

সম্রাট অনতিবিলম্বে রুষের প্রধান যোদ্ধা জেনারেল কুরোপাট্‌কিনকে এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নূতন সেনাপতির বয়স ৫৬ বৎসর; তিনি সকলের প্রিয়,—সৈন্যগণের হৃদয়ের দেবতাস্বরূপ! সমস্ত রুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহাদের কুরোপাট্‌কিনের ন্যায় মহাযোদ্ধা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই! যখন সকলে শুনিল যে উদ্ধত জাপানকে ধ্বংস করিবার জন্য সম্রাট কুরোপাট্‌কিনকে নিযুক্ত করিয়াছেন,—তখন সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এই মহাযোদ্ধার উপর লোকের এতই বিশ্বাস ছিল যে সকলেই বলিতে লাগিল, কুরোপাট্‌কিন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেই জাপান ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রুষের পদানত হইবে।

সম্রাট কুরোপাট্‌কিনকে যুদ্ধস্থলে পাঠাইয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি রুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলযোদ্ধা আড্‌মিরাল মাকারফকে পোর্ট আর্থারের ও ভ্লাডিভস্টকের রণপোতের ভার লইয়া জাপান রণতরীর ইহলীলা শেষ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেবল সেনাপতি প্রেরণ

করিলে যুদ্ধে জয় হয় না,—রুষ তাহা অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা অগণিত সৈন্য মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে প্রেরণের আয়োজন করিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপোতেরও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কয়েকখানি রুষ রণপোত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পোর্ট আর্থারের দিকে যাত্রা করিয়াছিল;—কিন্তু তাহারা এখন আর অগ্রসর হইলে জাপানী জাহাজের হস্তে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহাদের ফিরিয়া আসিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করা হইল। তাহারা কয়েকদিন রেড্ সিতে নানা দেশের জাহাজ আটক করিয়া মজা করিতে লাগিল; কিন্তু অন্যান্য দেশ ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া আপত্তি করায়, সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন তাহারা সত্বর উত্তর বল্‌টিক সমুদ্রের বন্দরের দিকে চলিল।

বল্‌টিক সমুদ্রের বন্দরে রুষের বহু রণতরী ছিল;—কিন্তু ইহাদের সকলগুলি সম্পূর্ণ যুদ্ধ উপযোগী ছিল না। ইহাদিগকে আধুনিক যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করা সময় সাপেক্ষ;—দ্বিতীয়তঃ, এই সকল জাহাজকে পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইতে বহুকাল লাগিবে;—ততদিনে খুব সম্ভব স্থলযুদ্ধে রুষ জাপানকে নির্ম্মূল করিতে না পারুন,—মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া হইতে দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইবেন! আর যদি যুদ্ধ অধিকদিন চলে, তবে ততদিনে রুষ নানা যুদ্ধপোত ক্রয় ও নির্ম্মাণ করিয়া অনায়াসে রণস্থলে প্রেরণ করিয়া, নগণ্য জাপানী জাহাজ সকলকে গভীর সাগর গর্ভে প্রেরণ করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ পাইবে না। রণপোত বৃদ্ধির জন্য লোকেও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সকলে স্ব ইচ্ছায় চাঁদা দিতে লাগিল। একজন বড় লোক একাই তিন লক্ষ টাকা দান করিলেন। স্বয়ং সম্রাট ভারিয়াগ ও কোরিজের ন্যায় দুই খানি নূতন জাহাজ নিজ অর্থ দিয়া নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুষ বন্দরে বন্দরে দিবা রাত্রি কাজ চলিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রুষের মাস্‌কৌ নগর হইতে আরম্ভ হইয়া

রুষের জগত খ্যাত সাইবিরিয়ান রেলপথ পূর্ব্বে ভ্লাডিভস্টক্‌ ও পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেল পথের মধ্যে বৈকাল হ্রদ ;—শীতকালে এই হ্রদ জমিয়া সুদৃঢ় বরফ হইয়া যায়। তখন কখন কখনও সেই সময়ের জন্য হ্রদের উপর রেল বসাইয়া অল্প সংখ্যক গাড়ী আরোহী লইয়া অপর পারে আসিতে থাকে ;—অনেক সময়েই শ্লেজ নামক চাকা শূন্য গাড়ীতে যাত্রীকে যাইতে হয়। রুষ সেনাগণকে পদব্রজেই অনেক সময়ে এই বিস্তৃত হ্রদ পার হইতে হইল!

এই একমাত্র লাইন দিয়া রুষ যে অধিক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন,—এ বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ ছিল। তাহার উপর গাড়ী গাড়ী পলাতক স্ত্রীলোক, বালক, শিশু ও সাধারণ লোক, রুষিয়ার দিকে আসিতেছে ;—তাহাদের কষ্টের বর্ণনা হয় না। মাল গাড়ীতে সব মালের ন্যায় বোঝাই হইয়াছে। দারুণ শীতে হাত পায়ের আঙ্গুল, নাক জ্বলিয়া যাইতেছে। পথে কোন স্থানে কিছু আহারীয় পাইবার উপায় নাই ;—এমন কি পানীয় জল পর্য্যন্ত নাই। এই সকল নরনারী বালক শিশু দেশে প্রত্যাগমন পথে কি কষ্ট পাইয়াছিল, তাহার বর্ণনা হয় না। বৈকাল হ্রদ পার হইবার সময় হতভাগিনী জননীগণ তাঁহাদের শিশুদিগকে ভয়াবহ শীতের ভয়ে গরম কাপড়ে জড়াইয়া বুকের ভিতর লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! যখন তাঁহারা এ পারে আসিয়া গরম বস্ত্র সরাইয়া নিজ নিজ শিশুকে দেখিতে গেলেন, তখন দেখিলেন যে তাহাদের অধিকাংশেরই মৃত্যু হইয়াছে! যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ ব্যাপার সংসারে কি আর দ্বিতীয় কিছু আছে! কবে মানুষ সভ্যতার চরম সীমায় নীত হইয়া, এই রাক্ষসকে চির দিনের জন্য মানব সমাজ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিবে?

এই রেলপথ দিয়া সেনা প্রেরণ সহজ কার্য্য নহে। তবুও প্রায় প্রত্যহ প্রত্যেক গাড়ীতে ৭।৮ শত সেনা ও সেনাধ্যক্ষ এবং কর্ম্মচারিগণ

মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরিত হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ যাত্রীর গাড়ী পাইলেন,—সেনাগণ মাল গাড়ীতে বোঝাই হইয়া চলিল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র গাড়ীতে ৩০ জন;—এমনই দুর্জ্জয় শীত যে তাহাতেও গরম হয় না। প্রত্যেক গাড়ীতে একটী করিয়া ক্ষুদ্র উনানে আগুন দেওয়া হইতে লাগিল। তাহারা সকলে অতি গরম কাপড়ের বড় বড় এক একটা কোট পাইল। ইহাই তাহাদের সুখের একমাত্র সম্বল,—নতুবা আহারের বন্দোবস্তও ভাল ছিল না। কিন্তু তাহারা সকলেই সম্রাটের "ভ্রাতা"— সম্রাটের উপর ও দেশের উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভালবাসা। তাহারা এত কষ্টকেও কষ্ট জ্ঞান না করিয়া, আনন্দ চিত্তে দূর মাঞ্চুরিয়ায় চলিল। তাহাদের ন্যায় ধর্ম্মভীতু লোক হয় না!—পাছে দূর দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের উপাসনা করিবার অসুবিধা হয়, এই ভাবিয়া সম্রাটের নিজ পিতৃব্যপত্নী গ্রাণ্ড ডচেস্ এলিজাবেত থিওডরভোনা নিজ অর্থে কয়েকখানি গাড়ী গির্জ্জার ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া সেনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।

রুষের বড় বড় ঘরের মেয়েরা সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে গৃহে স্বহস্তে সেনাদিগের জন্য গরম পোষাক সকল দিন রাত্রি সেলাই করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সম্রাজ্ঞীও এই কাজে নিযুক্ত হইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন। শত সহস্র মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত-দিগের সুশ্রুষাকারিণী হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমনের জন্য আবেদন করিতে লাগিলেন। এই বরফপূর্ণ দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যে বর্ণনাতীত ক্লেশ আছে,—তাহা তাঁহাদিগের সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া হইল; কিন্তু তবুও তাঁহারা কোন কথা শুনিলেন না। সুশ্রুষাকারিণী সাজিয়া আহতদিগের সুশ্রুষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

মাঞ্চুরিয়ার এই অগণিত রুষ সৈন্যের আহার সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। মাঞ্চুরিয়ার অধিক স্থান পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গলে পূর্ণ;—

চাসবাস লোকালয় অতি কম; সুতরাং রুষকে সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এই রেলপথে তাহাদের আহারাদিও প্রেরণ করিতে হইল। হাঁসপাতাল, গাড়ী ঘোড়া, তাম্বু, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি,—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন,—আধুনিক যুদ্ধের সহস্র উপকরণও প্রেরিত হইতে লাগিল। তাহার উপর রুষ রাজ্য কখনই সুশৃঙ্খলা যুক্ত নহে;—সাধারণ সময়েই রাজকার্য্যে অনেক গোলযোগ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে সহসা এই মহা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় যে চারিদিকে সব কাজেই গোল ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এক দিকে গোল, বিশৃঙ্খল; অপর দিকে সকলই সুশৃঙ্খল,—কলের ন্যায় কাজ হইতেছে! রুষকে দেশ হইতে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে গিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে; কিন্তু জাপানকে দেশ হইতে বহুদূর গমন করিতে হইতেছে না! এ অসামঞ্জস্যতে যে জাপানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

রুষ স্থির করিয়াছিলেন যে যথা সম্ভব শীঘ্র অন্ততঃ দুই লক্ষ সেনা মাঞ্চুরিয়ায় সমবেত করিয়া, প্রথমে সমস্ত কোরিয়া অধিকার করিবেন; সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদিগকে এই প্রদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। তাহার পর পোর্ট আর্থারের বন্দরের জাহাজগুলি মেরামত করিবেন; এই অবসরে বল্‌টিক সাগরের সমস্ত রণতরীও পোর্ট আর্থারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে। পোর্ট আর্থারের রণতরী ও বল্‌টিকের রণতরী কর্ত্তৃক দুইদিক হইতে জাপানী রণতরী আক্রান্ত হইলে, তাহাদের রক্ষা পাইবার কোনই উপায় থাকিবে না। জাপানের রণতরী নষ্ট হইলে, রুষ অতি সহজে তাহার অগণিত সেনা জাপানের নানা স্থানে নাবাইয়া, জাপান অধিকার করিতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ পাইবে না।

রুষ যত সহজে জাপান জয় করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল না। জাপান যে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখাইলেন, তাহা জগৎ আর কখনও দেখেন নাই!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জাপানী আয়োজন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে রুষ কি কি আয়োজন করিতেছেন, পৃথিবীর সকলেই তাহা অবগত হইলেন; কিন্তু জাপান কি আয়োজন করিতেছেন,—কোথায় কত সৈন্য কোন্ দিকে প্রেরণ করিতেছেন,—তাহার বিন্দু বিসর্গ কেহ জানিতে পারিতেছে না। তাঁহারা এত সুকৌশলে, এত গুপ্তভাবে, এত সাবধানতার সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আয়োজন সকল নিঃশব্দে নীরবে সমাধা করিতেছিলেন যে তাঁহাদের কোন সংবাদই কেহ কিছুই পাইল না। রুষ যে অগণিত সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ মুক্‌ডেন ও হারবিনে সমবেত করিতেছেন, তাহা অবগত হইতে কাহারই আর বাঁকি রহিল না। তাঁহারা ভ্লাডিভস্টক্ সহর হইতে সমস্ত জাপানীগণকে দূর করিয়া দিলেন; তাহারা তাহাদের কন্‌সলকে সঙ্গে লইয়া যথা সর্ব্বস্ব এই রুষ সহরে পরিত্যাগ করিয়া দেশের দিকে চলিল। তাহারা যে সকল হারাইয়া দেশে চলিল, তাহাতে তাহারা বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহে। এত দিনে যে রুস-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতেই তাহারা মহা আনন্দিত!

এ প্রদেশের রেল লাইন রক্ষা করা সম্বন্ধেও রুষকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। রুষ জানিতেন যে যাহাতে এই লাইনের মধ্যে স্থানে স্থানে রেল ভগ্ন হইয়া রুষের সহিত পোর্ট আর্থার প্রভৃতি স্থান বিচ্ছিন্ন হয়, জাপান প্রাণপণে তাহার চেষ্টা পাইবে। সেই জন্য তাহাদিগকে মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ রক্ষা করিবার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্য এই রেল পথের দুই পার্শ্বে পাহারায় রাখিতে হইয়াছিল।

কেবল ইহাই নহে, প্রত্যেক গাড়ীর সঙ্গেও লোক পাহারায় ছিল। এই রেলপথে সাঙ্গরি নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ছিল। রুষগণ বলেন যে ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিন জন ছদ্মবেশী জাপানী এই সেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছিল; কিন্তু রুষ সেনাগণ তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে। তাহারা তিন জনই ছদ্মবেশী জাপানী উচ্চদরের ইঞ্জিনিয়ার। এরূপ চর ধৃত হইলে, তাহাদের বিচার ও দণ্ড হইতে অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না। রুষগণ এই তিন হতভাগ্যের নাম মাত্র বিচার করিয়াই সেই সেতুর উপর তাহাদের তিনজনকে ফাঁসিতে লট্‌কাইয়া দেন;—কিন্তু এ সংবাদ জাপানে উপস্থিত হইলে, জাপান রাজ-কর্ম্মচারিগণ বলেন যে ইহারা তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়ার বা কোন কর্ম্মচারী নহেন। যাহাই হউক,—জাপানী চর যে চারিদিকে ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিল না! তাহারা রুষের সমস্ত সংবাদ জাপানকে না দিলে, জাপানের অন্য কোন উপায়ে সে সকল অবগত হইবার উপায় ছিল না।

কোন্ দিকে জাপান কি করিতেছেন, তাহা কাহারও অবগত হইবার উপায় ছিল না। ইহার মধ্যে দুইদিন জাপানী রণপোত ভ্লাডি-ভস্টক্ বন্দরে দেখা দিয়াছে। দুইদিন তাহারা দুর্গের উপর গোলা চালাইয়াছে; কিন্তু রুষ জাহাজ বন্দরে ছিল না;—তাহাদের কোন সংবাদ না পাইয়া জাপানিগণ আবার কোন দিকে চলিয়া গিয়াছে!

জাপানিগণ কি করিতেছেন, জানিবার উপায় নাই;—তবে এই পর্য্যন্ত দেখা যায় যে তাঁহাদের অনেক রণপোত দূর সমুদ্রে থাকিয়া পোর্ট আর্থারকে পাহারা দিতেছে। খাদ্যাদি বা যুদ্ধ উপকরণ লইয়া কোন জাহাজেরই বন্দরে আসিবার উপায় ছিল না। কাজেই পোর্ট আর্থারে ক্রমে আহারাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত জাপানিগণ দুর্গের বা বন্দরের উপর গোলা বৃষ্টি করেন নাই;—তাঁহারা কি করিতেছেন বা কি করিবেন, ইহাই অবগত হইবার জন্য সকলেই

ব্যাকুলিত! এমন কি কয়দিন, তাঁহাদের যুদ্ধপোত সমুদ্রে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

সহসা ২রা মার্চ্চ গভীর রাত্রে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিল। পোর্ট আর্থারের রুষগণ অতি সতর্ক ছিল;—তাহারা দেখিল যে অসংখ্য আলোক বন্দরের দিকে আসিতেছে। এই সকল আলোক জাপানী টরপেডো বোটের আলোক ব্যতীত আর কিছুই নহে। জাপানিগণ প্রথম দিনের ন্যায় আবার রুষ রণপোত সকলকে তাহাদের টরপেডো বোট দ্বারা আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সেদিন রুষগণ অসাবধান ছিল,—আজ তাহারা সতর্ক;—তাহারা তৎক্ষণাৎ এই সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া শত শত কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল; দূরেও সমুদ্র মধ্যে কামানের শব্দ হইতে লাগিল। রুষগণ বুঝিল, পূর্ব্বের ন্যায় জাপান রণপোত সকল তাহাদের টরপেডো বোট রক্ষা করিবার জন্য পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে রুষগণ গোলা চালাইতে লাগিল। সে ভয়াবহ গোলা বৃষ্টির বর্ণনা হয় না। সহস্র সহস্র গোলা বিক্ষিপ্ত হইল,—কিন্তু শত্রুগণ একটী কামানও আওয়াজ করিল না। তখন অতি বিস্মিত হইয়া রুষ যোদ্ধাগণ গোলাবৃষ্টি বন্ধ করিয়া, ব্যাপারটা কি অবগত হইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে অগ্রসর হইল। তখন তাহারা দেখিল, এই সকল আলোক জাহাজের আলোক নহে। অসংখ্য ভেলার উপর বাঁশের মাথায় জাপানিগণ জাহাজি ভাবে আলো ঝুলাইয়া দিয়াছে। তাহার পর সেই সকল ভেলা বন্দরের দিকে ছাড়িয়া দিয়া, দুই একটা কামান আওয়াজ করিয়া পলাইয়াছে। এই মিথ্যা আলোক দেখিয়া জাপানী টরপেডো বোট ভাবিয়া, রুষগণ লক্ষ লক্ষ টাকার গোলা গুলি বারুদ নষ্ট করিয়াছে। এখন দুর্গে আর নূতন করিয়া গোলা গুলি বারুদ আমদানি করিবার উপায় নাই। জাপানীরা আবার তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়াছে, ইহা দেখিয়া রুষগণ ক্রোধে হাত কামড়াইতে লাগিল। প্রতিপদেই জাপানিগণ

জাপগণের হাস্যোদ্দীপক একটা চাতুরী।

[৪২ পৃষ্ঠা।]

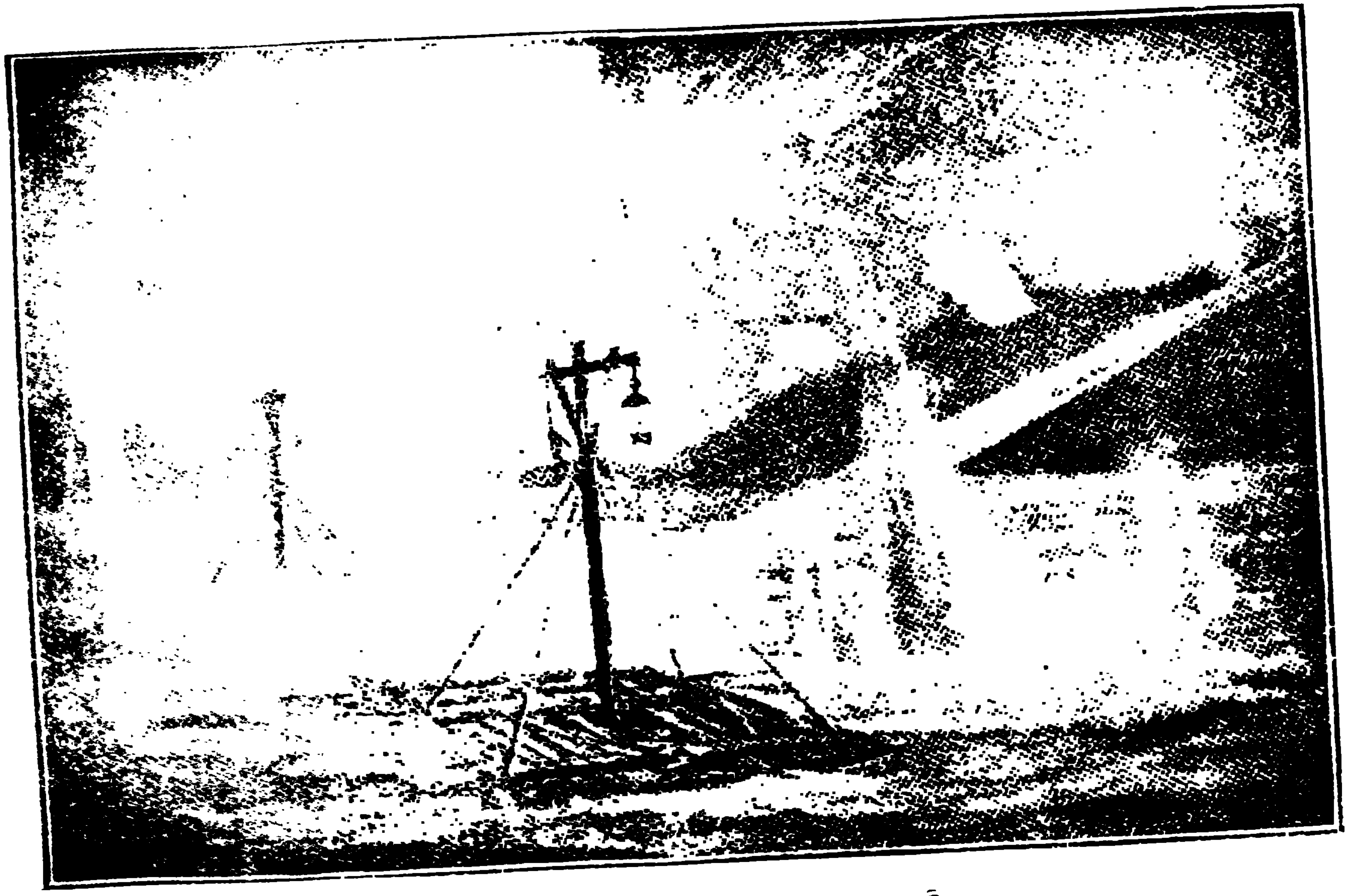

জাপানের হাস্যোদ্দীপক একটা চাতুরী

[৮১ পৃষ্ঠা ।]

তাহাদের অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ করিতেছে! দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি ষ্টসেলের সে রাত্রে মনের কি ভাব হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিব না। মাঝে মাঝে জাপানী চতুরতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোক এই রক্তারক্তির ভিতরও হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এখন পোর্ট আর্থারের গোলা গুলি বারুদ শেষ করিয়া দেওয়াই জাপানীদিগের প্রধান স্বার্থ। অতি সুকৌশলে তাহারা এ উদ্দেশ্য সাধন করিল। সে রাত্রে অনর্থক রুষের কত বারুদ গোলাগুলি নষ্ট হইল, তাহা কে বলিবে? জাপানারাও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিয়া আকুল হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর কয়েক দিন জাপানিগণ আর পোর্ট আর্থারের নিকট আসিল না। রুষ জাহাজ তাহাদের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াও তাহাদের কোন সন্ধান পাইল না। প্রকৃতই জাপানিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ আয়োজন এত গোপনে রাখিতেছিলেন যে রুষগণ তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিতেছিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের যে কত অসুবিধা হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

৫ই মার্চ্চ নূতন নৌ-সেনাপতি আড্‌মিরাল মাকারফ হারবিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর সপ্তাহের প্রথমেই তিনি পোর্ট আর্থারে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে আলেক্‌জিফ রাজধানীতে যে সংবাদ দিয়াছিলেন তাহাপেক্ষা রুষের রণপোত সকলের দুর্দ্দশা শত অধিক হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে,—দুর্গে সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে অতিশয় অসন্তোষ জন্মিয়াছে। নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া, তাহারা

পরস্পরে পরস্পরের নিন্দায় নিযুক্ত আছে। দুর্গস্থ সেনাগণ জাহাজস্থ যোদ্ধাদিগকে কাপুরুষ অপদার্থ বলিয়া গালি দিতেছে। মাকারফ এক-দিকে যেমন রুষ জাহাজ মেরামত কার্য্যে প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন; অপরদিকে তিনি তেমনই দুর্গস্থ সকলের মনে উৎসাহ ও তেজ উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এটা স্থির যে তাঁহার আগমনে পোর্ট আর্থারে এক নূতন তেজের সমাবেশ হইল।

৯ই মার্চ্চ নিশীথ রাত্রে জাপানী টরপেডো ডেসট্রয়ার জাহাজের দুই দল নিঃশব্দে পোর্ট আর্থারের নিকট আসিয়া রুষের কোথায় কোন জাহাজ আছে, তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু কোন রুষ জাহাজই বন্দরের বাহিরে ছিল না। তখন উষাকালে একদল জাপানী জাহাজ সম্পূর্ণ নূতন প্রথায় নূতন কৌশলে নির্ম্মিত "মাইন" পোর্ট আর্থার বন্দরের বাহিরে স্থানে স্থানে স্থাপিত করিতে লাগিল। শীঘ্রই দুর্গস্থ রুষগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের উপর গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল; কিন্তু বীর জাপানী হৃদয় তাহাতে মুহূর্ত্তের জন্য ভীত হইল না। তাহারা নীরবে তাহাদের ভয়াবহ বিস্ময়জনক ও শত্রুগণের সর্ব্বনাশকারক মৃত্যুযন্ত্র "মাইন" সকল সমুদ্রে স্থাপিত করিতে লাগিল!

এদিকে মাকারফ তাহাদের অসমসাহসিক কার্য্য দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ছয়খানি রুষ টরপেডো বোট তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। আজ এই প্রথম রুষ সাহস করিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় রুষ আর নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই।

রুষ জাহাজ বন্দরের বাহিরে আসিয়া, তিনখানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিতে পাইল। জাপানী কাপ্তেন আমাই এই সকল জাহাজের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধীনে তিনখানি জাহাজ,—আর ছয়খানি রুষ জাহাজ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে! ইহাতে তিনি ভীত হইলেন না; প্রবল বেগে রুষ জাহাজের উপর নিজ তিন জাহাজ

চালাইয়া দিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। রুষ ও জাপান জাহাজ প্রায় পরস্পরে সংঘর্ষিত হইয়া গেল। প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমাগত উভয় পক্ষে গোলার উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ;—উভয় পক্ষেরই জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল ;—ইঞ্জিন, কল, কারখানা সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। উভর পক্ষের জাহাজ এতই নিকটস্থ হইয়া যুদ্ধ চলিতেছিল যে একজন জাপানী লম্ফ দিয়া রুষ জাহাজে গিয়া সেই জাহাজের কাপ্তেনের শিরশ্ছেদ করিয়া আবার নিজ জাহাজে আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। এরূপ ভয়াবহ রক্তারক্তি কাণ্ড এ পর্য্যন্ত আর রুষ-জাপান যুদ্ধে সমাহিত হয় নাই।

তিনখানি জাপানী জাহাজের নিকট ছয়খানি রুষ জাহাজ পরাজিত হইল। দুইখানি প্রথমেই বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,—আর চারি খানিও কিয়ৎক্ষণ পরে যুদ্ধ করিতে করিতে অবশেষে বন্দর মধ্যে আসিয়া প্রাণ রক্ষা করিল ; তখন জাপানী জাহাজগণ দুর সমুদ্রে চলিয়া গেল। তাহারাও ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল ; কিন্তু একেবারে ধ্বংসীভূত হয় নাই। চারি দিনের মধ্যে আড্‌মিরাল টোগো এই তিনখানি জাহাজ মেরামত করিয়া ঠিক নূতন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, তখন বেলা ৭টা,—এই সময়ে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজের দ্বিতীয় দল পোর্ট আর্থার বন্দরের অন্য দিকে সর্ব্বনেশে মৃত্যু-যন্ত্র "মাইন" সকল স্থাপিত করিয়া, স্বকার্য্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া, চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে তাহারা দূরে দুই খানি রুষ রণতরী দেখিতে পাইল। রুষেরাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া প্রাণপণ বেগে বন্দরে আশ্রয় লইবার জন্য পলাইতেছিল ; কিন্তু জাপানী জাহাজ তাহাদের অপেক্ষা অনেক গুণ দ্রুতগামী ছিল। তজ্জন্য রুষগণ পলাইতে পারিল না ;—জাপানী জাহাজ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল ; —তখন আবার ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আবার সেই হাতাহাতি যুদ্ধ,—

আবার সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি! একখানি রুষ জাহাজের কাপ্তেন হ
হইলে, লেফ্‌টেনাণ্ট সেনাধ্যক্ষ হইলেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহকারী
লেফ্‌টেনাণ্ট দুইজনই শীঘ্র হত হইলেন। তখন জাপানিগণ জাহাজ দখল
করিয়া দেখিলেন যে ৩০ জনের খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ ডেকের উপর পতিত
রহিয়াছে; অপর সকলে পাছে জাপানী কর্ত্তৃক ধৃত হয় বলিয়া সমুদ্রে
ঝম্প দিয়াছে। জাপানিগণ তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা
পাইতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্গ হইতে তাঁহাদের উপর গোলা বৃষ্টি হইতেছিল,
সুতরাং তাঁহারা অগত্যা অনিচ্ছাসত্বে এই হতভাগ্যদিগকে পরিত্যাগ
করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ খানিতে তখনও দুই জন
একটা প্রকোষ্ঠে দরজা বন্ধ করিয়া লুকাইয়াছিল। জাপানিগণ তাহাদের
দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল, কিন্তু
তাহারা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না,—পর মুহূর্ত্তে জাহাজ ডুবিল;
সেই সঙ্গে সঙ্গে এই দুই হতভাগ্যও ডুবিয়া মরিল।

দ্বিতীয় জাহাজখানি প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দরের দিকে
আশ্রয় লইবার জন্য যাইতেছিল। সে দ্রুতগামী থাকায় প্রায় বন্দরের নিকট
আসিয়া পড়িল। এ দিকে আড্‌মিরাল মাকারফ তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া, স্বয়ং
নভিক নামক যুদ্ধপোতে উঠিয়া বয়ান নামক যুদ্ধপোত সঙ্গে লইয়া বন্দর
হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না।
তিনি দেখিলেন, জাপানী ক্রুজার জাহাজ শ্রেণী তাহাদের টরপেডো বোট
সকল রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি অপরূপ যুদ্ধ সজ্জায়
তাহারা অগ্রসর হইতেছে! ইহাদের সহিত বন্দরের বাহিরে, দুর্গের
কামানের দূরে, যুদ্ধ করা কেবল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা মাত্র; তাহাই
মাকারফ দুঃখিতান্তঃকরণে বন্দরে ফিরিলেন।

কিন্তু জাপানিগণ আজ রুষকে দেখা দিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য
আসেন নাই। জাপানী ক্রুজার জাহাজগুলির পশ্চাতে স্বয়ং আড্‌মিরাল

টোগো ছয়খানি বৃহৎ জাপানী ব্যাটেলসিপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ক্রুজার জাহাজগুলি টরপেডো বোটগুলির সহায়তায় নিযুক্ত হইল। টোগো তাঁহার ছয় যুদ্ধপোত লইয়া পোর্ট আর্থারের পশ্চিম দিকে লিওটিসান উপদ্বীপের পার্শ্বে সারি সারি স্থাপিত করিলেন। এখানে দুর্গের গোলা তাঁহার কোন জাহাজ স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা ছিল না; অথচ তাঁহার জাহাজের প্রত্যেক গোলা দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইয়া পোর্ট আর্থার বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। ঠিক তাহাই ঘটিল! বেলা ১০টার সময় হইতে টোগোর ছয় জাহাজ গোলা উদ্গীরণ করিতে লাগিল! সে গোলা ও অগ্নিবৃষ্টির বর্ণনা করিয়া সে ভয়াবহ ব্যাপার যে কি, তাহা উপলব্ধি করিয়া দিবার ক্ষমতা কাহারই নাই! এদিকে জাপানী ক্রুজার জাহাজগুলি ঠিক পোর্ট আর্থার দুর্গের সম্মুখে সমুদ্র মধ্যে সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়াছিল। জাপানী সকল যুদ্ধপোতেই তারশূন্য টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ছিল; সুতরাং এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজ অদৃশ্য থাকিলেও, পরস্পরে অনায়াসে এক হইতে অপরে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে পারা যাইত। টোগোর জাহাজ পোর্ট আর্থারের কি সর্ব্বনাশ সাধিত করিতেছে, টোগো তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না; কিন্তু তাঁহার ক্রুজার জাহাজ সকল সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা সেনাপতিকে তারশূন্য টেলিগ্রাফ সাহায্যে সংবাদ দিতেছিল। টোগো "হাই আঙ্গেল" গোলা চালাইতেছিলেন। তিনি গোলা আকাশের দিকে উচ্চে নিক্ষেপ করিতেছিলেন; সেই গোলা ঘুরিয়া দুর্গের উপর ও বন্দরের জাহাজে পড়িয়া শত হস্তের মধ্যে আর কিছুই রাখিতেছিল না! এরূপ সুবন্দোবস্তের ও সুকৌশলের বোম্বার্টমেণ্ট বা জাহাজ হইতে দুর্গ আক্রমণ আর কেহ কখনও দেখেন নাই।

রুষগণ কি নীরবে এই ভয়াবহ প্রহার সহ্য করিতেছিলেন? না,—তাঁহারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। টোগোর জাহাজে দুর্গ হইতে গোলা

চালাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃতই হাত কামড়াইতে লাগিলেন; তবুও তাঁহারা জাপানী ক্রুজার জাহাজের উপর গোলা চালাইতেছিলেন,—কিন্তু ধূর্ত্ত জাপানিগণ তাহাদের জাহাজ রুষ নিক্ষিপ্ত গোলার বাহিরে স্থাপিত রাখিয়াছিল; সুতরাং রুষের একটী গোলাও তাহাদের অঙ্গস্পর্শ করিল না; সমুদ্রে পড়িয়া সমুদ্র তোলপাড় করিয়া তুলিল। রুষ যুদ্ধ-জাহাজগুলি বাহির হইয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণ করিল না কেন? তাহারও বিশেষ কারণ ছিল। জাহাজগুলি এক্ষণে সম্পূর্ণ মেরামত হয় নাই; তাহার উপর বন্দরের বাহিরে জাপানিগণ "মাইন" ছড়াইয়া দিয়াছে। এই ভয়াবহ একটী "মাইনের" সহিত কোন জাহাজ সংঘর্ষিত হইলে কি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এক্ষণে বন্দর হইতে বাহির হইতে হইলে, এই সকল "মাইন" দেখিয়া অতি সন্তর্পণে বাহির হইতে হইবে। অপরতঃ দুর্গের গোলার বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত জাপানী রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি রুষের ছিল না;—তাহাই রুষ যুদ্ধ-পোত সকল বন্দরের মধ্যে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে গোলা চালাইতে লাগিল; কিন্তু জাপানী যুদ্ধ-কৌশলের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারা জাপানী জাহাজের কোন রূপে কোন অনিষ্ট সাধিত করিতে সক্ষম হইল না।

আর পোর্ট আর্থার দুর্গে জাপানী গোলায় কি হইতেছিল? ১২ ইঞ্চি কামানের একটী গোলা ওজনে ১০ মণের অধিক; ইহা যেখানে পতিত হয়, সেখানে ইহা সহস্র সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া তীর বেগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল গোলার ক্ষুদ্রাংশের একটী দেহে লাগিলে মৃত্যু নিশ্চিত! আর যেখানে এই ভয়াবহ ১০ মণ ওজনের গোলা পতিত হয়, সেখানে যে সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, কিছু থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র! এইরূপ শত শত গোলা পোর্ট আর্থার দুর্গ ও বন্দরের জাহাজের উপর পতিত হইতে ছিল, সুতরাং দুর্গে ও বন্দরে রুষ রণপোতের যে কি

সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রুষের রেড্‌ভিসান জাহাজের উপর এইরূপ একটা গোলা পতিত হইয়া নিমেষে ১৯ জনের মৃত্যু ঘটিল। একখানি রুষ জাহাজে আর একটা গোলা পতিত হওয়ায়, আগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহাতে ৮৮ জনের মৃত্যু ঘটিল। রুষ হাঁসপাতাল-জাহাজ মোঙ্গলিয়ানে একটী গোলা পতিত হইয়া, ছয় জনকে হত্যা করিল। সিবাসটীপুল জাহাজ জাপানী দুই গোলায় খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল;—বন্দরের অট্টালিকাদিও চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। সহরেও কিছু আস্ত ছিল না;—অনেক অট্টালিকা চূর্ণ হইয়া-গিয়াছিল; অনেক অট্টালিকায় আগুণ লাগিয়াছিল। অনেক নিরপরাধী হতভাগ্যও এই গোলা বৃষ্টিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। এক স্থানে দাঁড়াইয়া কতকগুলি লোক এই যুদ্ধ দেখিতেছিল। সহসা তাহাদের মধ্যে এক জাপানী গোলা পতিত হওয়ায়, নিমেষে তাহাদের ২৫ জন হত হয়। তিনজন কেরাণী আফিস হইতে গৃহে ফিরিতেছিল;—সহসা পথিমধ্যে জাপানী গোলা পতিত হইয়া ইহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল। সেনাধ্যক্ষ ব্যারণ ফ্রাঙ্কের স্ত্রী একটী গোলার ক্ষুদ্রাংশে আঘাতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সিডোরসকি নামে একজন উকিলও এই সময়ে হত হন। আর কত লোক যে হত আহত হইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। জেনারেল ষ্টসেল প্রাণে প্রাণে সদলে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। আড্‌মিরাল মাকারফ ও রুষ যোদ্ধাগণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা জাপানিগণের বিন্দুমাত্র অনিষ্টসাধন করিতে পারিলেন না। জাপানিদিগের কয়েকখানা ক্রুজার জাহাজ এদিক সেদিকের অনেক অট্টালিকা চূর্ণ করিয়া দিল। এইরূপে বেলা ২টা পর্য্যন্ত টোগো রুষ দুর্গ ও বন্দরের উপর গোলা চালাইলেন। বেলা ২টার সময় তিনি একেবারে গোলা বন্ধ করিলেন; তৎপরে সমস্ত জাপান-যুদ্ধপোত পোর্ট আর্থার ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে দূর সমুদ্রে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

এরূপ বোম্‌বার্ডমেণ্ট উনবিংশ শতাব্দীতে আর কোথাও ঘটে নাই! পোর্ট আর্থার অতি দুর্ভেদ্য মহা দুর্গ না হইলে, এ ভয়াবহ গোলা বৃষ্টিতে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইত।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেনাধ্যক্ষগণ।

এক্ষণে সকলেই বুঝিয়াছেন যে এই রুষ-জাপান যুদ্ধ সহজে মিটিবে না। লক্ষ লক্ষ নর শোণিতে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে! এক দিকে রুষের মান,—অপর দিকে ক্ষুদ্র জাপানের প্রাণ! যদি রুষ জাপানকে পদদলিত করিতে না পারেন,—তবে তাঁহার জগৎব্যাপী মান চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। তজ্জন্য রুষ প্রাণপণ যত্নে এই মহা-যুদ্ধে দূর রুষ রাজ্য হইতে মাঞ্চুরিয়ায় অভিযান করিতেছেন। তাহাতে অর্থব্যয়ে বা সৈন্য প্রেরণে কোন রূপ ত্রুটী করিতেছেন না। যুদ্ধে জয়ী হইতেই হইবে! তাহাতে রুষ রাজ্য সর্ব্বস্বান্ত ও লোক শূন্য হয়, হউক,—তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজিত হওয়া অপেক্ষা চিরধ্বংস সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! কেবল যে রুষ সম্রাট বা তাঁহার নিম্নস্থ অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষগণের এ মত তাহা নহে, প্রত্যেক রুষের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! দূর পল্লিগ্রামস্থিত অশিক্ষিত অজ্ঞ রুষও ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজিত হইয়া স্বদেশের মান সম্ভ্রম নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে;—সেও দেশের মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক দিকে মান রক্ষার জন্য মহা আয়োজন;—অপর দিকে জাপান রুষের হস্তে নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্টিত;—তজ্জন্য তাহাদের মধ্যে গোল নাই, চীৎকার নাই, শব্দ নাই। সকলেই মাতৃভূমির জন্য

প্রাণ দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! রুষ জয় জয় নিনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে! আর জাপান দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া নীরবে জননীসমা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য অভিযান করিতেছে! তাহাই রুষের যুদ্ধ আয়োজনের প্রায় সকল সংবাদই আমরা অবগত হইতে পারিতেছি; কিন্তু জাপান কি করিতেছেন, তাহার কিছুই আমরা জানিতে পারিতেছি না!

তবে সকলেই বুঝিয়াছেন যে জাপান ভিতরে ভিতরে নীরবে নিঃশব্দে মহা আয়োজন করিতেছেন। তাঁহারা নৌ-যুদ্ধে যে অতুলনীয় সুকৌশল ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন, স্থলযুদ্ধেও নিশ্চয়ই সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইবেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও ক্ষুদ্র জাপানের মহাপ্রতাপান্বিত রুষকে পরাভূত করিবার কোন আশা নাই! রুষ জলের স্রোতের ন্যায় অগণিত সেনা মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিতেছেন। জাপান সম্ভবমত দুই তিন লক্ষ সৈন্যের অধিক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু রুষ ইচ্ছা করিলে মাঞ্চুরিয়ায় ১০ লক্ষ সেনা অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

রুষের কয়েকখানি রণতরী নষ্ট হইয়াছে সত্য,—পোর্ট আর্থারও কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে সত্য,—কিন্তু তাহাতে জাপানের বড় কিছু লাভ হয় নাই। রণতরী দ্বারা পোর্ট আর্থার জয়ের কোন আশা নাই! তবে রুষ-যুদ্ধপোতগুলি আহত হওয়ায়, জাপান সমুদ্রের একাধিপতি হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা অবাধে জাপান হইতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া ক্রমান্বয় সেনা কোরিয়ায় প্রেরণ করিতে পারিতেছেন। রুষের যুদ্ধপোত সকল কার্য্যক্ষম ও প্রবল থাকিলে, ইহা তাঁহারা কিছুতেই পারিতেন না। পারিলেও এই সকল রুষ-জাহাজের হাত এড়াইয়া কোরিয়ায় সেনা লইয়া যাইতে অনেক সময় লাগিত। এই ছয় সপ্তাহে জাপানের এইটুকু মাত্র লাভ হইয়াছে; তাঁহারা অনেক সৈন্য নির্ব্বিঘ্নে

কোরিয়ায় লইয়া যাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্থল-যুদ্ধে রুষের কতদূর সমকক্ষ হইতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না! অন্ততঃ এ যুদ্ধের প্রারম্ভে কেহই জাপানের জয় আশা করেন নাই।

উভয় পক্ষেই সুবিখ্যাত সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা জগৎবিখ্যাত রুষযোদ্ধা কুরোপাট্‌কিনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তিনি সমস্ত রুষ-সেনামণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় আগমন করিয়াছেন! তিনি সমস্ত রুষ জাতির অতি মাননীয় যোদ্ধা,—তাহাদের বিশ্বাস তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই! সেনাপতি জিনিলিস্কি তাঁহার সহকারী হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কুরোপাট্‌-কিনের সমকক্ষ যোদ্ধা না হইলে, এই অদ্বিতীয় বীর জিনিলিস্কিকে কথনও নিজ সহকারী পদে বরিত করিতেন না! বিখ্যাত বীর সেনাপতি গ্রোডিকফ্‌ সাইবিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। তাঁহারও জগৎবিখ্যাত নাম,—তিনি যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত রহিয়াছেন; সুতরাং বলা বাহুল্য তিনি এ যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিবেন না।

জেনারেল লিনিভিচ পূর্ব্ব হইতেই মাঞ্চুরিয়ায় রুষ সেনার প্রধান সেনাপতি। তিনি রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যথন চীনে বক্‌সারগণের বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ইয়োরোপীয় সকল রাজ্যের সৈন্যগণ পিকিনে অভিযান করেন, তথন লিনিভিচ রুষ সেনাপতি ছিলেন। জাপান সম্রাট এই সময়ে তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে জাপানের সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

রুষ সেনাপতি ষ্টারপেটস্কি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গত কয়েক বৎসর হইতে এ প্রদেশে থাকিয়া রাজ্য সুশাসিত করিতে ছিলেন। তাঁহার সেনাগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত। প্রকৃত পক্ষে তিনিই এ প্রদেশে রুষের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করিতে-

ছিলেন। ষ্টারপেটক্বি যে রুষ সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে একজন অতি বিচক্ষণ যোদ্ধা, তাহা সকলেই বিশেষ অবগত ছিলেন।

জেনারেল স্মিরনফ রুষের একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। সেনাপতি ষ্টসেল পোর্ট আর্থার দুর্গের অধিপতি ছিলেন; কিন্তু তিনি জাপানিদিগের সহিত যুদ্ধে বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না; এইজন্য কথা হইতেছে যে তাঁহার স্থলে সেনাপতি স্মিরনফই নিযুক্ত হইবেন। স্মিরনফ তুরস্ক যুদ্ধে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সম্রাটের নিকট ১৬টী স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

মেজর জেনারেল ভেলিচো রুষের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। মাঞ্চুরিয়ায় রেল পোল প্রভৃতি রক্ষা ও বিস্তৃতি, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি স্থাপন ও আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদাই একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্যক। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন ভেলিচোকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিচক্ষণতা ও সুদক্ষতার অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য এতদ্ব্যতীত আরও বহু স্বনামখ্যাত রুষ সেনাধ্যক্ষ এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহারাই প্রধান। সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বর্ণনায় তাঁহাদের নাম উল্লেখের আবশ্যক হইবে। ইহাঁদের অনেকে এই মহাযুদ্ধে স্ব স্ব পূর্ব্ব গৌরব জলাঞ্জলি দিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া দেশে ফিরিলেন; এবং আবার অনেক অজ্ঞাত-নামা যোদ্ধা যুদ্ধে মহাবীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এক দিনে জগৎ খ্যাত হইলেন।

এইতো গেল রুষ সেনাধ্যক্ষগণের কথা। এক্ষণে কোন্ কোন্ জাপান মহারথী এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তাহাই দেখা যাউক। জাপান সেনানায়কদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমেই মহাযোদ্ধা মারকুইস জাগামাটার নাম করিতে হয়! তিনি এক্ষণে সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ও যুদ্ধ সভার প্রধান

অমাত্য। চীন-জাপান যুদ্ধে তিনিই জাপান সেনার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। যদি বয়সাধিক্য বশতঃ তিনি নিতান্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত না হন,—বলা বাহুল্য, তিনি রাজধানীতে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সেনাপতি-গণকে সর্ব্ব প্রকারে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পরামর্শ প্রদান করিতে ত্রুটী করিবেন না। সকলেই তাঁহাকে জাপানের "মলটকি" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কাউণ্ট অয়িমা চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের দ্বিতীয় সেনানায়ক ছিলেন। তিনিও জাপানের একজন সুবিখ্যাত যোদ্ধা। এক্ষণে তাঁহার বয়স প্রায় ৬১ বৎসর;—তাঁহার স্বভাব বড়ই ধীর শান্ত! তিনি মহাযোদ্ধা বলিয়া বিদিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রতি তাঁহার ভাল বাসা নাই! তিনি সর্ব্বদাই শান্তিপ্রিয় লোক; কিন্তু একবার যুদ্ধে নিযুক্ত হইলে, তখন তিনি কর্ত্তব্য সাধন ব্যতীত আর কোন বিষয়ে দৃষ্টি-পাত করেন না।

জাপানিদিগের বিশ্বাস যে তাহাদের সেনাপতি নজু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বীর। ইনি যৌবনে একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। এক্ষণে সর্ব্বদা মৃগয়া প্রভৃতি নানা বলপ্রদর্শক ক্রীড়ার জন্য ব্যাকুল। চীন-জাপান যুদ্ধে ইনি বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এক দিনের যুদ্ধেই চীনগণ ইহাঁর হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

সেনাপতি কুরোকি এবং ওকু, উভয়েই জাপানী মহা যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত। ইহাঁরা এ যুদ্ধে যে বিশেষ ভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস যে সেনাপতি কোদোমাই জাপান সেনার প্রধান কর্ত্তৃত্ব পাইবেন। লোকে বলে যে তিনি কি করা না করা কর্ত্তব্য, তাহা বিদ্যুৎ বেগে স্থির করিতে পারেন; বিশেষতঃ তিনি ইয়োরোপীয় যুদ্ধবিদ্যায় মহা সুপণ্ডিত। বলা বাহুল্য এই সকল জাপানী সেনাধ্যক্ষগণের প্রায় সকলেই ইয়োরোপ,

বিশেষতঃ জারমানিতে গমন করিয়া, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজেরাও সেই শিক্ষার উপর নিজ নিজ অসাধারণ বুদ্ধিবলে বহু উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা কেহই ইয়োরোপীয় কোন সেনাধ্যক্ষ হইতে কোন অংশে হীন নহেন।

সেনাপতি জামাগুচিও একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ। তিনিই বক্‌সার গোলযোগের সময় জাপান সেনার সেনাপতি হইয়া পিকিনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনিও যে একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ যুদ্ধে যে তিনি গুরুভার পাইয়া নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে জগতকে চমকিত করিতে সক্ষম হইবেন, এ সম্বন্ধেও কাহারও সন্দেহ নাই।

উপরিলিখিত কয়জনই স্বনাম খ্যাত। ইহাঁদের নাম এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু নূতন জাপান ক্ষুদ্র চীন-জাপান যুদ্ধ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আর কোন যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই; সুতরাং জাপানী বীরগণও তাঁহাদের যশ ও খ্যাতি জগতে বিস্তৃত করিবার সুবিধা পান নাই। বলা বাহুল্য এই মহাযুদ্ধে আমরা আরও শত শত জাপানী মহাযোদ্ধার নাম শ্রুত হইব! তাঁহাদের অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইব!

আড্‌মিরাল টোগোর নাম জগত খ্যাত হইয়াছে! নূতন জাপান কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা তিনি এই ছয় সপ্তাহে জগতকে দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জাপান যে জলযুদ্ধে অদ্বিতীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রুষের রণতরী খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারে, তাহা তিনি দেখাইয়া সমস্ত এসিয়া খণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন! সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নামে ধন্য ধন্য করিতেছে। স্থলযুদ্ধেও নিশ্চয়ই আমরা অনেক টোগো দেখিয়া ধন্য হইব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কোরিয়া।

কোরিয়া লইয়াই এই মহাযুদ্ধ; সুতরাং কোরিয়া সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। কোরিয়া রাজ্য চীন সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত; কোরিয়ারও এক সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গ ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন যতদূর বিশৃঙ্খলভাবে হওয়া সম্ভব, কোরিয়াতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত। রাজ্যের সৈন্য সামন্ত যাহা ছিল, তাহাদিগকে সৈন্য সামন্ত বলিলে এ নামের কেবল অপকর্ষতা সাধন হয় মাত্র। জাপানিগণ এই সৈন্য সামন্ত এক ঘণ্টার মধ্যেই নির্ম্মূল করিতে পারিতেন। দেশের লোক এমনই অলস যে প্রাণ থাকিতে তাহারা কোনরূপ পরিশ্রম করিতে চাহিত না। কাজেই কোরিয়াবাসিগণ যতদূর অধঃপতন সম্ভব, ততদূর অধঃপতনের পথে বসিয়াছিল। অথচ তাহাদের দেশ অনুর্ব্বর নহে;—নানা খনিজ দ্রব্যেও বহু ধনশালী ছিল;—কিন্তু অলস কোরিয়াবাসিগণ দুটী দুটী যাহা তাহা খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট, আর অধিক কিছুই করিতে চাহিত না। কোরিয়া জাপানের অতি নিকটস্থ দেশ; উৎসাহী, উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী জাপানিগণ কোরিয়ায় আসিয়া ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য প্রভৃতি উপায়ে কোরিয়ার উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিন্তু কোরিয়াবাসিগণ ইহাতে সন্তুষ্ট নহে;—তাহারা উদ্যমশীল জাপানিগণের উপর হাড়ে চটা। তাহাদের রাজ্যের উত্তর প্রান্ত রুষগণ ধীরে ধীরে অধিকার করিতেছে। রুষের উপরও কোরিয়াবাসিগণ রাগতঃ; কিন্তু কি জাপান কি রুষ, কাহাকে কিছু বলিবার সাহস হতভাগ্য কোরিয়াবাসীর ছিল না।

কোরিয়ার তিন দিকেই সমুদ্র; সুতরাং কোরিয়ার বন্দরের অভাব ছিল না। ইহার চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বন্দর ছিল। ইহাদের মধ্যে চিমল্‌পো প্রধান। কিন্তু জাপানিগণ কোরিয়ার সমস্ত বন্দরই নখদর্পণ করিয়াছিলেন;—তাঁহারা ইচ্ছামত জাপান হইতে কোরিয়ার যে কোন বন্দরে সেনা আনয়ন করিতে পারিতেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে তাঁহারা প্রথমেই চিমল্‌পোতে সৈন্য আনিয়া, কোরিয়ার রাজধানী সিওলে অভিযান করিয়াছিলেন। চিমল্‌পো সিওলের নিকটস্থ বন্দর; বিশেষতঃ এই বন্দর হইতে সিওল পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। অন্যান্য বন্দর হইতে রাস্তা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু এই বন্দরে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধপোত সর্ব্বদাই থাকিত। জাপান এই বন্দরে সৈন্য আনিলে, সে সংবাদ গোপন থাকিবে না। তাহাই জাপান এ বন্দর ত্যাগ করিয়া কোরিয়ার অন্য বন্দরে সৈন্য লইয়া যাওয়া ভিতরে ভিতরে স্থির করিলেন। তাঁহারা কোথায় কত সৈন্য লইয়া যাইতেছেন, তাহা কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

কিন্তু রুষ মাঞ্চুরিয়ার যত সৈন্য আনিলেন, তাহা সকলেই জানিতে পারিল। কোরিয়ার উত্তর দিকে বিস্তৃত জুলু নদী। এই নদীর অপর পারে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ। এ পারে কোরিয়া রাজ্যের উইজু নামক একটী সহর। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে রুষগণ জুলু নদীর এ পারে কখনও সৈন্য আনয়ন করেন নাই;—কিন্তু যুদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই, ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, রুষগণ সসৈন্যে জুলু নদী পার হইয়া উইজু সহর দখল করিয়া বসিয়াছিলেন; সুতরাং বলিতে হয়,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম এ যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে ৪৫০০ রুষ সৈন্য জুলু নদীর এ পারে আসিল। তাহাদের মধ্যে তিন হাজার উইজু সহরে রহিল; এক হাজার ১০৮ মাইল দূরস্থিত কোরিয়ার ক্ষুদ্র সহর চোসানে উপস্থিত

হইল; বাকি ৫০০ আন্‌জু নামক স্থানে গমন করিল। এই আন্‌জু কোরিয়া দেশের অপেক্ষাকৃত বড় সহর পিংযাং নগর হইতে কেবল ৪০।৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পিংযাং কোরিয়া রাজ্যের উত্তর দ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখান হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। একটী রাস্তা কোরিয়ার পূর্ব্ব কোণস্থিত জেনসান নামক বন্দরে গিয়াছে; আর একটী কোরিয়ার পশ্চিম কোণস্থিত বন্দর চিনাম্‌পো পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সুতরাং এই পিংযাং দখল করিলে, একরূপ সমস্ত উত্তর কোরিয়া অধিকৃত হয়। রুষগণ পিংযাংয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে; একটা তাহাদের পূর্ব্বে জাপানিগণ পিংযাং অধিকার করিতে না পারিলে, তাহারা আর সহজে রুষকে বাধা দিতে পারিবে না।

এই পিংযাং হইতে রাস্তা ফুলু নদীর তীরে গিয়াছে। পর পার হইতে রাস্তা মাঞ্চুরিয়ার লিওজাং সহর হইয়া বরাবর মুক্‌ডেনে উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং রুষ একবার পিংযাং লইতে পারিলে, তাহারা অনায়াসে সিওলে আসিয়া উপস্থিত হইবে; কোরিয়াবাসিগণের রুষকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেজন্য জাপান প্রথমেই পিংযাং দখল করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কার্য্য সহজ নহে;—তখনও দেশ বরফে পূর্ণ;—কেবল গলিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। তাহাতে চারিদিকে পিছিল হইয়াছে; পথ চলা একরূপ দুঃসাধ্য। তাহার উপর দারুণ শীত; কিন্তু জাপানী বীরগণ এ সকল কিছুতেই দৃকপাত না করিয়া, সিওল হইতে পিংযাং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাপানী সেনাপতি ইনই এই সেনার নেতা হইয়া চলিলেন।

কোরিয়াবাসিগণ জাপানিদিগকে ভাল বাসিত না; কিন্তু তাহাদের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহারা বাধ্য হইয়া জাপানের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। রুষ দূত সিওল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন জাপানিগণ একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে কোরিয়া অধিকার করিয়া

বসিলেন। সে অধিকার তাহারা আর এ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন নাই। সেই দিন হইতে কোরিয়া একরূপ জাপান সাম্রাজ্যের অংশীভূত অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছে! জাপানিগণ সিওল হইতে ফুসান নামক স্থান পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন; এক্ষণে তাহা যত শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে;—তিন হাজার ইন্‌জিনিয়ার সিওল হইতে জুলু নদীর তীরস্থ উইজু সহর পর্য্যন্ত একটী ছোট রেলপথ নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ লাইনও বসিতে লাগিল।

সেনাপতি ইমুই সিওল রক্ষার উপযুক্ত সৈন্য তথায় রাখিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া পিংযাং যাত্রা করিলেন। পথের দারুণ কষ্টে কষ্ট জ্ঞান নাই! সে অসহনীয় শীতের বর্ণনা হয় না; তবুও জাপানিগণ কোন কষ্ট না মানিয়া, রুষের আগমনের পূর্ব্বে পিংযাং অধিকার করিয়া বসিলেন। পশ্চাতে ধারাবাহিক রূপে জাপানী সৈন্য পিংযাংএ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। রুষগণ পিংযাং অধিকার করিবার চেষ্টা পাইলেন না; বরং তাঁহাদের যে ৫০০ শত সেনা আন্‌জুতে কামান সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা পশ্চাৎপদ হইল। এক্ষণে জাপানিগণ কোরিয়ার উত্তরাংশে যেন সহসা এক লৌহ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বে জেনসান বন্দর,—পশ্চিম চিনাম্‌পো বন্দর। দুই বন্দর হইতেই জাপান অগণিত সৈন্য পিংযাংয়ে আনিতে এক্ষণে সক্ষম। তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না;—দুই দিক হইতেই জাপানি সেনা পিংযাংয়ে সমবেত হইতেছিল। বিনা রক্তপাতে জাপান যাহা দখল করিলেন,—তাহাতে তাঁহাদের পক্ষের বল এক দিনে শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

সেনাপতি ইমুই নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না। তিনি পরিখা খনন, প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা পিংযাং সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিলেন। এই দুর্গ মধ্যে রসদ মজুত হইতে লাগিল,—সেনাগণের বাসস্থান নির্ম্মিত

হইল। যাহাতে রুষগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিতে না পারেন, তিনি সাধ্যমত সে আয়োজন করিলেন। তৎপরে পূর্ব্ব পশ্চিমে দুই দিকেই সৈন্য প্রেরণ করিয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; সেই সকল দুর্গে বহুসৈন্য স্থাপিত হইল। প্রকৃতই সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একটা যেন প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়া গেল; তাহার পশ্চাতে জাপানিগণ কি করিতেছে, তাহা কেহই জানিতে পারিল না।

জাপান তাঁহার সেনাগণকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। পিংষাংয়ে প্রথম ১ নম্বর জাপানী সৈন্যদল সমবেত হইল। চিনাম্‌পো বন্দরে দলে দলে জাহাজ আসিতে লাগিল; আর সেই সকল জাহাজ হইতে দলে দলে জাপানসেনা নামিয়া ধীর পদক্ষেপে পিংযাংয়ের দিকে যাত্রা করিল। সর্ব্বসমেত ৫০ হাজার জাপানী সৈন্য, কামান ও অশ্বারোহী সহ, এইরূপে কোরিয়ায় আসিল। এই জাপানী ১ নম্বর সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিলেন স্বয়ং বিখ্যাত যোদ্ধা,—সেনাপতি কুরোকি।

কেবল সেনা আসিল তাহা নহে। এই সকল সেনার সহিত অসংখ্য কামান ও নানা আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ আসিল। শত শত মণ রসদও আসিল; সঙ্গে সঙ্গে হাঁসপাতাল চলিল। ইন্‌জিনিয়ারগণ পশ্চাতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোঁ তার বসাইতে বসাইতে অগ্রসর হইলেন। সামান্য সূঁচটী পর্য্যন্ত জাপানী যোদ্ধাগণ সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাঁহাদের কোন দ্রব্যের বিন্দুমাত্র অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ সুন্দর সুবন্দোবস্ত কলের ন্যায় কাজ আর কেহ কখনও দেখে নাই। বহু আহারীয় দ্রব্যের প্রয়োজন। এই জন্য কোরিয়াতে তাঁহারা যে সকল আহারীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পাইতেছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিয়া লইতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্যের নিয়মিত মূল্য দিতে ছিলেন,—রুষদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন দ্রব্য কখনও কাড়িয়া লন নাই।

এদিকে জাপানী ইন্‌জিনিয়ারগণ চিনাম্‌পো হইতে পিংযাং পর্য্যন্ত যে রাস্তা ছিল, তাহা এক সুন্দর বিস্তৃত রাজপথে পরিণত করিয়া তুলিলেন। পিংযাং সহরও এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হইল। যে সময়ে রুষগণ বা পৃথিবীর কেহই জাপান কি করিতেছেন অবগত নহেন, সে সময়ে জাপান কোরিয়ায় ৫০ হাজার সেনা আনিয়া ফেলিয়াছেন। তিন হাজার সৈন্য সিওল রক্ষা করিতেছে; ১০ হাজার সৈন্য কোরিয়ার নানাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। জাপান এক্ষণে যে কোন দিন ৪০ হাজার সেনা লইয়া রুষ আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল;—ইহারই মধ্যে ৪।৫ হাজার সৈন্য পিংযাং পরিত্যাগ করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে। কোথায় রুষ-জাপানে মহাসমর হইবে, তাহা তখনও কেহই অবগত নহেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে এই পিংযাংয়ে জাপানিগণ কোরিয়া লইয়া চীনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্সুলু নদীর তীরেই সে যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। আজ আবার জাপানিগণ সেই কোরিয়া লইয়া পৃথিবীব্যাপ্ত সাম্রাজ্য মহাপ্রবল প্রতাপান্বিত রুষের সহিত যুদ্ধের জন্য সেই পিংযাংয়ে সজ্জিত হইতেছেন। সেই ক্সুলু নদীর তীরে আবার মহাসমর হইবে কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

বলা বাহুল্য এই পঞ্চাশ হাজার সেনাই জাপানের সম্বল নহে। ইহা কেবল জাপানের প্রথম ১নং সেনাদল। এইরূপ ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া গঠিত আরও বহু সেনাদল জাপানে প্রস্তুত হইয়া আছে;—সময় মত তাহারা একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। সময়ে আমরা সে সকল বীর যোদ্ধাগণকে দেখিতে পাইব;— এখন কেবল আয়োজন মাত্র। আজ পর্য্যন্ত রুষ-জাপানের অভাবনীয় স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু হইবারও আর বিলম্ব নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্থল-যুদ্ধ।

রুষগণ জুলু নদীর কোরিয়ার পারস্থ উইজু নগর অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কসাক অশ্বারোহীগণ দলে দলে বহির্গত হইয়া চারিদিকে জাপানিগণের সন্ধান লইতেছে। এক সময়ে তাহারা পিয়াং নগরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল;—তাহাদের দেখিয়া জাপানিগণ নগরের প্রাচীরের উপর হইতে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। কসাকগণও নীরব ছিল না; কিন্তু ইহাতে কোন পক্ষেরই কোন ক্ষতি হইল না। রুষগণ কিয়ৎক্ষণ গুলি চালাইয়া আবার উইজুর দিকে প্রস্থান করিল; জাপানিগণও তাহাদের অনুসরণ করিল না।

এই ঘটনার কয়দিন পরে রুষ কসাকগণ আবার জাপানিগণের সন্ধান লইতে আসিল। তাহারা আন্‌জু সহর হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে পাতচেন নামক স্থানে দেখিল যে প্রায় ৩০ জন জাপানী অশ্বারোহী তথায় পাহারায় রহিয়াছে। তাহাদের দেখিবামাত্র রুষ অশ্বারোহীগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া জাপানিগণ তাহাদের পশ্চাৎদিকস্থ জাপানী অশ্বারোহী ও পদাতিক গণকে তাহাদের সহায়তায় আসিবার জন্য সংবাদ দিল। উভয়দলে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল; কিন্তু উভয় পক্ষই যুদ্ধ করিতে বড় উৎসুক নহে;—তবুও উভয় পক্ষ দূর হইতে গুলি চালাইল। একজন জাপানী সেনাধ্যক্ষ ও সৈনিক আহত হইলেন। জাপানিগণ রুষগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম ছিল, কিন্তু তবুও তাহারা হটিল না, কিন্তু তাহাদের গুলিতে দূরস্থ রুষ গণের বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; তাহারা প্রায় জাপানিগণের

নিকট আসিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া পেকচান হইতে দুইদল জাপানি পদাতিক ছুটিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা রুষ-কসাকগণের ছিল না,—তাহাই তাহারা ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া সরিয়া গেল। জাপানী অশ্ব কসাকদিগের অশ্ব হইতে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ছিল; সেজন্য জাপানিগণ রুষের অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

প্রকৃত পক্ষে এই দিন রুষ-জাপানের প্রথম স্থলযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। উভয় পক্ষেই কিঞ্চিৎ রক্তপাত হইল; তবে ইহা মহা যুদ্ধের সূচনা মাত্র। ২৮ সে মার্চ্চ বেলা ১০ টার সময় উভয় পক্ষে প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রুষ সেনাপতি মিসচেনকো উইজুতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন; দলে দলে তাহার অশ্বারোহী কসাকগণ শত্রুর অনুসন্ধান লইতেছে এদিকে জাপানিগণ পিংযাংয়ে তাহাদের প্রধান কেল্লা স্থাপিত করিয়া, দিন দিন জুলু নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে! মধ্যে মধ্যে রুষগণ জাপানি প্রহরীগণকে দেখিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু জাপানিগণ এরূপ যুদ্ধে সম্মত নহে; তাহারা রুষগণকে দেখিয়া সরিয়া যাইতেছে। ২৭ সে মার্চ্চ রুষ সেনাপতি শুনিলেন যে চংজু নামক স্থানে চারি দল জাপানী অশ্বারোহী আগমন করিয়াছে। ইহাই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, রুষ সেনাপতি বহু কসাক অশ্বারোহী লইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। রুষের প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্কিন হারবিনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নামেই রুষ সেনাগণ উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র ও উন্মত্ত হইয়াছে। আরও কারণ, রুষ সেনাপতি মিসচেনকো প্রথমেই জাপানিদিগকে পরাজিত করিয়া একটু বাহাদুরি লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণও সর্ব্বপ্রকারে কষ্ট পাইতেছিল;—তাহারাও

ক্রমে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল;—আর তাহাদের নিষ্কর্ম্মা বসাইয়া রাখিলে, বিপদের আশঙ্কা আছে,—এই সকল কারণে তিনি চংজুতে জাপানী সেনা আসিয়াছে শুনিয়াই তাহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

চংজুতে কেবল জাপানী একদল অশ্বারোহী ও একদল পদাতিক মাত্র ছিল। তাহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক নহে। রুষসেনাপতি ৫।৬ শত অশ্বারোহী লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। জাপানিগণ হটিয়া আসিয়া সহরের গৃহে গৃহে আশ্রয় লইয়া গুলি চালাইতে লাগিল;—উভয় পক্ষেই অনেকে হত আহত হইল। কিন্তু জাপানিগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হওয়া জাপানিগণের নিয়ম নহে। তাহাদের অনেকেই হত আহত হইতে লাগিল, তবুও তাহারা এক পদও নড়িল না।

এই সময়ে তিন দল জাপানী অশ্বারোহী মহাবেগে চংজুতে উপস্থিত হইল। দুই দল সহরে প্রবেশ করিয়া শত্রুর প্রতি গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। রুষগণ বলেন যে অপর দল রুষের গুলি সহ্য করিতে না পারিয়া ছোড় ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এক ঘণ্টা এইরূপ যুদ্ধ চলিল। রুষগণ সহরের বাহিরে ক্ষুদ্র পাহাড়ের পশ্চাতে নিজ নিজ অশ্ব রাখিয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া তথা হইতে গুলি চালাইতেছিল। তাহাদের গুলিবৃষ্টির জন্য জাপানিগণ সহরের গৃহ ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছিল না। উভয় পক্ষেই প্রতি মুহূর্ত্তে অনেকে হত আহত হইতেছিল। এরূপ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে চারিদল জাপানী পদাতিক মহাদর্পে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। ইহা দেখিয়া রুষ সেনাপতি বুঝিলেন যে আর যুদ্ধ করিলে হারিতে হইবে;—তাহাই তিনি সৈন্যগণকে অশ্বারোহণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ অশ্বে আরোহণ করিয়া উইজুর দিকে ধাবিত হইল। বলা বাহুল্য জাপানিগণ

ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া, তাহাদের জয়ধ্বনি "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া রুষদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু রুষের অশ্ব ভাল থাকায়, জাপানিগণ তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া চংজু সহর দখল করিল। এই কয় সপ্তাহে চংজুর অদৃষ্টে অনেক অধিপতি জুটিল। প্রথম রুষ ইহা দখল করিয়া ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর জাপানের আগমন ;—তাহাদের প্রতি রুষের আক্রমণ ;—তাহাদের পলায়ন ;—পরে জাপান কৃত চংজু অধিকার ! ক্ষুদ্র চংজুতেই রুষ জাপানের মহা স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রুষেরা বলেন যে তাঁহাদের কসাকগণ সুশৃঙ্খলতার সহিত হটিয়া কোক্‌সান নামক স্থানে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম ও আহতগণের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা রাত্রি ৯টার সময় চোলসানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এই চোলসান উইজু হইতে কেবল এক দিনের পথ।

জাপানিগণ এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা উইজুতে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পিংয়াং হইতে তিন পথে তিন দলে রওনা হইলেন। প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া জুলু নদীর দিকে চলিল। পথ ভাল নহে,—তাহার উপর বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দারুণ শীত,—এ অবস্থায় যে কি কষ্টে জাপানিগণ অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার বর্ণনা করা যায় না! এই সকল সৈন্যের সহিত কামানের ও রসদের গাড়ী, হাঁসপাতাল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি সরঞ্জাম আরও কত কি ছিল,—তাহার সংখ্যা হয় না। পথে হাঁটু সমান কাদা। এই কাদায় প্রায়ই এই সকল গাড়ীর চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। তখন বহু সংখ্যক সেনা তাহাদিগকে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল ;—কাজেই তাহাদের অগ্রসর হইতে প্রতি পদেই অনেক

বিলম্ব হইতে লাগিল। সেনাগণও শীতে, কর্দ্দমে, অনাহারে, অনিদ্রায়, অমানুষিক পরিশ্রমে, অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে কষ্টের কথা নাই;—সকলই উৎফুল্ল,—রুষের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র। জাপানিদিগের সকল বন্দোবস্তই অতি সুশৃঙ্খলার সহিত হইতে লাগিল। তাঁহারা যতই পিংযাং হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই পশ্চাতে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কিছু সেনা রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। পিংযাংয়ের সহিত তাঁহাদের সেনার সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, জাপানিগণ তাহার অতি সুবন্দোবস্ত করিলেন। এ দিকে নানা প্রকারে দেশবাসীগণকেও হাত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। টংহাক বলিয়া একদল লোক কোরিয়াবাসিদিগকে জাপানের শত্রুতা করিবার পরামর্শ দিতেছিল। বলা বাহুল্য, জাপানিগণ এইরূপ টংহাক পাইলেই গুলি করিতে ত্রুটী করিলেন না; তবে তাঁহাদের সম্মুখে টংহাক প্রায় পতিত হইল না।

জাপানিগণ মনে করিয়াছিলেন যে পিংযাং ও উইজুর মধ্যস্থলে কোন স্থানে রুষের সহিত তাঁহাদের মহাযুদ্ধ ঘটিবে, কিন্তু তাঁহারা প্রায় উইজুর নিকটস্থ হইলেন,—তবুও রুষগণ তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন না। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহাদিগকে উইজুতেই রুষগণকে আক্রমণ করিতে হইবে। জাপানিগণ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যুদ্ধ সজ্জায় অতি সাবধানে উইজুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে উইজুতে রুষগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেই দুর্গে অন্ততঃ ৫।৭ হাজার রুষ সৈন্য আছে। হয়তো এতদিনে তথায় আরও রুষ সৈন্য আসিয়াছে; সুতরাং উইজুতে যে এক মহাযুদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহারা সেই জন্য অতি সাবধানে উইজুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ৪ঠা এপ্রেল তারিখে জাপানী একদল অশ্বারোহী রুষগণ কি করিতেছে সংবাদ লইবার জন্য

সন্তর্পণে উইজুর নিকটস্থ হইল। তখন তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হইল। রুষগণ উইজু পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! বিনা যুদ্ধে রুষগণ পলাইয়াছে। জাপানিগণ "বানজাই" ধ্বনিতে জগত কাঁপাইয়া উইজু দখল করিয়া বসিলেন। বিনা যুদ্ধে তাঁহাদের সমস্ত কোরিয়া দেশ অধিকৃত হইল। জুলু নদীই কোরিয়ার উত্তর সীমা;—নদীর অপর পারে চীনের মাঞ্চুরিয়া দেশ। রুষ কোরিয়ার অনেকাংশ দখল করিয়াছিলেন;—এপারেও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন;—এক্ষণে জাপানিগণের আগমন বার্ত্তা পাইয়া বিনা যুদ্ধে তাঁহারা কোরিয়া দেশ পরিত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় চলিয়া গেলেন। ইহার কারণ যাহাই হউক, ইহাতে তাঁহাদের প্রতিপত্তি যে অনেক নষ্ট হইল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। রুষের এই পলায়নে জাপানিগণের উৎসাহ, তেজ, বলবীর্য্য যে শত গুণ বৃদ্ধি পাইল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই! এত সহজে যে তাঁহারা রুষকে কোরিয়া হইতে দূর করিতে পারিবেন, তাহা তাঁহারা কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সকলেই বলিতে লাগিল,—রুষের এরূপ করিবার কারণ কি?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জুলু নদীর তীরে।

জাপানিগণ উইজু অধিকার করিলেন; কিন্তু এখনও তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য তথায় উপস্থিত হয় নাই। পিংয়াং হইতে উইজু উপস্থিত হইবার পথে দুইটী নদী পার হইতে হয়। এক্ষণে বরফ গলিয়া এই সকল নদীতে বন্যা আসিতেছে! কয়েক দিনের মধ্যেই পারাপার দুরূহ হইয়া উঠিবে। জাপানিগণ একটা নদীর উপর একটা পোল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বন্যায় এ পোল কতদূর টিকিবে বলা যায় না।

সম্মুখেও বৃহৎ জুলু নদী—এক্ষণে জলে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। সৈন্য লইয়া এ নদী পার হওয়া সহজ নহে। উইজুর ঠিক পর পারে আংটং নামক স্থানে রুষ শিবির। কিন্তু এই শিবিরে কেবল ২৫০ জন কসাক ও ১৬টা কামান রাখিয়া রুষগণ কয়েক মাইল দূরে নদীর তীরে কিউলেনচেং নামক স্থানে সমস্ত সেনা সমবেত করিয়াছিলেন। এইখান হইতেই রাস্তা রুষদিগের লিওযাং সহর হইয়া মুকডেনে গিয়াছে। রুষগণ এই খানে ৩ হাজার কসাক অশ্বারোহী, ১০ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার গোলন্দাজ সেনা রাখিয়াছিলেন। কিউলেনচেং ও উইজুর মধ্যে নদী প্রায় তিন মাইল বিস্তৃত। মাঞ্চুরিয়ার দিকে দুইটা বড় বড় চড়া ছিল। এইখান হইতে কখনও কখনও রুষগণ পরপারস্থ জাপানিগণের উপর গুলি চালাইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এপারে আসিয়াও জাপানি-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাড়া খাইলেই ছুটিয়া পর পারে গিয়া আশ্রয় লইত। এইরূপে অনেক দিন উত্তীর্ণ হইল। জাপানিগণের তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অসংখ্য সৈন্য ও রসদ উইজুতে সমবেত করিতে লাগিলেন। শুনা যায় যে এই সময়ে একদিন অনেক জাহাজ জাপানী সেনায় পূর্ণ হইয়া জুলু নদীর মুখে সমুদ্রে আসিয়া নঙ্গর করিল! সেই সকল জাহাজ হইতে জাপানের ২নম্বর সেনাদল উইজু আসিয়া প্রথম সেনাদলের সহিত মিলিত হইল। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, যে জাপানের এইরূপ এক এক সেনাদলে এক এক প্রধান সেনা-পতির অধীনে অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ, এই তিন প্রকার সেনা লইয়া মোট ৫০ হাজার করিয়া সৈন্য ছিল। সুতরাং এক্ষণে জুলু নদীর তীরে জাপানের প্রায় এক লক্ষ সেনা সমবেত হইল। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে যে একথা ঠিক নহে;—জুলু নদীর তীরে জাপানের কেবল এক নম্বর সেনাদলই ছিল।

রুষও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহারাও জুলু নদীর তীরে

ক্রমান্বয় সৈন্য আনয়ন করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত এক ভয়াবহ কল আনিলেন। এই কল রুষ রাজধানীতে সম্রাটের সম্মুখে পরীক্ষিত হইয়াছিল। ইহার সাহায্যে নদীর মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই এক ভয়াবহ আকাশ-সমান উচ্চ অগ্নির প্রাচীর নির্ম্মিত করিতে পারা যায়। কোন পোল ভস্মীভূত করিতে ইচ্ছা করিলে, এই ভয়াবহ অগ্নির সাহায্যে তাহা ৫।৭ মিনিটেই ধ্বংসীভূত করা যায়। যদি জাপানিগণ ভুলু নদীর উপর পোল নির্ম্মাণের চেষ্টা পায়, তাহা হইলে রুষগণ এই কলের সাহায্যে সে পোল তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিতে পারিবেন। সুতরাং কেবল জাপানিগণই যে আধুনিক সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—রুষগণেরও অনেক ভয়াবহ ব্যাপার ছিল।

নদীর দুই পারেই সমভাবে যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল! উভয় পক্ষই নিজ নিজ শিবির সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া চারিদিকে কামান স্থাপন করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই রাত্রে উভয় পক্ষের উপর পতিত হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। সময় সময় রুষগণ জাপানি-দিগের উপর গোলা চালাইতেও ত্রুটী করিলেন না। ৪টা এপ্রেল উইজুতে কেবল কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়াছিল; সুতরাং ৮ই মার্চ্চেও তাঁহাদের অধিক সৈন্য উইজুতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য রাত্রে রওনা হইল। নদীর মধ্যস্থলে একটা বড় দ্বীপ ছিল। রুষগণ প্রথমে সেই দ্বীপে নামিল,—দেখিল ৫০ জন জাপানী সেনাও তাহাদের ন্যায় ঐ দ্বীপে নামিতেছে। তাহারা দ্বীপে নামিবা মাত্র রুষগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। জাপানি-গণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিল সত্য, কিন্তু রুষ সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ছিল;—তাহাই তাহারা সকলেই হত হইল, একজনও প্রাণরক্ষা করিতে পারিল না। পরে জাপানিরাও এইরূপে অনেক রুষের প্রাণ লইয়াছিল,—কিন্তু সমস্ত এপ্রেল মাসের মধ্যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ

ব্যতীত আর অধিক কিছুই ঘটিল না। উভয় পক্ষই মহাযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে এ যুদ্ধের আর অধিক বিলম্ব নাই। শত শত সংবাদ পত্রের সংবাদদাতা এই মহাযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য দূর জুলু নদীর তীরে আসিয়া সমবেত হইলেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশের সকলে এই মহাযুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "রুষ জল-যুদ্ধে কখনই প্রবল নহে; পৃথিবীতে স্থলযুদ্ধে তাহাদের সমকক্ষ আর কেহই নাই। যাহারা ঘোর প্লেবনার যুদ্ধে দেড় লক্ষ সুসভ্য তুর্ককে পরাজিত করিয়াছে, ক্ষুদ্র জাপান কি তাহাদের সহিত লড়িয়া কখনও জয়ের আশা করিতে পারে?" সকলই ভগবানের হাত!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থার।

জুলু নদীর তীরে রুষ জাপান উভয়েই যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন; শীঘ্রই মহাযুদ্ধ হইবে; তাহা বলিয়া সমুদ্রে আড্‌মিরাল টোগোও নিশ্চিন্ত নাই। ১০ই মার্চ্চ তারিখে তিনি যে কিরূপ ভয়াবহ ভাবে পোর্ট আর্থার বোম্বার্ট করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহার পর প্রায় এক সপ্তাহের অধিক তিনি রুষ দুর্গের সম্মুখে দর্শন দিলেন না; নিশ্চয়ই তাঁহার জাহাজ গুলির যে যে খানির মেরামত আবশ্যক, তিনি জাপান বন্দরে গিয়া তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এ দিকে রুষ নৌ-সেনাপতি মাকারফও রুষ জাহাজগুলিকে মেরামত করিয়া কার্য্যক্ষম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। দুর্গস্থ সকলেই অতি সতর্ক রহিলেন। দুর্গের উপর দুইটী সার্চ্চ লাইট বা উজ্জ্বল আলোক সমুদ্রের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে

লাগিল, সুতরাং জাপানিদিগের লুকাইয়া আর পোর্ট আর্থারের নিকট আসিবার সম্ভাবনা রহিল না।

৭।৮ দিন জাপানিগণের আর কোন সন্ধান নাই। রুষগণ চক্ষু উন্মিলিত ও কর্ণ উত্তোলিত করিয়া দিবা রাত্রি পাহারায় আছে। মাকারফের বীরত্বে, উৎসাহে ও বীর্য্যে পোর্ট আর্থারে এক নূতন তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে। আর কেহই হতাশ ও বিষন্ন নাই; সকলেই উদ্ধত জাপানকে পদানত করিতে ব্যগ্র, কিন্তু ৭।৮ দিন জাপানিগণ পোর্ট আর্থারের নিকট আসিলেন না; তাহা বলিয়া তাঁহারা জলযুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। ২১শে মার্চ্চ রাত্রে রুষগণ সার্চ্চ লাইট সাহায্যে দেখিলেন যে দুই খানি জাপানী ডেসট্রয়র ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে আসিতেছে। রুষগণ এতই উত্তেজিত ছিলেন যে এই দুই জাপানী জাহাজ কামানের গোলার মধ্যে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে জাপানী জাহাজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া দূর সমুদ্রে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

প্রায় ভোর ৪টা রাত্রে আরও তিন খানি জাপানী ডেসট্রয়র বন্দরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু রুষগণ তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র দূর্গ ও জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কাজেই তিন খানি জাপানী জাহাজ আর বন্দরের নিকটস্থ না হইয়া ফিরিয়া গেল। চারি ঘণ্টা পরে আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার সমস্ত রণতরী লইয়া রুষ দূর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। এত দিনে রুষ যুদ্ধপোত সম্বন্ধেও নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইল। আড্‌মিরাল ম্যাকারফ তাঁহার সমস্ত জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া জাপানী যুদ্ধপোত আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। সোৎসাহে রুষগণ জয় জয় নিনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বে এ কাজ করিলে, জাপান কত দূর জয়ী হইতে পারিতেন, তাহা বলা যায় না।

টোগোর জাহাজ হইতে প্রায় শতাধিক বড় বড় গোলা পোর্ট আর্থার দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইল। রুষ জাহাজও গোলা চালাইতে ক্রটী করিল না; কিন্তু তাহাদের গোলায় জাপানী জাহাজ আঘাতিত হইল না। বেলা তিনটার সময় আড্‌মিরাল টোগো পোর্ট আর্থার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিজ জাহাজ লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। রুষ জাহাজ সকলও আবার বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সেদিনকার মত যুদ্ধ মিটিয়া গেল।

৫।৬ দিন জাপানিগণের আর কোন সন্ধান নাই। ২৭শে মার্চ্চ রবিবার ভোর রাত্রে জাপানিগণ আবার এক অসম সাহসিক কার্য্য করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, টোগো পূর্ব্বে একবার ৫ খানি পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া পোর্ট আর্থারের মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু সে বার জাপানিগণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই; বন্দরের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই; তখনও রুষ-জাহাজের বাহির সমুদ্রে আসিবার পথ ছিল; তাহাকেই মহা জয় ভাবিয়া রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু টোগো এ চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। আজ রাত্রে তিনি আবার এই চেষ্টায় আট খানি ভাঙ্গা জাহাজ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধপোতের সহিত বন্দরে প্রেরণ করিলেন।

এই সকল জাহাজে যাহারা গমন করিল, তাহাদের ফিরিবার আশা বিন্দু মাত্র ছিল না। কিন্তু তবুও শত সহস্র জাপানী যোদ্ধা স্বইচ্ছায় এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যে গমনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন! টোগো বাছিয়া বাছিয়া লোক স্থির করিলেন। কাপ্তেন জাত সুসিরো এই সকল বীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদিগকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিয়া আমরা তোমাদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতেছি। আমার যদি একশত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি আনন্দিত চিত্তে তাহাদের সকলকে এই কার্য্যে প্রেরণ করিতাম। আর যদি আমার একটী মাত্র পুত্র থাকিত, তাহা হইলেও আমি তাহাকে এই বীরকার্য্যে পাঠাইতাম। বীরগণ!

যাও, জন্মভূমির কার্য্য কর; যতক্ষণ প্রাণ থাকিবে, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ত্রুটী করিও না। এ কার্য্যে মৃত্যুর ন্যায় গৌরবান্বিত কার্য্য এ সংসারে আর কিছুই নাই। যাও, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হও; তিনিই তোমাদের নিরাপদে আমাদের নিকট লইয়া আসিবেন। যাও, বীরগণ! চিরজয়ী হও।"

জাপানী বীরগণ মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া, এই মহা কার্য্যে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু রুষগণ এখন সর্ব্বদা সতর্ক, জাপানী জাহাজ দেখিবা-মাত্র তাঁহারা গোলা চালাইতে লাগিলেন। এই গোলা বৃষ্টির প্রতি বিন্দু-মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, জাপানিগণ জাহাজ লইয়া বন্দরের মুখে আসিলেন। তখন একে একে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জাপানিগণ জাহাজগুলি ডুবাইয়া দিতে লাগিলেন। এক খানি জাহাজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ ছিলেন কমাণ্ডার হিরোস। তাঁহার জাহাজ জলমগ্ন হইতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহার নাবিকগুলিকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে একজন সেনানীপুরুষ তখনও নৌকায় উঠেন নাই। চারিদিকে রুষের গোলা বৃষ্টি হইতেছে, এখনও পলায়ন করিবার সময় আছে; কিন্তু বীর হিরোস সেনানীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার সন্ধানে আবার জলমগ্ন প্রায় জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া নৌকায় আসিলেন। এই সময়ে একটী রুষের গোলা বীরের মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহার দেহের অধিকাংশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল; দেহের যৎসামান্য মাত্র নৌকায় রহিল। জাপানিগণ তাহাই জাপানে লইয়া গিয়া মহা সমারোহে সসম্মানে গোর দিলেন। রুষগণও তাঁহার দেহের অবশিষ্টাংশ পাইয়া, বীরের উপযুক্ত সম্মানে পোর্ট আর্থারে তাঁহার সমাধি দিলেন।

জাপানী বীর মাসাকিও এক জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নানা স্থানে আহত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে বিরত হইলেন না। তাঁহার সহকারী

সেনাপতি সিমাডা হত হইলেন। মাসাকির জাহাজ জলমগ্ন হইতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহার নাবিকগণকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার সিমাডার মৃত দেহের কথা স্মরণ হইল। তিনি রুষের গোলা বৃষ্টিতে বিন্দু মাত্র দৃকপাত না করিয়া, আবার জাহাজে উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে সিমাডা তখনও জীবিত আছেন। তখন একদিকে রুষের গোলাবৃষ্টি, অপরদিকে জাপানিদিগের জয়ধ্বনি, এই উভয়ের মধ্যে বীর মাসাকি সিমাডার দেহ স্কন্ধে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তাঁহার মুখ রক্তে প্লাবিত হইতেছিল,—এক হস্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি সিমাডার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া এক হস্তে দাঁড় টানিয়া অবশেষে জাপান যুদ্ধপোতে উপস্থিত হইলেন। এরূপ অতুলনীয় বীরত্ব না থাকিলে, জাপান এত শীঘ্র এত উচ্চাসন লাভ করিতে পারিত না।

এরূপ ভয়াবহ কার্য্য করিয়া প্রাণ লইয়া কাহারও প্রত্যাগমনের আশা ছিল না, কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ জাপানী বীর এই বিষম কার্য্য শেষ করিয়া অনাহত অবস্থায় প্রত্যাগত হইলেন। কেবল ৫।৬ জন হত ও ৭।৮ জন মাত্র আহত হইয়াছিলেন। এই সকল বীরকে রক্ষা করিবার জন্য জাপানী টরপেডো বোট গুলি সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তাহারা বীরগণকে তুলিয়া লইয়া ভোর রাত্রে জাপানী যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইল। বলা বাহুল্য, এই অদ্ভুত অসম সাহসিক বীরত্বে সমস্ত জাপান এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন কি রুষগণও শত মুখে এই বীরগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

২৭শে মার্চ্চ জাপানী যুদ্ধপোত সকল আবার পোর্ট আর্থারের নিকটস্থ হইল;—অমনই দুর্গ হইতে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু জাপানিগণ তাহার উত্তর না দিয়া, ধীরে ধীরে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গেলেন। জাহাজ গুলি ঠিক যথা স্থানে ডুবিয়াছে কিনা, তাহাই লক্ষ্য করা এই আগমনের কারণ। এক সপ্তাহ আর জাপানিদিগের দর্শন নাই! ইত্যবসরে

আড্‌মিরাল মাকারফ তাঁহার রণপোত গুলি প্রায় মেরামত করিয়া ফেলিলেন। দুর্গ রক্ষারও কত প্রকার চেষ্টা হইতে লাগিল। আর দুর্গে নৈরাশ্য নাই। মাকারফ এক নূতন তেজ রুষ যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন! ৩১শে মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেল আড্‌মিরাল আলেক্‌-জিফ হারবিন হইতে পোর্ট আর্থার দেখিতে আসিলেন। মহা সমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল। তিনি প্রধান প্রধান রুষ যোদ্ধাগণকে সম্রাটের নামে সম্মানিত ও খেলাত ও উপাধি প্রভৃতি দিয়া আবার হারবিনে প্রত্যাগমন করিলেন। আর নিরুৎসাহ নাই! এই দুই মাস প্রায়ই যুদ্ধ চলিতেছে; কিন্তু তাহাতে জাপান পোর্ট আর্থারের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। রুষিয়া হইতে সমস্ত সেনা আসিয়া পড়িলে, তখন রুষের উদ্ধত জাপানকে পদদলিত করা বিন্দু মাত্র কঠিন হইবে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথ রাত্রে।

১২ই এপ্রিল নিশীথ রাত্রে সহসা রুষ কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠিল! কখন জাপানিগণ আইসে, তাহার কোনই স্থিরতা ছিল না; তাহাই রুষগণ সর্ব্বদা সতর্ক। তাহাদের সার্চ্চ লাইট বহু মাইল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে! কাহারই লুকাইয়া বন্দরের নিকটে আসিবার সম্ভাবনা নাই। ১২ই এপ্রিল রাত্রে রুষগণ দেখিল যে কতকগুলি জাপানী টরপেডো বোট ও কতকগুলি ডেস্‌ট্রয়র বন্দরের দিকে আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত এক খানি বড় জাহাজ আছে। এই জাহাজে স্বয়ং কাপ্তেন ওডা ছিলেন। তিনি এক ভয়াবহ যুদ্ধ উপকরণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার নিকট ডিনামাইট প্রভৃতিকে নগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ভয়াবহ দ্রব্যে কাপ্তেন ওডা "মাইন" প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আজ রাত্রে তিনি সেই ভয়াবহ "মাইন" বন্দরের মুখে স্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন! যে যে পথে রুষ-জাহাজ বন্দর হইতে বাহির হইয়া আসে, তাহা টোগো পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি সমুদ্রের সেই সেই স্থানে এই ভয়াবহ "মাইন" স্থাপনের আজ্ঞা দিলেন। এক্ষণে বন্দরের মুখ জাপানী জলমগ্ন জাহাজে প্রায় বন্ধ, সুতরাং এক পথ ভিন্ন অপর পথ দিয়া রুষ জাহাজের গমনাগমনের উপায় নাই। টোগো এই পথে "মাইন" স্থাপন করিতে পারিলে, এই "মাইন" দ্বারা রুষ রণপোত ধ্বংস হওয়া কঠিন হইবে না। কিন্তু অতি দুরূহ কার্য্য,—রুষের গোলা বৃষ্টির মধ্যে গিয়া, এই অসম সাহসিক কার্য্য করিতে হইবে। দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ ভয় কাহাকে বলে জানিত না; তাহারা কাপ্তেন ওডার সঙ্গে এই মহাকার্য্যে চলিল।

কাপ্তেন ওডার জাহাজ রক্ষার জন্য সঙ্গে বহু জাপানী টরপেডো বোট ও ডেস্ট্রয়র আসিল। অসীম সাহসে অগণিত গোলা বৃষ্টির মধ্যে কাপ্তেন ওডা বন্দরের মুখে কয়েকটা ভীষণ "মাইন" স্থাপন করিয়া তীর-বেগে জাহাজ লইয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাপানী জাহাজগুলিও প্রস্থান করিল। তবে তাহারা সম্মুখে এক খানি ক্ষুদ্র রুষ যুদ্ধপোত দেখিয়া তাহা জলমগ্ন করিয়া দিল। তাহারা এই জাহাজের রুষদিগের প্রাণ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু এক খানা বড় রুষ যুদ্ধপোত সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া, তাহারা সরিয়া যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিল।

তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। এই সময়ে কয়েক খানি জাপানী ক্রুজার জাহাজ ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে আসিল। একখানি রুষ জাহাজ বন্দরের বাহিরে ছিল,—এই জাহাজ একাকী সত্বেও তখনই জাপানী জাহাজের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। দুর্গ হইতে মাকারফ ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত রুষ যুদ্ধপোত লইয়া জাপানী রণতরি-

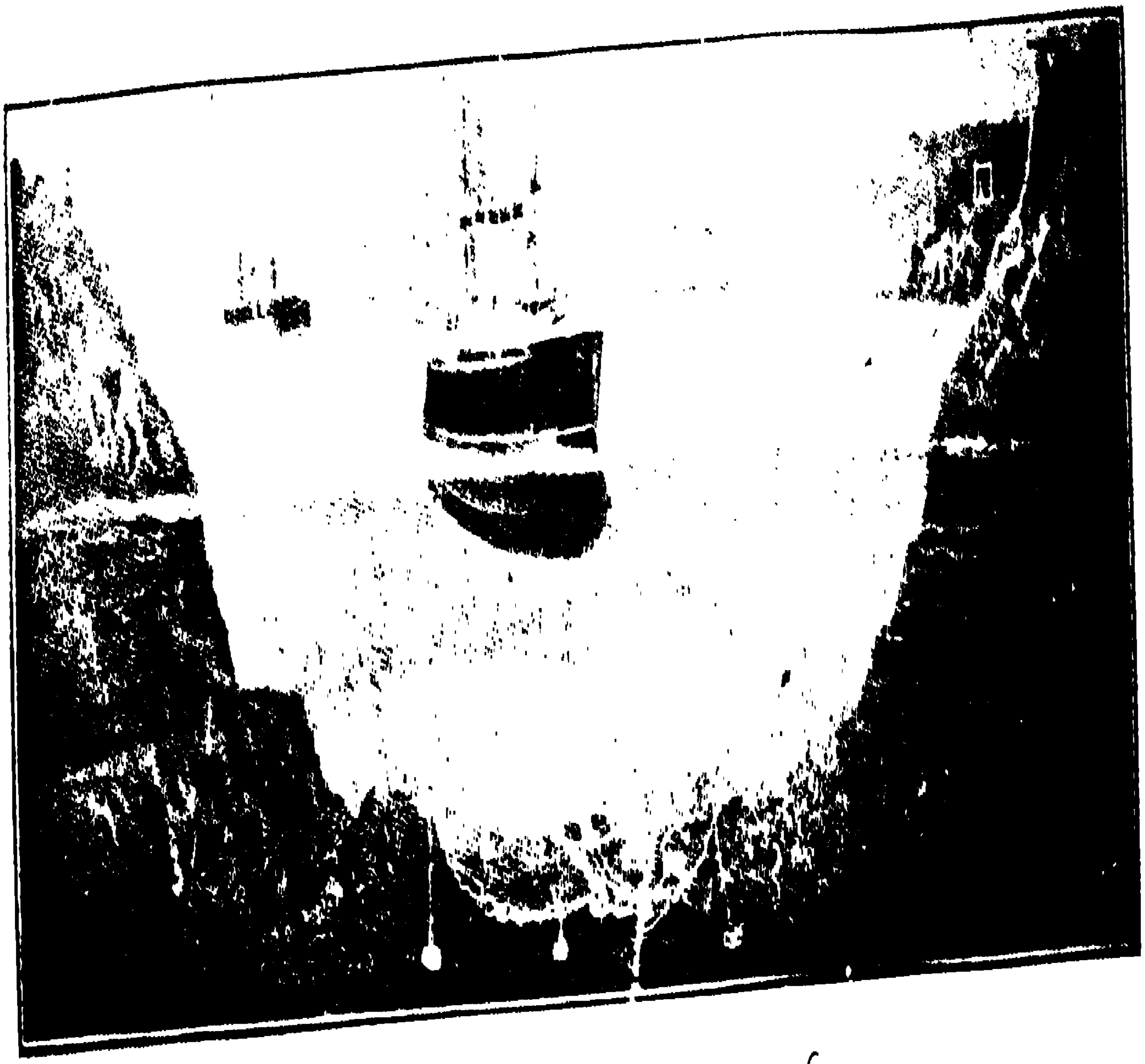

কতকগুলি জলনিমগ্ন "মাইন" বন্দরের প্রবেশ-পথ রক্ষা করিতেছে।

[৭৬ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

গণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। যে কয়খানি জাপানী জাহাজ আসিয়াছিল, তাহাদিগকে নষ্ট করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ মনে করিয়া তিনি সোৎসাহে অগ্রসর হইলেন। এ সুবিধা আর হইবে না ভাবিয়া রুষ যোদ্ধাগণ মহা প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন! পেট্রোপাভলস্ক নামক জাহাজে স্বয়ং সেনাপতি মাকারফ চলিলেন। এই জাহাজে সম্রাটের খুল্লতাত পুত্র গ্রাণ্ড ডিউক সিরিল ছিলেন। আরও ছিলেন রুষের সুবিখ্যাত চিত্রকর বৃদ্ধ ভেরেসচাজিন। তাঁহাকে জলযুদ্ধ দেখাইবার জন্য আড্‌মিরাল মাকারফ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

যেমন রুষ রণপোত সকল যুদ্ধ সজ্জায় অগ্রসর হইতে লাগিল, জাপানী জাহাজগুলিও অমনই ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইল। তাহারা ভয়ে পলাইতেছে ভাবিয়া রুষগণ মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদিগকে প্রায় সমুদ্র মধ্যে ১৫।১৬ মাইল তাড়াইয়া লইয়া গেলেন! আজ তাঁহাদের আর আনন্দের সীমা নাই! কিন্তু অতি বুদ্ধিমান সুচতুর টোগো যে ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিলেন না।

টোগো তাঁহার যুদ্ধপোত তিন দলে বিভক্ত করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দলটীকে পোর্ট আর্থারের দিকে পাঠাইয়াছিলেন। অপর দুই দল দুই দিকে ছিল। তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য জাহাজ পোর্ট আর্থারে প্রেরণ করেন নাই। রুষ জাহাজগণের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহাদিগকে বন্দর হইতে দূর সমুদ্রে আনিবার জন্যই তিনি এই সকল জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। বন্দরের মুখে তিনি "মাইন" স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে অনেক রুষ জাহাজ নষ্ট হইতে পারে। আর তাহাতেও যদি তাহারা রক্ষা পায়, তখন দূর সমুদ্র মধ্যে তিনি তাঁহার সকল জাহাজ লইয়া চারিদিক হইতে রুষ জাহাজ বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন; তাহাদের আর পলাইবার উপায় থাকিবে না।

টোগো যাহা ভাবিয়াছিলেন ঠিক তাহাই ঘটিল। রুষগণ তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, জাপানী জাহাজের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। যখন তাঁহারা বন্দর হইতে অনেক দূরে আসিলেন, তখন জাপানিগণ তার-শূন্য টেলিগ্রাফে সেনাপতি টোগোকে সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ টেলিগ্রাফে জাহাজে জাহাজে সংবাদ পাঠাইলেন। তখন দুই দিক হইতে জাপানী জাহাজ সকল রুষ রণপোতের দিকে ছুটিল। কিন্তু রুষগণ দূর হইতে এই সকল জাহাজের ধূম দেখিতে পাইয়া, জাপানিগণের চাতুরী বুঝিলেন। মাকারফ দেখিলেন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে, জাপানী জাহাজে তিনি বেষ্টিত হইবেন; তাহাই তিনি তাঁহার সকল জাহাজকে তীর বেগে পোর্ট আর্থারে ফিরিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। তখন রুষগণ জাপানের অনুসরণ না করিয়া, নিজেরাই প্রাণ লইয়া বন্দরের দিকে ছুটিলেন।

তখন এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হইল। রুষ জাহাজ প্রাণ ভয়ে পলাইতেছে, আর টোগো তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া রুষ জাহাজের অনুসরণ করিতেছেন! একটু পূর্ব্বে রুষ জাহাজ জাপানী জাহাজ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, এক্ষণে তাহারাই উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে,—জাপানিগণ তাড়া করিতেছেন!

কিন্তু জাপানিগণ রুষ জাহাজ ধরিতে পারিলেন না। বেলা ১০টার সময় রুষ জাহাজগুলি দুর্গের গোলার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িল। কাজেই আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার জাহাজগুলি ফিরাইলেন। তখন রুষগণ দম ছাড়িয়া বাঁচিল; ধীরে ধীরে তাহারা জাহাজ লইয়া চলিল। প্রথমেই আড্‌-মিরালের জাহাজ; বন্দরের মুখ হইতে আর এক মাইল দূরও নাই। এক্ষণে আর যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অধিকাংশ রুষ যোদ্ধাগণ আহারাদির জন্য জাহাজের উপর হইতে নীচে গিয়াছেন। উপরে জাহাজের কাপ্তেন মাকবলেভ, সেনাপতি মাকারফ, রাজভ্রাতা সিরিল ও আর কয়েক জন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে সহসা এক ভয়াবহ শব্দ হইল; উপর্য্যুপরি

দুইবার শব্দ হইল। হতভাগ্য জাহাজ জাপানী "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়াছে! টোগোর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে! জাহাজ নিমেষে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে! দুই মিনিটের মধ্যে সকলকে লইয়া জাহাজ সমুদ্রের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া গেল! জাহাজে সাত শত লোক ছিল,—তাহারা কি হইল বুঝিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার আর কেহ কখনও দেখেন নাই! যে জাহাজ এক বৃহৎ দুর্ভেদ্য লৌহ দুর্গ,—যাহা নির্ম্মাণে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে,—যাহাতে প্রায় সহস্রাধিক লোক ছিল,—তাহা নিমেষে লোপ পাইল! মাকারফ প্রাণ হারাইলেন,—বৃদ্ধ চিত্রকর প্রাণ হারাইলেন, —সৌভাগ্য ক্রমে রাজভ্রাতা সিরিল অতি সন্তরণ পটু ছিলেন; তজ্জন্য তিনি কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিলেন। সহসা এই ভয়াবহ কাণ্ড হওয়ায় রুষগণ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহারা তাহাদের বিভিন্ন জাহাজ হইতে নৌকা পাঠাইয়া দিয়া যাহারা জলে ভাসিতেছিল, তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল। সাত শত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র তিরিশ জনের প্রাণ রক্ষা হইল। কোন জলযুদ্ধে কখনও এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই!

কেবল ইহাই নহে। রুষের আর একখানি জাহাজও জাপানী "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া প্রায় জলমগ্ন হইল। অতি কষ্টে সেখানি বন্দরে আসিয়া আশ্রয় লইল; নতুবা আরও কত হতভাগ্যের প্রাণ যাইত, তাহা কে বলিতে পারে? বাকি যুদ্ধপোতগুলি ভগ্ন হৃদয়ে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। রুষের এরূপ সর্ব্বনাশ তাহাদের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই! এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে রুষগণ যে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যখন এই ভয়াবহ সংবাদ রুষরাজ্যে উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তে দেশের সমস্ত আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই মাকারফ ও বীর রুষ যোদ্ধাগণের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। সম্রাট অমাত্যগণ

সহ সজলনয়নে গির্জ্জায় গিয়া ভগবানকে ডাকিলেন। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণ ভূষণে ভূষিতা মাকারফের রোরুদ্দমানা বিধবা পত্নী! তাঁহাকে দেখিয়া কেহই অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

জাপানিগণও জাপানের নগরে নগরে মাকারফ ও তাঁহার বীর সহ-যাত্রীগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৫ই এপ্রিল সহস্র সহস্র জাপানিগণ হাজার শ্বেত লণ্ঠন ও পতাকা উত্তোলিত করিয়া এই সকল বীরের জন্য শোক প্রকাশ করিতে বহির্গত হইলেন। পতাকায় পতাকায় লিখিত, "আমরা প্রাণের সহিত বীর মাকারফের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি"। যে জাতি শত্রুর বীরত্বের এত আদর করিতে জানে, সে জাতি বড় হইবে না কেন?

আড্‌মিরাল মাকারফের মৃত্যুর পর স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ্‌ রুষের যুদ্ধপোতের সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া পোর্ট আর্থারে বাস করিতে লাগিলেন। সম্রাটও তাঁহার বিখ্যাত জলযোদ্ধা আড্‌মিরাল স্ক্রিডল্‌ফকে মাকারফের স্থানে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তিনি মুখে নানা বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও, প্রায় এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত দূর পোর্ট আর্থারে গমনের কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। এদিকে টোগো ক্রমান্বয়ে তিন দিন দুর্গে গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

মাকারফের মৃত্যুর পর জাপানিগণ সে দিন দূর সমুদ্রে গিয়া নঙ্গর করিয়াছিলেন। পর দিন ১৪ই এপ্রিল টোগো তাঁহার অনেকগুলি যুদ্ধ-পোত পোর্ট আর্থারের দিকে প্রেরণ করিলেন। ইচ্ছা যে আবার রুষ জাহাজ এই সকল জাপানী যুদ্ধপোত তাড়া করিয়া আসুক, কিন্তু রুষগণ সাবধান হইয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা বন্দর পরিত্যাগ করিলেন না;—এমন কি তাঁহারা আর অনর্থক দুর্গ হইতে গোলাও চালাইলেন না!

পর দিন টোগো সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া দুর্গের নিকটস্থ হইলেন। তিনি রুষদিগের তিনটী "মাইন" ধৃত করিয়া নষ্ট করিয়া দিলেন তৎপরে

১০টার সময় দুর্গের উপর ভীষণ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। জাপান সম্রাট সম্প্রতি আরজনটাইন রাজ্য হইতে দুইখানি যুদ্ধপোত ক্রয় করিয়াছিলেন। আজ যুদ্ধে সে দুই খানিও যোগদান করিল! তাহারাও জাপানী অন্যান্য যুদ্ধপোত হইতে কোন অংশে হীন ছিল না। উভয় পক্ষেই বেলা ৪টা পর্য্যন্ত গোলা চলিল! জাপানী জাহাজের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইল না; রুষ দুর্গ আবার কতকাংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে রুষের জলযুদ্ধে আর বিন্দুমাত্র জয়াশা নাই। এক্ষণে জাপানিগণ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে তাহাদের অগণিত সৈন্য আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিবে। কিন্তু তখনও সকলের বিশ্বাস যে ক্ষুদ্র জাপগণ রুষের সহিত স্থলযুদ্ধে কখনই জয়ী হইতে পারিবে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হেরিকেরি।

জাপানী যুদ্ধজাহাজ দুইবার ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে আসিয়া রুষ রণতরী দেখিতে পায় নাই। তাহারা কোথায় ঘুরিতেছিল, তাহার কোন সন্ধান হয় নাই। রুষ আড্‌মিরাল জেসেন ভ্লাডিভস্টকের চারি-খানি রুষ জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানে না। জাপানিগণ তাঁহাদের অধিকাংশ জাহাজ লইয়া পোর্ট আর্থারের নিকট ছিলেন। তবুও আড্‌মিরাল কামিমুরা কয়েকখানি যুদ্ধ পোত লইয়া এই সকল রুষ যুদ্ধপোতের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা একদিন এই সকল রুষ-জাহাজ কোরিয়ায় জেনসান বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় সামান্য মাত্র জাপানী সৈন্য ছিল। বন্দরে

গয়া মারু নামে একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজ ছিল; রুষগণ এই ক্ষুদ্র জাহাজ জলমগ্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ এ বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ পলায়নের এক বিশেষ কারণ ছিল। রুষগণ জাপানী জাহাজের একটী তারশূন্য টেলিগ্রাফ নিজ জাহাজস্থ তারশূন্য টেলিগ্রাফ যন্ত্রে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা এই টেলিগ্রাফ পড়িতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু বুঝিলেন যে জাপানী জাহাজ নিকটে আসিয়াছে। তাহাই তাঁহারা সত্বর জেনসান ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। সমুদ্রে সে দিন অতিশয় কুয়াশা হইয়াছিল; তাহাই রুষদিগের সৌভাগ্যক্রমে জাপানিগণ নিকটে আসিয়াও রুষগণকে দেখিতে পাইলেন না। যদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রুষ-জাপান যুদ্ধ আর এক নূতন ভাব ধারণ করিত।

কামিমুরা রুষ-জাহাজ দেখিতে না পাইয়া অপরদিকে চলিয়া গেলেন। তখন রুষ-জাহাজ কয়খানি কোরিয়ার তীরে তীরে ভ্লাডিভস্টকের দিকে গমন করিতে লাগিল। এই সময়ে পথে কিনসু মারু নামে একখানি জাপানী জাহাজ সৈন্য লইয়া জেনসানে যাইতেছিল। রুষ-জাহাজ সকল তখনই তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে আজ্ঞা করিল;—পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া জাপগণ তাহাদের জাহাজ দণ্ডায়মান করিল। তৎপরে জাহাজের কাপ্তেন জন কয়েক সেনানী লইয়া রুষের রোসিয়া জাহাজে গমন করিলেন। রুষগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন, তৎপরে জাহাজস্থিত জাপানিগণকে বলিলেন যে, যদি এক ঘণ্টার মধ্যে তাহারা আত্মসমর্পণ না করে, তবে তাহাদিগের জাহাজ রুষগণ বিনা দ্বিধায় সমুদ্র গর্ভে প্রেরণ করিবেন। জাপানিগণ প্রাণ থাকিতে শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। কেবল একজন লেফ্‌টেনাণ্ট সাত জন যোদ্ধা লইয়া রুষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তখন জাপগণ ডেকের উপর উঠিয়া রুষদিগের উপর গুলি চালাইতে লাগিল;—রুষগণও নীরব রহিল না। উভয় পক্ষেই অনেকে হত ও আহত হইল।

দেড়টার সময় রুষগণ জাপানী জাহাজের উপর একটা টরপেডো নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু এই টরপেডো ফাটিল না,—জাপানিগণও গুলি চালাইতে নিরস্ত হইল না।

দুইটার সময় রুষগণ আর একটা টরপেডো চালাইলেন। এই টরপেডো নিমেষ মধ্যে জাপানী জাহাজ খণ্ড বিখণ্ড করিল। তখন জাপানী সেনাধ্যক্ষগণ সকলে হেরিকেরি করিলেন। এই হেরিকেরি এক ভয়ানক কাণ্ড! যখন কোন ব্যক্তি জীবনে কোন অপকর্ম্ম করেন, বা শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া উঠেন, তখন জাপানিগণ এ অবস্থায় প্রাণরক্ষা অপেক্ষা আত্মহত্যা শতগুণ শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া থাকেন। এ নিয়ম বহু সহস্র বৎসর হইতে জাপানিগণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এরূপ আত্মহত্যাকে জাপানিগণ পাপ কার্য্য মনে করেন না, বরং অতি গৌরবান্বিত কাজ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ আত্ম-হত্যাকেই হেরিকেরি বলে। এই যুদ্ধে অনেক সময়েই জাপানী বীরগণ শত্রু হস্তে আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ভাবিয়া হেরিকেরি করিয়াছিলেন। এরূপ ব্যাপার ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কিনস্থু মারু জাহাজে যে সকল জাপানী বীর ছিলেন, তাঁহারা রুষের হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা আনন্দ চিত্তে সকলে হেরিকেরি করিলেন। সৈন্যগণের অধিকাংশই পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিল। কেবল জন কয়েক একখানা নৌকায় উঠিয়া রুষের গোলা বৃষ্টির মধ্যে প্রাণরক্ষা করিয়া "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। একজন জাপানী সৈন্যও আত্মসমর্পণ করিল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিনস্থু মারু সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এরূপ দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব আর কেহ কখনও দেখেন নাই! পশ্চিমের সভ্য জগত বলিলেন, "জাপানিগণের আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। তাহাদের এরূপে আত্মহত্যা করা মূর্খতা মাত্র।" কিন্তু সমস্ত জাপানের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সকল বীরের নামে ধন্য ধন্য শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কামিমুরা জেনসানে আসিয়া শুনিলেন যে কিন্‌স্ মারু তখনও উপস্থিত হয় নাই;—তজ্জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। পথে যাহারা নৌকায় পলাইয়াছিল, তাহাদের দেখিতে পাইয়া জাহাজে তুলিয়া লইলেন। সমস্ত সমুদ্র কুয়াশায় পূর্ণ,—এক হস্ত দূরের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাই কামিমুরা রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিলেন না। এই কুয়াশার জন্য তিনি ভ্লাডিভস্টক্‌ও আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন না;—তিনি নিকটেই তাঁহার কয়েকখানি জাহাজ লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। যাহাতে রুষ-জাহাজ কোরিয়া বা জাপানের কোন বন্দর আক্রমণ করিতে না পারে,—তাহাই নিবারণ করিবার জন্য তিনি এই স্থানে রহিলেন। রুষ-জাহাজও তাঁহার ভয়ে বড় কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহারাও কুয়াশার মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল;—ভ্লাডিভস্টকে প্রত্যাগত হইতেও সাহস করিল না।

এদিকে টোগো ভয়াবহ ভাবে পোর্ট আর্থার পাহারা দিতেছিলেন। খাদ্যাদি বা যুদ্ধোপকরণ লইয়া কোন জাহাজেরই পোর্ট আর্থার বা ডাল্‌নি সহরে উপস্থিত হইবার উপায় ছিল না। যদিও এখনও জাপগণ রুষ-দুর্গের চারিদিক বেষ্টন করেন নাই,—এখনও পশ্চাতে রুষের রেল আছে,—এখনও রুষগণ অবাধে মুকডেন বা হারবিনে গমনাগমন করিতে পারিতেছেন, তথাচ টোগোর জাহাজেই পোর্ট আর্থার একরূপ ঘেরাও হইয়াছে! দুর্গে সকলই সর্ব্বদা সশঙ্কিত,—কখন যে জাপানিগণ কি করেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। আহারাদিরও অভাব হইয়া উঠিতেছিল।

১৫ই এপ্রেল হইতে প্রায় এক সপ্তাহ টোগো আর পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিলেন না; দূরে নঙ্গর করিয়া রহিলেন। ইহার মধ্যে রুষের

আর এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। একজন সেনাধ্যক্ষ কুড়িজন যোদ্ধা লইয়া "মাইন" পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাদের নিজেরই একটা "মাইন" ফাটিয়া যাওয়ায়, নিমেষে সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কোথায় তাঁহাদের নিজের "মাইন" আছে, আর কোথায়ই বা ভয়াবহ জাপানী "মাইন" আছে, তাহার স্থিরতা নাই। এই সকল "মাইনে" ভবিষ্যতে যে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণদান।

এই এক সপ্তাহ টোগো রুষদিগের সহিত একটু মজা করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উভয় পক্ষের জাহাজেই তারশূন্য টেলিগ্রাফের যন্ত্র ছিল:—এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে বিনা [illegible] পথে এক স্থান হইতে অপর স্থানে টেলিগ্রাফ পা[illegible] যায়। জাপানিগণ এ সম্বন্ধে অতিশয় উন্নতি লাভ করি[illegible] তাঁহারা অবাধে এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে টেলিগ্রাফ পাঠাইতে [illegible]লেন; তাহাতে তাঁহাদের এক দিনও ভুল হয় নাই! আমরা ইহাও [illegible]য়াছি যে রুষ জাহাজ জেনসান বন্দরে জাপানের এইরূপ একটী তার [illegible] টেলিগ্রাফ ধরিয়া লইয়াছিলেন। যেমন স্বপক্ষীয় এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে বা বন্দরে এইরূপ টেলিগ্রাফ করিতে পারা যায়,—তেমনই আবার সেইরূপ শত্রুগণও এই কল সাহায্যে সময় সময় এইরূপ বিপক্ষপক্ষীয় সংবাদ পথি মধ্যে ধরিয়া লইতেও পারেন। রুষগণ পোর্ট আর্থার হইতে জাপানী টেলিগ্রাফ সকল যে ধরিবার চেষ্টা পাইতেছেন, টোগো [illegible] জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহাই তিনি তারশূন্য টেলিগ্রাফে মিথ্যা

নানা সংবাদ পাঠাইয়া রুষদিগের সহিত মজা করিতে লাগিলেন। আজ টোগো অন্যান্য জাহাজে আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "আজ পোর্ট আর্থারের নিকট অমুক স্থানে সৈন্য অবতীর্ণ কর।" পরদিন,—"আজ পোর্ট আর্থার আক্রমণ কর।" অন্য দিন,—"আজ আবার জীর্ণ জাহাজ ডুবাইয়া বন্দরের মুখ বন্ধ করিয়া দাও।" রুষগণ এই সকল সংবাদ সত্য ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;—তাঁহাদের এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি রহিল না! অথচ তাঁহারা দেখিলেন যে টেলিগ্রাফ অনুসারে কোনই কাজ হইতেছে না। তাঁহারা এক মহা যন্ত্রণায় পড়িলেন। ওদিকে দূরে জাহাজ রাখিয়া জাপানিগণ রুষদিগের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধের মধ্যে টোগো যেরূপ মজা করিতেছিলেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ কখন করেন নাই!

২৭শে রাত্রে টোগো এক নূতন ব্যাপার সংঘটিত করিলেন। জাপানিগণ বড় বড় ভেলা নির্ম্মাণ করিল; সেই সকল ভেলার উপর বারুদ গন্ধক প্রভৃতি রাখিল; তাহার পর সেইগুলি জাহাজ দিয়া টানিয়া বন্দরের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আনিল। তখন বাতাস ও স্রোত দুইই বন্দরের দিকে ছিল। ভেলা ছাড়িয়া দিলে, তাহারা ধীরে ধীরে বন্দরের দিকে ভাসিয়া চলিল। জাপানিগণ তখন সেই সকল ভেলার উপরস্থ বারুদ ও গন্ধকে আগুন লাগাইয়া দিল। অমনই গগন-স্পর্শী ধূম নির্গত হইল;—সমুদ্র বক্ষে একটা প্রকাণ্ড ধূমের প্রাচীর গঠিত হইয়া তাহা পোর্ট আর্থারের দিকে চলিল। ইহার পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজ "মাইন" লইয়া অগ্রসর হইল। বন্দরের মুখে কয়েকটা "মাইন" স্থাপনই উদ্দেশ্য, কিন্তু জাপানিদিগের এই সুকৌশলে প্রস্তুত ধূম-প্রাচীর সত্বেও রুষগণ তাঁহাদের সার্চ্চ লাইট দ্বারা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তখন জাপগণ কয়েকটা "মাইন" স্থাপন করিয়া পলাইলেন, কিন্তু কোথায় তাঁহারা "মাইন"

স্থাপন করিয়াছেন, রুষগণ তাহা দেখিতে পাইয়া পরদিন সে গুলি নষ্ট করিয়া দিল।

এ পর্য্যন্ত আর কোন রূপেই প্রলোভিত করিয়া টোগো রুষ-জাহাজকে বন্দর হইতে বাহিরে আনিতে পারিলেন না; অথচ তিনিও তাঁহার জাহাজগুলি পোর্ট আর্থার দুর্গের গোলার সম্মুখে আনিতে সাহস করিতেছেন না! ভুলু নদীর তীরে জাপানিগণ কি বন্দোবস্ত করিতেছেন, তা প্রত্যেক সংবাদ যথা নিয়মে আড্‌মিরাল টোগোর নিকট আসি[illegible] সেখানে চারিদিক হইতে অবাধে সৈন্য লইয়া যাইতে না [illegible] কখনই জাপানের রুষকে পরাজিত করিবার আশা নাই। কিন্তু [illegible] করিতে হইলে, প্রথমে রুষ-জাহাজগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা [illegible] অথবা তাহারা যাহাতে আর কোনরূপে বন্দর হইতে একেবা[illegible] হইতে না পারে, তাহাই করা প্রয়োজন। তাহারা [illegible] থা[illegible] বাহিরে আসিতে পা[illegible] জাপানকে কিছুতেই তাহারা অবাধে [illegible] যথায় তথায় সৈন্য লইয়া যাইতে দিবে না। টোগোকেও হস্ত পদ বদ্ধ হই[illegible] পোর্ট আর্থারের পাহারায় থাকিতে হইবে। ইহাতে পোর্ট আর্থা[illegible] দখল হইবে না;—তিনি অন্যত্র যুদ্ধের কোন সাহায্যও করিতে পারিবেন না।

তিনি জানিতেন যে যদি রুষ-জাহাজ সকল বন্দর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আইসে, তাহা হইলে তিনি অবাধে সকলগুলিকে সমুদ্রের গভীর গর্ভে প্রেরণ করিতে পারেন; কিন্তু রুষগণ কিছুতেই বন্দরের বাহির হইতেছে না; সুতরাং বন্দরের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে [illegible] আটক রাখা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই! অথচ আর বিলম্ব [illegible] কার্য্য পণ্ড হইবে। ভুলু নদী পার হইবার সমস্ত আয়োজন করিয়া জাপানিগণ কেবল টোগোর অপেক্ষা করিতেছেন। তজ্জন্য [illegible] বীর বন্দরের মুখ বন্ধ করিবার মহা আয়োজন করিলেন। শোনা যা[illegible]

এই বন্দরের মুখ বন্ধ ব্যাপারে জাপানের ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এ কার্য্যে গেলে আর জীবিত ফিরিবার আশা নাই,—জাপানিগণ সকলেই ইহা জানিতেন। যখন টোগো বলিলেন, "জননী জন্মভূমি জাপানের জন্য যে যে প্রাণদানে প্রস্তুত আছ, অগ্রসর হও ;" তখন তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত যোদ্ধা অগ্রসর হইলেন ;—একজনও পশ্চাৎপদ হইলেন না। টোগো তাহার মধ্য হইতে আবশ্যক মত যোদ্ধা স্থির করিয়া আটখানি পুরাতন জাহাজ বন্দরের মুখে ডুবাইয়া দিতে প্রেরণ করিলেন। এই সকল জাহাজের সহিত দুই খানি গান বোট, এক দল টরপেডো বোট ও এক দল ডেস্‌ট্রয়র চলিল। সকলের সেনাপতি হইয়া চলিলেন কমাণ্ডার হেয়াসী।

২রা মে রাত্রে জাপানিগণ স্বদেশের জন্য আনন্দিত চিত্তে প্রাণ দিতে চলিল : কিন্তু যতই রাত্রি হইতে লাগিল, ততই সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল : তখন হেয়াসী দেখিলেন যে তাঁহার অধীনস্থ জাহাজগুলিকে কোনমতেই একত্র রাখা যাইতেছে না,—তাহারা চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ অবস্থায় আজ রাত্রে এ কাজ বন্ধ রাখাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, তিনি জাহাজদিগকে ফিরিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। কিন্তু কোন জাহাজই ফিরিল না। আড্‌মিরাল টোগো সম্রাটকে এই ব্যাপারের সংবাদ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে হেয়াসীর এ আজ্ঞা সে রাত্রে অপর জাহাজে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু জাপগণ সকলেই জানিতেন যে সেই রাত্রে বীরগণ সেনাপতি হেয়াসীর আজ্ঞা পাইয়াও বড় তাহাতে কাণ দিল না। তাহারা যে কার্য্যে বহির্গত হইয়াছে, তাহা শেষ না করিয়া তাহারা কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। তাহারা সে রাত্রে যাহা করিল, পৃথিবীর আর কোথায়ও কেহ কখন তাহা করেন নাই !

ক্রমে জাপানী জাহাজ সকল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল :—কে কোন

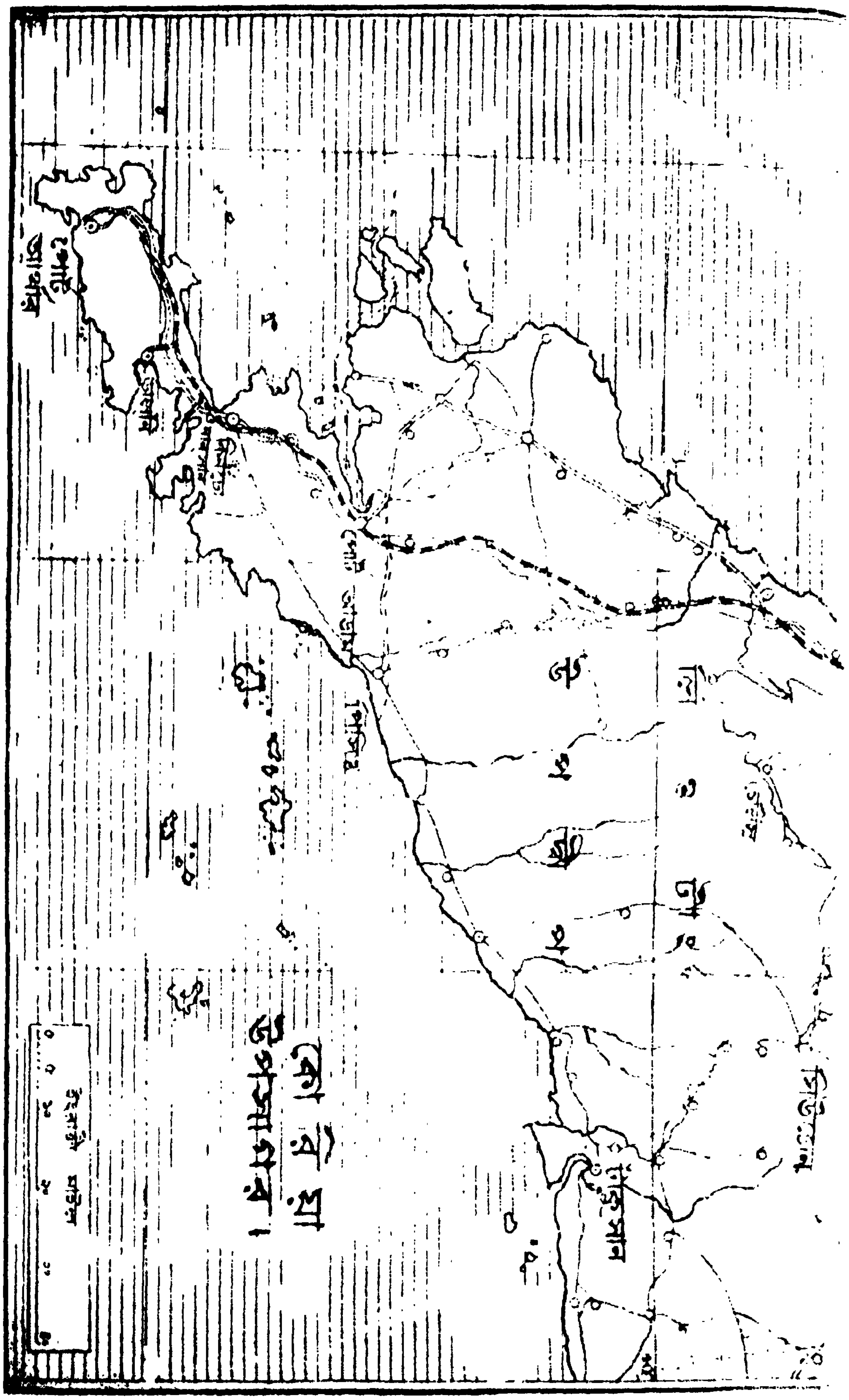

Beadon Art Press, Calcutta.

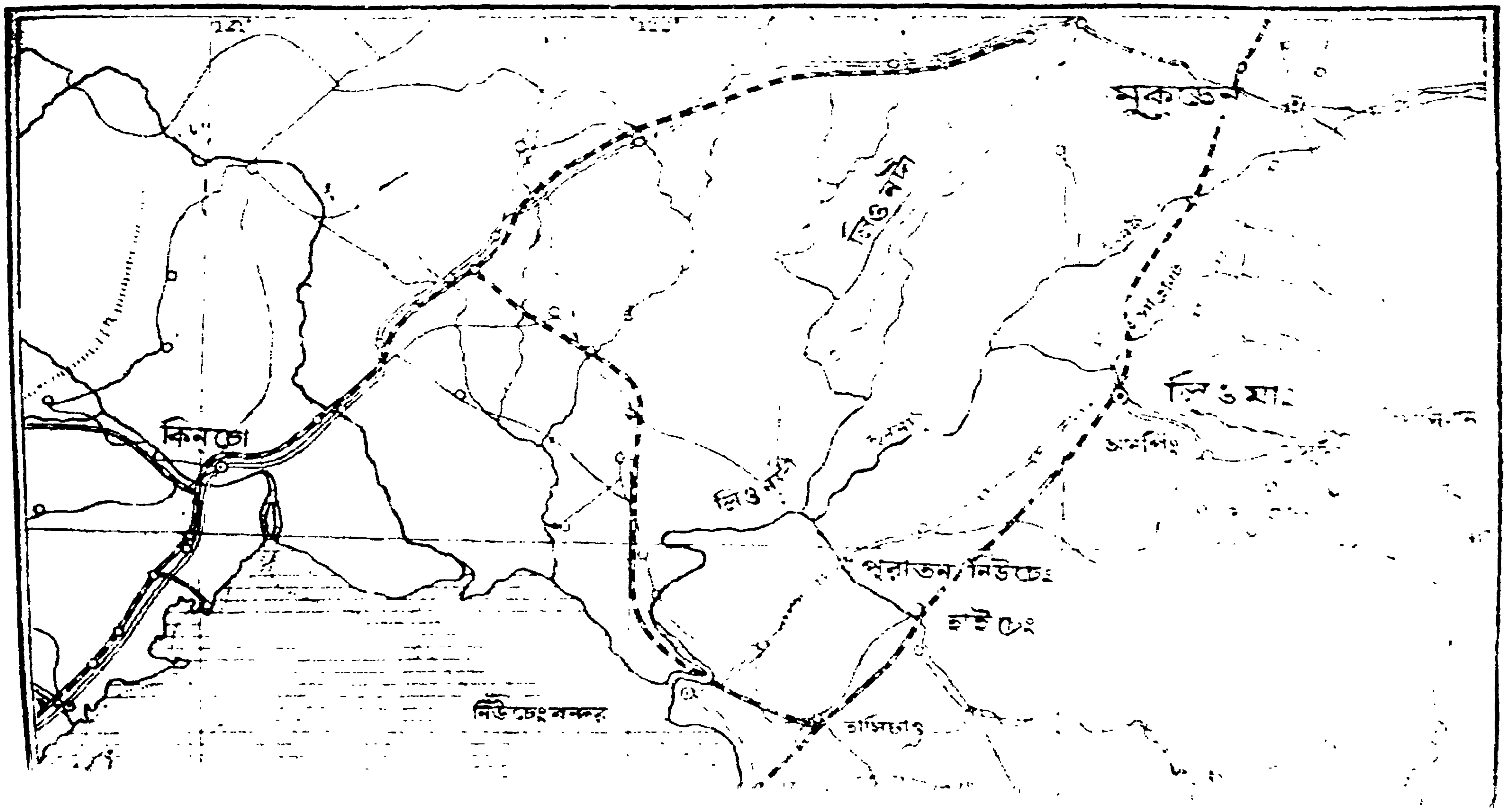

মানচিত্র।

দিকে গেল তাহার স্থিরতা নাই। গভীর রাত্রে জাপানী একদল টরপেডো বোট বন্দরের নিকট আসিয়া পড়িল। দুর্গের উপরে সার্চ লাইট জ্বলিতেছিল, তাহাতে সমস্ত সমুদ্র আলোকিত ছিল। জাপানী টরপেডো-বোট দেখিয়াই রুষগণ তাহাদের দিকে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া জাপগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের জাহাজ লইয়া গভীর অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। পর মুহূর্ত্তেই যে কয়খানি জাপানী জাহাজ বন্দরের মুখে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে স্থির ছিল, তাহার একখানা বন্দরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন লেফটেনাণ্ট শোশা। তিনি রুষের গোলার শব্দ শুনিয়া ভাবিলেন যে তাঁহাদের অন্যান্য জাহাজ তাঁহার অগ্রেই বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া প্রবল বেগে বন্দরের ভিতর জাহাজ লইয়া চলিলেন। চারিদিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে,—সমুদ্র "মাইনে" পূর্ণ, —তিনি ইহার কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া বন্দরের মধ্যে গিয়া নঙ্গর করিলেন ও তৎক্ষণাৎ নিজ জাহাজের তলা ফাঁসাইয়া দিলেন। নিমিষে জাহাজ ডুবিল! লেফটেনাণ্ট শোশা তাঁহার বীরগণের সহিত জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সকলে একবার "বানজাই" শব্দ ধ্বনিত করিয়া জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। দেশের জন্য এরূপ প্রাণদান আর কোথায়ও কেহ দেখিয়াছেন কি?

ইহার একটু পরেই আর এক খানি জাপানী জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত। জাপগণ রুষের গোলা বৃষ্টির প্রতি দৃকপাত না করিয়া, বন্দরের মুখে গিয়া নঙ্গর করিল;—তৎপরে জাহাজের তলা ফাঁসাইয়া দিয়া সকলে নৌকায় উঠিল। তাহাদের প্রাণের ভয় বিন্দুমাত্র ছিলনা। চারিদিক হইতে তাহাদের উপর গোলা ছুটিতেছিল, কিন্তু এ ভয়াবহ সময়েও তাহারা চাতুরী প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিল না। সময় সময় তাহারা মৃতের ন্যায় নৌকায় পড়িয়া থাকে, আর সুবিধা পাইলেই উঠিয়া বসিয়া সবলে দাঁড়

থাকে; ইহাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি হইয়াছিল, তাহা কেহ অবগত নহেন।

এই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জাপানিদের আর ছয় খানি জাহাজ বন্দরে আসিয়া পড়িল,—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! রুষের তিন খানি রণতরী গোলা উদ্গীরণ করিতেছিল,—দুর্গ হইতেও শত কামান গর্জ্জিতেছিল। জাহাজের এক খানায় স্বয়ং আলেক্‌জিফ উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার সহিত সেনাপতি জেলিনিস্কিও যুদ্ধস্থলে ছিলেন। রুষের আরও কয়েকজন প্রধান যোদ্ধা বিভিন্ন রণপোতে থাকিয়া যুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারা জাপানিগণের এই অভূতপূর্ব্ব অসম সাহসিকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জাপানের আট খানি জাহাজের মধ্যে ছয় খানি বন্দর মুখে ডুবিল, আর দুইখানি "মাইনে" সংঘর্ষিত হওয়ায় বন্দরের বাহিরেই ডুবিয়া গেল। জাপগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল,—পোর্ট আর্থার বন্দরের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। রুষ ব্যাটেলসিপ ও ক্রুজার জাহাজ-গুলি আর কিছুতেই বন্দর হইতে বাহিরে আসিতে পারিবে না। আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন, "পূর্ব্ব দুইবারে এত যোদ্ধার প্রাণহানি হয় নাই। এবার প্রথম জাহাজের একজনও রক্ষা পায় নাই। সকলেই দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছে, সুতরাং তাহারা যে কি অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা আমাদের অবগত হইবার উপায় নাই। তবে ইহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে জাপান ইতিহাসে লিখিত রহিবে।"

এই আট খানি জাহাজে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৯ জন যোদ্ধা ছিলেন; ইহার মধ্যে ৩৬ জন মাত্র নিরাপদে জাপান যুদ্ধপোতে প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৫ জন জাহাজেই হত হন; ১৮ জন আহত হইয়া ছিলেন, বাকি ৯০ জনের কোন সন্ধান নাই! ইহাদের মধ্যে ৩০ জনকে রুষগণ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, কিন্তু এই বীরদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন। একজন জাপানী সেনাধ্যক্ষ "কলঙ্কের ডালি

[illegible]

[১০১ পৃষ্ঠা ।]

মাথায় করিয়া দেশে ফেরা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণ শ্রেয়:" এই বলিয়া রুষগণের সমক্ষেই হেরিকেরি করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বলা বাহুল্য সম্রাট এ সংবাদ পাইবা মাত্র মৃত বীরগণের স্ত্রী পরিবারকে যথেষ্ট পেনসন দিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। যাঁহারা জীবিত ফিরিয়াছিলেন, তাঁহারা মেডেল ও উপাধি প্রভৃতিতে ভূষিত হইলেন।

জলযুদ্ধে এরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আর কোন দেশের ইতিহাসে নাই। রুষগণও জাপ-বীরত্বের শত মুখে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে আড্‌মিরাল টোগো রুষ-জাহাজ সকল বন্দরে আটক রাখিয়া, জাপান যে ক্লু নদীর তীরে স্থলযুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তাহারই সাহায্যে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

লাওটং উপদ্বীপ।

মানচিত্র দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে লাওটং উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পোর্ট আর্থার অবস্থিত;—এই উপদ্বীপের মধ্য দিয়া রুষ-রেল মুক্‌ডেন হইয়া হারবিনে চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত প্রদেশই রুষের অধিকৃত। জাপানকে পোর্ট আর্থার দখল করিতে হইলে এই উপদ্বীপের কোন স্থানে সেনা আনয়ন না করিলে, সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপায় নাই; সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে সুবিধা পাইলেই জাপান লাওটাং উপদ্বীপের কোন স্থানে জাপসৈন্য আনয়ন করিবেন। রুষগণ ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—তজ্জন্য তাঁহারা মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে লাওটং উপদ্বীপের প্রধান সহর নিউচাংয়ে প্রায় ছয় হাজার সেনা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সহর

লিও নদীর মুখে স্থাপিত;—ইহা দখল করিতে পারিলে জাপানিগণ অতি সহজে পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিতে পারিবেন,—সঙ্গে সঙ্গে মুক্‌ডেন ও হারবিনের সহিত পোর্ট আর্থারের সম্বন্ধও বিচ্ছিন্ন হইবে; এই ভয়ে রুষগণ নিউচাং রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে দুর্গে পরিণত করিলেন। ৬ই এপ্রেল স্বয়ং প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন নিউচাংয়ে আসিয়া রুষ সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গেলেন। লাংটাং সাগরেও নানা "মাইন" স্থাপিত হইল। রুষগণ সর্ব্ব প্রকারে এ প্রদেশ জাপানিদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু এ দিকে আড্‌মিরাল টোগোও পোর্ট আর্থারের মুখ বন্ধ করিয়া তাঁহার অনেক রণতরী অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন। কেবল কয়েকখানা মাত্র বন্দরের পাহারায় থাকিল। ৫ই মে প্রাতে বহু সেনাপূর্ণ জাপানী জাহাজ লইয়া এই সকল রণতরী লাওটং উপদ্বীপের পূর্ব্ব দিকে পিস্যুও নামক স্থানে উপস্থিত হইল।

পিস্যুওতে কেবল সামান্য মাত্র রুষ-সেনা ছিল। জাপানিদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া, তাহারা নগরপরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এদিকে সন্ধ্যার মধ্যে জাপানিগণ দশ সহস্র সেনা পিস্যুওতে জাহাজ হইতে নামাইল। ইহাদের কতকগুলি পূর্ব্বদিকে,—আর কতকগুলি পশ্চিমদিকে যাত্রা করিল। এই স্থান হইতে পোর্ট আর্থার ৩০ মাইল দূরও নয়। এ সংবাদে পোর্ট আর্থার বাসিগণ যে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সকালে ৮টার সময় এ সংবাদ পোর্ট আর্থারে উপস্থিত হইল। বেলা ১১টার সময় গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ এবং গ্রাণ্ড ডিউক বোরিস দুর্গ ত্যাগ করিয়া মুক্‌ডেন প্রস্থান করিলেন। সকলেই বুঝিল, জাপগণ এবার দুর্গ বেষ্টন করিবে,—রুষের তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার ক্ষমতা নাই।

সন্ধ্যার সময় একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী অনেক যাত্রী লইয়া পোর্ট আর্থার হইতে ছাড়িল। এই গাড়ী হুলানটিন নামক ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হইলে, একজন কসাক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ফিরে যাও,—ফিরে যাও;—জাপানিরা আসিয়াছে।" কিন্তু গাড়ী প্রত্যাবৃত্ত করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া, গার্ড গাড়ী চালাইবার আজ্ঞা দিলেন। প্রায় দেড় মাইল গাড়ী আসিলে দেখা গেল, কতকগুলি জাপানী সৈন্য এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহারা গাড়ী দেখিয়াই গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যাত্রীগণ এই সময়ে গাড়ীর নিম্নে শুইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাহাই কাহারও কিছু অনিষ্ট হইল না,—গাড়ী তীরবেগে জাপানিদিগের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িল। জাপানিগণ দুই এক স্থানের রেল তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল,—কিন্তু রুষগণ তাহা আবার শীঘ্রই মেরামত করিয়া ফেলিল। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং লিওযাংয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এক্ষণে জাপানিগণ দুই স্থানে রুষদিগের সহিত যে স্থলযুদ্ধ করিবে, তাহাতে আর কাহারই সন্দেহ রহিল না। এক জুলু নদীর তীরে—অপর নানসানে,—পোর্ট আর্থারের পশ্চাতে। এক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি এই দুই স্থানে পতিত হইল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জুলুতীরে আয়োজন।

রুষগণ প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য জুলু নদীর তীরে সমবেত করিয়াছেন। প্রত্যহ আরও আসিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের পশ্চাতে রেল থাকা সত্ত্বেও রসদের টানাটানি পড়িতেছে;—ইহাই তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা। তবুও রুষ যথাসাধ্য রসদ সংগ্রহ করিয়া, ক্রমান্বয় সৈন্য জুলু নদীর তীরে প্রেরণ

করিতেছেন। জাপানি সেনাগণও অনেক কষ্টে বরফ ও কর্দ্দম ঠেলিয়া, নদীর তীরে আসিয়া সকলে সমবেত হইয়াছে। সহস্র সহস্র কুলি পিংযাং এবং চোংজো হইতে পৃষ্ঠে রসদ প্রভৃতি লইয়া ধারাবাহিক রূপে উইজুতে আসিতেছে। ইহাদের সঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া "পনটুন ট্রেন" চলিয়াছে। এই সকল পনটুন সাহায্যে নদীর উপর ভাসা পোল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর দিয়া সৈন্য পারাপার করাই, ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানিরা এই পনটুন ব্যাপারে যে সুকৌশল প্রদর্শন করিলেন, তাহা সুসভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকা এখনও পারেন নাই।

জাপানী পনটুনগুলি কাষ্ঠ ও ক্যাম্বিস কাপড়ে নির্ম্মিত। ইহারা ২৪ ফিট দীর্ঘ ও ৪ ফিট প্রস্থ। প্রত্যেকটী ৫৫০০ পাউণ্ড ভারি দ্রব্য লইয়া জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারে। এই সকল পনটুন সারি সারি ভাসাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার উপর কাষ্ঠ ফেলিয়া সুন্দর পোল নির্ম্মিত হইতে পারে। জাপানিগণ এই পনটুন কত কাজে লাগাইয়াছিলেন, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই এক একটী জাপানী পনটুনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। তখন এই দুইটী দুইখানি সুন্দর নৌকা হইয়া পড়ে। এই নৌকায় অনায়াসে নদীর উপর দিয়া বেশ গমনাগমন করিতে পারা যায়! আবার এই প্রত্যেক নৌকা তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। তখন ইহারা তিনটী বড় বড় মুখ খোলা বাক্স হয়। এইরূপ দুই বাক্স এক একটী ঘোড়ার পৃষ্ঠে দুই দিকে ঝুলাইয়া দিয়া জাপানী সেনাগণ এই সকল বাক্সে তাহাদের রসদ প্রভৃতি লইয়া চলিল! এমন সুন্দর সুবন্দোবস্ত আর কোন যুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই! এই জন্যই জাপানের রসদের কোন অভাব বা অসুবিধা নাই। জাপান হইতে জাহাজ জাহাজ রসদ ও যুদ্ধ উপকরণ ধারাবাহিকরূপে চিনাম্পো বন্দরে আসিতেছে। তথা হইতে তাহারা পিংযাংয়ে মজুত হইতেছে। প্রয়োজন মত সমস্তই য়ালুতীরে উইজুতে আসিয়া পৌঁছি-

জেনারেল কুরোকি, জাপানী ১ নং সেনাদলের প্রধান সেনাপতি।

[৯৫ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Prss, Calcutta.

তেছে! নদী পারের সমস্ত বন্দোবস্তই স্থির। ষাট বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও জাপানী সেনাপতি কুরোকি মহাবীর,—তাঁহার অধীনস্থ জাপগণ টোগোর যোদ্ধাগণের বীরত্বের সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেনাধ্যক্ষগণ অতি কষ্টে তাহাদিগকে স্থির রাখিয়াছেন।

উভয় পক্ষই যথেষ্ট যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন;—উভয় পক্ষই স্থানে স্থানে কামান স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল কামান কোন্ পক্ষ কোথায় স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাই জানিবার জন্য উভয় পক্ষ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু জাপানিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ সজ্জা এতই গোপনে রাখিয়াছিলেন যে রুষগণ তাঁহাদের বন্দোবস্তের কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

রুষগণ একদিন চারিখানা নৌকায় সৈন্য বোঝাই করিয়া পর পারের দিকে পাঠাইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে এই সকল নৌকা দেখিলেই জাপানিগণ গোলা চালাইবে,—তাহা হইলেই তাহারা তাহাদের কামান কোথায় স্থাপিত করিয়াছে, তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যাইবে। কিন্তু বিচক্ষণ কুরোকি এ চাতুরীতে ভুলিলেন না; জাপানের একটি কামানও গর্জ্জিল না; কেবল একদল পদাতিক নদীর তীরে গিয়া দাঁড়াইল। নৌকা নিকটস্থ হইলে, তাহারা নৌকার উপর অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তখন এই নৌকাস্থিত রুষকে রক্ষা করিবার জন্য রুষগণ গোলা চালাইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে রুষ কোথায় কামান স্থাপন করিয়াছে, জাপানিগণই তাহা জানিয়া লইলেন। বুদ্ধিতে রুষ এখানেও জাপানী বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইলেন।

উইজুর সম্মুখে জুলু নদী তিন মাইল বিস্তৃত; কিন্তু নদীবক্ষে বড় বড় তিনটী দ্বীপ গঠিত হওয়ায়, নদী এই স্থানে তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের দুইটী শাখা বুক সমান জল ঠেলিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া যায়; কিন্তু অপরটীতে পোল নির্ম্মাণ না করিলে পারাপারের উপায় নাই। রুষ

সৈন্যগণ পর পারে আংটাং হইতে কিউলেনচেং পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সুতরাং জাপগণ নদী পার হইতে উদ্যত হইলে, তাহারা তাহাদের নিজ ইচ্ছামত তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতে পারিবে ইহাই স্থির নিশ্চিত ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু জাপানী বুদ্ধির ভিতর তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না। জাপগণ কিউলেনচেংএর সম্মুখস্থ দ্বীপে পোল নির্ম্মাণের জন্য অনেক দ্রব্য আনিয়া ফেলিল, অসংখ্য জাপানী পোল কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কিন্তু এ সকলই তাহাদের ছলনা। রুষের চক্ষে ধূলি দিয়া, কুরোকি এ স্থান হইতে অনেক দূরে নদীর উপর পোল স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন; রুষগণ তাহা বুঝিতে পারিল না; তাহারা অনর্থক এই দ্বীপের উপর অসংখ্য গোলাগুলি চালাইয়া অর্থ নষ্ট করিল।

২৫শে এপ্রেল এক দল জাপানী রণতরী জুলু নদীর মুখে আসিয়া সমবেত হইল। বড় বড় জাহাজ চলাচল করিতে পারে, তত জল জুলু নদীতে ছিল না। তাহাই জাপানিগণ এখানে কেবল তাঁহাদের ছোট ছোট গান বোট, টরপেডো বোট ও ছোট ছোট ষ্টিমার প্রেরণ করিলেন। যাহাতে অনায়াসে জাপগণ জুলু নদী পার হইতে পারেন, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ তাহার সহায়তায় অগ্রসর হইল। এই সকল জাপানী জাহাজকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য রুষকে বহুতর কসাক সৈন্য জুলু নদীর মুখের দিকে প্রেরণ করিতে হইল। তীরে রুষ অশ্বারোহীগণ,—আর জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে জাপানিগণ,—উভয়দলে গোলা গুলি বর্ষণ চলিল। জাপানিগণের এরূপ অসুবিধা স্বত্বেও রুষগণ বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিলেন না;—অনেক সময়ে তাঁহাদিগকেই হটিয়া যাইতে হইল।

কয়দিন এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ চলিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল হাতাহাতিকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। ২৬শে এপ্রেল তারিখে প্রকৃত পক্ষে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই দিন প্রাতে জাপানিগণ জুলু নদী পার হইবার জন্য মহা যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইলেন। উভয়

পক্ষে প্রায় লক্ষাধিক সেনা ছিল। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রুষকে কি ক্ষুদ্র জাপান স্থলযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে? সকলেই বলিতে লাগিলেন, "অসম্ভব! অসম্ভব! এ জাপানিগণের উন্মত্ততা মাত্র!"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্থলযুদ্ধ।

নদীর অপর পারে রুষগণ প্রায় ২০ মাইল জুড়িয়া বসিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ভয়াবহ কামান সকল স্থাপিত হইয়াছে। এই রণসজ্জার সম্মুখে যে জাপানিগণ নদী পার হইতে পারিবেন, তাহা কেহই কখনও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু সেনাপতি কুরোকি ইহাতে ভীত হইলেন না। এই বিশ মাইল বিস্তৃত রুষ-সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার সেনামণ্ডলীকে তিনদলে বিভক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। তিনজন বিখ্যাত সেনাপতি এই তিন দলের সেনাধ্যক্ষ হইয়া চলিলেন। কুরোকি তাঁহার অসংখ্য কামান একস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন;—কোথায় তাঁহার কামান আছে, তিনি রুষদিগকে কিছুতেই তাহা জানিতে দিলেন না। রুষগণ গোলা চালাইলেও জাপগণ গোলা চালাইল না। কুরোকি যুদ্ধের প্রারম্ভের বহু পরে কামান দাগিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রথম দিন, অর্থাৎ ২৬শে এপ্রেল, জাপানিগণ কেবল পোল নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের সেনাগণ রুষদিগকে বিভিন্ন দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ২৭শে ও ২৮শে এপ্রেল তাঁহারা পর পারে টাইগার হিল নামক পাহাড় দখল করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এখান হইতেও রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ২৯শে তারিখে তাঁহারা আবার এই স্থান পুনরাধিকার করিলেন।

২৭শে তারিখে জাপানী ছয় খানি ক্ষুদ্র জাহাজ রুষ শিবির পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাদের কতকগুলি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। এই রূপে জাপানিগণ রুষের বিশ মাইল বিস্তৃত সেনার সহিত দিনের পর দিন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রুষগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তাঁহারা উইজু সহরের উপর অনবরত গোলা চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে জাপানিদিগের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইল না।

২৯শে তারিখে জাপানিগণ প্রথম পোল প্রস্তুত আরম্ভ করিলেন। শত্রুর গোলাবৃষ্টির মধ্যে এই পোল নির্ম্মাণ যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অমানুষিক পরিশ্রম,—তাহার উপর জল বরফ হইতেও শীতল;—অনেকে সেই জলে জমিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জলে গিয়া পনটুনগুলি একটীর সহিত আর একটী বাঁধিতে হইবে;—প্রাণের মায়া না করিয়া দলে দলে জাপ যোদ্ধাগণ জলে ঝম্প দিয়া পড়িতেছেন! একদল জমিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছেন,—তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আর একদল জলে পড়িতেছেন! পোর্ট আর্থার বন্দরে তাঁহারা যেরূপ দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন,—এখানেও সেই অতুলনীয় বীরত্ব,—এখানেও এই জুলুতীরে জাপানী বীরগণ স্বদেশের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতেছেন! চারিদিকে দিবারাত্রি দুইদলে যুদ্ধ চলিতেছে,—চারিদিকে শত সহস্র গোলা গুলি ছুটিতেছে,—এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে জাপবীরগণ নীরবে পোল নির্ম্মাণ করিতেছেন।

২৯শে রাত্রে উভয় পক্ষে ভয়াবহ গোলা যুদ্ধ হইল। রুষগণ জুলু নদীর শেষ দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অপর পারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। যাইবার সময় তাহারা তাহাদের কাষ্ঠ নির্ম্মিত ঘরগুলিতে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল। ঘরগুলি ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল; সেই আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া গেল!

৩০শে অতি প্রাতে জাপানিদিগের একটী পোল নির্ম্মাণ শেষ হইল।

তখন বেলা দশটার পর জাপসৈন্যগণ ধীরে ধীরে জুলু নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। এ পার হইতে জাপানিগণ কিউলেনচেংয়ের উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাহাতেই রুষগণ এই সকল জাপানী সৈন্যের পারাপারে বিশেষ কোনই প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারিলেন না;—তাঁহারা হটিয়া জুলু নদীর শাখা আই নদীর পারে প্রস্থান করিলেন। বিশ মাইল ধরিয়া উভয় পক্ষে গোলাগুলি চালাইতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাপানিগণ তিনদলে বিভক্ত হইয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজগুলিও অগ্রসর হইয়া আসিয়া রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। সেই দিবস জাপানিগণ আরও একটা পোল সম্পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর দিয়া পরপারে যাইতে আরম্ভ করিলেন;—সুতরাং ৩০শে এপ্রেল শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেনাপতি কুরোকি তাঁহার সমস্ত সৈন্য পরপারে আনিয়া ফেলিলেন। এমন সুবন্দোবস্তের সহিত এই পারাপার কার্য্য সম্পন্ন হইল যে শত্রুগণও জাপানিদিগের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না! কিন্তু তাঁহারা বহু চেষ্টারও জাপানিদিগের নদীপার বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। তিন দিন ভীষণ চেষ্টার পর জাপানিগণ পরপারে আসিলেন,—তাঁহাদের শত শত বীর জুলু নদী পার হইবার সময় মহাযুদ্ধে প্রাণ দিলেন!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ যুদ্ধ।

১লা মে রবিবারের উষাকাল! তখনও চারিদিক কুয়াশায় আবরিত! সেই কুয়াশার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব গগনে ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব উঠিতেছেন। এই সময়ে উইজু পারস্থিত জাপানী বৃহৎ কামান সকল গর্জ্জিল। শাল

মূর্ত্তিতে বড় বড় গোলা পরপারস্থ রুষগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। জুলু নদীর মধ্যস্থ দ্বীপগুলি এক্ষণে জাপানিগণের অধিকৃত হইয়াছে। জাপগণ এই সকল দ্বীপেও অনেক কামান আনিয়া ফেলিয়াছিল,—এখন সেই সকল কামান হইতেও রুষদিগের প্রতি গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। বেলা সাতটা বাজিতে না বাজিতে রুষদিগের কয়েকটা কামান বন্ধ হইয়া গেল। তখন মহাদর্পে তিন বিভিন্ন দলে তিনদিক হইতে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য জাপানিগণ "বানজাই" ধ্বনিতে চারিদিক আলোড়িত করিয়া অগ্রসর হইল!

জলযুদ্ধে জাপান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন,—স্থলযুদ্ধে জাপান দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রুষের সহিত পারিবেন কি? সমস্ত পৃথিবী এই মহাযুদ্ধের সংবাদ পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব,—উৎকণ্ঠিত! বেলা ৭ টার সময় ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল জুলু নদীর শাখা আই নদী বিস্তৃত। বামভাগে রুষ-সেনাপতি কাষ্ঠালিনিস্কি সসৈন্যে ছিলেন,—দক্ষিণভাগে রুষের প্রধান সেনাপতি সাসুলিচ অবস্থিত। জাপানিদিগের দক্ষিণভাগে সেনাপতি ইনিউ, মধ্যভাগে সেনাপতি ব্যারন হেসিওয়া ও বামভাগে সেনাপতি নিশি ছিলেন। পশ্চাতে বৃদ্ধ কুরোকি এই সমস্ত সেনামণ্ডলীকে কলের ন্যায় পরিচালিত করিতেছিলেন। যুদ্ধে এমন বিচক্ষণতা, এমন সুকৌশল ও এমন সুবন্দোবস্ত আর কেহ কখনও দেখেন নাই। জাপানিবীরগণের অতুলনীয় বীরত্ব, সাহস, বীর্য্য, তেজ;—তাঁহাদের জননী জন্মভূমির জন্য অকাতরে প্রাণদান,—এরূপ আর বুঝি কখনও দেখিতে পাইব না! "বানজাই" শব্দে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রায় ৫০ সহস্র জাপানিযোদ্ধা রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে;—রুষগণ তাহাদের দুর্গের পশ্চাতে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ এই প্রথম পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য

দেশে তুমুল সংগ্রাম! উভয়ের মধ্যে কে জয়ী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

পশ্চাতে উইজু হইতে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। জাপানী সেনার পশ্চাতেও জাপানী গোলন্দাজগণ তাহাদের কামান টানিয়া আনিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও রুষের উপর গোলা বর্ষণ করিতেছে। এই গোলার সহায়তায় জাপ পদাতিকগণ ধীর পদক্ষেপে দক্ষিণ হইতে প্রথম আই নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। হাঁটু পর্য্যন্ত জল,—কোন কোন স্থানে গভীর জলও আছে;—পদনিম্নে নরম বালুকা,—প্রায় একফুট পা বসিয়া যায়,—সুতরাং জাপানিগণ একত্রে অল্প স্থানের মধ্যে দল বাধিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। জল ও বালি ঠেলিয়া শীঘ্র পরপারে যাইবারও উপায় ছিল না; কাজেই তাহারা ধীরে ধীরে চলিল। এতক্ষণ রুষগণ নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছিল,—এক্ষণে এই সকল জাপানীর উপর তাহারা অজস্র গুলি চালাইতে লাগিল। শত শত জাপানীবীর হত ও আহত হইয়া আই নদীর জলে পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তবুও জাপানিগণ দমিল না,—তাহারা শত্রুগণের উপর পতিত হইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া ছুটিল। প্রতি পদে শত শত যোদ্ধা বীর-শয্যায় শায়িত হইলেন, তবুও জাপানিগণ ছুটিল। তাহারা অনতিবিলম্বে আই নদী পার হইয়া একেবারে নিমিষে বহু বিস্তৃত হইয়া রুষের উপর গুলি চালাইতে লাগিল।

রুষগণ দুর্গ-প্রাচীরের পশ্চাতে ছিল,—আর জাপগণ খোলা নদীর তীরস্থ বালির উপর,—সুতরাং এ অবস্থায় জাপানিগণ যে শত সহস্র হত আহত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রুষগণও মহা বিপন্ন! তাহাদের মাথার উপর মুহুর্মুহু জাপানিগণের গোলা পতিত হইয়া শত শত জনের প্রাণ লইতেছিল। তবুও সেনাপতি কাষ্টালিনিস্কি ও তাঁহার বীর রুষ-যোদ্ধাগণ জাপানিগণকে যথাসাধ্য প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে লাগিলেন!

এইরূপে সেনাপতি ইনিউ সসৈন্যে রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। ব্যারন হেসিওয়া মধ্যস্থলে জুলুনদী পার হইয়া রুষদিগকে অন্যদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কতক সেনা বামদিকে আংটংয়ের দিকে যাত্রা করিল। আংটং হইতে কিউলেনচেং পর্য্যন্ত রুষগণ বিস্তৃত ছিল,—কিউলেনচেংয়ের দিক সেনাপতি ইনিউ আক্রমণ করিলেন; মধ্যস্থলে সেনাপতি হেসিওয়া তাহাদের উপর পতিত হইলেন;—বামদিকে সেনাপতি নিশি সসৈন্যে আসিলেন,—জাপানী যুদ্ধ জাহাজ সকলও তাঁহার সাহায্যে আংটং পর্য্যন্ত আসিল। এরূপ যুদ্ধ সজ্জা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। রুষগণ চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ক্রমে সরিয়া এক স্থানে সমবেত হইতে লাগিল। প্রথমে তাহারা বিশ মাইল বিস্তৃত ছিল,—এক্ষণে বাধ্য হইয়া চারি পাঁচ মাইলে আসিয়া সমবেত হইল। চারিদিকেই ঘোর অগ্নিবৃষ্টি,—কালি কলমে সে ভয়াবহ ব্যাপারের বর্ণনা হয় না।

বেলা ১টার সময় একজন জাপানী যোদ্ধা রুষদিগের দুর্গের সর্ব্ব উচ্চ প্রাচীরে জাপানের জয় নিশান প্রথিত করিলেন। তাহা দেখিয়া দুরস্থিত জাপানিগণ, "বানজাই" শব্দে জগৎ কাঁপাইয়া তুলিল। চারিদিকেই জাপযোদ্ধাগণ এমনই দুর্দ্দমনীয় বেগে অগ্রসর হইতেছিল যে তাহাদের নিজের গোলন্দাজগণ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহারা অবগত হইতে পারিল না। তাহাদের নিজেরই দুইটী গোলা জাপানিদিগের মধ্যে পতিত হইল। যখন গোলার ধূম বাতাসে উড়িয়া গেল, তখন দেখা গেল যে ২৭ জন জাপবীর নিজেদের গোলাতেই প্রাণ হারাইয়াছে। এই ব্যাপারে মুহূর্ত্তের জন্য জাপগণ স্তম্ভিত হইল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র; পর মুহূর্ত্তেই "বানজাই" শব্দে তাহারা আবার রুষগণের উপর ধাবিত হইল।

সেনাপতি কাষ্টালিনিস্কি পুনঃ পুনঃ সেনা প্রেরণ করিবার জন্য প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি সাসুলিচও জাপানী আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তিনি কাষ্টালিনিস্কির

কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত রুষগণ প্রাণপণে লড়িল, কিন্তু জাপগণ অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব ও যুদ্ধ-কৌশল প্রদর্শন করিয়া, তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য ধ্বংস করিল ;—তখন রুষগণ পশ্চাৎ-পদ হইতে বাধ্য হইলেন। রুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ফেংহাংচেংয়ের দিকে ছুটিল। ফেংহাংচেংয়ে আরও রুষ-সৈন্য ছিল,—তাহার পর মুক্‌ডেন,—তাহার পর লিওযাং,—এই সহরে স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন রহিয়াছেন।

ফেংহাংচেংয়ের নিকটস্থ পাহাড়ে ১০০০ হাজার রুষ-সৈন্য পাহারায় ছিল। প্রায় তিনশত রুষ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভগ্ন হৃদয়ে সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পাহাড়ের উপরের রুষগণ তাহাদিগকে জাপানী মনে করিয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় একশত জন হত আহত হইল। তখন তাহারা তাহাদের ভুল জানিতে পারিল। একশত হতভাগ্য নিজেদের সৈন্য কর্ত্তৃকই প্রাণ হারাইল। প্রকৃতই যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ ব্যাপার সংসারে আর কিছুই নাই!

আংটং হইতে কিউলেনচেং সমস্ত স্থানই রুষগণ পরিত্যাগ করিয়া, ফেংহাংচেংয়ের দিকে তাহাদের কামানাদি লইয়া চলিল। জাপানিগণ তাহাদিগকে এরূপে সহজে পলাইতে দিল না। সেনাপতি কুরোকি পথের দুই পার্শ্ব দিয়া দুইদল সেনা প্রেরণ করিলেন। আরও একদল পথ দিয়া রুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু জাপগণ রুষদিগকে ধরিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা সকলে বন্দুক স্কন্ধে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তাহাদের কামানের দল যে পেছনে পড়িয়া রহিল, তাহা তাহারা লক্ষ্য করিল না। কিউলেনচেং হইতে ৬।৭ মাইল দূরস্থ হমুটাং নামক স্থানে জাপগণ পলাতক রুষ-সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। তাহারা তাহাদের কামানের জন্য অপেক্ষা না করিয়া, তিনদিক হইতে রুষদিগকে আক্রমণ করিল,—কিন্তু তাহাদের এই উন্মত্ততার জন্য অনেককেই প্রাণ দিতে হইল। রুষের সঙ্গে কামান ছিল ;—তাহারা কামান চালাইতে আরম্ভ

করিল। শত শত জাপানী যোদ্ধা রুষ গোলায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেলেন; —তখন জাপগণ ছুটিয়া আসিয়া একেবারে রুষের উপর পড়িল;—হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রুষগণ মহা বীরত্বে প্রাণপণ লড়িলেন,—কিন্তু এত অধিক এরূপ ভয়াবহ সাহসিক শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে; তাহাই রুষগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া শ্বেতপতাকা উত্তোলিত করিলেন! অমনই যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল,—রুষগণ জাপানের হস্তে বন্দী হইলেন!

আজ পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইল! আজ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রুষ ক্ষুদ্র জাপানের নিকট হারিলেন! শ্বেত পতাকা উত্তোলিত করিয়া রুষগণ ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন! সমস্ত এসিয়াখণ্ডে আজ এক নূতন সূর্য্য সমুদিত হইল!

এই যুদ্ধে ৫ জন জাপানী সেনাধ্যক্ষ ও ১৬০ জন সেনা হত এবং ২৯ জন সেনাধ্যক্ষ ও ৬৬৬ জন সেনা আহত হন। রুষদিগের ১৩৬২টী মৃত দেহ জাপগণ গোর দিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ আহত রুষকে তাঁহারা অতি যত্নে নিজেদের হাঁসপাতালে পাঠাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ২০ জন সেনাধ্যক্ষ ও ১৩৮ জন সেনা তাঁহাদের নিকট বন্দী হইয়াছিলেন। জাপানিরা রুষের ২০টী কামানও কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রুষেরা প্রায় ৭০০ শত আহত সেনা ফেংহাংচেংয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এই মহাযুদ্ধে রুষ সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পরাজিত হইলেন।

জাপানিগণ অতি সসম্মানে শত্রুদিগের মৃত দেহ প্রথিত করিয়াছিলেন; রুষগণ জাপানী হাঁসপাতালে যে যত্ন পাইয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা তাঁহারা শত মুখে করিয়াছেন! এই সকল হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণ সকলেই প্রায় ইয়োরোপ ও আমেরিকায় অস্ত্র চিকিৎসায় সুদক্ষ হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। বন্দীদিগের মধ্যে এক জন রুষ-ডাক্তারও

ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই সকল জাপানী ডাক্তার আমেরিকার ও ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার দিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। তাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অনেক আহত রুষের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" এতদিনে জগত বুঝিলেন যে জাপানিগণ কেবল বীর নহেন, তাঁহারা সভ্যতারও চরম সীমায় উন্নত হইয়াছেন!

১লা মে রবিবারের এই মহাযুদ্ধের সংবাদ যখন চারি দিকে প্রচারিত হইল, তখন সকলেই স্তম্ভিত, বিস্মিত, মুগ্ধ! কিন্তু সকলেই বুঝিলেন, ইহা এই মহাযুদ্ধের শেষ নহে,--কেবল প্রারম্ভ মাত্র! প্রবল প্রতাপ রুষকে ক্ষুদ্র জাপান কি শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়া জিতিতে সক্ষম হইবে? রুষগণ বলিতে লাগিলেন, "এ যুদ্ধ যুদ্ধই নহে! ১০।১২ হাজার রুষ যে ৫০।৬০ হাজার সৈন্যের সম্মুখে পশ্চাৎপদ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ইহাকে পরাজয় বলে না। বিশেষতঃ জাপানিগণকে জুলু নদীর এ পারে প্রলোভিত করিয়া আনিয়া, তাহাকে সমলে নির্ম্মূল করাই রুষের উদ্দেশ্য,— এ যুদ্ধ ছলনা মাত্র।"

যে ছলনায় তিন হাজার লোকের প্রাণ যায়,--প্রায় দুই শত লোক বন্দী হয়,—কুড়িটী কামান শত্রু হস্তে পতিত হয়,—সে কত দূর যুক্তিসঙ্গত ছলনা, তাহা বলা যায় না!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফেংহাংচেং অধিকার।

সে রাত্রি জাপানিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে কালযাপন করিলেন। কতকগুলি সেনা মৃতদেহ কবরস্থ করিতে নিযুক্ত রহিল,—কতকগুলি চারিদিকে পাহারায় থাকিল। অপর সকলে এই ভয়াবহ যুদ্ধের পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া যে যেখানে পাইল সেই খানেই শুইয়া পড়িল।

শত্রুগণ পলাইয়াছে বটে,—কিন্তু জাপানিগণ কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য অসাবধান হইলেন না।

পর দিন প্রাতে কুরোকি সসৈন্যে ধীরে ধীরে ফেংহাংচেংয়ের পথে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লিওয়াং ১৩০ মাইল মাত্র। এই লিওযাংয়ে স্বয়ং রুষ প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। এই স্থান হইতে রেল পথ মুকডেনে গিয়াছে; তথায় স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রেলপথ হারবিন হইয়া বরাবর রুষিয়ায় চলিয়া গিয়াছে। কুরোকি বেশ জানিতেন যে জুলু নদীর যুদ্ধ এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ মাত্র,—এক্ষণে তাঁহাকে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে।

জুলু তীরে যে তিনি যুদ্ধে জয়ী হইবেন, সে বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন। রুষগণও যে পশ্চাৎপদ হইয়া ফেংহাংচেংয়ে ফিরিয়া যাইবে, তাহাও তিনি অবগত ছিলেন। সেই জন্য তিনি ২০শে এপ্রেল তারিখে সেনাপতি মাসাকিকে এক দল সৈন্য লইয়া উইজু হইতে ৩৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে জুলু নদী পার হইয়া ফেংহাংচেং সহর ঘেরাও করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনিও সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। রুষেরা ইহার কিছুই অবগত ছিলেন না। কুরোকি ১লা যুদ্ধ জয় করিয়া পর দিন ফেংহাংচেংয়ের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। অন্যে নিশ্চয়ই পলাতক রুষদিগকে তাড়া করিয়া ছুটিত, কিন্তু কুরোকির বিন্দুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই। তাঁহার অগ্রসরে বিশৃঙ্খলা বা কোন গোলমাল নাই। জাপ-যোদ্ধাগণ ধীর পাদক্ষেপে নীরবে চলিল! ৩রা তারিখে তাহারা কেবল ২০ মাইল মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। কুরোকির এইরূপ ধীর ভাবে গমনের আরও একটা কারণ ছিল। তিনি জানিতেন সেনাপতি মাসাকি এখনও এত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

ফেংহাংচেংয়ের পথে কইলিমন নামে একটী স্থান আছে। এই স্থানে পথের দুই পার্শ্বে প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়। কয়েকটা কামান থাকিলেই, অনায়াসে বহু সৈন্যের সম্মুখে এই পথ রক্ষা করিতে পারা যায়! তাহাই জাপানিগণ নিশ্চিত বুঝিলেন যে তাঁহাদিগকে রুষের সঙ্গে এই স্থানে মহাসমরে নিযুক্ত হইতে হইবে; কিন্তু তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, কইলিমনে এক জনও রুষ নাই। তাহারা প্রথমে এই স্থানে যুদ্ধ করিবে বলিয়া আয়োজন করিয়াছিল, কিন্তু তৎপরে কি ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছে।

জাপানিগণ তখন ভাবিলেন যে তাহা হইলে রুষগণ নিশ্চয়ই ফেংহাং-চেংয়ে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছে! কিন্তু ৬ই মে সেনাপতি নাসাকি অনায়াসে ফেংহাংচেং অধিকার করিলেন। রুষগণ পূর্ব্বেই সহরে আগুন লাগাইয়া দিয়া লিওযাংয়ে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সব নষ্ট করিয়া যাইতে পারে নাই। জাপানিগণ ৩৫৭টা গোলা, ১৮৮০০০ গুলি, ১৭২০টা কোট, ৪০ হাজার রুটী ও অন্যান্য আহারীয় এবং বহুসংখ্যক টেলিগ্রাফের উপকরণ পাইলেন। ইহাতেই বুঝিতে পায়া যায় যে রুষগণ অতি তাড়াতাড়ি এই সহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কেন তাহারা এরূপ করিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলেই বলিতে লাগিল, সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং জাপানিদিগকে এক মহাযুদ্ধে ধ্বংস করিবেন বলিয়াই, চারিদিক হইতে সমস্ত রুষ-সৈন্য টানিয়া আনিয়া লিও-যাংয়ে একত্রিত করিতেছেন। যাহাই হউক, কুরোকি তাঁহার সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া ফেংহাংচেং সহরে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন। এক্ষণে দুই সেনাপতির মধ্যে কেবল ৪০ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। দুই জগৎবিখ্যাত বীর সসৈন্যে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। এতদিনে রুষ-জাপানের বল জগৎ সম্মুখে পরীক্ষিত হইবে!

লিওযাং সহরে রুষ প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এই সহর হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরস্থিত মনটিন্‌লিং পার্ব্বতীয় পথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পার্ব্বতীয় পথ অতি দুরূহ স্থান,—পথের দুই দিকে অতি উচ্চ পাহাড়,—মধ্যে লিওযাং যাইবার অপরিসর রাস্তা। কয়েকটা কামান এখানে স্থাপন করিলে, এক বৃহৎ সেনাদলেরও এখানে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। রুষগণ এখানে বহু সংখ্যক কামান ও কসাকসৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

এ দিকে কুরোকি ফেংহাংচেয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সেনাগণও লিওযাংয়ের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমন কি ১৯শে মে কতকগুলি জাপানী সেনা মনটিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথে স্থাপিত কসাকগণের সহিত সংঘর্ষিত হইল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ বাধিল না। উভয় পক্ষই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন; উভয়েই নিজ নিজ শিবির বিশেষরূপে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। কে কাহাকে প্রথম আক্রমণ করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। কুরোকির ৬০ হাজার সৈন্যের অধিক সঙ্গে ছিল না; অপর দিকে কুরোপাট্‌কিনের অন্ততঃ ইহার দুই গুণ এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সঙ্গে ছিল। তাহার উপর রুষগণের সম্মুখে মনটিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথ; সুতরাং হয় জাপান সেনাপতিকে তাঁহার সৈন্য হইতে অধিকাংশকে পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া রুষদিগকে আক্রমণে প্রেরণ করিতে হয়,—নতুবা জাপান যতক্ষণ লিওযাংয়ের পশ্চাতে অন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। এ অবস্থায় সহসা বিচলিত হইয়া দুর্দ্দান্ত রুষদিগকে আক্রমণ করিলে, সমূহ বিপদের আশঙ্কা; তাহাই বিচক্ষণ কুরোকি শিবিরে স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন,—রুষগণকে আক্রমণের চেষ্টা পাইলেন না। এই রূপে তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল; উভয় পক্ষই দুর্গ নির্ম্মাণে ব্যস্ত,—কেহই কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস

করিলেন না! উভয় পক্ষই এক্ষণে উভয়কে ভয়, ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছেন। জুলু নদীর যুদ্ধে উভয়েই উভয়ের বীরত্ব দেখিয়াছেন; সুতরাং উভয় পক্ষই সহসা কিছু করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী নহেন! তবে মধ্যে মধ্যে উভয় দলের সম্মুখস্থ প্রহরীগণে দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিতেছে; ইহাতে উভয় পক্ষেরই অনেক বীর বীর-শয়ানে শায়িত হইতেছেন। এইরূপে মে মাসের শেষ সপ্তাহ উপস্থিত হইল; তখনও রুষ ও জাপান সেনা পরস্পর সম্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান,—অথচ যুদ্ধ ঘটিতেছে না। কাহার কি উদ্দেশ্য,—কে কাহাকে আক্রমণ করিবেন,—তাহা কাহারই অবগত হইবার উপায় নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সৈন্যদল।

জাপান কুরোকির উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। জাপানিগণ তাঁহাদের সেনাদিগকে বহু প্রধান দলে বিভাগ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দলে ৫০।৬০ হাজার সৈন্য ও তদুপযুক্ত কামান, যুদ্ধোপকরণ, হাঁসপাতাল প্রভৃতি। সেনাপতি কুরোকি ইহার প্রথম দল সঙ্গে লইয়া কোরিয়া অধিকার করিয়া, তৎপরে জুলু তীরে রুষদিগকে পরাভূত করিয়া, ক্রমে ফেংহাংচেং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে পোর্ট আর্থারে রুষ জাহাজ আটক হইয়া রহিয়াছে; এখন জাপান যেখানে সেখানে সেনা লইয়া যাইতে পারেন,—আর তাঁহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার ক্ষমতা রুষের নাই। কিন্তু জাপান তাঁহাদের যুদ্ধ সজ্জা অতি গোপন রাখিয়াছিলেন,—তাহাই তাঁহারা কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। পরে সকলেই জানিলেন যে কোরিয়ার চিনাম্‌পো বন্দরে জাপান তাঁহাদের সেনার

দ্বিতীয় দল প্রেরণ করিয়াছিলেন ;—কুরোকিও এই বন্দরে সৈন্য অবতীর্ণ করিয়া জুলু নদীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু জাপানের এই দুই নম্বর সেনাদল চিনাম্‌পোতেই ছিল,—অগ্রসর হয় নাই। যদি কুরোকি জুলু নদী পার হইয়া রুষদিগকে দূর করিতে না পারেন, তবে এই দল তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে,—এই বন্দোবস্তই ছিল, কিন্তু ১লা মে জুলু যুদ্ধে রুষগণ পরাজিত হইয়া পলাইল। এ সংবাদ তারযোগে তৎক্ষণাৎ চিনাম্‌পোতে আসিল ; তখন এই দলের সেনাপতি ওকু প্রায় ৮০ খানা জাহাজে তাঁহার অধীনস্থ ৭০ হাজার সৈন্য লইয়া লাওটাং উপদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে পোর্ট আর্থার অবস্থিত,—উত্তরাংশে লিওযাং সহর,—দুই পার্শ্বে সমুদ্র। এক স্থানে স্থল অতি সংকীর্ণ। এই স্থানের পিসু ও বন্দরে সেনাপতি ওকু ৫ই মে তারিখে তাঁহার কতক সেনা অবতীর্ণ করিলেন। তাহারা রুষদিগকে দূর করিয়া দিয়া রুষের রেল লাইন নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। প্রায় সেই দিন ওকু তাঁহার আরও কতকগুলি সেনা পিসুওর অপর দিকে কিন্‌চো সমুদ্রের তীরে নামাইলেন। রুষগণ এই সকল জাপানিগণকে আক্রমণ করিবার জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। উভয় দলে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরে রুষগণ হটিয়া গেল ; তখন জাপানিগণ পোর্ট আর্থার হইতে ৪০ মাইল দূরস্থিত পর্ব্বত শ্রেণী দখল করিয়া লইলেন।

সেই দিন কতকগুলি সেনাপূর্ণ জাপানী জাহাজ যুদ্ধপোতে বেষ্টিত হইয়া কাইচো নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এখানে রুষদিগের দুর্গ ও সেনা ছিল, কিন্তু জাপান রণতরী হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইলে, রুষগণ আর এখানে টিকিতে পারিল না,—সহর ত্যাগ করিয়া পলাইল। তখন জাপান সেনা জাহাজ হইতে স্থলে অবতীর্ণ হইয়া রুষের ১২ মাইল রেল লাইন ধ্বংস করিয়া আবার সকলে জাহাজে উঠিল। ইহারই নিকটে নিউচাং সহরে রুষের অনেক সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহারা জাপানের অভূতপূর্ব্ব

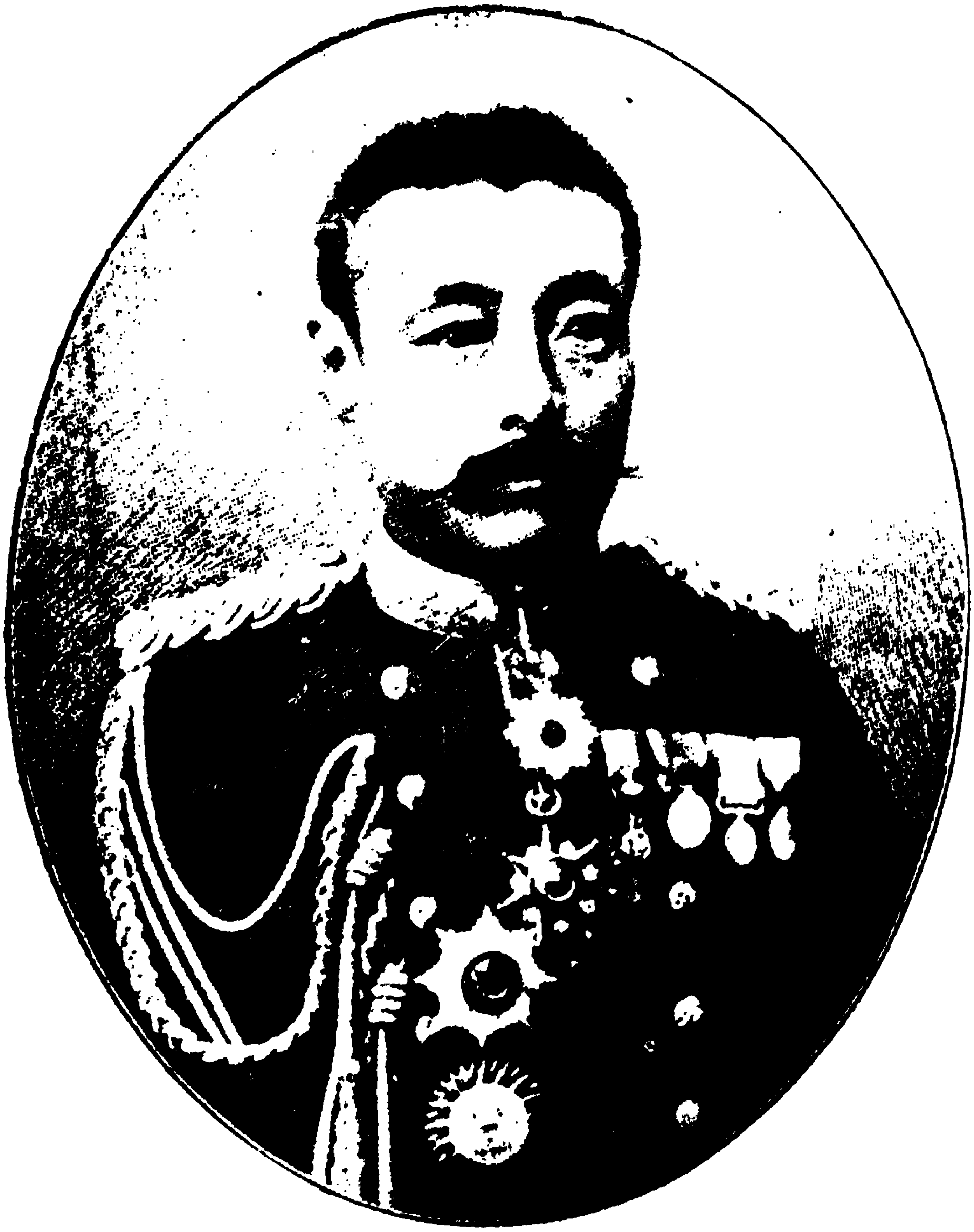

জেনারেল ওকু, জাপানী ২নং সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি।

[১১০ পৃষ্ঠা।]

যুদ্ধ-সজ্জায় এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা স্তম্ভিত রহিল ;—কিছুই করিল না।

১৯শে মে কোরিয়া সমুদ্র তীরস্থ টাকুসান নামক বন্দরে আর এক দল জাপানী সেনা নামিল। সঙ্গে নানা যুদ্ধতরী,—এই সকল যুদ্ধপোত হইতে গোলাবৃষ্টি হওয়ায়, রুষগণ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন জাপানিগণ বন্দরে নামিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল ; পূর্ব্বের ন্যায় এবার আর তাহারা রুষ তাড়াইয়া আবার জাহাজে উঠিল না।

সন্ধ্যা ৭টার সময় জাপানিগণ দেখিল যে একদল কসাক সৈন্য বন্দরের দিকে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া জাপগণ নিরাপদে দুই দিক দিয়া তাহাদের ঘেরিয়া ফেলিল। তখন ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়ন ব্যতিত আর উপায় নাই দেখিয়া, রুষ-কসাকগণ স্ব স্ব ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। কিন্তু একজন সেনাধ্যক্ষ ও ৯ জন সেনা প্রাণ হারাইল,—অপরে কোন গতিকে প্রাণ লইয়া পলাইল। জাপানিদিগের কেবল একজন মাত্র এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল।

এ সকল যুদ্ধ নহে ;—তবুও রুষগণ প্রতিপদেই হারিতেছে ও পশ্চাৎপদ হইতেছে দেখিয়া, জাপগণ উৎসাহে শত গুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। রুষগণকে মহাবীর মহাযোদ্ধা বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল ; রুষকে অতি প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু ভাবিয়া জাপগণ তাহাদিগকে বহুদিন হইতে মনে মনে ভয় করিত ;—সুতরাং প্রথমেই তাহারা এইরূপে রুষকে পদে পদে পরাজিত করিতে পারিতেছে,—ইহাতে যে তাহাদের উৎসাহ শত গুণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি !

এইরূপে সেনাপতি ওকু তাঁহার সৈন্যগণ নানা স্থানে নামাইয়া, ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থারকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। পোর্ট আর্থারের পশ্চাৎস্থিত রেল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গেল। সমুদ্রের এক তীর হইতে জাপগণ অন্য তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, সমস্ত স্থান দুর্গে পরিণত করিতে লাগিল ;—আর

রুষদিগের পোর্ট আর্থার হইতে বাহির হইবার উপায় রহিল না। সম্মুখে সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধপোত,—পশ্চাতে জাপানী সেনা,—এত দিনে পোর্ট আর্থার সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইল! দুর্গস্থ রুষ যোদ্ধাগণের পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ঘুচিল।

কিন্তু সেনাপতি ওকু কেবল পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি লিওযাংয়ে স্বয়ং কুরোপাট্‌কিনকে ঘেরাও করিতেও চেষ্টিত হইলেন। একদিকে সসৈন্যে সেনাপতি কুরোকি,—অপরদিকে সসৈন্যে সেনাপতি ওকু;—কেবল ইহাই নহে, জাপানিগণ আরও দুই দিক হইতে রুষদিগকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিবার চেষ্টা করিলেন। এরূপ সুন্দর যুদ্ধ-কৌশল ও সেনা সন্নিবেশ,—এরূপ অতুলনীয় সুবন্দোবস্ত,—এরূপ বীরত্ব, সৎসাহস, এবং স্বদেশ প্রেম,—এরূপ বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপারে সমস্ত বিষয়ে কলের ন্যায় কাজ,—বোধ হয় আর কখনও কোন যুদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু এখনও উভয় দল কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী নহেন। উভয় পক্ষই মহাযুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। প্রতিদিন সহস্র সহস্র রুষসেনা রেল পথে রুষিয়া হইতে এই দূর মাঞ্চুরিয়ায় আগমন করিতেছে। জাপগণ পোর্ট আর্থারের পশ্চাতস্থিত রেল পথ কতক নষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু লিওযাং হইতে মুক্‌ডেন, তথা হইতে হারবিন, তথা হইতে মাস্কো পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেল পথের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই। সহস্র সহস্র রুষসেনা কুরোপাট্‌কিনের ভীষণ রুষসেনাদলে আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে তিনি ওকুর সেনা দুই দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারিতেন; তখনও পোর্ট আর্থারে ৩০ হাজার রুষ-সৈন্য ছিল। কুরোপাট্‌কিন সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিলে নিশ্চয়ই পোর্ট আর্থারের যোদ্ধাগণ পশ্চাৎ হইতে জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে পারিতেন। এই খানে জাপানিদিগের বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল, কিন্তু রুষ সেনাপতি সাবধানের

মার নাই ভাবিয়া তখনও কোন প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন না। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাগ্য বৈগুণ্য।

১২ই মে তারিখে রুষগণ নিজেরাই ডাল্‌নি বন্দর ধ্বংস করিয়া পোর্ট আর্থার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। এই বন্দর ও সহর নির্ম্মাণে রুষের কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এরূপ বন্দর নিজ হাতে নষ্ট করিতে তাঁহাদের যে কি কষ্ট হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু কোন উপায় থাকিলে তাঁহারা এই কার্য্য করিতেন না!

জাপানিগণও এই সহর অধিকার করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই রুষগণ পোর্ট আর্থারে আশ্রয় লইল। তাহারা তাড়াতাড়ি এই স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় এই বন্দর তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারে নাই। যখন জাপান ইহা অধিকার করিলেন, তখনও তাঁহারা কোটী কোটী টাকা মূল্যের বাড়ী, ঘর, অট্টালিকা, গুদাম, জেটি প্রভৃতি পাইলেন।

রুষগণ সমস্ত ডাল্‌নি সাগর ভয়াবহ "মাইনে" পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সহজে কোন জাহাজের এই সমুদ্রে আসিবার সাহস ছিল না। তজ্জন্য ১২ই মে জাপানী আড্‌মিরাল কাটাওকা অনেকগুলি যুদ্ধপোত লইয়া এই সকল "মাইন" নষ্ট করিতে আসিলেন। তখনও কতকগুলি রুষসেনা ডাল্‌নির পশ্চাতে ছিল;—জাপানী যুদ্ধপোত হইতে তাহাদের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহারা তথা হইতে সরিয়া গেল।

লেফ্‌টানেণ্ট হোতা একদল সৈন্য লইয়া স্থলে অবতীর্ণ হইয়া টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া জাহাজে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত "মাইন" ধৃত ও নষ্ট করা কার্য্য চলিল। কিন্তু এই বিপদজনক কাজ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল না। জাপানের একখানি টরপেডো বোট একটা "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া জলমগ্ন হইল।

১৪ই মে আবার জাপানিগণ এই ভয়াবহ "মাইন" ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন রুষগণ কয়েকটা বড় বড় কামান আনিয়া জাপ যুদ্ধপোতের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। জাপানিগণও প্রত্যুত্তর দিতে বিরত হইলেন না;—বহুক্ষণ উভয় পক্ষে গোলা চলিল; জাপানিগণ এই গোলাবৃষ্টির মধ্যে নীরবে "মাইন" ধ্বংস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহাদের এ কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল। তাঁহাদের ক্রুজার জাহাজ মিয়াকো "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল,—বাইশ মিনিটের মধ্যে মিয়াকো জলমগ্ন হইল। রুষ জাহাজ পেট্রোপাভলস্ক দুই মিনিটে ডুবিয়াছিল! জাপানিগণ বাইশ মিনিট সময়ে জাহাজস্থ অধিকাংশেরই প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত এ যুদ্ধে জাপানের একখানি জাহাজও নষ্ট হয় নাই। এক্ষণে অদৃষ্টলক্ষ্মী তাঁহাদের উপর বিরূপা হইলেন। দুইদিনে তাঁহাদের দুই খানি জাহাজ নষ্ট হইল। ইহাতেও জাপানিগণ নিরুৎসাহ হইলেন না। পরদিন আবার অনেক "মাইন" নষ্ট করিলেন। আড্‌মিরাল কাটাওকা নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "রুষগণ গোলা চালাইয়া আমাদের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাঘাত দেওয়া সত্ত্বেও অনেক "মাইন" নষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু আরও অনেক আছে,—সে গুলিও নষ্ট করা হইবে।"

১৫ই মে রবিবার জাপানের ঘোর অদৃষ্ট বৈগুণ্য ঘটিল। পোর্ট আর্থার বন্দর হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে তাহাদের কয়েক খানি যুদ্ধপোত ঘুরিতেছিল। সহসা তাহাদের বৃহৎ ব্যাটেলসিপ

হাতসুসি জাহাজ একটা "মাইনে" সংঘর্ষিত হইল। ইহাতে সে এত জখম হইল যে তাহার নিজে আর অগ্রসর হইবার উপায় রহিল না; তাহাই সে তাহার সঙ্গী জাহাজদিগকে তাহাকে টানিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহারাও তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময়ে হতভাগ্য হাতসুসি আবার একটা মাইনে ঘর্ষিত হইয়া খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল! অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে সে প্রায় পাঁচশত যোদ্ধা লইয়া অতল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া গেল!

পোর্ট আর্থার বন্দর হইতে রুষ-সেনাপতি জাপানের এই ঘোর বিপদ দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকখানি যুদ্ধপোত জাপানী রণতরীকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু জাপানিগণ তাহাদের এই সর্ব্বনাশেও হতবুদ্ধি হয় নাই। তাহারা প্রবল বিক্রমে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর রুষগণ পরাজিত হইয়া বন্দরে আশ্রয় লইল,—জাপানিগণও অন্যদিকে গেলেন।

জাপানের অদৃষ্ট বৈগুণ্যের এই শেষ নহে। যেদিন তাহাদের দুই তিন কোটী টাকা মূল্যের বৃহৎ ব্যাটেলসিপ পাঁচশত বীর লইয়া জলমগ্ন হইল, সেই দিনই আড্‌মিরাল টোগো আড্‌মিরাল দেওয়ার নিকট হইতে নিম্নলিখিত তারশূন্য টেলিগ্রাফ পাইলেন :—

"আজ প্রাতে ৫টার সময় আমি যখন আমার অধীনস্থ জাহাজগুলি লইয়া ফিরিতেছিলাম, সেই সময়ে সমস্ত সমুদ্র ঘোরতর কুয়াশায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক হস্ত দূরের জিনিষ দেখিবার উপায় ছিল না। এই ঘোর কুয়াশার মধ্যে আমাদের কাসুগা জাহাজ আমাদের যোসিনো নামক ক্রুজার জাহাজের উপর গিয়া পড়ে,—যোসিনো তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হয়। আমরা কেবল ৯০ জনের প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এখনও ভয়াবহ কুয়াশা রহিয়াছে।"

তিন দিনে দুইখানি ক্রুজার, একখানি বৃহৎ ব্যাটেলসিপ ও একখানি

টরপেডো বোট হারান, এ সময়ে জাপানের পক্ষে ঘোরতর সর্ব্বনাশ। জাপানে এই ভয়াবহ সংবাদ উপস্থিত হইলে, গৃহে গৃহে দুঃখের রোল উঠিল। জাপানের কেবল ৬খানি ব্যাটেলসিপ ছিল। এসময়ে তাহার একখানি নষ্ট হওয়া কম লোকসান নহে। এ সকল জাহাজ একদিনে প্রস্তুত হয় না;—যুদ্ধের নিয়মানুসারে জাপানের কাহারও নিকট হইতে যুদ্ধপোত ক্রয় করিবার এখন আর উপায় নাই! কিন্তু টোগো ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না;—এখনও তিনি জাপান সমুদ্রে দুর্দ্দমনীয় প্রবল। এখনও তাঁহার অধীনে যে সকল জাহাজ আছে, তাহাতে তিনি রুষ-যুদ্ধপোত সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিবেন! সম্মুখ যুদ্ধে তাঁহার জাহাজ যায় নাই,—গুপ্ত "মাইনে" আততায়ীর হস্তে তাঁহার জাহাজ নষ্ট হইয়াছে,—ইহার উপায় কি! বন্দর হইতে ১০ মাইল দূরেও যে রুষগণ "মাইন" স্থাপন করিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না। ইহা সুসভ্য জাতির যুদ্ধের নিয়ম নহে। জাপানিগণ কোন কথা বলিলেন না,—কিন্তু ইংলণ্ড, বিশেষতঃ আমেরিকা, এই "মাইন" সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। সুসভ্য জাতির যুদ্ধে এরূপ গুপ্ত "মাইন" ব্যবহার করিয়া নিমিষে শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ যুক্তিসঙ্গত ও কর্ত্তব্য কিনা, তাহাই তাঁহারা আলোচনা করিতে লাগিলেন। অবশ্য বন্দর রক্ষা করিবার জন্য উভয় পক্ষই বন্দরের চারিদিকে "মাইন" স্থাপন করিতে পারেন; কিন্তু বন্দর হইতে ১০ মাইল দূরে "মাইন" স্থাপনের কাহারই অধিকার নাই। ইহাতে কোন দেশের কোন জাহাজই নিরাপদ নহে। বিভিন্ন দেশের যুদ্ধপোত বা সওদাগরি জাহাজ এই সকল ভয়াবহ "মাইনে" ঘর্ষিত হইয়া মুহূর্ত্তে জলমগ্ন হইতে পারে। ইহার জন্য দায়ী হইবে কে? চারিদিকে ঘোর আপত্তি উঠিল। কাগজে অনেক লেখালিখি হইতে লাগিল। বোধ হয় ভবিষ্যতে সুসভ্য জাতির যুদ্ধে এই প্রকার "মাইন" আর ব্যবহৃত হইবে না! ভগবান করুন যেন এই সর্ব্বনেশে "মাইন" যেন চিরদিনের জন্য

অতল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইয়া যায়! যে যুদ্ধ উপকরণে দুই মিনিটের মধ্যে গুপ্তভাবে সহস্রাধিক লোকের প্রাণনাশ আর কোটী কোটী টাকা মূল্যের জাহাজ ধ্বংস হইতে পারে, সেরূপ চোরা আততায়ী যুদ্ধোপকরণ কখনই সুসভ্য জগতে ব্যবহৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহা যুদ্ধ নহে,—ইহা বীরের সম্মুখ সমর নহে;—ইহা মহাপাপী দুরাত্মন আততায়ীর অন্ধকার রাত্রে পশ্চাৎ হইতে ছোরাঘাত!

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মে মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে জাপানী সেনা লাওটাং উপদ্বীপের নানাস্থানে অবতীর্ণ হইতেছিল। পাছে ইহাদের অবতরণের পক্ষে পোর্ট আর্থারের রুষগণ কোনরূপ প্রতিবন্ধক প্রদান করিতে পারে, এই জন্য এই কয়দিন প্রায় প্রত্যহই জাপানিগণ পোর্ট আর্থার ও ডাল্‌নি আক্রমণ করিয়া গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ক্ষুদ্র জাহাজগুলি রুষের "মাইন" সকল ধরিয়া নষ্ট করিতে লাগিল! সমস্ত জাপান সেনা,—কি স্থলে, কি জলে,—পরস্পর পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতেছিল। স্থলে কুরোকি ও ওকু,—জলে টোগো,—সকলই যেন একসঙ্গে এক তন্ত্রীতে বাজিতেছেন একটুও তাল ভঙ্গ হইতেছে না! প্রকৃতই কে যেন এই সকল মন্ত্রী, রাজা, ঘোড়া, হাতি, বোড়ে লইয়া এক মহা সতরঞ্চ খেলিতেছেন। তাঁহার খেলায় ভুল নাই, ত্রুটী নাই, গোল নাই। মহাবীর নেপোলিয়নের পর বোধ হয় আর কেহ এরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতে পারেন নাই। রুষ প্রতিপদে হটিতেছেন; তাহাদিগকে জাপানিগণ ধীরে ধীরে ঘেরিতেছে। বাজিমাত হইবার আর বিলম্ব নাই। কিন্তু অপর পক্ষে রুষও অতি সুদক্ষতার সহিত খেলিতেছেন। তাঁহাদের প্রধান বীর কুরোপাট্‌কিন তাঁহার যুদ্ধবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। সমস্ত রুষ-দেশ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে; সম্রাট তাঁহার উপর এই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়াছেন!

কিন্তু জাপান এই মহাযুদ্ধ পরিচালনের ভার এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করেন নাই। টোকিও সহরে এক মহা যুদ্ধসমিতি গঠিত হইয়াছিল; সেই সমিতিই এই মহাযুদ্ধের সতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেছিলেন। এই সভায় ছিলেন—জলযোদ্ধা মহা বিচক্ষণ আড্‌মিরাল ব্যারণ যামামোতো। ইনি সম্রাটের নৌ-সেনার প্রধান মন্ত্রী। এই সভায় ছিলেন—মার্সাল কোদামা। ইনি জাপানের "কিচ্‌নার" বলিয়া বিখ্যাত। এই সভায় ছিলেন—আড্‌মিরাল তিরুচি। ইনিই সম্রাটের যুদ্ধ বিভাগীয় মন্ত্রী। এই সভায় ছিলেন—জাপানের মহাযোদ্ধা মারকুইস জামাগাতা। এই সভার সভাপতি ছিলেন আধুনিক জাপান নির্ম্মাতা স্বয়ং বৃদ্ধ বিচক্ষণ মারকুইস ইটো। তাঁহারা টোকিও সহরে বসিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত করিতে ছিলেন। উত্তরে কুরোকি, লাওটাং হইতে ওকু, সমুদ্র হইতে টোগো, এই সকল সেনাপতির সহিত এই যুদ্ধ-সমিতির সর্ব্বদাই তার চলাচল করিতেছে; সকলেই এক তানে বাজিতেছে;—কোথায়ও গোল নাই,—কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই! সকলই প্রকৃতই কলে চলিতেছে! ধন্য জাপান! তুমিই সমস্ত এসিয়াখণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিতেছ! এ যুদ্ধে যদি তোমার জয় হয়, তবে কেবল তোমাদের নিজের জয় নহে;—সমস্ত এসিয়াখণ্ডের জয়!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নান্‌সানের যুদ্ধ।

মানচিত্র দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন পোর্ট আর্থারের উত্তরে কিন্‌চো সহরের নিকট লাওটাং উপদ্বীপ অতি সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। এখানে ইহা দুই মাইলও বিস্তৃত নহে। তাহাও উচ্চ পর্ব্বতে আবরিত। এই পাহাড় শ্রেণীর নাম নান্‌সান পাহাড়। রুষগণ এই পাহাড়ের

উপর ভয়াবহ কামান সকল স্থাপিত করিয়াছে। তাহারা নানা কৌশলে এই পাহাড় শ্রেণীকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছে। পাহাড়ের নিম্নে কাঁটাযুক্ত তারের সুদীর্ঘ বেড়া,—তাহার পর সমস্ত ভূমি "মাইনে" পূর্ণ ;—এই অপ্রশস্ত পাহাড় শ্রেণী ও রুষের দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল পার হইতে না পারিলে, জাপানের স্থলপথে পোর্ট আর্থারে আসিবার কোনই উপায় ছিল না। রুষগণও প্রাণপণে এই স্থানে জাপানিদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য শত আয়োজন করিয়াছেন। সেনাপতি ফক্ প্রায় ১২ হাজার রুষ-যোদ্ধা লইয়া এই স্থানে বড় বড় কামান লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন। সেনাপতি ওকুর তত কামান সঙ্গে ছিল না। তিনিও সম্মুখস্থ পাহাড়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি বেশ জানিতেন যে রুষগণকে এই স্থান হইতে দূর করা সহজ কার্য্য নহে। অথচ এই স্থান দখল না হইলে, পোর্ট আর্থার জয়ের আশা নাই। নান্‌সানের একদিকে কিন্‌চো উপসাগর,—অপর দিকে হাণ্ড উপসাগর। কিন্‌চো উপসাগরের জল কম,—তথায় জাপানী বড় জাহাজ আসিবার উপায় নাই। হাণ্ড উপসাগরের দিকে রুষগণ বড় বড় কামান স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং তথায় জাপানী যুদ্ধপোত গেলে তাহা নিমেষে ধ্বংস হইবে। নান্‌সান দুর্গের পশ্চাতে জাপানিগণ সৈন্য প্রেরণ বা জাহাজ লইয়া আক্রমণ,—এই দুই কার্য্যের এক কার্য্যও করিতে পারিবেন না। সেনাপতি ওকুকে সম্মুখ হইতেই এই ভয়াবহ আক্রমণ করিতে হইবে। বিলম্বে আরও বিপদের সম্ভাবনা ;—তজ্জন্য সেনাপতি ওকু ২১শে মে তারিখে এই রুষ-দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য নান্‌সানের নিকট প্রেরণ করিলে, রুষগণ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। সেই সকল গোলার চূর্ণাংশ দেখিয়া জাপানিগণ জানিতে পারিলেন, কিরূপ ও কত রুষ-কামান নান্‌সানে আছে। এরূপ বিচক্ষণতা আর প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা প্রথম দিনের গোলা-যুদ্ধে রুষের সমস্ত

কামানের কথা বিশেষরূপে অবগত হইলেন। ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে তারিখে জাপসেনাপতি ধীরে ধীরে তাঁহার পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য নান্‌সানের নিকটে আনয়ন করিলেন। এই তিন দিনও জাপানিগণ সেনা পাঠাইয়া রুষের কামানের সন্ধান লইতে লাগিলেন। ২৪শে জাপগণ কিন্‌চো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। কিন্‌চোতে রুষ-সৈন্য ছিল; জাপানিগণ তাহাদিগকে ২৫শে তারিখে আক্রমণ করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দুরস্থ নান্‌সান পাহাড়ের উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রুষগণ হটিয়া গিয়া তাহাদের নান্‌সান দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল।

পরদিন প্রাতে জাপানিগণ কিন্‌চো অধিকার করিলেন। ২৪শে ওকুর এই যুদ্ধের সাহায্যের জন্য চারিখানি জাপানী গানবোট ও কতকগুলি টরপেডো বোট কিন্‌চো উপসাগরে আসিয়াছিল, কিন্তু রুষের প্রতিবন্ধকতায় তাহারা সেদিন এ যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে নাই। রুষগণ মহা প্রতাপে অসংখ্য ভয়াবহ কামান লইয়া নান্‌সান পাহাড়ে বসিয়া আছে। এই পাঁচ দিনে ওকু কেবল তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছেন মাত্র। স্থান সঙ্কীর্ণ,—অধিক সেনার একেবারে দুর্গ আক্রমণের উপায় নাই। তাহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে, সুতরাং রুষগণ তাহাদিগকে তাহাদের কামানে ও বন্দুকে নির্ম্মূল করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইবে না। যদি পরাজয় হয়, তবে লজ্জা;—কেবল লজ্জা নহে,—জাপানিগণ একেবারে নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে।

সম্মুখে শত শত কামান;—টালিয়ান উপসাগরে রুষদিগের কয়েকখানি যুদ্ধপোতও আছে। তাহারাও ওকু অগ্রসর হইলে, তাঁহার পার্শ্ব হইতে তাঁহার উপর গোলা চালাইবে। এ অবস্থায় জয় লাভের আশা অতি অল্প,—বিলম্ব করিলেও ক্ষতি। তজ্জন্য দুর্দ্দমনীয় বীর ওকু তাঁহার পদাতিক সৈন্য দ্বারা এই ভয়াবহ স্থান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৬শে রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় উভয় পক্ষে ভয়াবহ গোলা যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ওকু ক্রমান্বয় নান্‌সানের উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন;—কিন্‌চো উপসাগর হইতে জাপানী যুদ্ধজাহাজ সকলও এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিল। রুষ-দুর্গ হইতেও ভয়াবহ গোলা জাপানী সেনার মধ্যে পতিত হইয়া শত শত যোদ্ধার প্রাণনাশ করিল।

এইরূপে তিন ঘণ্টা এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলিল। এরূপ গোলাযুদ্ধ আর পূর্ব্বে কখনও এ যুদ্ধে হয় নাই। শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইল,—ধূমে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইল। তিন ঘণ্টার পর একটু সুযোগ পাইবা মাত্র সেনাপতি ওকু তাঁহার বীর পদাতিকগণকে এই ভয়াবহ দুর্গ আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া অগ্রসর হইল। তাহারা তিন দলে বিভক্ত হইয়া বীর দর্পে চলিল। তাহাদের উপর অজস্র রুষদিগের গোলা পড়িতেছে,—তাহাতে তাহাদের দৃকপাত নাই; তাহারা দ্রুতপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে তাহারা নান্‌সান পাহাড় পর্য্যন্ত আসিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল,—এরূপ দুর্দ্দমনীয় সাহস আর কোথায়ও দেখা যায় না। সকলেই ক্ষুদ্র জাপগণের অতুলনীয় বীরত্বে বিস্মিত ও মুগ্ধ!

কিন্তু বীরগণ অসম্ভব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর রুষের গোলাবৃষ্টি হইতেছিল,—কাজেই শত শত জন অগ্রসর হইতে হইতেই বীর-শয়ানে শায়িত হইতেছিলেন; সমস্ত পাহাড় জাপবীরগণের মৃত দেহে পূর্ণ হইতেছিল,—তবুও জাপানিগণ পশ্চাৎপদ হইল না,—কয়েক জন রুষের তারের বেড়ার নিকট আসিয়া তাহা পার হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও রুষের গুলিতে প্রাণ হারাইল। ১৫ মিনিটের মধ্যে জাপসেনার আর একজনও বাঁচিয়া রহিল না; তিনদল জাপ পদাতিক নির্ম্মূল হইল!

কিন্তু এই ভয়াবহ ব্যাপারে ওকু বিচলিত হইলেন না;—তাঁহার গোলন্দাজগণ মুহুর্মুহু গোলা চালাইতে লাগিল। জাপানী যুদ্ধপোত সকলও

কিন্‌চো উপসাগর হইতে রুষদিগের পার্শ্বে গোলা চালাইতেছিল। এই অবসরে ওকুর বীর পদাতিকগণ বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে;—তিন দল গিয়াছে,—আরও বহু দল আছে। সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও এই সকল বীর আবার রুষ দুর্গ আক্রমণ করিতে চলিলেন। কিন্তু সে দলও নির্ম্মূল হইল। তখন তৃতীয়বার জাপানিগণ "বানজাই" শব্দে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিল, কিন্তু ১৫ মিনিট যাইতে না যাইতে তাহারাও সমূলে নির্ম্মূল হইল। তখন চতুর্থ দল ছুটিল। এই সময়ে কয়েকজন জাপানী সেনা আসিয়া রুষদিগের ভয়াবহ "মাইনের" সংবাদ দিল। এই "মাইন" সকল নষ্ট করিতে না পারিলে, যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই নাই। কিন্তু এ কার্য্য করিতে যাওয়া অর্থে মৃত্যু; কিন্তু তবুও সহস্র সহস্র জাপানী যোদ্ধা তৎক্ষণাৎ এই সকল মৃত্যুযন্ত্র নষ্ট করিতে ছুটিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল। গত রাত্রি বৃষ্টি হওয়ায় "মাইন"গুলির উপরস্থ মাটি গলিয়া সরিয়া গিয়াছিল; তাহাই জাপানিগণ সেগুলি দেখিতে পাইয়া তাহাদের তার কাটিয়া দিল; কাজেই জাপানিগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার ক্ষমতা আর তাহাদের রহিল না।

প্রায় সন্ধ্যা হয়। জাপানী পদাতিকগণ নয়বার রুষ-দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা পাইয়াছে,—নয়দল নির্ম্মূল হইয়াছে—এই বার শেষ চেষ্টা! ওকু আবার আজ্ঞা দিলেন, "যাও, রুষ দুর্গ লও!" এবার বহু সহস্র পদাতিক বীর-বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিল। শত সহস্র মরিল, কিন্তু জাপগণ মৃত দেহের উপর দিয়া ছুটিল,—এরূপ ভয়াবহ সাহস, বীরত্ব, দুর্দ্দমনীয় বীর্য্য আর কেহ কখনও দেখেন নাই! রুষগণ এ প্রতাপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না,—তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। তখন পাহাড়ে পাহাড়ে দুর্গে দুর্গে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষে আর গুলি চালাইবার অবসর বা সুবিধা নাই,—উভয় পক্ষই বেয়নেট নামক বন্দুকের অগ্রভাগস্থিত ছোরা চালাইতেছে! এই ভয়াবহ যুদ্ধে কত রুষ, কত জাপবীর মরিল, তাহার সংখ্যা হয় না।

নানসান পাহাড় আক্রমণ।

[১১২ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় সহস্র সহস্র কণ্ঠে "বান্‌জাই" শব্দ ধ্বনিত হইয়া পাহাড়, পর্ব্বত, সমুদ্র কাঁপাইয়া তুলিল। কাল যে নান্‌সান দুর্গ রুষগণ সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য ভাবিয়াছিলেন, আজ এখন তাহার উপর জাপানের বিজয় পতাকা উড়িল! জাপানিগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বিজয় শব্দ করিবে না কেন! তাহারা অসংখ্য বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারা আজ প্রবল প্রতাপ রুষের দর্প চূর্ণ করিয়াছে!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ছত্রভঙ্গ রুষসেনা।

রুষগণ ছত্র ভঙ্গ হইয়া পোর্ট আর্থারের দিকে পলাইল। জাপানিগণ তাহাদের অনুসরণ করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা সমস্ত দিনের ভয়াবহ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—এক্ষণে রুষের দুর্গে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

জাপগণ সহজে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। এক ২৬শে মের যুদ্ধে তাঁহাদের ৩৩ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৭৪৯ জন সেনা হত হইয়াছিল। ১০০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৩৪৫৫ জন সেনা আহত হইয়াছিল। ওকুর সেনাদলের প্রায় এক চতুর্থাংশ সেনা হত আহত হইয়াছিল। রুষগণ বলেন তাঁহাদের ৩০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৮০০ জন সেনা হত আহত হন। বলা বাহুল্য রুষগণ তাঁহাদের হতাহতের কথা সর্ব্বদাই কম করিয়া বলিতেন। এই যুদ্ধে জাপান ৭৮টা কামান, একখানা রেল এঞ্জিন, তিনটা সার্চ্চ লাইট, ৫০টা মাইন, অসংখ্য গোলাগুলি পাইলেন। রুষগণ এ সকলই পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য এই মহাযুদ্ধে জাপানিগণ যে বীরত্ব দেখাইলেন, তাহা অপর কোন জাতিই দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা তাহা বলা যায় না! এই পরাজয়ের বার্ত্তা রুষ-রাজ্যে উপস্থিত হইলে, সকলেই নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। তবে কি তাঁহারা সত্য সত্যই ক্ষুদ্র উদ্ধত জাপদিগকে পদ দলিত করিতে পারিবেন না! এ প্রশ্ন প্রত্যেক রুষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রুষের অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত চিরজয় হইয়া আসিয়াছে; রুষ-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত রুষ কখনও পরাজিত হন নাই; তাহাই এই বিস্ময়,—এই স্তম্ভিত ভাব!

পরদিন সেনাপতি নাকামুরার অধীনে জাপগণ রুষদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল; কিন্তু রুষগণ একেবারে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পোর্ট আর্থার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। পথে তাহারা চারিটী বড় কামান ফেলিয়া গিয়াছিল; নাকামুরা তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

ইতিপূর্ব্বে রুষগণ তাহাদের সাধের ডাল্‌নি সহরও ত্যাগ করিয়া পোর্ট আর্থারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে কতকগুলি সেনা নিকটে ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সহর নির্ম্মাণে রুষের কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাঁহাদের সেই সহরও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে রুষ বাধ্য হইল। সহরে অরাজকতা উপস্থিত হইল। জেল ভাঙ্গিয়া ২০০ দুর্ব্বৃত্ত বাহির হইয়া লুটপাট নরহত্যা করিতে লাগিল। ৩০শে মে ওকু এই সহর দখল করিয়া ইহাকে সুশাসিত করিলেন। পূর্ব্বে রুষ এই সহরের সম্মুখস্থ বন্দর কতকাংশ নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সেনাপতি ওকু দেখিলেন যে এখনও ডক্ ও বন্দর সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। এক শত গুদাম ও সেনানিবাস নষ্ট হয় নাই। রেলওয়ে ষ্টেসন, টেলিগ্রাফ আফিস, অসংখ্য অট্টালিকাও পূর্ব্বাবস্থায় আছে। ৩০০ রেল গাড়ীও জাপানিগণ প্রাপ্ত হইলেন।

এই মহাযুদ্ধ জয়ে জাপানের যে কেবল প্রশংসা চারিদিকে প্রচারিত

হইল, তাহা নহে। জাপানিগণ বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদিও লাভ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা এই যুদ্ধ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তাঁহারা অতি ধীর ভাবে পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিতে লাগিলেন।

এদিকে আডমিরাল টোগোও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ২৪শে মে তারিখে তিনি আবার দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিলেন। ৩০শে মে তিনি বন্দরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য কয়েকখানা যুদ্ধপোত প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতি সুদক্ষতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। সমুদ্রের দিকে রুষ-জাহাজ সকলের আর বাহির হইবার উপায় ছিল না; সুতরাং এতদিনে পোর্ট আর্থার দুর্গ সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইল।

দুর্গের ভিতরের অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রমেই অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিল। জুন মাসের প্রথমে কেবল তিন হাজার টন পাথুরে কয়লা দুর্গে ছিল। চারিদিকেই দারুণ কষ্ট! রুষগণ দুর্গ হইতে সমস্ত চীনেদিগকে দূর করিয়া দিলেন; তাহারা অতি কষ্টে কোনগতিকে প্রাণ লইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশে পলাইল। জাপানিগণ তাহাদের নৌকা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন; অনেক সময়ে তাহারা অনাহারে মরে দেখিয়া তাহাদের আহারও দিলেন।

এদিকে টালিয়ান উপসাগর হইতে জাপানিগণ প্রায় সমস্ত রুস "মাইন" নষ্ট করিয়া দিলেন। তখন তাঁহাদের যুদ্ধপোত নির্ব্বিঘ্নে ডাল্‌নি প্রভৃতি বন্দরে গমনাগমন করিতে লাগিল। জাপানিগণ এই বন্দরে নানা যুদ্ধোপকরণ ও রসদ আনিয়া সমবেত করিলেন। এদিকে ওকুর সেনাদল ধীরে ধীরে পোর্ট আর্থারের আরও নিকটস্থ হইতে লাগিল। সেনাপতি ওকু অতি বিচক্ষণতার সহিত প্রতি পদে দুর্গ নির্ম্মাণ ও বড় বড় কামান সংস্থাপিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। পাছে পশ্চাৎ হইতে রুষগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে তিনি তাঁহার পশ্চাৎ রক্ষা করিবারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। সকল কাজ অতি

সুশৃঙ্খলার সহিত হইতে লাগিল; কোন বিষয়ে কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি ও গোলমাল নাই।

তিনিও যেমন এক মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত নহেন, টোগোও সেইরূপ মুহূর্ত্তের জন্য নিশ্চিন্ত নহেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার যুদ্ধপোত পোর্ট আর্থার বন্দর আক্রমণ করিতেছে। উভয় দলে গোলা বর্ষণ হইতেছে! ১৪ই জুন তাঁহার যুদ্ধপোত সকল বন্দর আক্রমণ করিলে, রুষ টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়র সকল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। ইহাতে টোগোর জাহাজ সকল পশ্চাৎপদ হইল। রুষ-জাহাজগুলি যাহাতে গভীর সমুদ্রে আইসে ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়; কিন্তু রুষগণ আর ভুলিল না,—তাহারা ফিরিয়া বন্দরে আশ্রয় লইল।

ইতিমধ্যে দুই পক্ষেই "মাইন" নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই কার্য্যে রুষের আর একখানি জাহাজ ডুবিল;—জাপানেরও একখানি জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইল,—কয়েক জন জাপযোদ্ধা প্রাণ হারাইলেন।

ক্রমে সমুদ্রের দিকে টোগো তিন দিক হইতে পোর্ট আর্থার ঘেরিলেন। স্থলের দিকেও ওকু সম্পূর্ণ ঘেরিয়া ফেলিলেন! এ অবস্থায় রুষগণ কি দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবেন! কিন্তু তাঁহারা তখনও আশা পরিত্যাগ করেন নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মার্সাল ওয়ামা।

পশ্চিমে পোর্ট আডাম হইতে পূর্ব্বে পিসুও পর্য্যন্ত সমুদ্রে দিবা রাত্রি টোগোর যুদ্ধপোত সকল ঘুরিতেছে; তাহার পশ্চাতে জাপানী জাহাজ সকল কোথায় গতিবিধি করিতেছে, তাহা কেহই অবগত

নহে। অন্য দিকে স্থলেও, সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত জাপানিগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদের শিবির দুর্ভেদ্য করিতেছে। কারণ, তাহারা জানিত যে রুষ তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য নিশ্চয়ই প্রাণপণ চেষ্টা পাইবে! দূরে ফেংহাংচেংয়ে সেনাপতি কুরোকি তাঁহার শিবির দুর্ভেদ্য করিয়া, ক্রমে ধীরে ধীরে লিওযাংয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুরোকির জন্যই রুষগণ লিওযাং হইতে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ওকুকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় নাই! কেবল ইহাই নহে, লিওযাংয়ের দক্ষিণ পূর্ব্বে কুরোপাট্‌কিনের পার্শ্বে সেনাপতি নজু জাপানের ৩নং সেনাদল লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন! এক দিকে কুরোকি,—অপর দিকে নজু,—পশ্চাতে ওকু,—কুরোপাট্‌কিনের লিওযাং হইতে নড়িবার উপায় ছিল না।

মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্রই উভয় দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতেছে; তবে শীঘ্রই দুই দলে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যুদ্ধ ঘটিল। এক দিন রুষ অশ্বারোহীগণ জাপানের ঘাস বোঝাই কতকগুলি গাড়ি লুট করিয়া লইল। ইহাদিগকে দূর করিবার জন্য সেনাপতি আকিয়ামা কতকগুলি জাপানী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া ওয়াংকাংকো নামক স্থানে আসিলেন। এইখানে পূর্ব্বে একটা ষ্টেসন ছিল এবং এখনও কতকগুলি রুষ-সেনা তথায় অবস্থান করিতেছিল। জাপানিগণ কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরে রুষ সেনাপতি সামসনফ বহু সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন;— তিনি এই যুদ্ধের সংবাদ পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধ হইল। রুষগণ বলেন যে এই যুদ্ধে তাঁহারা জাপানিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন; অপরদিকে জাপানিগণ বলেন যে তাঁহারাই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন;—রুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়াছিল। কোন কথা সত্য তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। রুষের অশ্ব জাপানী অশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ও অধিক বলিষ্ঠ;—এই জন্য খুব সম্ভব এই যুদ্ধে

জাপানী অশ্বারোহীগণ রুষের দুর্দ্দান্ত কসাকদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা যদি পরাজিত হইবেন, তবে তাঁহারা যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রে রহিলেন কিরূপে! যাহারা পরাজিত হয়, তাহারা রণক্ষেত্র দখল করিয়া থাকিতে পারে না,—তাহারা পলায় ও বিজেতাগণ তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইতে থাকেন। ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রুষগণই কতকটা পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া গিয়াছিল!

এই ঘটনার পর আবার ১০।১২ দিন কাটিয়া গেল। সেনাপতি ওকু স্বয়ং অগ্রসর হইয়া পোর্ট আর্থারের চারিদিকে তাঁহার শিবির দুর্ভেদ্য করিতে লাগিলেন।

জাপানও তাঁহার সেনাপতি সম্বন্ধে এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা যায়, জাপান তাঁহার তিনটী সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রথম দল সেনাপতি কুরোকির অধীনে কোরিয়া অধিকার করিয়া, জুলু যুদ্ধ জিতিয়া, ফেংহাংচেংয়ে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে লিওযাংয়ে প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনকে সদলে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। জাপানের দ্বিতীয় সেনাদল সেনাপতি ওকুর অধীনে পোর্ট আর্থারের পশ্চাতে নামিয়া রুষদিগকে নান্‌সানের যুদ্ধে ভয়াবহ ভাবে পরাজিত করিয়া, পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিয়াছে।

সেনাপতি নজু জাপানের তৃতীয় সেনাদল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথায় আসিয়াছেন, কত সৈন্য আনিয়াছেন, কোথায় কি করিতেছেন, তাহা কেহই অবগত নহেন। পৃথিবীতে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী জারমান যুদ্ধ, রুষ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বুয়রযুদ্ধ মহাযুদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু জাপানিগণ যে যুদ্ধ-কৌশল দেখাইতেছেন এবং তাঁহাদের আয়োজনের কথা যেরূপ ভাবে গোপন রাখিতেছেন, তেমন আর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই!

মার্সাল ওয়ামা : জাপানের সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি।

[১২৯ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

এইরূপে জাপানের তিন দল সৈন্য, সংখ্যায় প্রায় দেড় লক্ষের অধিক, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে জাপান সম্রাট জগৎবিখ্যাত যোদ্ধা মার্সাল কাউণ্ট ওয়ামাকে এই সমস্ত সৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ফরাসি-জার্ম্মান যুদ্ধে মল্টকি অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; সকলে ওয়ামাকে তজ্জন্য জাপানের মল্টকি বলিয়া থাকে। এখনকার ইংরাজের প্রধান সেনাপতি হইলেন কিচ্‌নার। যিনি ওয়ামার সহকারী সেনাপতি হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন, সেই সেনাপতি কোদামা জাপানের কিচ্‌নার বলিয়া খ্যাত। জাপান সম্রাট এই সকলের উপর জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মার্সাল মারকুইস যামাগাতাকে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত করিলেন। তিনি রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন না;— টোকিও সহরে থাকিয়া রুষের স্থলস্থিত ও জলস্থিত উভয় সেনাই পরিচালিত করিতে লাগিলেন। কুরোকি, ওকু ও নজু প্রত্যেকেরই অধীনে বহু সেনা ছিল; কিন্তু তাঁহাদের তিনজনকে সমভাবে পরিচালিত করিবার জন্য একজন সেনাপতি প্রয়োজন,—তাহাই আসিলেন ওয়ামা ও কোদামা। কিন্তু এই তিন দলই জাপানের সমস্ত সেনা নহে। অসংখ্য যোদ্ধা জাপানে সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে,— প্রয়োজন হইলেই তাহারা অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইবে। তাহার পর বারুদ, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি প্রেরণ আছে;—আরও কত কি আছে তাহার সংখ্যা হয় না। এতদ্ব্যতীত জাপানের দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধপোত সকলও আছে;—ওয়ামা, কুরোকি, ওকু, নজু ও সমস্ত সৈন্য পরিচালিত করিতে পারেন, এরূপ একজন বিচক্ষণ লোকেরও আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত চারি সেনাপতি দেশের সেনার বা জাপানের নৌসেনা পরিচালিত করিতে অক্ষম। তাহাই বৃদ্ধ বিচক্ষণ যামাগাতা সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। তিনি রাজধানীতে থাকিয়া জাপানের কি স্থল-সেনা, কি নৌ-সেনা, সমস্তই সমভাবে পরিচালিত করিবেন।

অতি সুন্দর বন্দোবস্ত! উনবিংশ শতাব্দীর কোন যুদ্ধে এরূপ সুবন্দোবস্ত আর দেখা যায় নাই। এই জন্য জাপানের সমস্ত কাজই এই যুদ্ধে কলের ন্যায় চলিতেছিল; কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলতা নাই; কোন গোলমাল নাই; কোন বিবাদ বিসম্বাদ ও মতভেদ নাই! সকলেই সম্রাটকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন; তিনিও সর্ব্বদা তাঁহার অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী দিগের পরামর্শ মতে সকল কার্য্য করিতেছেন। জাপান প্রাণের জন্য লড়িতেছে; জাপান জননী জন্মভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে রক্ষা করিবার জন্য লড়িতেছে; জাপানিগণ রুষের ন্যায় পরের রাজ্য অপহরণের জন্য অগ্রসর হন নাই; তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে সভ্যতা বিগর্হিত অন্যায় যুদ্ধ করেন নাই;—কখনও পাশব প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন নাই;—তাহাই তাঁহাদের পক্ষে ভগবান সহায়!

মার্সাল ওয়ামার যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগমনে সকলেই বুঝিলেন যে আর মহাযুদ্ধের বিলম্ব নাই!

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে রুষ।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতেছে, তবুও জাপানিগণ কুরোপাট্‌কিনকে আক্রমণ করিতেছেন না। রুষ-সেনাপতি যতক্ষণ না তাঁহার অধীনে অন্ততঃ চারি লক্ষ সৈন্য সংগৃহিত হইতেছে,ততদিন জাপানিগণকে আক্রমণ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিতেছেন না। জাপানী যে এত সাহসী, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাহারা যতই সভ্যতার ভাণ করুক না, তাহারা ভিতরে ভিতরে অর্দ্ধ অসভ্যই আছে। তাহারা কখনই সুসভ্য বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধ করিতে সক্ষম

হইবে না ; কিন্তু জুলু ও নান্‌সানের দুই যুদ্ধে তাহাদের বীরত্ব ও বিচক্ষণতা দেখিয়া তাঁহার সে ভ্রমবিশ্বাস দূর হইয়াছে। তিনিও মহা বিচক্ষণ যোদ্ধা,—তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে প্রতিপদে অতি সাবধানে অগ্রসর না হইলে, ক্ষুদ্র জাপানের নিকট রুষকে চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে জাপানকে পরাজয় করিতে হইলে, বহু সেনার প্রয়োজন ; অন্ততঃ চারি লক্ষ সেনার কম তাহাদিগকে আক্রমণ করা মূর্খতা মাত্র।

রুষিয়া হইতে সৈন্য আসিতেছে ; কিন্তু যাহা আসিতেছে, তাহাও অতি ধীরে ধীরে আসিতেছে,—তথায় সকল কাজেই ঘোর বিশৃঙ্খলা ;—কোন কিছুই সুশৃঙ্খলতার সহিত হইতেছে না। তাহার পর রাজকর্ম্মচারিগণই দুই হস্তে চুরি করিতেছেন ; তাঁহারা অল্প মূল্যের জঘন্য দ্রব্যাদি রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। কুরোপাট্‌কিনের অধীনে তিন শতের অধিক কামান ছিল সত্য,—কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক অতি পুরাতন ;—তিনি নূতন কামান পুনঃ পুনঃ চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু এত দিনেও যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা আসিল না। ইহার উপর রসদেরও টানাটানি পড়িতেছিল। তিনি লিওযাংকে সর্ব্বতোভাবে মহা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া, তাঁহার পশ্চাতস্থিত রেল লাইন হারবিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সৈন্য বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন ; মুক্‌ডেন ও হারবিন দুই স্থানই মহা দুর্গে পরিণত হইল। যদি তেমন তেমন হয়, তিনি পশ্চাতে মুক্‌ডেনে এবং তথা হইতে হারবিনে আশ্রয় লইতে পারিবেন। এদিকে জাপানিগণ যতই তাহাদের দেশ ও সমুদ্র তীরস্থ বন্দর হইতে দূরে আসিয়া পড়িবে, ততই তাহাদের রসদ প্রভৃতির জন্য নানা অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তত দিনে রুষিয়া হইতেও বহু সেনা আসিয়া পড়িবে ; সুতরাং লিওযাং এবং মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিলেও হারবিনে তাহাদিগকে পরাভূত করিবার তাঁহার ষোল আনা আশা আছে। বিচক্ষণ কুরোপাট্‌কিন

এই সকল ভাবিয়া ঠিক সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা আর ভাল বন্দোবস্ত হইবার উপায় ছিল না।

কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল আলেক্জিফের সহিত কুরোপাট্কিনের মতভেদ ঘটিল। পোর্ট আর্থার আলেক্জিফের নয়নের মণি ছিল। বলিতে কি, তিনিই একরূপ এই দুর্গ ও বন্দরের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন; সুতরাং এই দুর্গ ও বন্দরের দুর্দ্দশা ঘটিলে, তাঁহার প্রাণে যে বিশেষ আঘাত লাগিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু কুরোপাট্কিনের এ বন্দরের প্রতি সে মমতা ছিল না; তিনি এই দুর্গের জন্য রুষের জগৎবিস্তৃত মান সম্ভ্রম জাপানী পদে বিসর্জ্জন দিতে পারেন না। আলেক্জিফ তাঁহাকে এই দুর্গ রক্ষার্থে সৈন্য প্রেরণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরোপাট্কিন জানিতেন যে এ কার্য্য উন্মত্ততা ভিন্ন কিছুই নহে। তাঁহার একদিকে সেনাপতি কুরোকি প্রায় ৫০ হাজার সেনা লইয়া উপস্থিত। অপর দিকে নজু কত সৈন্য লইয়া উপস্থিত, তাহা কেহ জানে না। পোর্ট আর্থারের নিকট সেনাপতি ওকুর অধীনেও ৫০।৬০ হাজার সেনা আছে। তাঁহার অধীনে দেড় লক্ষের অধিক সৈন্য নাই! এ অবস্থায় তিনি যদি তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে যাহারা পোর্ট আর্থার উদ্ধারে যাইবে, তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না;—নিশ্চয়ই জাপানী হস্তে পরাজিত হইবে। যাহারা লিওযাংয়ে থাকিবে, তাহারাও কখনই নজু ও কুরোকির হস্তে রক্ষা পাইবে না। যত দিন না তাঁহার অধীনে চারি লক্ষ সৈন্য সমবেত হয়, ততদিন তিনি লিওযাংয়ের ন্যায় দুর্ভেদ্য স্থান পরিত্যাগ করিলেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইবে। জাপান যে বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখাইয়াছে, এবং তাহারা চারিদিকে যেরূপ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এখান হইতে এক পদ

নড়াও উন্মত্ততা মাত্র। জাপানিগণ পোর্ট আর্থার দখল করিলেও রুষের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

আলেক্‌জিফ অন্যরূপ বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি পোর্ট আর্থার জাপানিগণ জয় করে, তাহা হইলে রুষের সমস্ত যুদ্ধপোত তাহাদের হস্তে পড়িবে ; তাহারা সেই সকল জাহাজ অনতিবিলম্বে মেরামত করিয়া সমুদ্র মধ্যে একাধিপত্য লাভ করিবে ;—চিরদিনের জন্য রুষের মান সম্ভ্রম এ প্রদেশে সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে ;—এমন কি চীনেগণও আর তাহাদিগকে মানিবে না। এত পরিশ্রমে, এত যত্নে, এত অর্থ ব্যয়ে রুষ এ দিকে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হইবে। কুরোপাট্‌কিনের আর এক দিনও নীরবে বসিয়া থাকা উচিত নহে। তাঁহার ইতিপূর্ব্বেই ওকুকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করা উচিত ছিল। কুরোপাট্‌কিন যদি ইহা করিতেন, তাহা হইলে জাপানিগণ কখনই নান্‌সানের যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিত না। পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য তাঁহার আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নহে।"

এই সময়ে রুষ-সেনাপতি একজন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম মাসে লোকে বলিবে আমি অনর্থক নিষ্কর্ম্মা বসিয়া আছি ;—দ্বিতীয় মাসে বলিবে আমি অপদার্থ ;—তৃতীয় মাসে বলিবে আমি বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী। যে যাহাই বলুক, আমি যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা হইতে এক পদও বিচলিত হইব না। জুলাই মাসে আমার সেনাসজ্জা সম্পূর্ণ হইবে,—তখন আমি যুদ্ধ আরম্ভ করিব।"

আলেক্‌জিফ এ কথা শুনিলেন না। তাহাই ২৭শে মে কুরোপাট্‌কিন মুক্‌ডেনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে রুষের গভর্ণর-জেনারেল মহা সমারোহে বাস করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া কুরোপাট্‌কিন ভ্রুকুটি করিয়া আলেক্‌জিফের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়েই রুষ-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ;—উভয়েই জগৎবিখ্যাত ;—তবে কুরোপাট্‌কিন কার্য্য

দেখাইয়া নিজ অতুলনীয় শক্তিবলে রুষের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন;—আর আলেক্‌জিফ নিজ বুদ্ধিবলে ও চতুরতায় রুষের পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের একছত্রা অধিপতি হইয়াছিলেন,—উভয়েই প্রকৃত বড় লোক।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ের তর্ক বিতর্ক বাকবিতণ্ডা হইল, কিন্তু কুরোপাট্‌কিন কিছুতেই আলেক্‌জিফের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। তখন এই বিবাদস্থলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার ভার সম্রাটের উপর স্থাপন করিয়া, উভয়েই বিস্তৃত টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাটকে প্রেরণ করিলেন। লিওযাং হইতে এখন বাহির হইলে যে সমূহ বিপদ আছে, কুরোপাট্‌কিন তাহাও বিশেষ করিয়া জানাইলেন।

সম্রাট নিকোলাস উভয়ের টেলিগ্রাফ পাইয়া তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই কথা গুরুতর। পোর্ট আর্থার গেলে রুষের আর কিছুই প্রতিপত্তি থাকিবে না! অপর দিকে বিচক্ষণ সেনাপতি বলিতেছেন যে এ সময়ে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

সম্রাট নিকোলাস ভাল মানুষ লোক; তাঁহার পারিষদবর্গের মধ্যে আলেক্‌জিফের লোক ছিল; তাহাদের সাহায্যেই তিনি মাঞ্চুরিয়ায় একছত্রা অধিপতি ও সম্রাটের প্রতিনিধি হইতে পারিয়াছিলেন। আজ তাহাদের সাহায্যেই তাঁহার কুরোপাট্‌কিনের উপর জয় হইল। সম্রাট সেনাপতিকে যে কোন প্রকারে পোর্ট আর্থার উদ্ধার করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

সে আজ্ঞা পাইয়া বিচক্ষণ বীর কুরোপাট্‌কিনের মনের যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তিনি বেশ জানেন যে সম্রাটের এ আজ্ঞা পালন করিতে গেলে, তাঁহাকে অবধারিত পরাজিত হইতে হইবে। যদি কোন অত্যাশ্চর্য্য কারণে দৈবক্রমে তাঁ

জয় হয়, তাহা হইলেও তাঁহার প্রশংসা কিছু নাই। সকলেই বলিবে যে তিনি স্বইচ্ছায় স্ববুদ্ধিতে এ কাজ করেন নাই,—সম্রাটের হুকুমে করিয়াছেন! আর কখনও কোনও সেনাপতি এ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন কিনা সন্দেহ! কিন্তু সম্রাটের হুকুম;—অমান্য করিবার উপায় নাই। কুরোপাট্‌কিন অতি দুঃখিতান্তঃকরণে তাঁহার লিওযাংস্থিত সৈন্যগণের মধ্য হইতে এক দল সৈন্য,—প্রায় তাঁহার সমস্ত সেনার অর্দ্ধেক,—পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

রুষ-সেনাপতি বিশৃঙ্খলার ভিতর সুশৃঙ্খলা আনিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ দেড় লক্ষ সৈন্য তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এখনও বহু দূর পর্য্যন্ত পোর্ট আর্থারের দিকে রেলপথ আছে;—সেনাপতি এই পথে পোর্ট আর্থার উদ্ধারের জন্য সেনা পাঠাইলেন। সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ ৩০ হাজারের অধিক সৈন্য ও তদুপযুক্ত কামান প্রভৃতি লইয়া পোর্ট আর্থারের দিকে চলিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানিগণ সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পোর্ট আর্থার বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল;—এক্ষণে রুষগণ তেলিস্থু নামক স্থানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তাহাদের পশ্চাতে লিওযাং পর্য্যন্ত রেল আছে, সুতরাং তাহারা ইচ্ছামত সৈন্য লিওযাং হইতে আনয়ন করিতে পারে। রুষগণ এইখানে আসিয়া, তাঁহাদের শিবির সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সসৈন্যে নজু কোন্ স্থানে আছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না, সুতরাং পোর্ট আর্থার উদ্ধারে না গিয়া, তাঁহারা কেন এখানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, তাহা বলা যায় না।

৩০।৪০ হাজার সৈন্য অল্প পরিসর জমিতে থাকিতে পারে না; সুতরাং রুষ সৈন্য অনেক মাইল স্থান জুড়িয়া শিবির পাতিল। স্থানটী সমস্তই ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ। কোথায় গভীর খাদ,—

কোথায়ও আবার উচ্চ পর্ব্বত,—এরূপ দুর্গম স্থানে শত্রু আসিলে, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যে কত কঠিন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই ভয়াবহ দুর্গম স্থানে রুষগণ আসিয়া আশ্রয় লইল। ১৩ই জুন তারিখে তাহাদের ৩০।৪০ হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ আসিয়া এই স্থানে সমবেত হইল।

পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি রুষ-সেনা ওকুর সেনাদলের সম্মুখে পাহারায় ছিল; তাহাদের পশ্চাতে কি হইতেছে, জাপানিগণ তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না; তবে তাঁহারা জানিতেন যে রুষগণ চিরকাল নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবে না, নিশ্চয়ই স্থলপথে পোর্ট আর্থার উদ্ধারের চেষ্টা পাইবে; সুতরাং যখন ওকু রুষ-সেনার তেলিস্সুতে আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি একেবারেই বিস্মিত হইলেন না। তিনিও ইহাই চাহিতে ছিলেন। পোর্টআর্থার দুর্ভেদ্য ভীষণ দুর্গ সকলে চারিদিকে বেষ্টিত ছিল। সুতরাং পোর্টআর্থার একদিনে জয় হইবে না। হয়তো যুদ্ধ করিয়া ইহা জয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। বহুমাসে যখন দুর্গের সমস্ত আহারাদি ফুরাইয়া যাইবে, তখনই হয়তো কেবল দুর্গস্থ রুষ আত্মসমর্পণ করিবে। এই জন্য কত কালে যে পোর্ট আর্থার দুর্গ জয় হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। ওকু যত দিন না কুরোকি ও নজুর সহিত মিলিত হইতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাকেও হস্তপদ বদ্ধ হইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে হইতেছে, সুতরাং রুষের আগমনে তিনি সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। যদি কোনরূপে তিনি রুষকে এই যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আরও অগ্রসর হইয়া নজু ও কুরোকির সহিত মিলিত হইতে পারিবেন। তখন তাঁহারা তিন দিক হইতে তিন জনে লিওযাং আক্রমণ করিতে সক্ষম হইবেন। অন্যে হয়তো ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু ওকু এক মুহূর্ত্তের

জন্যও ইতস্ততঃ করিলেন না; তিনি যথেষ্ট সৈন্য পোর্টআর্থার বেষ্টনে নিযুক্ত রাখিয়া, তেলিস্থ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখনও পোর্ট আর্থারে যথেষ্ট রুষ-সৈন্য ছিল,—এরূপ সময়ে নিশ্চয়ই তাহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিবে না,—জাপানিদিগকে আক্রমণ করিবে। সকল বন্দোবস্ত পাকা করিয়া, ১৩ই জুন ওকু যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তেলিস্থর যুদ্ধ।

জাপানিগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া আধুনিক সকল প্রকার যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইয়োরোপের যে জাতি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সেই জাতিরই প্রথায় নিজ সেনা-মণ্ডলীকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নৌযুদ্ধ সম্বন্ধে সকল বিষয়ে ইংলণ্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহারা ইংলণ্ডের অনুকরণ না করিয়া জার্ম্মানির অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জার্ম্মানির প্রধান রণবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মেজর জেনারেল মিকেলের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক গুরুভক্তি ছিল,—তজ্জন্য ক্সলু-যুদ্ধ জয় করিয়া তাঁহারা গুরুকে তারে সংবাদ পাঠাইলেন, "আপনারই শিক্ষায় আজ আমরা পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইলাম।" বলা বাহুল্য ইহাতে জেনারেল মিকেল যারপরনাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন।

ক্সলু-যুদ্ধে যেমন কুরোকির সেনা তিন দলে বিভক্ত হইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, আজ ওকুও সেইরূপ তাঁহার সেনা তিন দলে বিভক্ত করিয়া রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এক

দল সম্মুখে অগ্রসর হইল। অপর দুই দল বামে ও দক্ষিণে গিয়া তেলিস্যুর দিকে অভিযান করিল। পোর্ট আদম হইতে পিস্যুও পর্য্যন্ত,—সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত,—জাপানিগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। দুই বন্দরেই জাপান হইতে অগণিত সৈন্য ও রসদ আসিতেছিল,—সুতরাং ওকু পোর্টআর্থার দুর্গের সৈন্যগণকে দমন রাখিবার জন্য যথোচিত সেনা রাখিয়া, বহু সৈন্য লইয়া তেলিস্যুর দিকে চলিলেন।

এইরূপ তিন দলে সৈন্য লইয়া যাইবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যের দল শত্রুগণকে আক্রমণ করিবে,—আর দুই দল অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে একেবারে ঘেরিয়া ফেলিয়া, চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবে। উভয় পক্ষেই শতাধিক করিয়া কামান ছিল। রুষগণ বলেন যে, এই যুদ্ধে তাঁহাদের একশত এবং জাপানিদিগের দুইশত কামান ছিল। যাহাই হউক,—জাপানী কামান রুষ কামান হইতে যে শ্রেষ্ঠ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রুষগণ তেলিস্যুতে সেনানিবেশ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু সম্মুখে স্থানে স্থানে অনেক সৈন্য পাহারায় ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের কসাক অশ্বারোহীগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া শত্রুদিগের তত্তানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল। ১৪ই জুন তারিখে জাপানিগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া ইহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য করিলেন। বেলা তিনটার সময় দুই পক্ষ সম্মুখীন হইলেন। তখন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিল।

রুষ-প্রহরীদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে জাপানী মধ্য ও দক্ষিণ সেনাদল নিযুক্ত ছিল; তাঁহাদের বামদল রুষ-সেনা দূর করিয়া তাহাদের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইতেছিল;—ইহার মধ্যেই তিন দলই উচ্চস্থানে তাহাদের কামান সকল সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই সকল জাপানী কামান রুষের উপর অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; কিন্তু অন্ধকার না হওয়া পর্য্যন্ত আর

জাপানিগণ অগ্রসর হইলেন না। রাত্রি হইলে জাপানী মধ্যদল উত্তর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল; বামদল উত্তর পূর্ব্বদিকে চলিল। কেবল দক্ষিণদল তথায় থাকিয়া রুষসেনার বামভাগ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রুষগণকে ঘেরিয়া ফেলাই এইরূপ অভিযানের উদ্দেশ্য।

সমস্ত রাত্রি জাপানিগণ চলিয়া প্রায় দুই দিক দিয়া রুষগণকে ঘেরিল। তাহারা রুষসেনার দুই পার্শ্বে কামান সজ্জিত করিল। ভোর হইবা মাত্র জাপানী বামদল ও মধ্যদল রুষসেনার উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু রুষগণও নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল না;— তাহারাও জাপানের দক্ষিণদলকে ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইল। দুই দলেই মহাযুদ্ধ হইল। জাপানের এই দলের শত শত সেনা হত ও আহত হইতে লাগিল। জাপানের তিন দল সেনার পশ্চাতে সেনাপতি আরও অনেক সৈন্য রাখিয়াছিলেন,—প্রয়োজনমত তাহারা অগ্রসর হইয়া সম্মুখস্থ সেনাগণের সাহায্যে ছুটিল। এই যুদ্ধের সময় জাপানের মধ্যদল এমনই বিধ্যস্ত হইল যে দুইবার পশ্চাতস্থিত সেনাগণ তাহাদের সাহায্যে আসিতে বাধ্য হইল! কিন্তু তবুও জাপানিগণ স্থানচ্যুত হইল না। বেলা তিনটার সময় রুষগণ বুঝিলেন যে তাঁহারা আর জাপানের দক্ষিণ সেনাদলকে ঘেরাও করিতে সক্ষম হইবেন না! জাপানী বাম ও মধ্যদল তাঁহাদের দুই পার্শ্ব আক্রমণ করিয়াছে;— রুষসেনা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে;—সেইদিকে যথাসাধ্য সেনা প্রেরণ আবশ্যক। রুষগণ তখন সম্মুখস্থ জাপানিগণকে ঘেরিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন।

রুষসেনার পশ্চাতে সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ বহু অশ্বারোহী রাখিয়াছিলেন। যেখানে প্রয়োজন হইবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ তাহারা সাহায্যে গমন করিবে;—এইজন্য তাহারা নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল;—কিন্তু

এই সময়ে বহুদুর ঘুরিয়া জাপানী বামদল আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। জাপানিগণ কেবল "সার্পনেল" গোলা ছুড়িতেছে। এই ভয়াবহ গোলা শত সহস্র গুলি ও ছোরা ছুরিতে পূর্ণ। ইহারা নিক্ষিপ্ত হইলে, মাথার উপর আসিয়া ফাটিয়া যায় ;—তখন সহস্র গুলি ও ছোরা ছুরি সৈন্যগণের মধ্যে তীরবেগে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে,—একটী গোলাতেই শত শত লোক প্রাণ হারায়। রুষ-অশ্বারোহীগণের মধ্যে মিনিটে মিনিটে এই ভয়াবহ "সার্পনেল" পতিত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছিল,—অথচ তাহারা জাপানিদিগের কিছুই করিতে পারিতেছে না।

জাপানী বামদল এখনও রুষগণের ঠিক পশ্চাতে আসিতে পারে নাই ; তেলিস্যু হইতে লিওযাং পর্য্যন্ত রেল তখনও চলিতেছে। এই যুদ্ধের সময় একদল রুষসৈন্য লিওযাং হইতে রেলপথে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিকে যুদ্ধ হইতেছে,—অপরদিকে রেলে দলে দলে সেনা আসিয়া যুদ্ধে যোগদান করিতেছে,—বোধ হয় এ দৃশ্য এই প্রথম।

কিন্তু যুদ্ধও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। জাপানী বামদল ও মধ্যদলকে রুষ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না,—কেবল দক্ষিণ দল টলমল করিতেছে। ইহাতে রুষের আর যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। আর বিলম্ব করিলে জাপানিগণ তাহাদিগকে একবারে ঘেরিয়া ফেলিবে,—তখন মৃত্যু বা আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় থাকিবে না। রুষ-সেনাপতি তাহা বুঝিলেন। তাহাই তিনি সময় থাকিতে থাকিতে সেনাগণকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন ; কিন্তু সম্মুখে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রেল ষ্টেসনে কয়েক খানা ট্রেন সজ্জিত ছিল,—তাহাতে আহতগণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি বোঝাই হইল ;—তখন সেই সকল গাড়ী একে একে ছাড়িতে লাগিল ; কিন্তু ইহারই মধ্যে ষ্টেসনের উপর জাপানী গোলা পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

রুষ ও জাপানী অশ্বারোহীগণের পরস্পর আক্রমণ।

[১৪০ পৃষ্ঠা।]

জাপানিগণ আরও অগ্রসর হইয়াছে! চারিদিকে তাহাদের ভয়াবহ গোলা ও সার্পনেল পড়িয়া রুষদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে! জাপানী কামান রুষ কামান হইতে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ ছিল; তাহাদের গোলায় কেবল যে শত শত রুষ হতাহত হইতেছিল তাহা নহে, তাহাদের অধিকাংশ কামান চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল।

রুষগণ জাপানের গোলা ও গুলির সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া লিওযাংয়ের দিকে চলিল! তাহাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা হয় না! যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। পশ্চাতে জাপানিগণ তেলিস্থ দখল করিয়া সহরের উপর জয়পতাকা উড়াইয়া "বানজাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিতেছে! ভীত পলাতক রুষগণ ব্যাকুল ভাবে মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ দিকে চাহিতেছে! সকল যুদ্ধেই পশ্চাতে অশ্বারোহী সেনাগণ দণ্ডায়মান থাকে; শত্রুগণ রণভঙ্গ দিলে, তাহারা পলাতক হতভাগ্যগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ বল্লম দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বা তরবারে কাটিয়া নাশ করিতে থাকে। পলাতক রুষগণ ভাবিয়াছিল যে তাহাদের পশ্চাতে জাপানী অশ্বারোহীগণ ছুটিয়াছে;—তাহাই তাহারা ব্যাকুল ভাবে পশ্চাৎ দিকে চাহিতেছিল; কিন্তু তাহারা কোন জাপানী অশ্বারোহী দেখিতে পাইল না;—এমন কি পশ্চাতে কোন অশ্বের পদ শব্দও শুনিতে পাইল না। তাহারা একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহাদের বিস্ময়ভাব পর মুহূর্ত্তেই এক ভয়াবহ আর্ত্তনাদে পরিণত হইল। পূর্ব্বে সকলেই অশ্বারোহী দ্বারা পলাতক শত্রুকে ধ্বংস করিতেন,—জাপান এই প্রথম এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা কয়েকটা কামান সম্মুখস্থ পাহাড়ে টানিয়া তুলিয়া পলাতক রুষগণের প্রতি গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ যে অতি ভয়াবহ ব্যাপার! অশ্বারোহী আসিলে হাতাহাতি যুদ্ধ চলে,—ইহাতে যে কেবলই মৃত্যু! জাপানী গোলায়

পলাতক রুষগণের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহারা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল,—শত শত হতাহত হইল! তেলিস্সু হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত পথ রুষ মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া এক বিভীষিকায় পরিণত হইল! এই সময়ে সহসা প্রবল ঝড়, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় রুষগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি পাইল। এই একদিনের যুদ্ধে তাহাদের ৬।৭ হাজার সেনা প্রাণ হারাইল। জাপানিগণ বলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের এক সহস্র সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। টোগোর হস্তে পোর্ট আর্থার বন্দরে, অথবা কুরোকির হস্তে জুলু নদীর তীরে, এমন কি নান্‌সানের যুদ্ধেও রুষের এরূপ ভয়াবহ দুর্দ্দশা ঘটে নাই! আজ তেলিস্সুর যুদ্ধে যাহা হইল, তাহা আর পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। এইরূপ ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই বিচক্ষণ কুরোপাট্‌কিন পোর্ট আর্থারের সাহায্যে সৈন্য পাঠাইতে এত আপত্তি করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিলে, তাঁহাকে জাপানের নিকট এত লাঞ্ছিত হইতে হইত না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ওকুর অভিযান।

অন্যান্য যুদ্ধে জয়ীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া পলাতক শত্রুর অনুসরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু জাপান এ বিষয়েও এক নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত রুষের সহিত যে কয়টী যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে [illegible] জয়ী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ শত্রুর অনুসরণ করিলেন না। জুলু যুদ্ধে ও নান্‌সান যুদ্ধে তাঁহারা যুদ্ধ জয়ের পর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তাহার পর পরে সকল বন্দোবস্ত স্থির করিয়া

তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। এবারও তাঁহারা ঠিক সেইরূপই করিলেন। রুষগণ রণে ভঙ্গ দিলে, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রি যাপন করিলেন,—তাঁহাদের কোন বিষয়ে ব্যস্ততা নাই।

পরদিন সেনাপতি ওকু মৃতদিগের সমাধি দিলেন। আহতদিগকে পশ্চাতে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণ সসম্মানে রুষ মৃতদেহেরও সমাধি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইলে, তখন ওকু আবার সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

রুষগণ পলাইয়া তেলিস্থ ও লিওযাংয়ের মধ্যস্থিত কাইচো নামক স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। স্বয়ং সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন এই স্থানে আসিয়া ভগ্নোদ্যম সেনাগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া গেলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা শীঘ্রই জাপানের যুদ্ধপিপাসা মিটাইয়া দিব। যদি আমরা এ কার্য্যে সক্ষম না হই, তাহা হইলে আমাদের দেশে ফিরিবার আর মুখ থাকিবে না।"

ওকু এক্ষণে এই কাইচোর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এতই ধীর গতিতে যাইতেছিলেন যে ২১শে জুন,—যুদ্ধের ছয় দিন পরে,—তেলিস্থ হইতে কাইচোর দিকে কেবলমাত্র ৩০ মাইল অগ্রসর হইলেন! এইরূপ অতি ধীরভাবে গমনের ওকুর কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, এক্ষণে দিন রাত্রি বৃষ্টি হইতেছে;—এদেশে বর্ষা নামিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সেনাপতি যেমন অগ্রসর হইতেছেন, তেমনই তিনি পশ্চাতে নানা স্থানে সৈন্য স্থাপন করিতেছেন। তিনি সমুদ্রের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। সমুদ্রতীরে নানা বন্দর,—পোর্ট আর্থারে রুষ রণপোত আবদ্ধ,—সুতরাং এই সকল বন্দরে রসদ লইয়া জাপানী জাহাজ নিরাপদে আসিতেছিল,—ওকুর কিছুরই অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই দুই কারণ ব্যতীতও তাঁহার এইরূপ ধীরে অগ্রসর হইবার দুই কারণ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, কুরোকি কেংহাংচেংয়ে শিবির সন্নিবেশ

করিয়া বসিয়া আছেন। আমরা ইহাও জানি, সেনাপতি নজু জাপানের ৩নং সেনাদল লইয়া টাকুসান বন্দরে নামিয়াছেন। ওকু যে সসৈন্যে কাইচো ও লিওযাংয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা তিনি তাঁহাদের সংবাদ দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার অপর দুই দলের সহিত মিলিত হইবারই প্রথম ইচ্ছা। একবার তিন দল মিলিত হইলে, তখন সকলে সমভাবে চারিদিক হইতে কুরোপাট্‌কিনকে আক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্যই এই বিলম্ব। অতি বিচক্ষণতার সহিত জাপানিগণ চারিদিক হইতে রুষগণকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। ওকু অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া, কুরোকি ও নজুও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

২১শে জুন প্রাতে ওকু কাইচো অভিমুখে চলিলেন। তিরিশ চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে কম পক্ষে চার পাঁচ ক্রোশ স্থানের প্রয়োজন। এই বিস্তৃত জাপান সেনামণ্ডলীর সম্মুখভাগে ১৫০ ফুট অন্তর বরাবর শ্রেণীবদ্ধভাবে দলে দলে সৈন্যগণ প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছে। পশ্চাতে জাপানসেনা রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতেছে। তাহারা জানে তাহাদের প্রহরিগণ থাকিতে, তাহাদের শত্রুগণ কখনই হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

ইহাদের পশ্চাতেই ওকুর সেনার প্রথম অগ্রবর্ত্তী দল ছিল। এই দলের সেনাপতি ২১শে প্রাতঃকালে প্রহরীগণকে পশ্চাৎপদ হইতে বলিলেন;—তাহারা তৎক্ষণাৎ সেনাদলে আসিয়া মিলিত হইল। তখন বেলা ৮টার সময় ওকুর প্রথম অগ্রবর্ত্তী দল ধীর পদক্ষেপে কাইচোর দিকে অভিযান করিল। পশ্চাতে ওকুর সমস্ত সেনা;—অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ,—অতি সুশৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। সকলের সঙ্গেই পরদিনের রসদ ও বহু গোলা গুলি যুদ্ধ উপকরণ আছে। তৎপশ্চাতে হাঁসপাতাল,—রসদের কুলি,—তৎ-

পশ্চাতে ইঞ্জিনিয়ারগণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁ বসাইতে বসাইতে আসিতেছেন।

সম্মুখে স্থানে স্থানে রুষসেনা পাহারায় ছিল। কসাক অশ্বারোহীগণও ঘুরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে জাপানিগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়ায় গুলি চলাচলও ঘটিল, কিন্তু জাপানিগণ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, রুষগণও ততই সানজাওচেন নামক স্থানের দিকে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তাহাতেই জাপানিগণ স্থির করিলেন যে এইখানে নিশ্চয়ই বহু রুষ-সেনা আছে; তাহাই রুষেরা তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া সানজাও-চেনের দিকে লইয়া যাইতেছে। এইজন্য ওকু তাঁহার সমস্ত সেনা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া এইস্থানের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহার বৃথা যুদ্ধসজ্জা হইয়াছে! রুষগণ এখানে আদৌ নাই;—তাহারা সানজাওচেন পরিত্যাগ করিয়া কাইচো প্রস্থান করিয়াছে।

ওকু কালবিলম্ব না করিয়া অগ্রসর হইলেন। ক্রমে তিনি সানজাওচেনের নিকটস্থ হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার শিবির হইতে রুষের শিবিরের মধ্যে প্রায় ১২ মাইল ব্যবধান রহিল। উভয় পক্ষেই সম্মুখে নানা স্থানে সেনাদল পাহারার জন্য স্থাপিত করিলেন। মধ্যে মধ্যে এই সকল দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ঘটিতে লাগিল। এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল।

এদিকে নীরবে ধীরে ধীরে জাপান এত দিন যাহা করিতেছিলেন, তাহাও সিদ্ধ হইল। কুরোকি সসৈন্যে ফেংহাংচেংয়ে অবস্থিত ছিলেন; বহু দূরে টাকুসান বন্দরে নজু সসৈন্যে আগমন করিয়াছিলেন। এতদিনে ওকুও রুষদিগকে তাড়াইয়া কাইচোতে তাঁহার অগণিত সেনা আনিয়া ফেলিলেন। তিনি যে কেবল এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহা নহে;—যাহাতে তাঁহার সহিত নজু ও কুরোকির সেনা মিলিতে পারে, তিনি তাহারই চেষ্টা পাইতে-ছিলেন। কুরোকি ও নজুও চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। কুরোকি

তাঁহার সেনা ক্রমে দক্ষিণে টাকুসানের দিকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে নজুও পূর্ব্বে কাইচোর দিকে সৈন্য বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুরোকির সেনা নজুর সেনার সহিত মিলিত হইল,—নজুর সেনাও ওকুর সেনার সহিত সম্মিলিত হইয়া পড়িল। এক্ষণে সমস্ত জাপানী সেনা পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া গেল ;—প্রায় ৫০০ মাইল লইয়া এ সেনা সন্নিবেশ ঘটিল !

তবে এখনও জাপানের তিন সৈন্যদল একত্রে রুষকে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই ; তাই সেনাপতি ওকু আর অগ্রসর না হইয়া কাইচো হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কেন ওকু অগ্রসর হইতেছেন না, তাহা কেহই অবগত নহে ; রুষেরাও তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আর সাহস করিতেছেন না। এইরূপে প্রায় ১০।১৫ দিন অতীত হইয়া গেল ;—ওকু নড়িলেন না।

তাঁহার না নড়িবার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি জানিতেন, রুষগণ কাইচোতে যুদ্ধ করিবেন না,—করিলেও তাহা অতি সামান্য যুদ্ধ হইবে। রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া তাঁহাদের দুর্ভেদ্য লিওযাংয়ে আশ্রয় লইবেন। সেইখানেই একটা মহাযুদ্ধ হইবে ;—সুতরাং জাপানের সমস্ত সৈন্য সেই যুদ্ধের জন্য যত দিনে না সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে পারিতেছে, তত দিন ওকুর আর অগ্রসর হওয়া বৃথা ! এই সমস্ত দলের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসিতেছেন জাপানের প্রধান যোদ্ধা বৃদ্ধ মার্সাল ওয়ামা। তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন ব্যারণ কোদামা ;—তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, তাঁহার আর অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার সেনাদলের সহিত নজু ও কুরোকির সেনাদলের সম্মিলন হইয়াছে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র ;—কুরোকি অগ্রসর হইয়াছেন ;—তিনি যতদিন পথিমধ্যস্থ রুষদিগকে দূর করিতে না পারিতেছেন,

ততদিন তাঁহার লিওযাং আক্রমণের আশা নাই। জাপানী সেনার সমস্ত দল এক সময়ে একত্রে লিওযাং আক্রমণ করিয়া, রুষকে লাঞ্ছিত করিবে,—ইহাতে তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ নাই। তাহাই ওকু তাঁহার শিবিরে নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন। এক্ষণে তাঁহার পশ্চাতে টেলিগ্রাফ লাইন পোর্ট আদম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই পোর্ট আর্থারের সংবাদ পাইতেছেন। এদিকে তিনি কুরোকি ও নজুর সমস্ত সংবাদ পাইতেছেন। তাঁহার রসদেরও অভাব নাই;—সুতরাং তিনি স্থিরচিত্তে কুরোকি ও নজুর লিওযাংয়ের নিকট আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন! তিনি রুষের এই অভেদ্য লিওযাংয়ের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু কুরোকি ও নজু এখনও বহু দূরে রহিয়াছেন। ১৫ই তেলিস্সুর যুদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে ৭।৮ই জুলাই হইয়া গেল,—তবুও ওকু এক পদও অগ্রসর হইলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সৈন্যের সহিত রুষদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, এই মাত্র। এক্ষণে কুরোকি ও নজু কি করিতেছিলেন, তাহাই আমরা দেখিব।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধক্ষেত্র।

ওকু কাইচোর সম্মুখে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এতদিন কুরোকি কি করিতেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই দেখিব। তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না। ফেংহাংচেং হইতে জুলু নদীর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারগণ সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। সেই রাস্তা ওপারে উইজু হইতে পিংযাং ও পিংযাং হইতে চিনাম্‌পো

বন্দর পর্য্যন্ত সুন্দর সুপ্রশস্ত রাস্তায় পরিণত হইয়াছিল। মধ্যে জাপানিগণ অনেক ছোট বড় পোল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। চিনাম্‌পো বন্দর হইতে একটী ছোট রেল পিংয়াং হইয়া প্রায় উইজু আসিয়াছে। জুলু নদীর অপর পারস্থ আংটং হইতেও ফেংহাংচেং পর্য্যন্ত এইরূপ ছোট লাইন স্থাপিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কুরোকি তাঁহার পশ্চাতে পিংযাং পর্য্যন্ত পথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বরাবর একটী দুর্গের সারি চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইলেও এক্ষণে প্রতিপদে রুষকে জাপানিদিগের সহিত দুর্গে দুর্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হটাইতে হইবে! পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার আর কোন যুদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায় নাই! জাপানিগণ কোন কাজই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। কুরোকি যাহা করিয়াছেন, কোন জাতির কোন সেনাপতি পূর্ব্বে আর তাহা করেন নাই।

লিওযাংয়ে স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে ছিলেন;—কিন্তু তাঁহার সেনা হাইচেং, সাইমাট্‌সি, সিউজেন প্রভৃতি স্থানেও ছিল। এই সকল স্থান হইতেই পথ লিওযাং বা মুকৃডেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সুতরাং জাপানিগণ এই সকল স্থান দখল করিলে, তখন তাহাদের আর লিওযাং আক্রমণ করিতে কোন বিঘ্ন থাকিবে না।

কুরোকি ৬ই জুন চারি দল সৈন্য চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। এক দল সাইমাট্‌সির দিকে চলিল। এক দল সিউজেনের দিকে গমন করিল। অপর দুই দল লিওযাং ও হাইচেংয়ের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা সম্মুখস্থ রুষ-প্রহরী সেনাদিগকে দূর করিয়া দিবে,—এই আজ্ঞা লইয়া অভিযান করিল।

৭ই জুন জাপানিগণ ভয়াবহ যুদ্ধের পর সাইমাট্‌সি দখল করিল। এই যুদ্ধে তিন জন জাপানী হত ও ২৪ জন আহত হইয়াছিল। রুষদিগের ২৩টী মৃতদেহ রণ স্থলে পতিত ছিল। এতদ্ব্যতীত দুই জন সেনাধ্যক্ষ

ও পাঁচ জন সৈনিক জাপানী হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু রুষগণ শীঘ্রই আবার জাপানিগণকে এখান হইতে দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তবে জাপানিগণ এস্থান অধিকার করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন না। ২৫শে জুন তাঁহারা এই স্থান সম্পূর্ণ দখল করিয়া লইলেন। সাইমাট্সি হইতে রাস্তা মুকৃডেন ও লিওযাং গিয়াছে;— সুতরাং জাপানিগণ এক্ষণে পার্ব্বত্য পথ ত্যাগ করিয়া অনায়াসে লিওযাং বা মুকৃডেনে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

৮ই জুন যে জাপানী দল সিউজেনের দিকে গিয়াছিল, তাহারা সে সহর দখল করিয়া বসিল। এইখানে ৪০০০ রুষ অশ্বারোহী ও ছয়টা কামান ছিল। ইহা সত্বেও রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। সিউজেন হইতে কাইচো ও হাইচেং পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা ছিল; সুতরাং কুরোকির সেনা এক্ষণে অনায়াসেই কাইচোস্থিত ওকু সেনার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে।

যে দুই দল হাইচেং ও লিওযাংয়ের দিকে গিয়াছিল, তাহারা কোন বিশেষ স্থান অধিকার না করিলেও রুষগণ লিওযাংয়ে কিরূপ ভাবে সজ্জা করিয়াছে, তাহার অনেক সন্ধান লইয়া ফিরিল। এইরূপে সমস্ত জুন মাস ধরিয়া ফেংহাংচেংয়ের সম্মুখে রুষ-জাপানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। তাহা কেবল উভয় পক্ষেই সাক্ষাৎ হইলে কিঞ্চিত গোলাগুলি নিক্ষেপ মাত্র;—তাহাদিগকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা যায় না।

২২শে জুন রুষগণ সাইমাট্সির জাপানিগণকে সহসা আক্রমণ করিল। তাহাদের সহিত প্রায় চারি হাজার অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য ছিল, কিন্তু সমস্ত দিনেও রুষগণ কোনরূপে জাপানি-গণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না; তখন সন্ধ্যার সময় তাহারা ভগ্নহৃদয়ে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে মাঞ্চুরিয়ায় প্রবল বেগে বর্ষা নামিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি

হইতে আরম্ভ করিল। চারিদিকেই পাহাড়,—সেই পাহাড় হইতে শত শত নদী চারিদিকে ছুটিল। লিওযাংয়ের চারিদিক জল-প্লাবনে ডুবিয়া গেল! এই কাদায় ও বৃষ্টিতে রুষ-সেনাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। এই প্রবল বর্ষায় জাপানিগণেরও যে কষ্ট হইল না, তাহা নহে; তবে তাহারা পাহাড়ের দিকে ছিল,—তথায় জল দাঁড়াইল না,—তাহাতেই তাহাদিগকে সর্ব্বদা হাঁটু সমান কাদায় বাস করিতে হইল না।

রুষ ও জাপানী সেনার মধ্যে মাঞ্চুরিয়াতে তিনটী দুর্গম পার্ব্বত্য পথ ছিল। এই তিনটী পার না হইতে পারিলে, কুরোকির বা টাকুসানের জাপানিগণের লিওযাংয়ে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার উপায় ছিল না। বিশেষতঃ মধ্যে ফেনসুইলিং পার্ব্বত্য পথ উত্তীর্ণ না হইলে, কুরোকির সৈন্য টাকুসানের সেনার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহাতে এই দুই দল জাপানী সেনা মিলিত হইতে না পারে, তাহারই জন্য এই পার্ব্বত্য পথে তিন মাস ধরিয়া রুষগণ নানা আয়োজন করিতে ছিলেন। তাঁহারা এই পথে কয়েকটা দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা এখানে ১৪ দল পদাতিক ও তিনদল অশ্বারোহী এবং ৩০টা বড় বড় কামান রাখিয়াছিলেন; সুতরাং সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া এই দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য পথ দখল করা কাহারও সাধ্যায়ত্ব ছিল না। জাপানিগণ তাহা বেশ বুঝিলেন; তাহাই তাঁহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে, দুইদিক হইতে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিলেন। জাপানের টাকুসানের সেনাদল তিন বৃহৎ দলে বিভক্ত হইল। কর্ণেল কামাদা এক দল লইয়া পশ্চিম দিকের পর্ব্বত শ্রেণী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল আসাদা পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতের দিকে চলিলেন। আর সেনাপতি মারিউ অনেক দূর ঘুরিয়া শত্রুগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের চেষ্টায় চলিলেন। ইহাঁদের অগ্রে অগ্রে আরও

একদল জাপানি সেনা চলিল ;—তাহারা পশ্চিম দিকের পর্ব্বতশ্রেণী দখল করিবে ;—তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া মারিউ রুষদিগের অজ্ঞাতসারে তাহাদের পশ্চাতে গিয়া পড়িবেন। এরূপ যুদ্ধের বন্দোবস্ত আর কোন জাতি এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই! ২৬শে এই দল রুষদিগকে আক্রমণ করিল,—কিন্তু সে দিন কাহারও জয় পরাজয় হইল না। জাপানিগণ সে দিন কোন প্রকারেই পাহাড় অধিকার করিতে পারিল না। এইস্থানে তিনদল রুষ সেনা ও আটটা কামান ছিল। যখন উভয় দলে যুদ্ধ চলিতে ছিল, সেই সময়ে মারিউ গোপনে রুষের পশ্চাতে যাইতেছিলেন।

পরদিন প্রাতেঃ আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল ;—এবার জাপানেরই জয় হইল। তাঁহারা অবশেষে পাহাড় দখল করিলেন। এদিকে ২৭শে বেলা ১১টার সময় মারিউ রুষদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেনাপতি আসাদাও দুই সহস্র রুষকে হটাইয়া দিয়া পর্ব্বতের উপর কামান তুলিলেন। তিনিও পরদিন প্রাতঃকাল হইতে রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি দুর্ভেদ্য রুষ-দুর্গের কিছুই করিতে পারিলেন না। তখন তিনি একদল সৈন্য রুষের বাম দিকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। এদিকে সেনাপতি কামাদাও সম্মুখস্থ বহু রুষ-সৈন্য দূর করিয়া দিয়া রুষ-দুর্গে গোলা চালাইতে লাগিলেন। তিনিও একদল সৈন্য রুষের দক্ষিণ দিকে পাঠাইলেন ;—এক্ষণে তাঁহারা চারিদিক হইতেই রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

রুষগণ দেখিলেন যে জাপানিগণ অতি সুকৌশলে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে,—আর লড়িলে জয়ের আশা বিন্দুমাত্র নাই! কাজেই রুষ সেনাপতি ২৭শে বেলা ৮টার সময় কামান বন্ধ করিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন ;—কিন্তু জাপানিগণের

তখনও সম্পূর্ণ জয় হয় নাই ! কতকগুলি বীর রুষ তখনও যুদ্ধ করিতেছে ! জাপানিগণ "বান্‌জাই" শব্দে তাহাদের উপর পতিত হইল। বেলা ১১টার সময় পাহাড়ের উপর জাপানের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল ! সেই সুউচ্চ পাহাড়ের উপর উঠিয়া জাপানিগণ দেখিলেন যে রুষগণ দূরে পলায়ন করিতেছে। সেনাপতি আসাদা তখনই কয়েকটা কামান সেই পাহাড়ের উপর তুলিয়া পলাতক রুষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই ভয়াবহ গোলাবৃষ্টিতে কি কাণ্ড হয়, তাহা আমরা তেলিস্থর যুদ্ধে দেখিয়াছি। এখানেও পলাতক রুষগণ জাপানের গোলায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল !

রুষগণ ২৭শে বৈকালে তাহাদের দুর্গ পুনরধিকারের জন্য ফিরিয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ মহা প্রতাপে জাপানিগণের উপর আসিয়া পতিত হইতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই তাহারা জাপানিগণকে দুর্গ হইতে দূর করিতে পারিল না। তখন সন্ধ্যার সময় তাহারা হতাশ চিত্তে এই দুর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ! এতদিনে জাপানিগণের লিওযাং আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বত্য পথ।

যখন জাপানের টাকুসানের সেনা রুষের পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিল, ঠিক সেই সময়ে কুরোকিও নানাস্থান অধিকার করিতেছিলেন। ২৭শে জুন তিনি কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর টালিং পার্ব্বত্য পথ দখল করিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথও অধিকার করিলেন। এখানে জেনারেল কেলার বহু সেনা লইয়া উপস্থিত ছিলেন। রুষগণ এইস্থান

সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে জাপানিগণ কিছুতেই রুষের এই দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করিতে পারিবে না; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় জাপানিগণ চারিদিক হইতে রুষগণকে আক্রমণ করায়, তাহারা বাধ্য হইয়া এই সুদৃঢ় দুর্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চাৎদিকে হটিয়া গেল।

সাইমাট্‌সির নিকটও একটা পার্ব্বত্য পথ ছিল। ২৯শে জুন জাপানিগণ সেটাও দখল করিল। তখন তাসিচাও, হাইচেং, লিওযাং ও মুকডেনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া গেল। এখন জাপানিগণ অনায়াসে এই চারি রুষ-সহরই আক্রমণ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এই সকল আক্রমণে ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাই সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন।

৬ই জুলাই মার্সাল ওয়ামা, সেনাপতি কোদামা সহ, রাজধানী টোকিও হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। সমস্ত সহর সে দিন নানা রঙ্গের নানা সুন্দর সুন্দর পতাকায় ও ফুলহারে সজ্জিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল. স্বয়ং সম্রাট তাঁহার বৃদ্ধ সেনাপতিকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

৬ই জুলাই পর্য্যন্ত কুরোকির জাপানিগণ আর অগ্রসর হইলেন না; কিন্তু এই দিবস প্রাতে সেনাপতি ওকু কাইচো অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ৬ই হইতে ৯ই পর্য্যন্ত ক্রমান্বয় যুদ্ধ চলিল; কিন্তু ইতিমধ্যেই রুষগণ কাইচো পরিত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ে পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। রুষের একদল পশ্চাতে যুদ্ধ করিতেছে,—অপর সকল সৈন্য ক্রমে ক্রমে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে,—এরূপ যুদ্ধ সহজ নহে। সেনাপতির সুদক্ষতা ও সেনাগণের দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব না থাকিলে, এরূপ যুদ্ধ অসম্ভব। এ অবস্থাতেও রুষগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জাপানি-গণকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। তাহাই তাঁহারা ক্রমান্বয় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

ওকু সসৈন্যে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ;—সঙ্গে সঙ্গে কুরোকিও অগ্রসর হইলেন। এইরূপে রুষগণকে জাপানিগণ যেন এক বিস্তৃত জালে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন! রুষগণ ইহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাই তাঁহারা প্রতিপদে ওকুর সেনার সহিত লড়িতে লাগিলেন। একস্থান হইতে সরিয়া গিয়া অপর স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। আবার যুদ্ধ হইল ;—রুষগণ আবার সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। আবার যুদ্ধ ;—এইরূপ পদে পদে যুদ্ধ! ৬ই যাত্রা করিয়া ৮ই পর্য্যন্ত ওকু সসৈন্য কাইচো হইতে ৪।৫ মাইল দূরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি একদল সৈন্য রুষদিগকে বেষ্টনের জন্য প্রেরণ করিয়া, নিকটস্থ পাহাড় হইতে রুষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রুষদিগকে তাড়াইয়া লইয়া কাইচো সহরে আনিয়া ফেলিলেন। তখন সহরের বাহিরেও বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু রুষগণ জাপানী বীরত্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারিল না ;—তাহারা হটিয়া গেল ; সন্ধ্যার সময় তাহারা কাইচো সহর পরিত্যাগ করিল। কিন্তু জাপানিগণ এমনই প্রবল বেগে আসিয়া সহর অধিকার করিল যে, যে দেড় শত রুষ-সেনা রেল ষ্টেসন নষ্ট করিয়া দিবার জন্য পশ্চাতে ছিল, তাহারা ষ্টেসন নষ্ট করিবার সময় পাইল না। এমন কি তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই ফেলিয়া তাহারা পলাইতে বাধ্য হইল।

রুষ অতি সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁহার সমস্ত সৈন্য কাইচো হইতে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের এখানে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। তবুও জাপানের কাইচো অধিকার করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইল। কিন্তু এই সহর তাঁহাদের হস্তে আসায় তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইল ; তাঁহারা পশ্চাৎস্থিত সমস্ত রেল লাইন পাইলেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বদাই পোর্ট আদমে গমনাগমন করিতে সক্ষম হইলেন। অপর দিকে তাঁহারা

এক্ষণে জাপানের ওবং সেনাদলের সহিত অনায়াসে মিলিত হইতে পারিবেন; কারণ এইস্থান হইতে সিউজেন পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ছিল। আর তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এখন কাইচো উপসাগরে যুদ্ধপোতও আনিতে পারিবেন।

এদিকে টাকুসান হইতে নজুও সসৈন্যে রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সম্মুখেও রুষগণ দণ্ডায়মান হইতে পারিল না,—হটিয়া গেল! সমস্ত রুষ-সেনাই এক্ষণে তাসিচাও নামক স্থানে গিয়া সমবেত হইল। এদিকে সেনাপতি ওকু ও সেনাপতি নজুর সৈন্যদল এতদিনে সম্পূর্ণ সম্মিলিত হইলেন। দুই দলে প্রায় দেড় লক্ষ জাপসেনা ছিল।

সেনাপতি নজু ও ওকু একত্রে মিলিত হওয়া সত্বেও জাপানিগণ রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহারা কাইচো সহর সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতে লাগিলেন।

রুষগণও তাসিচাও অতি সুদৃঢ় করিতেছিলেন। আধুনিক যুদ্ধে নানা উপায়ে স্থান সুদৃঢ় করা যাইতে পারে। প্রথমে সম্মুখে খোলা যায়গায় "মাইন" স্থাপন ও গর্ত্ত খনন। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিলে সেই সকল ভীষণ "মাইনে" তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত! গর্ত্ত গুলির উপরও ঘাস ও পাতায় আবরিত থাকে। শত্রুগণ যুদ্ধ কালে ব্যস্ততার মধ্যে এই সকল গর্ত্ত দেখিতে না পাইয়া তাহার ভিতর পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সকল "মাইনের" ও গর্ত্তের পরই কাঁটাযুক্ত তারের বিস্তৃত বেড়া। এই ভয়াবহ বেড়া না কাটিয়া ফেলিলে, কিছুতেই তাহার ভিতর দিয়া কাহারও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না।

এই বেড়ার পর লম্বা গর্ত্ত। সেই গর্ত্তের উপর মাটির বিস্তৃত বেড়া,— অসংখ্য সেনা বন্দুক লইয়া স্তরে স্তরে এই সকল গর্ত্তের মধ্যে বসিয়া আছে। শত্রুগণ তাহাদের দেখিতে পায় না;—তাহাদের উপর গুলি চালাইতেও পারিতেছে না; অথচ তাহারা কাঁটাযুক্ত তারের বেড়ার মধ্যে পতিত শত্রুগণকে অবাধে হত্যা করিতেছে! এই গর্ত্তস্থিত সেনাগণকে দূর করিবার

উপায় তাহাদের উপর গোলা নিক্ষেপ ;—কিন্তু এই সকল গর্ত্তের মধ্যে দূর হইতে গোলা নিক্ষেপও সহজ কার্য্য নহে। ইহার পরেই প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ,—দুর্গের উপর অসংখ্য বড় বড় কামান স্থাপিত ; অসংখ্য সেনায় দুর্গ রক্ষিত। এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষকেই এক স্থান হইতে অপর স্থানচ্যুত করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইতেছিল। কাহারই পক্ষে এই সকল দুর্ভেদ্য স্থান অধিকার করা সহজ কার্য্য ছিল না। রুষগণ তাসিচাও ও জাপানিগণ কাইচো এইরূপ সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতেছিলেন। চার হাজার চীনে কুলি তাসিচাওয়ে খাটিতেছিল ; কিন্তু তাহাদের ভিতরও একজন ছদ্মবেশী জাপানী কাপ্তেনকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। জাপান যে রুষকে তিল পরিমাণ কিছু গোপন রাখিতে দিতেছিলেন না, এই ছদ্মবেশী কাপ্তেন তাহার জলন্ত প্রমাণ। এ অবস্থায় ধরা পড়িলে নিশ্চয় মৃত্যু। ইহা জানিয়াও শত শত জাপানী দেশের জন্য প্রাণের মায়া না করিয়া, ছদ্মবেশে শত্রু মধ্যে গিয়া সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া জাপানী সেনাপতিকে প্রেরণ করিতেছিলেন।

দশ দিন ওকু নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন ; কেবল তাঁহার অশ্বারোহীগণ সম্মুখে শত্রুদিগের সংবাদ লইতে লাগিল। এই দশ দিন তিনি কাইচো হইতে এক পদও অগ্রসর হইলেন না। রুষগণও যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, তাহাও অতি সুদৃঢ় স্থান। তাঁহারাও ওকুকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইয়া মহাযুদ্ধের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে ওকু বৃথা বসিয়া নাই ;—নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিসন্ধি আছে! নিশ্চয়ই তিনি এক্ষণে কুরোকির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! তাঁহারা তিনজন একত্রে সম্মিলিত হইলে, রুষ কিছুতেই আর তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে না,—বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে।

কুরোকি ৪ঠা জুলাই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি জুন মাসে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। ৪ঠা জুলাই রুষগণ জাপানিদিগকে মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য পথে আক্রমণ করিল। প্রথমে জাপানিগণ হটিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পশ্চাৎ হইতে জাপানিগণ তাহাদের সাহায্যে ছুটিয়া আসায়, রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া চলিয়া গেল।

৫ই জুলাই ১৩০০ রুষ অশ্বারোহী সাইমাটুসির পার্ব্বত্য পথে জাপগণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিগণ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল। রুষ এরূপ বিশৃঙ্খলা ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, যেন তাঁহাদের কোন প্লান নাই,—নিয়ম নাই,—মাথা নাই।

যাহাই হউক এটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে কুরোপাট্‌কিন, কর্দ্দমময় লিওবাংয়ে যে সকল রুষ-সেনা ছিল, তাহাদের কতকাংশ তাঁহার পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে কুরোকির সৈন্য প্রতিরোধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৪ই জুলাই উভয় দলে এক যুদ্ধ হয়, কিন্তু রুষগণ বলেন যে এই যুদ্ধে তাঁহারাই জিতিয়াছেন। অপরদিকে জাপানিগণ বলেন যে তাঁহারা রুষকে পরাজিত করিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধে কি রুষ কি জাপান, কাহারই কিছু লাভালাভ হইতেছিল না। ১০ই তারিখে অপেক্ষাকৃত এক বড় যুদ্ধ ঘটিল।

জেনারেল কেলার বহু সৈন্য লইয়া মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বতীয় পথস্থিত জাপানিগণকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি এবার জাপানিদিগের ন্যায় তাঁহার সেনা তিন দলে বিভক্ত করিয়া মধ্য দলে জাপানিদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি এই সেনাদলের সেনাপতি হইয়া রহিলেন। ইনি জুলু যুদ্ধেও উপস্থিত ছিলেন।

রুষ-সেনা এখন যেখানে উপস্থিত হইল, তথায় কেবলই পাহাড়;—সুতরাং তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল; এই জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলে পাঁচটী যুদ্ধ ঘটিল।

১৭ই জুলাই রাত্রি তিনটার সময় রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ হইল;—কিন্তু রুষগণ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। প্রায় ১০টার সময় রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হইল। তখন জাপগণ অসীম সাহসে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিল। রুষগণ আবার ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে রাত্রি হইল,—তখন তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল।

যখন এই যুদ্ধ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে আরও চারিস্থানে যুদ্ধ চলিতেছিল;—কিন্তু এই রাত্রিযুদ্ধেও রুষগণ জাপদিগকে এক পদও নড়াইতে পারিলেন না;—তাঁহাদিগকেই রণে ভঙ্গ দিতে হইল।

১৮ই ও ১৯শে জুলাই তারিখে জাপানিগণ আবার রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। হোসিয়ান নামক একটী স্থান লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সেই দিকে অভিযান করিলেন। এইখান হইতে একটা পথ লিওয়াংয়ে গিয়াছে; অপর একটা পথ সাইমাট্সিতে গিয়াছে; সুতরাং জাপানিগণ এইস্থান দখল করিতে পারিলে, তাঁহারা উত্তর হইতেও লিওযাং আক্রমণ করিতে পারিবেন। কুরোপাট্কিন তাহা বেশ জানিতেন; তজ্জন্য তিনি এই হোসিয়ান দৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়া বহু সৈন্য এই খানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। জাপানিগণ এদিকে কাইচো অধিকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহারা অপরদিকে হোসিয়ান দখল করিতে চলিলেন। দুঃসাহসিক কার্য্য! হোসিয়ানে উপস্থিত হইবার জন্য কেবল একটী মাত্র ক্ষুদ্র অপরিসর রাস্তা ছিল। সেই রাস্তার মুখে তিন শত ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর রুষগণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই দুর্গের বামদিকে এক বৃহৎ নদী,—পার হইবার কোন উপায় ছিল না। দক্ষিণদিকে কেবলই পাহাড় শ্রেণী। ১৫ মাইল

ঘুরিয়া না গেলে, এই হোসিয়ান দুর্গের পশ্চাতে উপস্থিত হইবার আর কোন উপায় ছিল না ; সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে সম্মুখ ভিন্ন অন্য কোন দিক হইতে রুষগণকে এস্থানে আক্রমণ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে সম্মুখে রুষগণ মাইন, গর্ত্ত, কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া প্রভৃতি স্থাপন সম্বন্ধে কোন বিষয়েই কোন ত্রুটী করেন নাই। দুর্গেও ৩২টা কামান ও বহু সৈন্য ছিল। এ অবস্থাতেও দুর্দ্দমনীয় জাপানিগণ এই দুর্ভেদ্য স্থান আক্রমণ করিতে বীরপদভরে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের সাহস, উদ্যম, বীরত্ব অতুলনীয়!

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হোসিয়ান যুদ্ধ।

১৮ই জুলাই জাপানিগণ এই দুর্গের নিকটস্থ হইলেন। তখন সম্মুখে শত্রুগণ কি ভাবে আছে দেখিবার জন্য জাপানী সেনাপতি কতকগুলি সেনা প্রেরণ করিলেন। রুষগণও দুর্গের বাহিরে পাহারায় ছিল; দুই দলে মহাযুদ্ধ হইল! জাপানিগণ তাঁহাদের এক দলের সেনাধ্যক্ষ ও সমস্ত সেনানায়কগণকে হারাইলেন ;—তাঁহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না! ক্রমান্বয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। তখন জাপানিগণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত না হইয়া সকলে অতি সতর্কতার সহিত সশস্ত্র ভাবে রাত্রি যাপন করিলেন। তাঁহারা এরূপ জাগ্রত ও সাবধান না থাকিলে, বিশেষ বিপদে পড়িতেন; কারণ রুষগণ তাঁহাদিগকে দুইবার রাত্রে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিদিগকে হটাইতে পারিল না।

হোসিয়ান দুর্গ লইতেই হইবে! অথচ জাপানী সেনাপতি বুঝিলেন,

এই দুর্গ সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকার করা সহজ নহে। বিশেষতঃ ইহাতে রুষের গোলা গুলিতে বহু জাপ-সেনার প্রাণনাশ হইবে। বামদিকে নদী,—সেদিকে যাইবার উপায় নাই ; দক্ষিণে প্রায় ১৫ মাইল পাহাড় পর্ব্বত, জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, তবে এই দুর্গের পশ্চাতে যাইতে পারা যায়। জাপানী সেনাপতি কিছুমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া, একদল সৈন্য ও কয়েকটা কামান সেই দিকে প্রেরণ করিলেন। বীর জাপানী যোদ্ধাগণ তখন সেই রাত্রের অন্ধকারে পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গল ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে অগ্রসর হইল। এখন আর শীত নাই ;—শীতের পরিবর্ত্তে গরম পড়িয়াছে। এই গরমে বড় বড় কামান এই দুর্গমপথে টানিয়া লইয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর ব্যাপার, তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে সক্ষম হইবেন ; কিন্তু জাপানিগণের এ যুদ্ধে কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান ছিল না।—তাহারা বীর দর্পে চলিল।

তখন জাপানী সেনাপতি তাঁহার কয়েকটা কামান এক উচ্চস্থানে স্থাপিত করিলেন ; কতকগুলি কামান নিম্নে উপত্যকায় রহিল। জাপানিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সম্মুখে অগ্রসর হইল। অপরদল বামদিকে নদীর তীরে তীরে চলিল। ১৯শে অতি ভোর রাত্রে উভয় পক্ষই গোলা চালাইতে লাগিলেন। এই ভয়াবহ গোলাযুদ্ধ বেলা ৯টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। তৎপরে উভয় পক্ষেরই গোলাবর্ষণ মন্দীভূত হইয়া আসিল। ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় ঘটিল না। জাপানী সেনাপতি তাঁহার সেনাদল যতক্ষণ রুষ-দুর্গের পশ্চাতে উপস্থিত হইতে না পারে, ততক্ষণ প্রবলভাবে দুর্গ আক্রমণ করিতেছিলেন না। বেলা ৩টার সময় জাপানিগণ হোসিয়ানের পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া সেইদিকে রুষদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখেও তখন জাপগণ মহাপরাক্রমে হোসিয়ান দুর্গ জয়ে ধাবিত হইলেন ;—তখন উভয়-পক্ষে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বেলা পাঁচটার সময় জাপানীগণ

অগ্রসর হইয়া যে পাহাড়ের উপর রুষের দুর্গ অবস্থিত ছিল, তাহার নিম্নে উপস্থিত হইয়া মই লাগাইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুদ্ধে যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, জাপানিগণ তাহার সমস্তই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। উচ্চস্থানে উঠিতে হইলে মই ভিন্ন উঠিবার উপায় নাই; তাহাই তাঁহারা অসংখ্য মইও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে রুষের সহস্র সহস্র গুলি গোলা অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহারা পাহাড়ের গায় অসংখ্য মই স্থাপিত করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষের দুর্গ তিন শত ফুট উচ্চে ছিল। এক্ষণে শত শত জাপানী পাহাড়ের নিম্নে হত আহত হইতে লাগিল, তবুও তাহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে এই মই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। একজন হত বা আহত হইতেছে,-- অমনই পশ্চাৎ হইতে আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। আমরা যে দৃশ্য জুলু নদীর তীরে দেখিয়াছি,—যে দৃশ্য নান্‌সান পাহাড় অধিকারে দেখিয়াছি,—আজ এখানেও সেই দৃশ্য দেখিতেছি। "বান্‌জাই" শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া রুষের মাইন, কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া, সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়া, জাপানী মৃতদেহের উপর দিয়া জাপানিগণ পাহাড়ে উঠিতেছে। সাড়ে পাঁচটার সময় জাপানিগণ দুর্গ-শিরে জাপানের জয় পতাকা স্থাপিত করিলেন,—সহস্র কণ্ঠে "বান্‌জাই" শব্দ ধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ হইতে রুষগণ আক্রান্ত হইয়াছিল,—সুতরাং তাহাদিগকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুই দিকেই লড়িতে হইতেছিল; আর বিলম্ব করিলে তাহাদিগকে জাপানিগণের হস্তে পতিত হইতে হয়;— তাহারা সন্ধ্যার সময় হোসিয়ান ত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ের পথ ধরিল।

এই যুদ্ধে জাপানের দুই জন সেনাধ্যক্ষ ও ৭২ জন সেনা হত এবং ১৬ জন সেনাধ্যক্ষ ও ৪৩৬ জন সেনা আহত হইয়াছিলেন। রুষগণ তাঁহাদের হত ও আহত প্রায় সহস্র সেনা লইয়া এই যুদ্ধে রণভঙ্গ দিলেন। জাপানিগণ তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন না। তাঁহারা কোন যুদ্ধ

জয়ের পরেই শত্রুর অনুসরণ করেন নাই; এবারও করিলেন না। তাঁহারা হোসিয়ানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া দুর্গ সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য জাপানিগণ হোসিয়ান দখল করিয়া এক্ষণে লিওযাং হইতে চারিদিকে যে কয়টী রাস্তা ছিল, তাহার সকল গুলিই অধিকার করিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে সাইমাট্সি, মন্টিন্লিং, সিউজেন তাঁহাদের হস্তে পড়িয়াছে; দক্ষিণে ওকু কাইচো অধিকার করিয়াছেন,—এক্ষণে তাঁহারা অনায়াসে চারিদিক হইতে সৈন্য লইয়া লিওযাং আক্রমণ করিতে পারেন,—কিন্তু তাঁহারা কখনই কিছুতেই ব্যস্ততা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা সকল বিষয়েই অতি সাবধান হইয়া কার্য্য করিতেছেন। সকল বন্দোবস্ত সর্ব্ব প্রকারে ঠিক না হইলে, তাঁহারা এক পদও অগ্রসর হইতে ছিলেন না। ইহাতে অনেকে তাঁহাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভীত বলিয়াছেন,—তাঁহাদের যুদ্ধ-প্রণালীর দোষ দিয়াছেন; কিন্তু জাপানিগণ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই;—এত সাবধান, এত সতর্ক, এত সুধীর ভাব না থাকিলে, তাঁহারা কখনই রুষের ন্যায় প্রবল প্রতাপ শত্রুকে প্রতিপদে পরাজিত করিতে পারিতেন না।

কয়েক দিন আর কোন যুদ্ধ হইল না। কেবল ২২শে তারিখে একবার লিচোলিং নামক স্থানে কতকগুলি রুষসেনা জাপানিদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল,—কিন্তু তাহারা শীঘ্রই পরাজিত হইয়া পলাইল,—আর কোন যুদ্ধ ঘটিল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তাসিচাও যুদ্ধ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাসিচাও কাইচো হইতে কয় মাইল দূরে অবস্থিত;—এই তাসিচাও নামক স্থানে রুষগণ তাঁহাদের শিবির অতি

সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তাসিচাওতে এক পাহাড় শ্রেণী থাকায় তাঁহাদের এ স্থান রক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এই স্থানে তাঁহারা কত যে "মাইন," গর্ত্ত ও তারের বেড়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা পাহাড়ের উচ্চ স্থানে প্রায় শতাধিক বড় বড় কামানও স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সম্মুখে স্থান অপরিসর;—সেনাপতি ওকু বুঝিলেন যে এ যুদ্ধও ঠিক নান্‌সানের যুদ্ধের ন্যায় করিতে হইবে। সেখানে সমুদ্র নিকটে থাকায় তিনি তাঁহাদের যুদ্ধপোতের সাহায্য পাইয়াছিলেন; কিন্তু এখানে সে সাহায্য পাইবার আশাও নাই। সুতরাং এখানে নান্‌সান হইতেও ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে;—অল্প স্থানের মধ্যে যুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে বহু সেনা হারাইতে হইবে। তিনি জানিতেন যে রুষগণ এই স্থানকে কেবল যে দুর্ভেদ্য করিয়াছেন, তাহা নহে,—তাঁহারা এখানে বহু সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কমপক্ষে বোধ হয় ৪০।৫০ হাজার রুষ-সৈন্য তাসিচাওতে আছে। বিশেষতঃ এই স্থান হইতে পথ নিউচাং বন্দরে গিয়াছে। এই নিউচাং এ প্রদেশের প্রধান বন্দর;—এখানে সকল দেশের সকল জাতির ব্যবসা বাণিজ্য আছে। অনেক আমেরিকান, জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ সওদাগর এখানে বাস করেন;—রুষের তো কথাই নাই। তাহার উপর এখানে রুষের বৃহৎ ব্যাঙ্ক অবস্থিত। তাসিচাও হারাইলে সঙ্গে সঙ্গে এই নিউচাংও হারাইতে হইবে। ইহাতে যে রুষের কত ক্ষতি হইবে তাহা বলা যায় না।

শুনিতে পাওয়া যায় কুরোপাট্‌কিন বলিয়াছিলেন যে তাসিচাও ও নিউচাং রক্ষার আবশ্যক নাই। যতদিন চারি লক্ষ সেনা সমবেত না হয়, ততদিন তাঁহার কোন মতেই লিওযাং হইতে এক পদও নড়া উচিত নহে; কিন্তু আলেক্‌জিফের অন্য মত,—তিনি কিছুতেই নিউচাং হারাইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারই জেদাজেদিতে এই তাসিচাওতে

রুষের এই বৃহৎ যুদ্ধসজ্জা! এইরূপ পদে পদে মতভেদে যে রুষের এ যুদ্ধে মহা অসুবিধা হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ না ঘটিলে, জাপানকে আরও বেগ পাইতে হইত।

যাহা হউক জাপানিগণ বুঝিলেন যে তাঁহাদিগকে তাসিচাওতে মহা-যুদ্ধ করিতে হইবে! কিন্তু সেনাপতি ওকু প্রথমে অভিযান করিলেন না,—টাকুসান হইতে সেনাপতি নজু সসৈন্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ছিলেন;—তিনিই এক্ষণে প্রথম তাসিচাওএর দিকে সেনা প্রেরণ করিলেন। ওকু দক্ষিণে ছিলেন;—উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে নজু রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি এইরূপ ভাবে এই দিকে না আসিলে, ওকু একাকী কতদূর কি করিতে পারিতেন বলা যায় না।

২৩ শে জুলাই ওকুও সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সমস্ত সৈন্য ১৮ মাইল স্থান জুড়িয়া অগ্রসর হইতেছিল। রুষের প্রহরী-সৈন্যগণ সম্মুখে স্থানে স্থানে ছিল। তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হইলে, তাহারা ক্রমে পশ্চাৎপদ হইয়া তাসিচাওতে আশ্রয় লইল। পরদিন ৯টার সময় রুষ-কামান গর্জ্জিল। সে ভয়াবহ বিভীষিকা পূর্ণ গোলাবৃষ্টির বর্ণনা আমরা কিরূপে করিব! জাপানিগণের সেনা এই সকল গোলায় মথিত হইয়া গেল! তাহারা শত সহস্র বীর-শয্যায় শায়িত হইল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও সেনাপতি ওকু বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সৈন্যগণ দুর্দ্দমনীয় সাহসে ও অপূর্ব্ব বীরত্বে যুদ্ধ করিল সত্য, কিন্তু কিছুতেই রুষের এই দুর্ভেদ্য স্থান অধিকার করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ তাহারা "বানজাই" শব্দে রুষদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু শত্রুর সহস্র গোলাগুলির মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহাদের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল! নান্সান যুদ্ধে জাপানী কামান প্রবল ছিল;—এখানে রুষ-কামান উচ্চ পাহাড়ের উপর থাকায়, তাহারাই প্রবল হইল;—ওকু সুবিধা মত কামান চালাইতে

পারিলেন না। এই যুদ্ধে তাঁহাদের উভয় সেনাপতির পরাজয় না হইলেও, তাঁহাদের অসংখ্য সেনা হত আহত হইল;—তাঁহাদের কোনই লাভ হইল না। তাঁহারা বুঝিলেন যে রুষগণ প্রকৃতই তাসিচাও দুর্ভেদ্য করিয়াছে। এইরূপ কেবল সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া এ স্থান অধিকার করা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব! তবে এক কথা রাত্রি-যুদ্ধ। ইহাতে হয়তো জাপানিগণ রুষদিগকে পরাজিত করিতে পারেন!

কিন্তু রাত্রি-যুদ্ধ এক ভয়ানক ব্যাপার! রাত্রে অন্ধকারে পার্ব্বত্য জঙ্গল পথে অগ্রসর হওয়া সহজ কার্য্য নহে! ভিন্ন ভিন্ন সেনাদলকে একত্র রাখাও অতি কঠিন। রাত্রে অন্ধকারে সহস্র ভ্রম হইতে পারে,—সেনাগণ ভুল করিয়া রণে ভঙ্গ দিতেও পারে; তাহার উপর সেনাপতি ওকুর সেনাগণ ১৫ ঘণ্টা ক্রমান্বয় ভয়াবহ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে;—এ অবস্থায় তাহারা রাত্রি-যুদ্ধে কতদূর সক্ষম হইবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তবুও এ সকল সত্ত্বেও সেনাপতি ওকু রুষগণকে রাত্রিকালেই আক্রমণ করা স্থির করিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধে কোন সেনাপতি রাত্রে তাঁহার সমস্ত সেনামণ্ডলী লইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। রাত্রে প্রকৃত যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া, কখন কখন কোন সেনাপতি কিয়ৎ সৈন্য লইয়া শত্রুকে ভয় দেখাইয়াছেন মাত্র;—কিন্তু ওকু তাঁহার ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া রুষকে রাত্রে আক্রমণ করিতে চলিলেন।

সকলই নীরব নিস্তব্ধ;—কোনরূপ আলো জ্বালিবার হুকুম নাই;—কাহারও কথা কহিবার আজ্ঞা নাই;—সকলে অন্ধকারে পাহাড়, পর্ব্বত ও জঙ্গলময় পথে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অন্ধকারে যুদ্ধযাত্রা অতিশয় অভ্যাস না থাকিলে, জাপানিগণ কখনই এ অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। তাহাই বুঝিতে পারা

যায় তাঁহারা কেবল যে দিনের যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—রাত্রিযুদ্ধেও বিশেষ সুদক্ষ হইয়াছিলেন।

রাত্রি ১০টার সময় ওকু রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা যুদ্ধের পর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল,—তাহাদের শত্রুগণ সমস্ত দিনের ভয়াবহ যুদ্ধের পর আবার যে রাত্রে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই;—তাহাই তাহারা দুই তিন স্থানে জাপানিগণ কর্তৃক পরাস্ত হইল,—জাপানীগণ এই সকল স্থান তৎক্ষণাৎ অধিকার করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষের কোন পক্ষই এই রাত্রিযুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখেন নাই,—সুতরাং এ যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না; তবে অন্ধকারে যে একটা বর্ণনাতীত লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল,—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

প্রাতেঃ জাপানিগণ অতি বিস্মিত! ভয়েই হউক, অথবা ইচ্ছা করিয়াই হউক, অথবা নজু কর্তৃক পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইয়াই হউক, প্রাতেঃ জাপানিগণ দেখিল যে রুষগণ তাহাদের দুর্ভেদ্য তাসিচাও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! এ ব্যাপারে জগৎ শুদ্ধ লোক বিস্মিত হইলেন; জাপানিগণ বিস্মিত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের লিওয়াং হইতে এক পদও বাহির হইবার ইচ্ছা ছিল না,—সম্ভবতঃ তিনিই তাসিচাও হইতে সমস্ত রুষ সৈন্য টানিয়া লিওয়াংয়ে আনিলেন। যে কারণেই হউক আবার রুষ পরাভূত, পলাতক! জাপানিগণ জয় জয় নিনাদে তাসিচাও অধিকারে ধাবিত! ওকু পলাতক রুষদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জাপানিগণ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহারা পলাতক রুষগণের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত করিতে পারিল না। তাসিচাওতে আসিয়া জাপানিগণ দেখিলেন যে রুষগণ যাইবার সময় সহরে ও রেল ষ্টেসনে

আগুণ লাগাইয়া দিয়া গিয়াছে! বলা বাহুল্য এই ভয়াবহ দিন ও রাত্রির যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই অসংখ্য সেনা ও সেনাধ্যক্ষ প্রাণ হারাইলেন। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্র উভয় পক্ষের হত আহতে পূর্ণ হইয়াছিল। জাপানিগণ তাসিচাওএর যুদ্ধেও জয়ী হইলেন;—রুষগণ আবার হটিলেন! এইরূপ ক্রমান্বয় হটিয়া আসায় রুষসেনাগণও তাহাদের সেনাধ্যক্ষগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। এদিকে জাপানিগণ পদে পদে পরাক্রান্ত রুষকে পরাজিত করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন। বলা বাহুল্য জাপানিগণ পর দিনই নিউচাং বন্দর অধিকার করিয়া তথায় সুবন্দোবস্ত করিলেন। রুষগণ পূর্ব্ব হইতেই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

এই পাঁচ মাসের যুদ্ধে জাপানিগণ কেবল যে সমস্ত কোরিয়া দখল করিলেন, তাহা নহে; মাঞ্চুরিয়ার লাওটাং উপদ্বীপেরও সমস্ত অংশ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। তাসিচাওর যুদ্ধেই যুদ্ধের প্রথমাংশ শেষ হইল। দ্বিতীয়াংশে আমরা উভয় পক্ষের আরও ভয়াবহ যুদ্ধ সকল দেখিব। প্রকৃতপক্ষে এখনও পূর্ণ যুদ্ধ হয় নাই;—একপক্ষ পশ্চাৎপদ,—অপর পক্ষ অগ্রসর,—আমরা এ পর্য্যন্ত ইহাই দেখিতেছি। রুষ এখনও কেবল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন,—জাপানিগণকে এখনও প্রকৃত পক্ষে আক্রমণ করেন নাই। লিওযাং, মুকৃডেন, হারবিন, ভ্লাডিভস্টক যতদিন না অধিকার হইতেছে, ততদিন জাপানের জয় নাই! রুষগণ যদি অগণিত সৈন্য লিওযাংয়ে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে ছয় মাসে তাঁহারা জাপানিগণকে তাড়াইয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিবেন; অন্ততঃ তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছেন।

আর এদিকে জাপানিগণ পোর্টআর্থার এখনও দখল করিতে পারেন নাই,—কতদিনে পারিবেন তাহাও জানেন না। পোর্টআর্থার যতদিন না হস্তগত হইতেছে, ততদিন রুষের রণপোত সকল কর্ম্মক্ষম থাকিবে। বিশেষতঃ জাপান এখনও ভ্লাডিভস্টকের রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস করিতে

পারেন নাই। তাহারা নানাদিকে নানারূপ জাপানিদিগের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে। এই দুই মাস সমুদ্রে ও পোর্টআর্থারে কি হইতেছে, এক্ষণে তাহাই আমরা দেখিব।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র বক্ষে।

সেনাপতি ওকু, নজু ও কুরোকি যেমন স্থল-যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন,—তাঁহাদের এক দিনের জন্যও বিশ্রাম ছিল না,—তেমনই সমুদ্র বক্ষে আড্মিরাল টোগোরও মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম ছিল না। তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে পোর্টআর্থার আক্রমণ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছেন;—আর ডাল্নির সন্মুখস্থ সমুদ্র হইতে রুষদিগের "মাইন" দূর করিতেছিলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভ্লাডিভস্টকের রুষ-রণপোত কয়খানি ধ্বংস করিবার জন্য কয়েকখানি জাহাজ সহ আড্মিরাল কামিমুরাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও কামিমুরা এই সকল রুষ-রণপোতের সন্ধান এ পর্য্যন্ত পাইলেন না। মাকারফের মৃত্যু হইলে রুষ-সম্রাট তাঁহার স্থলে আড্মিরাল স্ক্রিডল্ফকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ভ্লাডি-ভস্টক রণপোতের ভার লইতে আসিলেন আড্মিরাল বেজোব্রাজক। আড্মিরাল স্ক্রিডল্ফ পোর্টআর্থারে আসিয়া রুষের যুদ্ধপোত সকল মেরামত ও সমুদ্র হইতে জাপানি "মাইন" নষ্ট করা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আর বেজোব্রাজক ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইয়াই ১২ই জুন সমস্ত জাহাজের নঙ্গর তুলিলেন। জাপানিগণ যাহাতে আর জাপান হইতে জাহাজে করিয়া সৈন্য লইয়া যাইতে না পারে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা।

৫ই তারিখে তাঁহারা দুইখানি জাপানী জাহাজ দেখিতে পাইলেন;

আড্‌মিরাল ফ্রিডলফ।

[১৬৮ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

কিন্তু তাহারা রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া, তীর বেগে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। কিন্তু এই সময়ে ইজুমি মারু নামে আর একখানা জাহাজ আসিয়া পড়িল। ইহাতে পীড়িত ও আহত জাপানিগণ দেশে ফিরিতেছিলেন; রুষগণ কয়েকটা গোলা নিক্ষেপ করিলে, এই জাহাজ দণ্ডায়মান হইল। অনেকেই জাহাজ হইতে জলে ঝম্প প্রদান করিল। রুষ-সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন, "এখনই জাহাজ পরিত্যাগ কর;—আমরা জাহাজ ডুবাইয়া দিব।" হতভাগ্যগণ নৌকা করিয়া রুষ-জাহাজে আসিয়া উঠিল; তখন রুষ গোলায় জাপানী জাহাজ শীঘ্রই গভীর সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইল।

৯টার সময় আর দুইখানি জাপানি জাহাজ রুষ-রণপোতের সম্মুখে পতিত হইল। দুই খানিতেই অনেক সেনা, সেনাধ্যক্ষ ও যুদ্ধোপকরণ ছিল। রুষগণ বলেন, ইহাদের দণ্ডায়মান হইতে পুনঃ পুনঃ হুকুম করাতেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, ইহারা চলিয়া যাইতেছিল; তাহাই সেনাপতি তাহাদের উপর গোলা নিক্ষেপের আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলকে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া রুষ-জাহাজে আসিতে আজ্ঞা করা হইল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা কর্ণপাত করিল না। তখন তাহাদের উপর আরও গোলা পড়িল। এই সময়ে একখানা জাহাজ হইতে জাপগণ কয়েকখানা নৌকায় উঠিল; জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিয়া গেল। এই কার্য্যে প্রায় ২০০ শত জাপানি প্রাণ হারাইল। কেবল ১৫০ জন রুষ-জাহাজে আসিয়াছিল। অপর জাহাজের সেনাধ্যক্ষগণ হেরিকেরি করিলেন; প্রায় এক হাজার জাপানী প্রাণ দিল। এ কার্য্য কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও সভ্যতাসূচক হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। রুষগণও যে এই পাশবিক নরহত্যায় মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের নিজের ব্যবহারেই বুঝিতে পারা যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সাজু মারু নামে আর একখানা জাহাজ ধরিলেন ও তাঁহাদের কয়েকজন সেনাধ্যক্ষকে জাপানী জাহাজে প্রেরণ করিলেন। তখন অধিকাংশ জাপানীগণ ১০ খানা

নৌকায় উঠিয়া নিকটস্থ বন্দরের দিকে চলিয়া গেল, কিন্তু ৪০০ বীর কিছুতেই জাহাজ পরিত্যাগ করিলেন না। অগত্যা রুষগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ জাহাজে প্রত্যাগমন করিয়া জাপানী জাহাজখানি গোলা ও টরপেডোর সাহায্যে ডুবাইয়া দিলেন। তখন চারিশত বীর "বানজাই" শব্দে সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইতে চলিলেন! ইহাপেক্ষা আর বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা আর কি হইতে পারে?

কিন্তু ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা! জাহাজখানি তখনই ডুবিল না,—এই জাহাজ অবশেষে বিশঘণ্টা পরে ডুবিয়াছিল! এ দিকে রুষগণ জাপানি রণপোতের আগমন সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে জাহাজ লইয়া পলাইলেন। তখন জাপানিগণ জাহাজের কাষ্ঠখণ্ড খুলিয়া এক বৃহৎ ভেলা নির্ম্মাণ করিল;—এই ভেলায় তাহারা অকূল সমুদ্রে ভাসিল! কিন্তু শীঘ্রই একখানি জাপানী জাহাজ সেই দিকে আসায়, তাহাদের সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইল। এই চারিশত বীরের এক জনও প্রাণ হারাইলেন না!

যাহাই হউক,—জাপানিগণ বেশ জানিতেন যে রুষ-রণপোত এইরূপ স্বাধীনভাবে সমুদ্র মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলে, তাঁহাদের নানারূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে;—ইহার মধ্যেই যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। আড্‌মিরাল কামিমুরাও তাহা জানিতেন; তিনি চারিদিকে রুষ-জাহাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকবার সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন, কিন্তু কিছুতেই দুই মাসে তিনি ইহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। এই সময়ে সমুদ্রে এতই কুয়াসা হইয়াছিল যে দূরস্থ কিছুই দেখা যায় না! ইহাতেই কামিমুরার হস্ত হইতে রুষ-জাহাজগুলি রক্ষা পাইল। কিন্তু জাপানিগণ কামিমুরার উপর সন্তুষ্ট হইলেন না। সংবাদ পত্রে তাঁহাকে অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য বলা হইতে লাগিল। কেহ কেহ স্পষ্ট ইহাও বলিলেন যে, "আর তাঁহার হেরিকেরি করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে।"

জাপানের চারিদিকে সমুদ্র সহস্র সহস্র ক্রোশ বিস্তৃত; সুতরাং কামিমুরার পক্ষে রুষ-জাহাজ ধৃত করা সহজ নহে; অথচ তাহাদিগের ইহ-লীলা শেষ না করিতে পারিলেও জাপানিগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। এই কয়খানা রুষ-রণপোত লইয়া তাঁহারা বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, কিন্তু উপায়ও নাই! কামিমুরা তাঁহার অধীনস্থ জাহাজ-গুলিকে দীর্ঘ শ্রেণীতে বিস্তৃত করিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত ঘেরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিভিন্ন জাহাজ তিনি দল ছাড়া করিতেও পারিতেছেন না! এমন বিপদে বোধ হয় জাপান এ মহাযুদ্ধের মধ্যে আর কথনও পতিত হন নাই।

ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে যে কয়খানি রুষ ডেসট্রয়র ছিল, তাহারাও ২১শে তারিখে জাপানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ও নৌকা ধরিতে বহির্গত হইল। তাহারা এক সপ্তাহে অনেক জাপানী নৌকা ও ক্ষুদ্র জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া একথানাকে ধরিয়া লইয়া বন্দরে ফিরিল।

৩০শে সকালে ছয়খানি রুষের টরপেডো জাহাজ জেনসেন বন্দরে আসিয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় ২০০ শত গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ফিরিল। বন্দরের বাহিরে তিন খানা রুষ-রণপোত অপেক্ষা করিতেছিল,—ইহারা ফিরিয়া আসিলে, সকলে দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল!

রুষের প্রথম একটী গোলা সহরে পতিত হইবা মাত্রই অধিবাসীগণ দূরে পলাইয়া গিয়াছিল; তজ্জন্য কেবল দুইজন জাপানীসেনা ও দুইজন কোরিয়ান রুষ-গোলায় আহত হইয়াছিল; আর সহরের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাই।

১লা জুলাই সন্ধ্যা ৭ টার সময় বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আড্‌মিরাল কামিমুরা এতদিনে রুষ-রণপোতের দেখা পাইলেন। তিনি প্রবল বেগে তাঁহার সমস্ত জাহাজ সেইদিকে চালাইলেন। রুষগণও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল,—তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে আরম্ভ

করিল। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল। উভয় জাহাজের মধ্যের দূরত্বও ক্রমে কম হইয়া আসিতেছে! তখন কামিমুরা তাঁহার টরপেডো বোটগুলি রুষ জাহাজ আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া রুষগণ তাহাদের জাহাজের আলোক সমস্ত নিবাইয়া দিল;—অন্ধকারে জাপানিগণ তাহাদের দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা অন্ধকারে কোন দিকে পলাইল, তাহা আর জাপানিগণ দেখিতে পাইলেন না!

রুষ-জাহাজের দেখা পাইয়াও যে তাহাদের ধ্বংস করিতে পারিলেন না, ইহাতে কামিমুরা যে বিশেষ দুঃখিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ সংবাদ জাপানে উপস্থিত হইলে, সকলেই কামিমুরার হেরিকেরির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় বিচক্ষণ কামিমুরা, আত্মহত্যা করিয়া কলঙ্কের অপনোদন করিবার এখনও সময় আসে নাই, বিবেচনা করিয়া তিনি হেরিকেরি করিলেন না; আবার রুষ-জাহাজের সন্ধানে চলিলেন। যতক্ষণ তাহারা সমুদ্র মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ জাপান কিছুতেই নিরাপদ নহেন। ইহারা কখন যে কোথায় কাহাকে আক্রমণ করিবে তাহার স্থিরতা নাই।

এদিকে নূতন নৌ-সেনাপতি পোর্টআর্থারে আসিয়া রুষের যুদ্ধপোত সকল মেরামত করিতে লাগিলেন। ২০ শে জুন স্বয়ং আলেকৃজিফ সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিলেন,—"সমস্ত রুষ যুদ্ধপোত সম্পূর্ণ মেরামত হইয়াছে, এখন তাঁহাদের সকল জাহাজই কর্ম্মক্ষম হইয়াছে,—নৌ-সেনাপতি শীঘ্রই জাপানী জাহাজ আক্রমণে বহির্গত হইবেন।" এই টেলিগ্রাফ রুষ-সাম্রাজ্যের নগরে নগরে প্রচারিত হইল। এ সংবাদে রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এখন একদিকে পোর্টআর্থারের যুদ্ধপোত,—অপর দিকে ভ্লাডিভস্টক বন্দরের যুদ্ধপোত,—এই উভয় যুদ্ধপোত দুইদিক হইতে টোগোকে আক্রমণ করিলে, তাঁহার কোন জাহাজের আর রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না! আবার জয়াশায় রুষ-হৃদয় পূর্ণ

হইয়াছে,—আবার নগরে নগরে রুষের ভবিষ্যত জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে! সকলেই উৎফুল্ল—ব্যগ্র!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের নৌ-অভিযান।

পোর্টআর্থার বন্দরে রুষ যে নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না,—তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা অতি সুদক্ষতার সহিত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁহাদের সমস্ত রণতরিগুলি মেরামত করিয়া কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা সমস্ত চীনেদিগকে বন্দর হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদের ঐ সকল চীনে মিস্ত্রীর সাহায্য না লইয়াই জাহাজগুলি মেরামত করিতে হইল। সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে রুষের রণতরীর আর বন্দর হইতে বাহির হইয়া টোগোর জাহাজ আক্রমণের ক্ষমতা নাই,—কিন্তু ২৩ শে জুন রুষ জগতকে বিস্মিত করিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, রুষ-রণতরীর অর্দ্ধেক একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—অপর অর্দ্ধেক মেরামত করিয়া একরূপ কার্য্যক্ষম করিতে পারা গেলেও যাইতে পারে,—কিন্তু তাহারা কর্ম্মক্ষম হইলেও কখনই বন্দর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। জাপানিগণ পুরাতন জাহাজ ডুবাইয়া বন্দরের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন,—তাহার উপর ভয়াবহ "মাইন"ও স্থাপিত করিয়াছেন,—এ অবস্থায় রুষ-রণতরী আর কখনই জাপানী যুদ্ধপোতের সম্মুখীন হইতে পারিবে না,—কিন্তু রুষগণ ২৩ শে জুন তারিখে প্রকৃতই এক বিস্ময়কর কার্য্য করিলেন।

আড্‌মিরাল ভিটোফ্ত পাঁচখানি রুষ ব্যাটেল্‌সিপ, পাঁচখানি ক্রুজার ও ১৪ খানি ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ লইয়া পোর্টআর্থার বন্দর হইতে যুদ্ধ

সজ্জায় বহির্গত হইলেন। রুষগণ তাঁহাদের সমস্ত যুদ্ধপোতই মেরামত করিয়াছেন;—কেবল ইহাই নহে,—তাঁহারা বন্দরের সম্মুখ হইতে জাপানী "মাইন" দুরীকৃত এবং বন্দরের মুখের জলমগ্ন জাপানী জাহাজও কতক ডিনামাইটে উড়াইয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়াছেন! ২৩শে জুন আড্‌মিরাল ভিটোভ মহাসমারোহে দূর সমুদ্রে জাপানী জাহাজ ধ্বংস করিতে চলিলেন। তিনি জানিতেন যে আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার অনেক যুদ্ধপোত অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছেন;—তাঁহার কতকগুলি জাহাজ নিশ্চয়ই কামিমুরার সহিত যোগদান করিয়া ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরের রুষ-জাহাজের অনুসন্ধান করিতেছে! আরও তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহারা যে ইতিমধ্যে সমস্ত জাহাজ মেরামত করিয়া বন্দরের বাহিরে আসিতে পারিবেন, তাহা টোগো কখনও মনে করিবেন না; সুতরাং এই সময়ে তাঁহাকে ধ্বংস করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা!

সে এক মহান দৃশ্য! প্রথমে ১৪ খানি রুষ ডেসট্রয়র জাহাজ,—তাহার পশ্চাতে ক্রুজারগুলি,—তৎপশ্চাতে ব্যাটেল্‌সিপ। সর্ব্বাগ্রে কয়েকখানি জাহাজ "মাইন" ধরিয়া নষ্ট করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ২টার সময় সমস্ত রুষ-রণতরী দূর সমুদ্রে আসিল। এখানে কয়েকখানি জাপানী ডেসট্রয়র পাহারায় ছিল,—রুষ তাহাদিগকেই প্রথমে আক্রমণ করিলেন;—কিন্তু তাহারা এই বৃহৎ নৌ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম;—তাহারা কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া হটিয়া গেল। এই প্রথম রুষের জলযুদ্ধে জয়!

টোগো তাঁহার কয়েকখানি যুদ্ধপোত দূর সমুদ্রে পাহারায় রাখিয়াছিলেন। তাহারাও রুষের এই বৃহৎ নৌ-বাহিনী দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইল। সন্ধ্যা ৬টার সময় রুষগণ টোগোর যুদ্ধপোতগুলি দেখিতে পাইলেন! টোগো রুষ-জাহাজদিগকে দূর সমুদ্রে আনিবার জন্য

কতই না পূর্ব্বে চেষ্টা পাইয়াছেন! কিন্তু রুষগণ এত দিন একদিনের জন্য বাহির হন নাই। একদিন টোগো তাঁহাদের ভুলাইয়া আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার জাহাজ দেখিয়া রুষগণ প্রাণপণ শক্তিতে পলাইয়া বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আজ এতদিন পরে সেই দিন আসিয়াছে। আজ রুষগণ স্বইচ্ছায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে! ইহা অপেক্ষা আনন্দের দিন আর কি হইতে পারে? তবে রুষগণ যে তাঁহাদের সমস্ত জাহাজ মেরামত করিয়াছেন—তাঁহারা যে বন্দরের মুখ আবার উন্মুক্ত করিয়াছেন,—ইহা দেখিয়া টোগো নিশ্চিতই বিস্মিত হইলেন। সমস্ত জাপানও এ সংবাদে বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন। টোগোর এতদিনের পরিশ্রম সমস্তই বৃথা হইয়াছে। রুষ-রণপোত ধ্বংস হয় নাই;—ইহারা এখনও প্রবল ও কার্য্যক্ষম রহিয়াছে!

উভয় পক্ষের রণপোত সম্মুখীন হইলে, তখন উভয় পক্ষীয় বীরগণের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব না! জাপানিগণ উৎফুল্ল, আনন্দিত! আজ তাহাদের অতি আনন্দের দিন! আজ তাহারা সমস্ত রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস করিবে,—একখানিকেও আর বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না!

রুষ-যোদ্ধাগণও পরম উৎসাহে আজ টোগোকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন;—আজ প্রাচ্যদেশে কে সমুদ্রের একমাত্র অধিপতি রহিবেন, তাহাই এই মহাসমরে পরীক্ষিত হইবে! তাঁহারা মহা উৎসাহে জয় জয় নিনাদে দূর সমুদ্রে আসিয়াছিলেন,—কিন্তু টোগোর জাহাজেরও যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া তাঁহাদের উৎসাহ অনেক লাঘব হইয়া পড়িল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে টোগোর সঙ্গে বহু যুদ্ধপোত নাই,—তিনি রুষ-জাহাজের মেরামত ও তাহাদের বন্দর হইতে বাহির হইবার কোনই আশা নাই ভাবিয়া নিশ্চয়ই অনেক যুদ্ধপোত অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এ কথাও সত্য,—টোগো অনেক জাহাজ অনেক স্থানে

প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তবু আজ তাঁহার সঙ্গে ছিল ৪ খানি প্রথম শ্রেণীর ও এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাটেল্‌সিপ, এতদ্ব্যতীত আরও ছিল ৪ খানি প্রথম শ্রেণীর, ৭ খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও ৫ খানি তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার যুদ্ধপোত। এতদ্ব্যতীত ৩০ খানি টরপেডো বোট দুই দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত পোর্টআর্থারের নিকট জাপানের যে সকল যুদ্ধপোত ও ডেষ্ট্রয়র জাহাজ ছিল, তাহারা আসিয়াও টোগোর সহিত যোগদান দিল।

আড্‌মিরাল টোগো নিমিষে তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রবলবেগে রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় উভয় পক্ষীয় যুদ্ধপোত সকল সন্নিকটবর্ত্তী হইল। তখন উভয় দলই মাস্তলে মাস্তলে যুদ্ধ-নিশান উড্ডিয়মান করিলেন। আজ এতদিন পরে বিস্তৃত সমুদ্র বক্ষে রুষ-জাপানে মহাযুদ্ধ হইবে। এখনও বিলম্ব আছে, —এখনও টোগো রুষ-জাহাজের উপর গোলা নিক্ষেপের উপযুক্ত স্থানে আইসেন নাই। জাপানিগণ দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া প্রত্যেক কামানের পশ্চাতে দণ্ডায়মান;—সকলেই মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাড়ে সাতটার সময় টোগোর জাহাজ রুষ-জাহাজ হইতে ৯ মাইল দূরে আসিল। তখন উভয় পক্ষের জাহাজ একই দিকে যাইতেছে,—মধ্যে ৯ মাইল মাত্র ব্যবধান। এই সময়ে টোগো তাঁহার জাহাজগুলিকে রুষ-যুদ্ধপোতের নিকট লইয়া যাইবার জন্য হাল ঘুরাইলেন,—রুষেরাও তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইবার জন্য হাল ঘুরাইলেন; কাজেই উভয় দলের মধ্যস্থ দূরত্ব কমিল না। এইরূপ দুই চারিবার হইল,—টোগো রুষগণের নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রুষগণ তৎক্ষণাৎ দূরে চলিয়া যায়। এ অবস্থায় জাপানিগণ কিরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

রুষ-সেনাপতি ভাবিলেন, একণে রাত্রি হইয়াছে,—একণে জাপানী

ক্রুজার জাহাজগুলি তাঁহার পোর্ট আর্থারে ফিরিবার পথ বন্ধ করিবে,—রাত্রে তাহাদের ডেসট্রয়রগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে,—তিনি কি ভাবিলেন তাহা ঠিক বলা যায় না; তিনি সাহসে ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন,—এক্ষণে তিনিই সহসা তাঁহার সমস্ত জাহাজকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রাণপণ বেগে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লও।"

রুষ জাহাজ সকল তখন যুদ্ধের নিশান নামাইয়া প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। টোগো [illegible] প্রচার করিলেন.

প্রাণপণ [illegible] পলাইতেছে,—আর সমস্ত জাপানী [illegible] তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে! রুষের এ অবস্থা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে! এ অবস্থায় জাপানিগণ হইলে কখনই পলাইত না। সমস্ত জাহাজ সহ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইত, তবুও যুদ্ধ করিত,—পলাইত না।

টোগো অনেক চেষ্টায়ও রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিলেন না,—তাহারা রাত্রি ১১টার সময় বন্দরে আসিয়া নঙ্গর ফেলিল। অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্না রাত্রি,—তাহার উপর পোর্ট আর্থারের সার্চ লাইটে চারিদিক আলোকিত; এ সকল সত্ত্বেও আড্‌মিরাল টোগো তাঁহার ডেসট্রয়র জাহাজগুলিকে রুষ যুদ্ধপোত আক্রমণের অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন আসাই সমস্ত ডেসট্রয়র জাহাজ লইয়া দুর্দ্দমনীয় সাহসে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিলেন। মানুষের ভয় নাই,—দুর্গ ও জাহাজ হইতে গোলা বৃষ্টি হইতেছে তাহাতে ভয় নাই,—সমস্ত রাত্রি এই সকল ক্ষুদ্র জাপানী রণতরী পুনঃ পুনঃ বন্দরের ভিতর গিয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা রুষের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুইখানা ডেসট্রয়র জাহাজ ডুবাইয়া দিল,—জাপানিদিগের তিনখানা জাহাজ কেবল কিছু কিছু আহত হইল। টোগো শীঘ্রই তাহাদিগকে মেরামত করিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া ফেলিলেন।

রুষের এত আয়োজনের পর যুদ্ধে গমন করিয়া পলাইয়া আসায় সকলেই তাহাদিগকে বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন জলযুদ্ধে রুষ কখনই জাপানের সমকক্ষ হইতে পারিবে না,—এখন তাহার একমাত্র ভরসা স্থলযুদ্ধ!

২৭ শে জুন টোগো আবার পোর্টআর্থার বন্দর আক্রমণ করিলেন। বন্দরের বাহিরে একখানা অতি বৃহৎ যুদ্ধপোত পাহারায় ছিল। জাপানী টরপেডো বোট সকল তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। দুর্গ হইতে বড় বড় গোলা তাহাদের উপর পতিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা তাহাতে বিন্দু মাত্র দৃকপাত না করিয়া চারিদিক হইতে এই রুষ-জাহাজের প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে হতভাগ্য জাহাজ খানির ইহলীলা শেষ হইল,—সে নিমেষে জলমগ্ন হইয়া গেল!

তখন রুষ ডেস্ট্রয়রগণ আসিয়া জাপানী জাহাজ আক্রমণ করিল,—উভয় পক্ষে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর জাপানিগণ দূর সমুদ্রে চলিয়া গেলেন: একখানা রুষ ডেসট্রয়রও এই যুদ্ধে জলমগ্ন হইল! এই যুদ্ধে ১৪ জন জাপানী হত ও তিন জন আহত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের জাহাজের বড় বেশী কিছু ক্ষতি হয় নাই!

যখন টোগো আবার তাঁহার জাহাজগুলিকে মেরামত করিয়া নূতন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ২৮ শে জুন একখানি রুষ ডেসট্রয়র জাহাজ কোন প্রকারে জাপানিদিগের হাত এড়াইয়া পোর্টআর্থার হইতে নিউচাংয়ে আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই জাহাজস্থ রুষগণ রটাইয়া দিলেন যে জাপানী রণতরি সমস্তই রুষ-যুদ্ধপোত কর্ত্তৃক ধ্বংসিভূত হইয়া গিয়াছে!

এই ঘটনার পর কয়েক দিন জাপানী গোলা রুষ-দুর্গে ও বন্দরে পতিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জাপানিগণ ডাল্নি সহরের সম্মুখস্থ টালিয়ান উপসাগর মধ্যস্থ রুষ "মাইন" সকল নষ্ট করিতে লাগিলেন।

জুন মাসের শেষে তাঁহারা প্রায় সমস্ত "মাইন"ই নষ্ট করিলেন;—কিন্তু তবুও এই ভয়াবহ শত্রুর ভয় একেবারে যায় নাই। ৫ই জুলাই তারিখে জাপানের কাইমন্ নামক জাহাজ এই "মাইনে" সংঘর্ষিত হইয়া জলমগ্ন হইল। তিন জন সেনাধ্যক্ষ ও ১৯ জন নাবিক জলমগ্ন হইলেন; অপর সকলে জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন। জাপানিগণ তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানী সমাধি।

আমরা এতক্ষণ জাপানের বীরত্ব ও পাশ্চাত্য প্রথায় যুদ্ধ শিক্ষার ফল দেখাইলাম। জাপান শিক্ষায়, বিদ্যায়, এমন কি পরিচ্ছদে, সর্ব্বতোভাবে ইয়োরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের ইয়োরোপের সহিত কোন পার্থক্য নাই। আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান, কেহই আর তাঁহাদিগকে এক্ষণে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন জাতি বলিতে সক্ষম নহেন; কিন্তু তাহাই বলিয়া জাপান তাঁহাদের জাতীয়তা, তাঁহাদের সামাজিকতা, তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, আচার, রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন কি? কখনই নহে! সকল প্রকার বিদ্যায়, শিক্ষায়, সুসভ্যতায় তাঁহারা বলিতে গেলে ইয়োরোপ ও আমেরিকার উপর গিয়াছেন,—কিন্তু ভিতরে জাপান জাপানই আছে।

আমরা বীর হিরোসের মহাসম্মানে সমাধির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে এই সমাধির সময়ে এক জন সংবাদদাতা সকল দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমরা এইখানে নূতন ও পুরাতন জাপান একত্রে একস্থানে দেখিতে পাইব।

তিনি লিখিয়াছেনঃ—"পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক শোনোফু নামক বংশী নিনাদ শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে জাপানিগণ বীর হিরোসের দেহখণ্ড সমাধি দিতে লইয়া আসিতেছেন! দুই জন অশ্বারোহী পুলিশ সর্ব্বাগ্রে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে জাপানী নৌ-সেনার বাদ্যকরগণ বিলাতি সমাধি-বাদ্য বাজাইয়া উঠিল। তাহার পর দুই শত নৌসেনা বিষণ্ণ বদনে ধীর পদক্ষেপে নীরবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। তৎপরে দুই জন শ্বেত পরিচ্ছদধারী সিন্টো পুরোহিত একখানি বিলাতি নির্ম্মিত গাড়ীতে আসিলেন। তৎপরে নৌসেনাগণ "সাকাকি" নামক জাপানের পবিত্র বৃক্ষ মস্তকে লইয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের সঙ্গে এক বৃহৎ পতাকা,—সেই পতাকায় মৃত বীরের নাম ও পদবী অঙ্কিত। ইহাদের পশ্চাতে মৃত দেহের দীর্ঘ পাত্র বা কফিন আসিল। এই কফিন একখানি কামানের গাড়ীর উপর রক্ষিত;—৩০ জন নৌসেনা নীরবে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গাড়ীর দুই পার্শ্বে হিরোসের তিন জন সহপাঠী হেট মুণ্ডে চলিয়াছেন। গাড়ীর পশ্চাতে আপাদ মস্তক শ্বেত পরিচ্ছদে আবরিত করিয়া চলিয়াছেন,—হিরোসের ক্ষুদ্র ভ্রাতৃ-কন্যা শ্রীমতি কাওরু! তৎপশ্চাতে বহু শত নর নারী বীরের বীরোচিত সমাধি দিতে ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। পথের দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া বীরের সম্মাননা করিতেছে।

রাজধানীর বহু রাজপথ অতিক্রম করিয়া, মৃতদেহ অবশেষে সমাধি স্থানে নীত হইল। তথায় এক বেদি গঠিত হইয়াছে। এই বেদির দুই পার্শ্বে দুইটা সাকাকি বৃক্ষ স্থাপিত। একটা পতাকায় মৃত বীরের নাম ও পদবী লিখিত। কফিন উপস্থিত হইলে অতি বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত "সাকনসাই" পূজা আরম্ভ করিলেন। কফিনের সম্মুখে একে একে আলোক, ধূপ, লবণ, জল, চাউল, সাকি (জাপান সুরা) শুষ্ক সমুদ্র-শেওলা, পিষ্টক, মৎস্য, ফল প্রভৃতি স্থাপিত হইল। পুরোহিত

সমাধির মন্ত্র সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মৃত বীরের জীবনের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি নীরব হইলে, অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিলেন,—লেফ্‌টেনাণ্ট মাতসুমুরা। ইনি প্রথম যুদ্ধেই আহত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি মাত্র হাঁসপাতাল হইতে বহির্গত হইয়াছেন! আড্‌মিরাল টোগো বীরের প্রশংসা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ইনি তাহাই সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন। তখন আরও অনেক জল-যোদ্ধা মৃত বীরের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। জাপান রাজ্যের ইংরেজ দূত সার ক্লড ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও ইংরেজ সেনাপতি সার ইয়ান হামিল্‌টন, ইঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পদের উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, বীরের সমাধি স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আরও বহুতর আমেরিকান ও ইয়োরোপীয়ানও তথায় গিয়াছিলেন।

সম্মুখে জাপানী সেনা-নিবাস,—তাহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়: এই পাহাড়ের উপর গোর খোদিত হইয়াছিল; নিম্নে সৈন্যগণ বন্দুক হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ইঙ্গিত করিলে, সেনাগণ কফিন গোর মধ্যে স্থাপিত করিল। অমনই সেনাগণ এক সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করিল। বন্দুকের শব্দ বাতাসে মিলিয়া যাইতে না যাইতে, বাদ্যকরগণ শোকপূর্ণ বাদ্য বাজাইল। এইরূপ তিনবার বন্দুকের আওয়াজ ও তিনবার বাদ্য বাজিল;—তৎপরে সকলে একটু একটু মাটী গোরে নিক্ষেপ করিলেন।

এটা বিলাতি প্রথা;—জাপানিগণ বিলাতি প্রথাও গ্রহণ করিয়াছেন,—নিজেদের জাতীয় প্রথাও এক বিন্দু পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল অনুকরণে কখনও অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। এ কথা জাপানিগণ বেশ জানিতেন,—তাহাই তাঁহারা আমেরিকা ও ইয়োরোপের ভাল টুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন,—মন্দ কিছুই লন নাই। তাঁহারা রাজধানীতে

কিরূপে বীরের সমাধি দিতেছেন,—আমরা তাহা দেখিলাম,—এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা মৃত বীরগণের কিরূপ সম্মান করিতেছেন,—তাহাই দেখিব।

একজন সংবাদদাতা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহা লিখিয়াছেন,—তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যথার্থই এই জাপানী সমাধি ও মৃত বীরগণের জন্য পূজা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! সম্মুখে স্তরে স্তরে পর্ব্বতশ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে;—মধ্যে মধ্যে সুবিস্তৃত উপত্যকা;—সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ লতায় চারিদিক সুশোভিত। এই উপত্যকায় প্রায় আট সহস্র সৈন্য কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যে অশ্বারোহীগণ,—তাহাদের দক্ষিণে পদাতিকগণ,—বামে গোলন্দাজ ও ইঞ্জিনিয়ারগণ। সম্মুখে পাহাড়ের অঙ্গে পুরোহিতগণ পূজার স্থান নিয়োজিত করিয়াছেন। এই স্থানটী বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছে। এই স্থানের বাহিরেও কতকটা স্থান ঐরূপ বেড়ায় বেষ্টিত। শ্বেত, লোহিত, জরদা, নীল ও কৃষ্ণবর্ণের পাঁচ রংয়ের পতাকায় এই স্থান অতি সুন্দররূপে সুশোভিত। এই পতাকাগণ দ্বারা পৃথিবী, অগ্নি, জল, ধাতু ও কাষ্ঠ, এই পাঁচ দ্রব্যের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই স্থানে দণ্ডায়মান রাজকুমার কুনা, সেনাপতি ব্যারণ নিশি, সেনাপতি ফুজি, মাতসুমিয়া ও আরও বহু প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষ! বিভিন্ন জাতির সেনাধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগকেও এইখানে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। পূজার স্থানে কেবল পুরোহিতগণই ছিলেন। তাঁহারা জাপানের সিন্‌টো ধর্ম্মানুসারে মৃত বীরগণের সম্মানার্থে পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পিতৃপূজা হইল। শ্বেতবস্ত্রধারী পুরোহিতগণ মহা সমারোহে ও ভক্তিভরে জাপানের সমস্ত বীরগণের মৃত পিতৃপুরুষের পূজা সম্পন্ন করিলেন! তাহার পর তাঁহারা যুদ্ধের দেবতার পূজা করিলেন। ধূপ, ধুনা ও ফুলের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।

উপরে পর্ব্বতাঙ্গে পূজা হইতেছে,—নিম্নে আট হাজার জাপ-যোদ্ধা কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। তাহাদের সম্মুখে তাহাদের সকল প্রধান সেনাপতিগণই উপস্থিত। সকলেরই হৃদয় গভীর ভক্তিতে পূর্ণ। চারিদিক অতি নীরব নিস্তব্ধ,—কেবল পুরোহিতগণের সুরযুক্ত স্বর পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এদিকে এই অগণিত সেনার সম্মুখে মহাপূজা হইতেছে,—আর দূরে দরিদ্র চীনে কৃষকগণ তাহাদের ক্ষেত্রে নীরবে লাঙ্গল দিতেছে;—অতি সুন্দর, চমৎকার, বর্ণনাতীত দৃশ্য!

নিম্নে সেনানিগণ বিউগেল ধ্বনি করিলেন;—অমনই পূজা আরম্ভ হইল। পুরোহিতগণ সকলে বেদির নিকট আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন ও তিনবার অতি ভক্তিভরে হাত তুলিলেন। ইহাই তাঁহাদের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ প্রণাম।

তৎপরে প্রধান পুরোহিত একটী বড় "পাইন" গাছের শাখা তুলিয়া লইয়া তিনবার বেদির উপর ঘুরাইলেন। তৎপরে যে টেবিলের উপর নৈবেদ্যাদি ছিল, তিনি তাহার উপর ঐ শাখা আন্দোলিত করিলেন। পরে পুরোহিতগণ সেনাপতি নিশি প্রভৃতি যাঁহারা নিকটে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই উপর ঐরূপ করিলেন। তৎপরে তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া নিম্নস্থ সেনাদিগের দিকে তিনবার এইরূপ করিলেন। এটা কতকটা আমাদের শান্তিজল নিক্ষেপের ন্যায়।

এই সময়ে একজন সৈনিক শস্য, মৎস্য, ফল প্রভৃতি লইয়া আসিল। পুরোহিতগণ তাহা গ্রহণ করিয়া, নানা প্রকার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বেদির উপর স্থাপিত করিলেন। তৎপরে প্রধান পুরোহিত একখানি পুঁথি হইতে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে সমস্ত নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিলেন। তৎপরে সেনাপতি নিশি বেদির নিকট আসিয়া প্রণত হইয়া বলিলেন;—

"আমরা আজ ১৯ শে জুন তারিখে ফেংহাংচেংয়ের প্রাচীরের বাহিরে এই পবিত্র স্থানে সকলে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধে যে সকল বীর প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মান করাই আমাদের এই সমবেতের উদ্দেশ্য।"

"মৃত বীরগণ! আমাদের সহিত একত্রে তোমরা সকলে গত মার্চ্চ মাসে আমাদের জননীসমা প্রিয়তমা জন্মভূমি জাপানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এই দূর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলে। আমরা জুলু নদীর যুদ্ধে ১লা মে তারিখে পৃথিবীকে আমাদের বীরত্ব দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে ইহাই আমাদের প্রথম যুদ্ধ, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে জাপানিদের মৃত্যু ভিন্ন তাহাদের সাহসের লোপ হইবে না। এখন পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই এ কথা অবগত হইয়াছেন।"

"হে মৃত বীরগণ! তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই সেই জুলু নদীর তীরে প্রাণ দিয়াছ; কিন্তু এখনও যেন আমরা চক্ষের উপর তোমাদের অভাবনীয় বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ দেখিতেছি। হে বীরগণ! তোমাদের জন্য আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! তোমাদের এই মূল্যবান অমূল্য আত্মা অনন্ত শান্তিতে বিরাজ করুক। নিশ্চিন্ত থাকিবে যে তোমাদের বীরত্ব-কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠে অমর অক্ষয় হইয়া চিরকালের জন্য লিখিত থাকিবে। তোমাদের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও জন্মভূমির জন্য প্রাণদানের দৃষ্টান্ত বংশপরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া ভবিষ্যত জাপানিগণের হৃদয় বীরত্বপূর্ণ করিবে।"

"হে মৃত বীরগণ! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে রহিয়াছি,—আমরা সেইজন্য তোমাদের উপযুক্ত নৈবেদ্যাদি দান ও সম্মাননা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। তোমরা আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর!"

সেনাপতি নিশি আবার ভক্তিভরে বেদিকে প্রণাম করিলেন।

মহাবীর ফিরোজের সমাধি কার্য্য।

[১৮৯ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

তৎপরে সকলে এক একটী ক্ষুদ্র শাখা লইয়া বেদির উপর স্থাপিত করিলেন। অমনিই আট সহস্র সেনা তাহাদের আট হাজার বন্দুক উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া মৃত বীরগণকে সম্মাননা প্রদর্শন করিল। তৎপরে তাহারা ধীরে ধীরে শিবিরে নীরবে চলিয়া গেল।

জাপানী সেনার মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন;—কেহ কেহ খ্রীষ্টানও ছিলেন;—ইঁহারা সকলেই অতি ভক্তি সহকারে এই পিতৃপূজায় যোগদান করিলেন। জাপানে যিনিই যে ধর্ম্মের উপাসক হউন না,—তিনি জাপানী হইলে এই সিন্‌টো ধর্ম্মের পিতৃপূজা বা মৃত পিতৃপুরুষের পূজা কখনই পরিত্যাগ করিতেন না।

সিন্‌টো পূজা শেষ হইলে,—অতি মূল্যবান রেশমী জরদা রংয়ের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দুইজন বৌদ্ধ পুরোহিত বেদির নিকট আসিয়া ধূপ নানা মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত বীরগণের পূজা করিলেন। রাশি রাশি ধুনা দগ্ধ হইল,—চারিদিকে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একই বেদিতে এ পূজাও হইল;—তবে এই সময়ে বেদির উপর বৌদ্ধ পুরোহিত অনেক বাতি জ্বালিয়া দিলেন ও রাশি রাশি ফুল তথায় স্থাপিত হইল। বেদির সম্মুখে একটা পাত্রে আগুন ছিল,—বৌদ্ধ পুরোহিত-দিগের পূজা শেষ হইলে, সেনাপতি ও অপর সকলে এই অগ্নিপাত্রে প্রত্যেকে ধূপ ধুনা নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে সকলে ভক্তিভরে বেদিকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

এইরূপ মৃত বীরের পূজা প্রত্যেক যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে হইতেছিল! কি সুন্দর,—কি চমৎকার! জাপানিগণ ইয়োরোপের সমস্ত গুণই আয়ত্ব করিয়াছেন,—কিন্তু আমাদের অনেকের ন্যায় নিজের জাতীয়তা ও জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই! তাঁহাদের এখনও স্বধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি! এই যুদ্ধক্ষেত্রেই আমরা জাপানের নূতন ও পুরাতন প্রথার একত্র সমাবেশ দেখিয়া ধন্য হইলাম।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থার অবরোধ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জুলাই শেষে জাপানী ১নং সেনাদল সেনাপতি কুরোকির অধীনে,-২নং সেনাদল সেনাপতি ওকুর অধীনে,—এবং ৩নং সেনাদল নজুর অধীনে প্রায় রুষ শিবির লিওবাংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। গণ এ পর্য্যন্ত জাপানের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার কোন তেই জয় লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদিগকে চারিদিক হইতে পরাজিত হইয়া লিওবাংয়ে হটিয়া আসিতে হইয়াছে;—কিন্তু জাপান-সেনা রুষের বৃহৎ সেনার নিকটস্থ হইয়াছে মাত্র,—তাহারা এখনও রুষকে ঘেরাও করিতে পারে নাই। হয়তো তাহারা ধীরে ধীরে তাহারই চেষ্টা পাইতেছে;—সেই জন্যই জাপানী সেনাপতিগণ এতদিন নীরবে বসিয়া আছেন,—যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন না। ইহাতে অনেকে তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছেন,—তাঁহারা কিন্তু তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না।

পোর্টআর্থার সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের এইরূপ বিলম্ব। তাঁহারা পোর্ট আর্থার দুর্গের অতি নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত দুর্গ আক্রমণ করেন নাই। সমুদ্র মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে কেবল টোগোর গোলা দুর্গে ও বন্দরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পোর্টআর্থার জয়ে সেনাপতি ওকু আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বহু সৈন্য লইয়া তেলিস্থ, কাইচো ও তালিচাও জয় করিয়া সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ অধিকার করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে পোর্টআর্থার হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছেন। এদিকে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানের ৪নং

সেনা দলের নায়ক নগি প্রায় ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া পোর্টআর্থারের পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাপানের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ওয়ামা ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি জগৎবিখ্যাত কোদামা এই চারিদল সৈন্য পরিচালন করিতেছেন। এক্ষণে জাপানের দুই লক্ষের অধিক সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে। নগি ৫০।৬০ হাজার সেনা লইয়া পোর্ট আর্থারের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন; কিন্তু পোর্টআর্থার স্থলপথে অধিকার করা সহজ কথা নহে,—রুষগণ ইহাকে এক ভয়াবহ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। সহরের পশ্চাতে পাহাড় শ্রেণী;—রুষগণ তাহার উপর ১৪টী সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ১৪টী দুর্গ জয় না করিতে পারিলে, জাপানের পোর্টআর্থার অধিকারের সম্ভাবনা ছিল না। মানচিত্র দেখিলেই সকলেই এই ভয়াবহ দুর্গ সকল কি ভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সম্মুখে প্রান্তরে মুখ ঢাকা চোরা গর্ত্ত ও মধ্যে মধ্যে সাংঘাতিক "মাইন"; তৎপরে তারের বেড়া;—তাহার পরেই সুগভীর পরিখা; এই পরিখার অপর পারেই উচ্চ সুদৃঢ় বহু ছিদ্র যুক্ত প্রাচীর; প্রাচীরের উপর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কামান সকল স্থাপিত! গর্ত্ত ও মাইন হইতে রুষের গোলা গুলিবৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাইয়া, পরিখায় আসিয়া পড়িলেও সেখানে রুষের গুলির হস্তে কাহারই প্রাণরক্ষার আশা থাকিবে না। তাহার পর মই দিয়া প্রাচীরে উঠিয়া দুর্গ দখল করিতে হইবে,—রুষের শত কামানের মুখে ঝম্পপ্রদান করিতে হইবে,—এ কাজ সকলেই একরূপ অসম্ভব ভাবিয়াছিলেন, সুতরাং জাপানিগণ যে তাড়াতাড়ি দুর্গ আক্রমণ না করিয়া বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাদের শত প্রশংসা করিতে হয়! তাঁহারা পোর্টআর্থার জয়ের জন্য বিশেষরূপ আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহারা দেশ হইতে কেবল এই কার্য্যের জন্যই ৫০।৬০

হাজার সেনা ও শতাধিক বড় বড় কামান আনয়ন করিয়াছেন। এক দিক হইতে সেনাপতি নগি আক্রমণ করিবেন,—অপর দিক হইতে টোগো গোলা চালাইবেন। রুষগণ যে পরাজিত হইবে, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন,—তাই তাঁহাদের কোন কাজই তাড়াতাড়ি ছিল না।

২৬শে জুন তারিখে প্রথম জাপানিগণ রুষ-দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন; প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য চলিল। পোর্টআর্থার হইতে ১৪ মাইল দূরে সিওলিংটাও উপসাগর,—এই দিকে রুষের দুইটী দুর্গ ছিল। রাত্রি ভোর চারিটায় জাপানিগণ এই দুই দুর্গ আক্রমণ করিল। জাপানী যুদ্ধপোত সকল উপসাগরে আসিয়া রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে,—তাহারা জাহাজ হইতে বহু সেনা তীরে নামাইয়া দিল। তখন রুষগণ দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাইল হটিল। জাপানিগণ বহু সৈন্য লইয়া এখানেও তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন;—কিন্তু রুষগণ বলেন যে তাঁহারা জাপগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়াছিলেন;—তাঁহাদের অনেক সেনা হত আহত হইয়াছিল; কিন্তু এই যুদ্ধ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কেহই কিছু স্পষ্ট বলেন নাই। তবে এই যুদ্ধ যে মহা প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবমত জাপানিগণকে হটিয়াও আসিতে হইয়াছিল,—রুষের ভয়াবহ দুর্গ সকল অধিকার করা সহজ কার্য্য নহে।

যাহাই হউক জাপানিগণ হতাশ হয়েন নাই। পোর্ট আর্থার দুর্গ গুলির ৮ মাইল দূরে লাংওয়াংটাং পর্ব্বত শ্রেণী ছিল; তাঁহারা এই উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর বড় বড় ভয়ঙ্কর কামান সকল উত্তোলিত করিলেন। টোগোর ১২ ইঞ্চি কামান হইতে চারিদিক হইতে ১০ মণ ওজনের গোলা পড়িবে;—এ দিকে এই পর্ব্বত শ্রেণী হইতেও ১০ মণ ওজনের গোলা দুর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে,—ইহাতে যে রুষগণ কত দিন দুর্গে তিষ্ঠিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না।

৪ঠা জুলাই রুষগণ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধেরও কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। রুষগণ বলেন যে তাঁহাদেরই জয় হইয়াছিল,—জাপগণ হটিয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক ১০ই জুলাই জাপানিগণ আবার রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা দুই পথে দুই দলে অগ্রসর হইলেন। ডাল্নি হইতে এক দল চলিল,—এই দল পোর্টআর্থারের পূর্ব্বদিকে আসিল,—অপর দল পোর্টআর্থারের উত্তর দিক আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

অনেক হত আহতের পর জাপানিগণ রুষের নিরটিসুই দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার উপর বড় বড় আটটা কামান স্থাপন করিলেন। এই দুর্গ অধিকারে তাঁহাদের যে বহু সেনা ক্ষয় হইয়াছিল তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! যাহা নান্সান পাহাড়ে ঘটিয়াছিল,—এখানেও সেই ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল! জাপানিগণ দুর্দ্দমনীয় সাহস ও বীরত্বে শত শত জন আনন্দে প্রাণ দিল। তাহাদের মৃত দেহের উপর দিয়া গমন করিয়া অবশেষে জাপানী বীরগণ রুষের দুর্ভেদ্য একটী দুর্গ অধিকার করিলেন। বলা বাহুল্য টোগোও সমুদ্রে থাকিয়া এইযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও ১৩টী দুর্গ আছে। পোর্টআর্থারের উত্তরে রুষের সুইসিলিং দুর্গ অতি দুর্ভেদ্য;—কিন্তু এইটী অধিকার করিতে পারিলে, তখন পোর্টআর্থার অধিকার অনেকটা সহজ হইয়া আসিবে; তাহাই জাপানী একদল সেনা এই দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হইল। তাহারা অতি সতর্কতার সহিত দুর্গের দিকে চলিল,—কিন্তু এই দুর্গ জয় তাহাদের সহজে ঘটিল না। আবার কয়েক দিনের জন্য যুদ্ধ একরূপ স্থগিত রহিল; তবে জাপগণ এক্ষণে পোর্টআর্থারের ৫।৬ মাইল নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। তিন দিকে সমুদ্র,—এই সকল সমুদ্র হইতে জাপানিগণ রুষ-মাইন সকল দূর করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে

টোগোর যুদ্ধপোত পোর্টআর্থার তিনদিক হইতে আক্রমণ করিতে সক্ষম হইতেছেন,—পশ্চাৎদিকে নগি সসৈন্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন।

জাপানিগণ নিশ্চিত জয় জানিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। পোর্ট আর্থার জয় হইলে, সে দিন জাপানের নগরে নগরে আলোক মালা বিভাসিত হইবে;—অজস্র নগরে নগরে সহস্র সহস্র নানা রংয়ের কাগজের লণ্ঠন প্রস্তুত হইতেছে। জাপানিদিগের এক্ষণে বিশ্বাস হইয়াছে যে শীঘ্রই পোর্টআর্থার দখল হইবে,—কেবল ইহাই নহে, লিওয়াংয়ে রুষ-সেনাপতিও সসৈন্যে পরাজিত হইবেন। তবে লিওয়াং যুদ্ধ জয় ও পোর্টআর্থার এই দুইটার কোনটা আগে সম্পাদিত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। জাপানের দুই যুদ্ধের আয়োজনই সম্পূর্ণ হইয়াছে,—এখন সকলে উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত! রুষ-জাপানের যুদ্ধ সংবাদ পাইবার জন্য এক্ষণে পৃথিবী শুদ্ধ লোক উন্মত্ত হইয়াছেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপান-সমুদ্রে রুষ।

প্রায় আরও এক মাস অতীত হইয়া গেল, তবুও আড্‌মিরাল কামিমুরা ভ্লাডিভস্টকের রুষ-যুদ্ধপোত ধরিতে পারিলেন না। তাহারা সেইরূপই জ্বালাতন করিতে লাগিল। তবে রুষের দুরাদৃষ্ট বশতঃ ভ্লাডিভস্টকে তাহাদের তিনখানি ক্রুজার ও একখানি গান বোট জলমগ্ন হইল। রুষ-জাহাজ বগাটীর কয়েকদিন পূর্ব্বে চড়ায় লাগিয়া জলমগ্ন হইয়া যায়। সম্প্রতি দুই খানি জাহাজ রুষ জার্ম্মানির নিকট ক্রয় করিয়াছিলেন; তাহারা ভ্লাডিভস্টক্ বন্দরে প্রবেশ কালে রুষের স্থাপিত "মাইনে" আঘাতিত হইয়া জলমগ্ন হইল। কয়দিন পরে একখানি গান বোটেরও এইরূপ দুর্দশা ঘটিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১লা জুলাই রুষ-জাহাজ আলো নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারে কামিমুরার সম্মুখ হইতে পলাইয়াছিল; সেই পর্য্যন্ত তাহারা কোথায় আছে,—তাহা আর কামিমুরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে এই সকল রুষ-জাহাজ হকোডোটের নিকটে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। একদিন ইহারা একখানি ক্ষুদ্র জাপানী জাহাজকে ধৃতও করিয়াছিল; কিন্তু সেই জাহাজ অতি ক্ষুদ্র দেখিয়া, তাহারা দয়া করিয়া তাহা আর জলমগ্ন করে নাই। তাহাদের ভয়ে সমস্ত জাপানী জাহাজ বন্দরে বন্দরে আশ্রয় লইতেছিল। তাহারা ইহার পর একখানি জাপানী ষ্টীমার ধরিয়া লইয়াছিল,—অপর একখানিকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল যে তাহারা টোকিওর দিকে আসিতেছে। এই দিক হইতে নানা সওদাগরী জাহাজ সর্ব্বদা মালামাল লইয়া আমেরিকায় গমনাগমন করিত। এ সংবাদ পাইবা মাত্র জাপান এ দিকের ব্যবসা যথাসাধ্য বন্ধ করিয়া দিলেন,—কিন্তু পথেও সমুদ্র-বক্ষে অনেক জাহাজ ছিল;—তাহারা এই দুর্দ্দান্ত রুষ-যুদ্ধপোতের সম্মুখে পড়িলে যে কি হইবে তাহা বলা যায় না! এ বিপদকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে, জাপান কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না,—অথচ ইহাদের কিছুতেই ধরা যাইতেছে না,—এজন্য প্রকৃতই জাপান বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন।

সকলে যাহা ভাবিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাহাই ঘটিল। "নাইট কমাণ্ডার" নামে একখানা ইংরেজ জাহাজ আমেরিকা হইতে মাল লইয়া জাপানে আসিতেছিল। ২৩শে জুলাই তারিখে এই জাহাজ রুষের যুদ্ধ-পোতের সম্মুখে পতিত হইল। কাপ্তেন ও অফিসার ভিন্ন জাহাজে ২৩ জন খালাসী ছিল! ইংরেজ কাপ্তেন ও আফিসারগণ জানিতেন যে রুষ নানা স্থলে যে সে জাহাজ আটক রাখিতেছে। পূর্ব্বে রেড্‌সিতে মালাকা ও জাপান সাগরে আর একখানা ইংরেজ জাহাজ

ইহারা আটক করিয়াছিল ; সুতরাং তাহাদের পক্ষে "নাইট কমাণ্ডার"কে ধৃত করিয়া ভ্লাডিভসটকে লইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। বলা বাহুল্য এই সকল দুর্দ্দান্ত রুষ-জাহাজকে সম্মুখে দেখিয়া কাপ্তেন ও অফিসারগণ বিশেষ চিন্তিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্দেহ অধিকক্ষণ রহিল না। রুষগণ গোলা চালাইয়া জাহাজ দণ্ডায়মান রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন উভয় জাহাজে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন চলিল,—তৎপরে হুকুম আসিল, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে জাহাজ ত্যাগ করিয়া রুষ জাহাজে না গমন করিলে, রুষগণ জাহাজ জলমগ্ন করিয়া দিবেন। এ ভয়াবহ আজ্ঞা অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না ;—কাপ্তেন তাঁহার সমস্ত লোক জন লইয়া সত্বর নৌকায় উঠিয়া রুষ-জাহাজে আগমন করিলেন,—তখন বিনা দ্বিধায় রুষগণ জাহাজ ডুবাইয়া দিল।

তিনটার সময় সিনান নামে আর একখানা ইংরেজ জাহাজ রুষ যুদ্ধপোতের সম্মুখে পতিত হইল। এই জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিতেছিল। এ জাহাজের উপরও দণ্ডায়মান হইবার আজ্ঞা আসিল। তৎপরে একজন রুষ-সেনাধ্যক্ষ এই জাহাজে আসিয়া বলিলেন যে সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছেন যে যে সকল জাহাজে ইংরেজের পতাকা থাকিবে,—তাঁহার যুদ্ধপোত সকল তাহাদের বিশেষ সম্মাননা করিবে ;—কিন্তু যদি কোন জাহাজে রেল প্রস্তুত করিবার সরঞ্জাম কিছু থাকে,—তাহা হইলে সেই জাহাজ ধৃত করিতে বা ডুবাইয়া দিতে হইবে।

সৌভাগ্য ক্রমে জাহাজে কোন রেলের সরঞ্জাম ছিল না,—তাহাই রুষ সে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। তবে ইংরেজগণকে যুদ্ধপোতে আটক রাখিয়া খালাসীদিগকে এই জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। আরও বলিলেন যতক্ষণ না রুষ-যুদ্ধপোত সকল অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ তাঁহারা একপদও এখান হইতে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

যখন "নাইট কমাণ্ডার" জাহাজের সংবাদ বিলাতে উপস্থিত হইল,

তখন একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "রুষ ঘোর অন্যায় করিয়াছেন।" টোকিওস্থিত ইংরেজ-দূত সার ক্লড ম্যাকডোনাল্ড, এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। সকলে উৎকণ্ঠিত,—কোন্‌দিন রুষ-ইংরাজে যুদ্ধ বাধে! যদি তাহা হয়, তবে ভয়াবহ কাণ্ড হইবে! সমস্ত ইয়োরোপ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত করিবে!

রুষগণ বলিলেন যে "নাইট কমাণ্ডার" প্রথমে তাঁহাদের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—রুষগণ চারিটী গোলা নিক্ষেপ করিলে তবে সে দণ্ডায়মান হয়। আর তাহাতে বিস্তর রেল-সরঞ্জাম ছিল,—এ অবস্থায় তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত জাহাজ ধৃত করিতে পারেন;—কিন্তু তাহার উত্তরে সকলে বলিলেন যে এইরূপ জাহাজ ধৃত করা যায় কিনা, তাহা রুষ-রণতরীর সেনাধ্যক্ষগণ কখনই বিচার করিতে পারেন না;—তাঁহারা জাহাজ বন্দরে লইয়া যাইতে বাধ্য। সেখানে ইহার বিচার হইত,—তাঁহাদের ইচ্ছামত যে কোন জাহাজ ডুবাইয়া দিতে তাঁহারা পারেন না। ইহার উত্তরে রুষ বলিলেন যে এই জাহাজ বন্দরে লইয়া যাইবার মত ততলোক তাঁহাদের জাহাজে ছিল না। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া সমস্ত ইয়োরোপে এক মহা আন্দোলন উত্থিত হইল। এমন কি ভয়াবহ ইয়োরোপীয় যুদ্ধ হইবারও সম্ভাবনা ঘটিল।

রুষগণ যে কেবল ইংরাজের জাহাজ ডুবাইলেন, তাহা নহে। জার্ম্মান ষ্টিমার "থিয়া" মাছ লইয়া জাপানী বন্দর ইয়োকোহামায় যাইতেছিল;—রুষগণ "নাইট কমাণ্ডারের" ন্যায় এই জাহাজও ডুবাইয়া দিলেন। বলিলেন যে মাছ সৈন্যগণের আহারীয় দ্রব্য, সুতরাং ইহা যুদ্ধোপকরণ,—এই জন্য তাঁহারা আইনানুসারে এ জাহাজ ধৃত করিতে পারেন। তবে এই জাহাজ ভ্লাডিভষ্টকে পাঠাইবার মত ততলোক তাঁহাদের সঙ্গে ছিল না,—তাহাই তাঁহারা এ জাহাজও ডুবাইতে বাধ্য হইলেন।

ইয়োকোহামা জাপানের প্রধান সওদাগরী বন্দর। এখানে সর্ব্বদাই নানা দেশের, বিশেষতঃ আমেরিকার, জাহাজ আসিত,—সুতরাং রুষ-যুদ্ধপোত এই বন্দরের নিকটস্থ হওয়ায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"কোরিয়া" নামে একখানা জাহাজ ত্রিশ লক্ষ টাকার সোণা ও আরও বহু যুদ্ধোপকরণ লইয়া জাপান বন্দরে আসিতেছিল। রুষ এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতে পাইয়া, তাঁহাদের যুদ্ধপোতকে এই জাহাজ ধরিবার জন্য বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন;—কিন্তু জাপানের সৌভাগ্যক্রমে রুষগণ এই জাহাজ ধৃত করিতে পারিল না। ২৯শে জুলাই "কোরিয়া" জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল।

আর এখানে বিলম্ব করা বিপদজনক ভাবিয়া রুষ-যুদ্ধপোত আবার ভ্লাডিভস্টকের দিকে চলিল। বেলা ৩টার সময় রুষগণ দেখিলেন যে একখানা জাপানী তৃতীয় শ্রেণীর ক্রুজার তিনখানি টরপেডো বোটের সঙ্গে আসিতেছে। ইহাদের পশ্চাতে একখানি সওদাগরী জাহাজ ও চারিখানি টরপেডো বোট দেখা যাইতেছে! ইহারা রুষ-জাহাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ অবস্থায় রুষদিগকে আক্রমণ করা কেবল উন্মত্ততা হইত;—তবে তাহারা জানিত কামিমুরা এই সকল রুষ-জাহাজ ধৃত করিবার জন্য ঘুরিতেছেন,—ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার সম্মুখে পতিত হইবে। কিন্তু রুষের সৌভাগ্যক্রমে কামিমুরা সেদিকে আসিলেন না,—রুষ-জাহাজ অনেক বন্দী লইয়া অবশেষে ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিলেন আড্‌মিরাল বেজোব্রাজফ্—এবার বাহির হইয়াছিলেন,—আড্‌মিরাল জেসেন। বেজোব্রাজফ পোর্টআর্থারে বদলি হইয়া তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। রুষ-জাহাজের এই সমুদ্র পরিভ্রমণে বিভিন্ন প্রদেশের সওদাগরগণের জাহাজ জলমগ্ন ও আটক প্রভৃতি হওয়ায় তাঁহাদের প্রায় দেড় কোটি টাকা লোকসান হইয়াছিল।

রুষগণ এই সকল জাহাজ ডুবাইয়া কেবল কলঙ্কের ডালি মাথায় করিলেন। অথচ তাঁহারা একখানা তৃতীয় শ্রেণীর জাপানী ক্রুজার জাহাজ ও কয়েকখানা টরপেডো বোটকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না; তাহাদের ভয়ে কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পলায়ন করিলেন! বোধ হয় এ কার্য্যে রুষগণ নিজেরাই মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন!

রুষের এইরূপ সমুদ্র পরিভ্রমণে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত রুষের কেবল যে নানা গোলযোগ ঘটিল তাহা নহে,—জাপানিগণ পোর্টআর্থার অনতিবিলম্বে অধিকার করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। একবার পোর্ট আর্থার জয় হইলে, তখন ভ্লাডিভস্টক দখল করিয়া এই কয়খানা রুষ যুদ্ধপোতের ইহলীলা শেষ করিবার পক্ষে তাঁহাদের আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

রুষগণও তাহা বুঝিলেন। পোর্টআর্থার লাভ হইবার পর তাঁহাদের আর ভ্লাডিভস্টকের উপর তত যত্ন ছিল না;—কিন্তু এক্ষণে সহসা তাঁহাদের ইহার উপর যত্ন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। ৩০ শে জুলাই স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল আলেক্‌জিফ ভ্লাডিভস্টকে আগমন করিলেন। বন্দর সুদৃঢ় করিবার নানা চেষ্টা হইতে লাগিল। সেনাপতি লিনিভিচ ভ্লাডিভস্টক রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও সৈন্ত প্রেরণ করা স্থির হইল,—কিন্তু কুরোপাট্‌কিন তাঁহার সেনা হইতে কত সৈন্ত পাঠাইতে পারিবেন,—তাহা বলা যায় না। আলেক্‌জিফ ও কুরোপাট্‌কিনে এখনও ঘোর মতভেদ চলিতেছে; এই বিবাদ বিসম্বাদই রুষের এত লাঞ্ছনার একটী মূলীভূত কারণ। আলেক্‌জিফই প্রকৃতপক্ষে রুষের সর্ব্বনাশ করিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানী বন্দোবস্ত।

যখন জাপানিগণ প্রথমে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়াছিলেন, তখন তথায় দারুণ শীত। এক্ষণে জুলাই মাসে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কোরিয়ার ও মাঞ্চুরিয়ার কোন রাস্তাই পাকা নহে; তাহার উপর এই সকল রাস্তায় গোযান গমনাগমন করায়, এই বর্ষায় সকল রাস্তাতেই হাঁটু সমান কাদা হইয়াছে। জাপানিগণ যে কি কষ্টে এই সকল পথে তাঁহাদের সেনা, কামান, রসদ লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন,—অথচ তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,—তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনায় বেশ উপলব্ধি হইবে।

কোরিয়ায় মালপত্র লইয়া যাইবার পক্ষে এই দেশীয় বড় বড় গরু ব্যবহৃত হইত,—কিন্তু জাপানিগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্ব বৎসর মড়কে কোরিয়ার প্রায় গরু নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। এদেশের ঘোড়াগুলিও ছোট ছোট,—কিন্তু দেড় মণ মাল তাহারা অনায়াসে বহন করিতে পারিত; সুতরাং বলা বাহুল্য জাপানিগণ এ দেশে আসিয়া প্রথমেই যেখানে যত ঘোড়া ও গরু পাইলেন, সমস্তই কিনিয়া ফেলিলেন। কুরোকির সহিত যত সেনা ছিল, তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন, এই সামান্য সংখ্যক ঘোড়া ও গরুর কার্য্য নহে,—সুতরাং এই সকল বহন সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত জাপানিগণকে জাপান হইতে স্থির করিয়া আনিতে হইল। জাপান এ সম্বন্ধে যে সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তাঁহারা দুই চাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী সঙ্গে করিয়া আনিয়া-

ছিলেন। প্রত্যেক গাড়ীতে প্রায় দুই মণ মাল ধরিত। এই সকল গাড়ী একটী ছোট ঘোড়ায় টানিত। সেই ঘোড়ার ভার একজন লোকের উপর থাকিত। ইহারা সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে মাল বাঁধা ও বোঝাই করা কার্য্য নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ গাড়ীর একটী দলের উপর এক এক জন সেনাধ্যক্ষ আছেন। এই সকল সেনাধ্যক্ষও তিন বৎসর এই মালবহন বিদ্যা অতি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র গাড়ী পার্ব্বত্য পথে অথবা কোরিয়ানদিগের সহরের অপরিসর গলির ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে জাপানিগণের বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইল না। জাপান-সেনাদলের পশ্চাতে এই সকল রসদ-বাহক সেনাদিগের ও অশ্ব গরুর তিন দিনের আহারীয় লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের নিকট সৈন্যদিগেরও এক দিনের অতিরিক্ত রসদ ছিল। সেনাগণও প্রত্যেকে তাহার গলায় বিলম্বিত থলিতে এক দিনের রাঁধা খাদ্য ও দুই দিনের অতিরিক্ত খাদ্য সঙ্গে লইয়াছিল। আরও এক দিনের আহারীয় প্রত্যেক দলের মালামালের সহিত আসিতেছিল। প্রত্যেক ঘোড়া বা গরু তাহাদের এক দিনের ঘাস লইয়াছে,—আরও দুই দিনের ঘাস দলের মালামালের সঙ্গে আসিতেছে।

এই সকল ঘোড়া গরু ছাড়াও জাপানিগণ সহস্র সহস্র সৈনিক-কুলি সঙ্গে আনিয়াছেন। ইহারা ছোট ছোট গাড়ীতে দেড় মণ দ্রব্য ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ ও সুস্থকায়,—কেবল উচ্চতা বা বুকের বিস্তারে কম বলিয়াই সেনাদলভুক্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা দেশে পড়িয়া নাই,—যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের রসদবাহী হইয়া আসিয়াছে। ইহারাই অতি সুবন্দোবস্তের সহিত জাপানের কোটী কোটী মণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছে।

একজন সেনাধ্যক্ষ একটী মন্দির বা বাড়ী অধিকার করিয়া বসিলেন;

—অমনই তথায় স্তুপাকার খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি যেন পাতাল হইতে নিমিষে আবির্ভূত হইল। এখানে পর্ব্বত প্রমাণ লাল কম্বল,—ওখানে আকাশ সমান চালের বস্তা। এখানে ৫০ মাইল দূর হইতে জাপগণ দলে দলে গরু আনিতেছে। ওখানে তাহারা সহস্র সহস্র মুর্গী হত্যা করিতেছে,—অন্যত্র তাহারা শূকর সংগ্রহ করিতেছে,—কিন্তু জাপানী সেনাগণ তাহাদের হইতে অগ্রে প্রায় ৮০ মাইল দূরে রহিয়াছে। কেহ একটী গ্রামে প্রবেশ করিল,—তিনি জানেন যে এখানে দুই দিনের মধ্যে কোন জাপানী সেনার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবু তিনি প্রথমেই দেখিবেন যে গ্রামের বাহিরে এক বড় মানচিত্র জাপানিরা লট্‌কাইয়া দিয়াছে। এ মানচিত্রে গ্রামের সমস্ত পথ ও সমস্ত বাড়ী দেখান হইয়াছে। কাহারও কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে কতকগুলি জাপানী অশ্বারোহী পাহারায় আছে ;—আর জন কয়েক জাপকর্ম্মচারী কোরিয়ানদিগের নিকট তাহাদের শূকর ও চাউল ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দলে দলে কুলি রসদ লইয়া চলিয়াছে। সকলই অতি সুবন্দোবস্ত,—যেন কলে কাজ হইতেছে!

জাপান বহু বৎসর হইতে দেশে গোপনে গোপনে মহা আয়োজন করিতেছিলেন। কিউর নামক স্থানে তাঁহারা এক বৃহৎ অস্ত্র শস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এরূপ বৃহৎ সর্ব্বতোপ্রকারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ম্মিত কারখানা পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ।

একজন সংবাদদাতা এই জাপানী কারখানা দেখিয়া লিখিয়াছেন :—"এই কয় বৎসরের মধ্যে জাপান যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিউরই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহা সম্পূর্ণ জাপানী ব্যাপার। ইহার ভিতর একজনও ইয়োরোপীয় বা আমেরিকান নাই। সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণই জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহারা

বিদেশী কাহারও কোনও সাহায্য লইতেছেন না। যাঁহারা মনে করেন যে পাশ্চাত্য দেশ হইতে এখনও জাপানের অনেক শিক্ষা করিতে আছে, এই কিউরের কারখানা দেখিলেই তাঁহাদের সে বিষম ভ্রম দূর হইবে। জাপানিগণ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গিয়া সকল বিষয় এমনই সুদক্ষতার সহিত শিখিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহারা বোধ হয় শীঘ্রই তাঁহাদের শিক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন। সেফিল্ড ও আর্ম্মষ্ট্রংয়ের কারখানা দেখিয়া আমরা মনে করি যে পৃথিবীর আর কোথাও এত বড় ব্যাপার নাই, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ১৫ হাজার মাইল দূরস্থিত ক্ষুদ্র জাপানে কিউর কারখানায় জাপানিগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বাহাদুরি দেখাইতেছে;—আর এই জাপান কেবল ৩০ বৎসর মাত্র সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে!”

“এই কারখানায় যাহারা কাজ করিতেছে, তাহারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত,—তাহাদের মধ্যে সভা সমিতি নাই। তাহারা ধর্ম্মঘট কি তাহা জানে না। অল্প মাহিনায় সন্তুষ্ট,—ইহাতেই তাহারা প্রাণ দিয়া দেশের জন্য খাটিতেছে! যে জাপ টরপেডো বোটের সামান্য একটী পেরেক প্রস্তুত করিতেছে, সে সেই পেরেকটী যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই তাহার কথা ভুলিয়া যাইতেছে না। সে সেই টরপেডো বোটের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেছে। যখন সে শুনিতেছে যে সেই টরপেডো বোট শত্রুর এক বৃহৎ যুদ্ধপোত নষ্ট করিয়াছে, তখন সে ছুটিয়া তাহার বন্ধু বান্ধবের নিকট গিয়া গর্ব্বপূর্ণ স্বরে বলিতেছে, ‘ভাই সকল, আমি এই টরপেডো বোটের পেরেক প্রস্তুত করিয়াছিলাম!’ যে জাতির সামান্য শ্রমজীবীর এত স্বদেশ-প্রেম, সে জাতির কখনও পরাজয় হইবার সম্ভাবনা নাই! একজন জাপানী ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে তিনি ইংলণ্ডে দশ বৎসর ধরিয়া এ সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার সকলই শিখিয়া আসিয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কাহাকেও দেখিতে

পান নাই। জাপান-রাজ তাঁহার শিক্ষার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তিনি জাপানের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন!"

আড্‌মিরাল জামানৌচি এই কারখানার প্রধান অধ্যক্ষ। তিনি বহু বৎসর বিলাতে থাকিয়া যাহা শিখিবার সমস্তই শিখিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অধীনে ১৫ হাজার কারিকর ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যহ কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সহিত দুই হাজার কুলি ও এ্যাপ্রেন্টিসও আছে। এক্ষণে এখানে কামান, গোলাগুলি, বন্দুক, মাইন, টরপেডো সমস্তই প্রস্তুত হইতেছে! এ সকলের জন্য জাপানকে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না।

এইখানে বৃহৎ "ডকে" জাপানী টরপেডো বোট ও টরপেডো ডেসট্রয়র নির্ম্মিত হইতেছে। যুদ্ধের সময়েও এইখানে একখানা প্রথম শ্রেণীর টরপেডো বোট ও দুই খানা টরপেডো ডেস্‌ট্রয়র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। আড্‌মিরাল জামানৌচি বলিলেন, "শীঘ্রই আমরা দুইখানি ব্যাটেল্‌সিপ নির্ম্মাণ করিব। ইহার জন্য কোন দ্রব্যই ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে আনিব না,—সকলই জাপানে প্রস্তুত করিব। আর জাপানের ইয়োরোপ বা আমেরিকার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। জাপান অনেক বিষয়ে তাঁহাদের হইতে অনেক উন্নত হইয়াছে।

এইতো গেল জাপানের অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ ও যুদ্ধপোত নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত। জাপান কিরূপে নৌ-সেনাধ্যক্ষগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও দেখুন। এডাজিমা নামক স্থানে জাপান জলযুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বৃহৎ কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। এই কলেজে জাপানী সমস্ত নৌ-সেনাধ্যক্ষগণকে শিক্ষা লাভ করিতে হয়। কেবল ইঞ্জিনিয়ারগণ, অর্থাৎ যাহারা জাহাজের কল চালিত করেন, তাঁহারা আবার এখান হইতে ইয়োকুসুকার কলেজে এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে গমন করেন।

সর্ব্বদাই এখানে অন্ততঃ ৬০০ শত শিক্ষার্থী বাস করেন। গত বৎসর ২০০ শত বালক লইবার কথা ছিল, কিন্তু ৫ হাজার বালক এই কলেজে প্রবেশের জন্য আবেদন করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে জাপানী বালকগণ জলযুদ্ধ শিক্ষা করিবার জন্য কত ব্যস্ত!

ষোড়শ বৎসরে জাপানী বালককে এই কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে সামান্য সাধারণ বিষয়ে একটা পরীক্ষা হয়; এই পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাদিগকেই কেবল কলেজে লওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর ডাক্তারি পরীক্ষা আছে,—খুব ভাল স্বাস্থ্য ও বলিষ্ঠ দেহ না হইলে, কাহাকেও গ্রহণ করা হয় না!

তাহার পর এই সকল জাপানী বালক সম্পূর্ণরূপে জাপান-রাজের সন্তান হইয়া যায়। তাহাদের সকল ব্যয় জাপান-গভর্ণমেণ্ট প্রদান করেন। তাহাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের আর এক পয়সাও ব্যয় হয় না।

বালকগণ তিন বৎসর এ কলেজে শিক্ষা পায়;—তাহার পর এক বৎসর জাহাজে সমুদ্র মধ্যে পর্য্যটন করে। এই সময়ে তাহারা প্রায়ই আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আগমন করিয়া থাকে। কলেজে প্রায় চল্লিশজন শিক্ষাদাতা আছেন; তাহার মধ্যে একজন ইংরেজ প্রফেসর আছেন,—তিনি বালকদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এই কলেজে বালকগণ জলযুদ্ধ-বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা আবশ্যক, তাহার সমস্তই শিক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতে হয়। শিক্ষাদাতাগণ তাহাদিগকে পুত্রসম স্নেহ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে মহা জলযোদ্ধায় পরিণত করিয়া থাকেন।

কলেজের ছুটি হইলে বালকগণ খেলিতে যায়। সে এক অভূতপূর্ব্ব খেলা! ক্রীড়া স্থানের মধ্যে একটা দণ্ড মাটীতে প্রথিত আছে। বালকগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সেই দণ্ডের চতুর্দিক

বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হয়,—আর অপর দল ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই দণ্ড অধিকার করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকে। সে এক ভয়ানক ব্যাপার! বালকগণ দণ্ডের চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত বালকগণের উপর প্রবল প্রতাপে মহা চীৎকারে পতিত হয়;—মারামারি, হাতাহাতি, ঘুসি, লাতি,—যে যেরূপে পারে অপর দলকে প্রহার করে। অনেকে ভূতলশায়ী হয়,—অনেকে তাহাদের বুকের উপর দাঁড়াইয়াই লড়িতে থাকে! কেহ কেহ আবার অপরের স্কন্ধে উঠিয়া ঘুসি চালায়! যখন জয়ী দল দণ্ড ভূমে পাতিত করিতে পারে, তখনই এই ভয়াবহ যুদ্ধ স্থগিত হইয়া বালকগণ ঘাম মুছিতে মুছিতে ক্রীড়াক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। অনেকে আহত হইয়া সহজে উঠিতে পারে না; যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়িয়া থাকে। তবে ডাক্তার ডাকিবার প্রয়োজন অতি অল্প সময়েই হয়! যাহাদের ক্রীড়া এইরূপ ভয়াবহ ব্যাপার,—তাহারা যে ভবিষ্যতে মহাবীর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যেমন জলযুদ্ধ-বিদ্যায় জাপানিগণ সুদক্ষ হইতেছে, ঠিক সেইরূপ স্থল-যুদ্ধেও তাহারা আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী শিক্ষা করিতেছে। ইহার জন্যও জাপান-রাজ এক বৃহৎ কলেজ স্থাপনা করিয়াছেন।

কেবল ইহাই নহে;—তাঁহাদের হাঁসপাতালের বন্দোবস্তও চমৎকার। সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল হাঁসপাতাল ছিল, তাহার প্রশংসা রুষগণও মুক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ হিরোসিমা নামক স্থানে এক বৃহৎ হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। ছয়খানা জাহাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহতগণকে ক্রমান্বয়ে দেশে লইয়া আসিতেছে। এইস্থানে চারিটী বড় বড় হাঁসপাতাল ও ছয়টী শাখা হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। যাহাদিগকে দূরে পাঠাইলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে দূরস্থ হাঁসপাতালে বা তাহাদের স্বগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল হাঁসপাতালে ২৮ জন সুদক্ষ ডাক্তার ও প্রায় সাড়ে তিন শত

কর্ম্মচারী দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত পঞ্চাশ জন শুশ্রূষাকারিণীও ছিলেন।

জাপানের যুদ্ধ সম্বন্ধে সকল বন্দোবস্তই সুন্দর,—অথচ তাঁহারা ব্যয় বাহুল্য করিতেছেন না। এই মহাযুদ্ধেও তাঁহাদের কোন বিষয়ে অপব্যয় নাই ;—চুরিচামারি প্রভৃতিও একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত জাপান তাঁহাদের চারিদল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। চারিদলের চারিজন সেনাপতি হইলেন,—কুরোকি, ওকু, নজু ও নগি—সকলের উপর সেনাপতি ওয়ামা। এইরূপ আরও সেনাদল জাপানে প্রস্তুত হইয়া আছে ;—প্রয়োজন মত তাহারাও ক্রমে ক্রমে সকলে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে। সমস্ত জাপান এ যুদ্ধে উৎসাহিত,—সুতরাং জাপানের কখনই সেনা সংগ্রহের জন্ত বিন্দুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের বন্দোবস্ত।

আমরা জাপানের যুদ্ধসজ্জা দেখিলাম,—এক্ষণে রুষগণের অবস্থা কি তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বেই রুষ-রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার কথা বলিয়াছি ; চারিদিকেই অগণিত চুরি হইতেছে! ইহার উপর একজন প্রধান রুষ-সেনাধ্যক্ষ অর্থ পাইয়া জাপানিগণকে রুষের সকল গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ধরা পড়িলে তাঁহাকে গুলি করিতে রুষগণের তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না। কেবল ইহাই নহে,—রুষ সেনাগণ বড় ইচ্ছা করিয়া আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে স্বীকৃত হইতেছে না। অনেকে নানা ঔষধ সেবন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িতেছে! এই জন্তই একদিন স্বয়ং সম্রাট কয়েকদল সেনাকে উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। নানা কারণে অধিক পরিমাণ রুষসেনা

অল্প সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিতেছে না; তবুও দেশ হইতে মাঞ্চুরিয়ায় ধারাবাহিক ভাবে সৈন্য, সরঞ্জাম, রসদ আসিতেছে,—কুরোপাট্‌কিন তজ্জন্য একেবারে হতাশ হন নাই!

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি আলেক্‌জিফের শত্রুতায় বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন বিষয়েই তাঁহার সহিত কুরোপাট্‌কিনের মত মিলিতেছে না। আমরা দেখিয়াছি সম্রাটের দরবারে আলেক্‌জিফের প্রতিপত্তিই অধিক। সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া আলেক্‌জিফের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাতেই তেলিস্থুর যুদ্ধে রুষগণ এরূপ ভাবে জাপানের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এখনও সেইরূপ মতভেদ চলিতেছে; কুরোপাট্‌কিন স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। এদিকে তাঁহার সেনাগণ বৃষ্টি, কাদা ও অনাহারে অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে। আর আলেক্‌জিফ রাজার ন্যায় মহা সুখে ও সমারোহে হারবিনে বাস করিতেছেন। এ বিষয়ে কেবল তিনিই যে নবাবী বাবুগিরি করিতেছিলেন, তাহা নহে। রুষের সেনাধ্যক্ষগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এইরূপ বাবুগিরি চালে চলিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্যাম্পেনের ফুয়ারা ছুটিতেছিল। তাঁহারা গরিব সেনাগণের দুঃখ কেহই দেখিতেছিলেন না। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, যে সেনাপতি ষ্টাকেলবার্গ এক সুন্দর রেল গাড়ীতে তেলিস্থুর যুদ্ধে বাস করিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা! তিনি তাঁহার এই বিস্তৃত গাড়িতে তাঁহার নিজ দাস দাসী ব্যতীত আর কাহাকেও স্থান দেন নাই। এমন কি আহত সেনাধ্যক্ষগণকেও নয়। এখন এই সময়ে এ প্রদেশে যেমন বৃষ্টি হইতেছিল, তেমনই বৃষ্টি বন্ধ হইলে, ভয়ানক গরম হইতেছিল। ষ্টাকেলবার্গের এই রাজগাড়ীর উপর সেই সময় সৈন্যগণ অনবরত জল ঢালিয়া গাড়ী ঠাণ্ডা রাখিতেছিল,—যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ বিলাসিতা আর কেহ কখন দেখেন নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে রাজভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক বোরিস্ একজন সেনাধ্যক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি শিবিরে এমনই উশৃঙ্খলতা আরম্ভ করিলেন যে সেনাপতি তাঁহাকে ডাকিয়া ভৎ'সনা করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু ইহাতে বোরিস্ রাগত হইয়া এমন কি কুরোপাট্‌কিনের উপরও তরবারি চালাইলেন! সেনাপতি সরিয়া না দাঁড়াইলে ভয়াবহ কাণ্ড হইত! তবুও কুরোপাট্‌কিন তাঁহার নাসিকায় ঈষৎ আঘাত পাইলেন। তিনি এই সকল সংবাদ সম্রাটকে জানাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বোরিস্‌কে দেশে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা দিলেন। একদিকে যেমনই সুশৃঙ্খলা,—অপর দিকে তেমনই বিশৃঙ্খলা! এরূপ অবস্থায় সেনাপতি যে জাপানের সম্মুখে পদে পদে পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। যে দিন জাপানিগণ পার্ব্বত্য-পথ সকল দখল করিলেন, সেই দিন লিওযাং হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন :—

"সেই দিন রাত্রে অবশেষে কুরোপাট্‌কিন বুঝিলেন যে তাঁহার পশ্চাৎপদ হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই! তখন তিনি সেনাগণকে পশ্চাৎপদ হইয়া হাইচাংয়ে যাইবার জন্ত অনুমতি দিলেন। এ আজ্ঞা আরও ৮।১০ দিন আগে দেওয়া উচিত ছিল। এক্ষণে জাপানিগণ পার্ব্বত্য-পথ উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে! রুষের যে সকল সেনা হাইপিংয়ে ছিল, তাহারা প্রায় ঘেরাও হইয়া পড়িল,—তাহাদের পশ্চাৎপদ হইবার উপায় রহিল না। ইহাই সব নহে। কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং হাইচাংয়ে আসিলেন। তথা হইতে তিনি লিওযাংয়ে উপস্থিত হইয়া সমস্ত রুষ-সেনাকে পশ্চাৎপদ হইয়া তথায় আনিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন,—কিন্তু এখন আর তাহার সময় নাই! সম্মুখস্থ সেনাগণ ছোড়ভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে,—তাহারা সুবন্দোবস্তের সহিত পশ্চাৎপদ হইতে পারিল না।"

"২৮ শে তারিখে রুষের এই পশ্চাৎপদ আরম্ভ হইল, কিন্তু প্রবলবেগে বর্ষা নামিল। তিন দিন অবিশ্রান্ত ভীষণ বৃষ্টি হইতে লাগিল।

তাসিচাও এবং হাইচাংয়ের সৈন্যগণের শিবিরে জলপ্লাবন ঘটিল। গরু ঘোড়া সকল ভাসিয়া গেল,—সেনাগণকে সাঁতার দিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইল। তাহারা পশ্চাৎদিকে আদৌ অগ্রসর হইতে পারিল না। কুরোপাট্‌কিন দেখিলেন যে তাঁহার সৈন্যগণ লিওযাংয়ে আসিতে পারিতেছে না,—কাজেই তিনি পশ্চাৎপদ হইবার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। নিজেও আবার তাঁহার রেল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে চলিলেন।”

এ সমস্তই গোলযোগ,—বেবন্দোবস্ত! এ সকল কুরোপাট্‌কিনের দোষ নহে। তিনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পাইলে, তাঁহার কোন সেনাই তিনি লিওযাং হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিতেন না; কিন্তু আলেক্‌জিফের মত তাহা নহে। তাঁহারই জেদাজেদিতে রুষ-সেনা লিওযাংয়ের বাহিরে বহুদূরে প্রেরিত হইয়াছে! তাহার ফল যে কি ভয়াবহ ঘটিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কুরোপাট্‌কিন যে এ সময়ে কি বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত বর্ণনায় বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। একদিকে নবাবী গাড়ীতে গভর্ণর-জেনারেল, সেনাপতি, সেনাধ্যক্ষগণ,—একদিকে সুরার লহরী বিলাসিতার চূড়ান্ত,—অপরদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বর্ণনাতীত ক্লেশ,—মড়ক মহামারি,—রুষ-সেনার মধ্যে নিয়ম কানুন কিছুই নাই! অনেকে জাপানিগণের হস্তে বন্দী পর্য্যন্ত হইতে প্রস্তুত! রুষ-সেনাপতিগণ মাঞ্চুরিয়ার কোন সংবাদই দেশে আসিতে দিতেছিলেন না, কিন্তু তবুও সকল কথা গোপন থাকে না। রুষ-রাজ্যের গৃহে গৃহে এই সকল কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। কাজেই অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে অসম্মত,—শেষে এমনই দাঁড়াইল যে সেনাগণকে জোর করিয়া পাঠান হইতে লাগিল। অস্বীকৃত হইলে প্রাণদণ্ড,—কাজেই রুষগণ অতি অনিচ্ছা সহকারে মাঞ্চুরিয়ায় চলিল।

ইহার উপর ক্রমে টাকারও অভাব হইতে আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রুষের প্রত্যহ প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছিল। রুষ-সম্রাটের যত টাকাই থাকুক না কেন,—এই ভয়াবহ ব্যয়ে যে শীঘ্রই রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ফরাসিগণ অনেক টাকা ঋণ দিলেন;—তবুও অর্থ সঙ্কুলান হয় না। রুষ-রাজ যুদ্ধের ব্যয়ের সাহায্য জন্য চাঁদার খাতা খুলিলেন,—কিন্তু লোকের আর যুদ্ধে তত উৎসাহ নাই! মাস্কো নগরের লক্ষপতি সওদাগরগণ এত সামান্য চাঁদা দিলেন যে সহরের শাসন-কর্ত্তা গ্রাণ্ড ডিউক সার্জ তাঁহাদের ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাদের এত সামান্য চাঁদা দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তরে তাঁহাকে স্পষ্টই বলিলেন, "এ অনর্থক যুদ্ধে রুষের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; জয় হইলেও কোন লাভ নাই। অথচ ইহারই মধ্যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! যুদ্ধে টাকা দেওয়া অপেক্ষা শ্রমজীবীগণকে অনাহার হইতে রক্ষা করা আমরা অধিক কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।"

দেশের সর্ব্বত্রই রাজকর্ম্মচারিগণ জোর করিয়া টাকা তুলিতেছেন। চাকরি বাক্‌রির দরখাস্ত বা যে কোন বিষয়ের আবেদন হউক না কেন, তাহার সহিত টাকা না দিলে কাহারই কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই! এ অবস্থায় দেশের লোক যে এই যুদ্ধে বিরক্ত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! তাহার উপর তাহারা প্রতিপদেই রুষের পরাজয় সংবাদ পাইতেছে। ইহাতে তাহাদের উৎসাহ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। তাহারা এখন মনে মনে বুঝিয়াছে যে রুষ এ যুদ্ধ ডাকিয়া আনিয়া ভাল কাজ করেন নাই!

একদিকে রসদের ও হাঁসপাতালের সুন্দর বন্দোবস্ত,—অপর দিকে তাহার কিছুই নাই। জাপানিগণ অতি যত্নে আহত রুষের পরিচর্য্যা করিতেছেন, কিন্তু রুষগণ তাহার কিছুই করিতেছেন না। যাহারা নিজেদের আহতেরই যত্ন করিতে পারে না,—তাহারা আবার শত্রুর যত্ন করিবে কিরূপে! রুষ-বন্দীদিগকে জাপান অতি যত্নে রাখিতেছেন,—

তাহাদের নাম ধাম পদবী তখনই রুষ-সম্রাটকে নিয়মিত টেলিগ্রাফে জানাইতেছেন,—তাহাই রুষের গৃহে গৃহে লোকের আর সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইতে হইতেছে না। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিতেছে —তাহাদের কে মরিল, কে আহত, কে শত্রু হস্তে বন্দী হইল। কিন্তু রুষ সুসভ্য হইয়াও ইহার কিছুই করিলেন না। ইহাতে জাপানের গৃহে গৃহে কত যে ভাবনা, কত যে সন্দেহ, কত যে কষ্ট হইল, তাহার বর্ণনা হয় না। রুষ জাপানিদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াও এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলা বাহুল্য সকলেই এজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিল!

জাপানিরা বলেন যে সময় সময় রুষগণ সভ্যতা বিগর্হিত যুদ্ধও করিয়াছেন,—সময় সময় রুষগণ পশুরও অধম হইয়াছে! এ কথা কতদূর সত্য,—কত দূর মিথ্যা, বলা যায় না। কিন্তু জাপানের পরম শত্রু রুষও এক দিনের জন্য জাপানের কোন ত্রুটী দেখিতে পান নাই! অসভ্য জাপান সুসভ্য রুষের মুখে প্রতি বিষয়েই কালি দিয়াছে।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুটী চিত্র।

জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে কি করিতেছেন, আর সেই সময়ে জাপানের গৃহে গৃহে কি ঘটনা ঘটিতেছে, এক্ষণে আমরা তাহারই চিত্র চিত্রিত করিব। এক দিকে অলৌকিক বীরত্ব,—অপর দিকে অনির্ব্বচনীয় পাতিব্রত্য! ইহা দেখিয়া কাহার না প্রাণ বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইবে!

নান্‌সানের মহাযুদ্ধে যে সকল সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা এ যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"২৭শে জুন ওকুর সেনাদলের দক্ষিণ শাখা কিন্‌চো অধিকার করিল;

সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ক্ষুদ্র যুদ্ধ-পোত সকল অতি সন্তর্পণে কিন্‌চো উপসাগরে প্রবেশ করিয়া তীরের নিকট আসিতে লাগিল। নান্‌সান পর্ব্বতের নিম্নস্তরে ওকু তাঁহার কামান সকল স্থাপন করিলেন,—জাহাজগুলি ঘুরিয়া রুষ-দুর্গের পশ্চাৎদিকে নিঃশব্দে গমন করিল। তখন সম্মুখে ও পশ্চাতে রুষগণ আক্রান্ত হইল। পাহাড় ও জাহাজের উপরস্থিত কামান অনর্গল অগ্নি উদ্গীরণ করিতে লাগিল; সে ভয়াবহ শব্দের বর্ণনা হয় না,—অনেকে সেই ভয়ঙ্কর শব্দে বধির হইয়া গেল! রুষগণও প্রাণপণ শক্তিতে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্মুখে ৩০।৪০ হাজার জাপানী সেনা ছয় মাইল মাত্র স্থান ব্যাপিয়া অগ্রসর হইতেছে,—এখানে তাহাদের আর বিস্তৃত হইবার স্থান নাই! এমন কি স্থানাভাবে কতকগুলি সেনাকে সমুদ্রের জলে পড়িয়া জল ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইল। সম্মুখে ছোট ছোট পাহাড় ছিল। জাপসেনা তাহার পশ্চাতে আসিয়া সমবেত হইল। দুই প্রহর সময়ে জাপানিগণ নিজ নিজ বন্দুকে বেয়নেট লাগাইয়া দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া অগ্রসর হইল। ৪৫ হাজার ফুট দূরে রুষ-দুর্গ,—মধ্যে একটী জনশূন্য গ্রাম,—তাহার পর আবার ২১ শত হস্ত খোলা স্থান! যেমন জাপ-বীরগণ পাহাড়ের পার্শ্ব হইতে সম্মুখে আসিল, অমনই হাজার রুষ-বন্দুক গর্জ্জিল। হত আহত, ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জাপগণ পথিমধ্যস্থ গ্রামে আশ্রয়ে আসিয়া একটু দম লইল। তৎপরে উচ্চ খোলা স্থান,—তাহার পর রুষ-দুর্গ,—সম্মুখে "মাইন", তারের বেড়া প্রভৃতি আছে,—কিন্তু কিছুতেই দৃক্‌পাত না করিয়া জাপানিগণ ঘোর রোলে "বান্‌জাই" শব্দ করিয়া রুষ-দুর্গ আক্রমণে ছুটিল; কিন্তু রুষের গোলাগুলিতে সেই যুদ্ধস্থল জাপানী হত আহতে পূর্ণ হইয়া গেল। এই সকল দুর্দ্দমনীয় জাপানী বীরের একজনও বাঁচিল না,—কিন্তু পশ্চাৎ হইতে জাপানিগণ শত্রু-দুর্গের উপর ভয়াবহ গোলাবর্ষণ করিতেছিলেন,—দুর্গের পশ্চাৎ হইতেও জাপানী যুদ্ধপোত গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। এইরূপে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

যুদ্ধ চলিল,—জাপ-পদাতিগণ পুনঃ পুনঃ দুর্গ আক্রমণে ছুটিল,—এবং পুনঃ পুনঃ তাহারা দলে দলে নির্ম্মূল হইল,—কিন্তু রুষ-দুর্গ অধিকারে সক্ষম হইল না।

সন্ধ্যার সময় সহস্র সহস্র জাপ দুই হস্তে সবলে বন্দুক ধরিয়া অগ্রসর হওয়ায় হাজার হাজার বেয়নেট ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। দলের পর দল শত সহস্র মৃতদেহের উপর দিয়া ছুটিল,—তাহারা দুর্দ্দমনীয়ভাবে তারের বেড়া উত্তীর্ণ হইয়া রুষ-দুর্গে পড়িল। সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে "বান্জাই" শব্দ ধ্বনিত হইল;—সহস্র সহস্র জাপানী বেয়নেট রুষ-দুর্গের ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল,—এক নিমিষে সকলই মিটিয়া গেল; রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল,—জাপানের জয়পতাকা রুষ-দুর্গের উপর উড়িল।"

এই যুদ্ধে জাপানের গৃহে গৃহে কি দৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহা এক জন সুশিক্ষিতা জাপানী মহিলা, মুরাসাকি আয়ামী, লিখিয়াছেন:—

"এই যুদ্ধে কি ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা জাপানী গৃহে গৃহে প্রত্যহ গমন না করিলে কাহারই অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্যে জাপানী মাত্রেই এ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত। সম্রাট হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত সকলেই যথাশক্তি জননী জন্মভূমির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন,—কিন্তু ভিতরে কত ক্লেশ, কত শোক, কত নীরব ক্রন্দনের তরঙ্গ বহিতেছে তাহা কে বলিবে? আমি ইনোসিমা নামক স্থানের গোর স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় শত শত সমাধি অবস্থিত,—প্রত্যেক সমাধির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি স্থাপিত। একটী গোর সম্প্রতি খোদিত হইয়াছিল,—এখনও তাহার উপরস্থ ফুল ও আহারাদি দ্রব্য শুষ্ক হয় নাই। কাহার গোর জিজ্ঞাসা করিলে, তথাকার প্রহরী বলিল, ওহারু নাসিসায়া নাম্নী একটী জাপানী বালিকার স্বামী যুদ্ধে গিয়া জুলু যুদ্ধে বীরশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন। এ সংবাদ পাইয়া

সতী স্বামীর অনুগমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সে আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল;—উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় ভূষিতা হইল,—তাহার স্বামীর ছবি সম্মুখে স্থাপিত করিয়া জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইল,—তৎপরে সে আনন্দিত চিত্তে নিজের গলা নিজে কাটিয়া হেরিকেরি করিয়া স্বামীর অনুগমন করিল!' যে দেশে এরূপ পাতিব্রত্য—সে দেশে বীরের অভাব হইবে কেন? এ কাজ কেবল সতী ওহারু করিয়াছিল,—এরূপ নহে! নানা স্থানেই এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল।

প্রত্যহ জাপানের বিভিন্ন মন্দিরে যে সকল জাপানী স্ত্রীলোকগণ যুদ্ধে স্বামী হারাইয়াছে, তাঁহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণতা হইতেছেন,—তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করিয়া নিজ নিজ কেশ কাটিয়া বৈধব্যের চিহ্ন ধারণ করিতেছেন এবং শপথ লইতেছেন যে তাঁহারা আর পুনরায় কখনও বিবাহ করিবেন না!

কেবল ইহাই নহে! তাঁহারা এই পাতিব্রত্যের সহিত অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেমও প্রদর্শন করিতেছেন! তাঁহাদের এই পরিত্যক্ত কেশ তাঁহারা ফেলিয়া দিতেছেন না;—ইহা মন্দিরে অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে। যখন যথেষ্ঠ পরিমাণ কেশ সংগৃহীত হইতেছে, তখন তাহা দ্বারা দড়ি প্রস্তুত হইতেছে;—কেশে নির্ম্মিত দড়ির ন্যায় শক্ত, কঠিন ও সুদৃঢ় কোন দড়িই হয় না। সেই সকল দড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে কামান প্রভৃতি টানিবার জন্য প্রেরিত হইতেছে।

পুরুষগণ চাস বাস, ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্ত্রীলোকগণই গৃহে আছে; সুতরাং সকল দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহেই অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে! অনেক গৃহে এমন কি অর্দ্ধাহার আরম্ভ হইয়াছে,—কিন্তু এই সকল অসহনীয় শোক দুঃখের কথা জাপানী স্ত্রীলোকের কণ্ঠ হইতে এক দিনের জন্যও বহির্গত হইতেছে না;—সকলেই দেশের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তাহাদের কষ্ট হয়

হউক,—জাপানের জয় হইলে তাহাদের এই অগণিত শোক ও কষ্ট তাহাদিগের নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না!

দলে দলে আহতগণ দেশে ফিরিতেছে;—জাপানিগণ অতি যত্নে দোলায় করিয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছে;—জননী, ভগিনী, স্ত্রী ব্যাকুল ভাবে এই সকল দোলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধারাবাহিকরূপে আহতগণ দেশে ফিরিতেছে,—কাহারও মুখে কষ্টের চিহ্ন নাই। সকলেই গৌরবে স্ফীত,—দেশের জন্য,—জননী জন্মভূমির জন্য, —তাহারা আহত হইয়াছে,—ইহাপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি আছে? সম্রাট হইতে সামান্য কৃষক,—সম্রাজ্ঞী হইতে সামান্যা কৃষক-কন্যা পর্য্যন্ত,— সকলেরই এই এক ভাব;—এ অবস্থায় জাপানের জয় হইবে না কেন? যে দেশের এত স্বদেশভক্তি—স্বদেশ-প্রেম,—সে দেশ কখনই পরাজিত হয় না!

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে জাপ-অভিযান।

৩১শে জুলাই তারিখে রুষ-সেনাগণ চারিদিক হইতে হটিয়া লিওযাংয়ে আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে কুরোকির সৈন্য তিনদলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে;—একদল উত্তরে গিয়া লিওযাং ও মুকৃডেনের পথ অধিকারের চেষ্টায় যাইতেছে;—অপর দল পার্ব্বত্য-পথ দিয়া লিওযাংয়ের দিকে আসিতেছে;—অপর দল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া সেনাপতি নজুর সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

নজুর সৈন্যও তিন দলে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার দক্ষিণ দল কুরোকির বাম দলের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যদল দক্ষিণ

পূর্ব্ব কোণ হইতে লিওযাং আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে ;—তাঁহার বাম দল ওকুর দক্ষিণ দলের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ওকুর মধ্যদল লিওযাংয়ের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত রহিয়াছে। তাঁহার বামদল লিওযাংয়ের পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এখন জাপান কি ভাবে লিওযাং আক্রমণ করিবেন,—তাহা বুঝিতে আর কাহারই বিলম্ব নাই। জাপান-সেনা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইতেছে। রুষদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলাই জাপানী সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য,—তবে এই মহাকার্য্যে তাঁহারা কতদূর সক্ষম হইবেন, তাহা বলা যায় না। এখনও লিওযাং হইতে মুক্‌ডেন এবং তথা হইতে হারবিন,—তথা হইতে রুষের মাস্কো সহর পর্য্যন্ত রেলপথ ঠিক চলিতেছে,—প্রত্যহ বহু সৈন্য ধারাবাহিকরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে।

একজন সংবাদদাতা এ সময়ে লিওয়াং রেল-ষ্টেসনের নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"শত শত কামান বোঝাই খোলা মাল গাড়ী,—বড় বড় ঘোড়া বোঝাই গাড়ী,—গুলি গোলা বহন উপযোগী গাড়ী,—সহস্র সহস্র পন্‌টুন প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ,—রসদ বোঝাই গাড়ী,—এতদ্ব্যতীত রুষ-সেনা-পূর্ণ মালগাড়ী সকল ষ্টেসনে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান। চারিদিকেই মহা কোলাহল,—সহস্র সহস্র চীনে কুলিগণ মাল বহন করিতেছে। রুষিয়া হইতে সেনা বোঝাই গাড়ী দিনের মধ্যে অনেকবার লিওযাংয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

রেল-লাইনের অপরদিকে একটা মেলা বসিয়াছে। চীনেদিগের সহস্র প্রকার দোকান সারি সারি বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। জঘন্য খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতি রুষ-সেনাগণের নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহারা দুই দিনেই বড় লোক হইয়া উঠিতেছে।

রেলওয়ে ষ্টেসনের বাহিরে দক্ষিণে পাহাড়শ্রেণী বিস্তৃত। এই

পাহাড় শ্রেণীর পরেই ওকু সসৈন্যে আগমন করিয়াছেন। পশ্চিমদিকে পাহাড় নাই,—কেবল বিস্তৃত প্রান্তর,—এক্ষণে নানা শস্যে পূর্ণ হইয়া হাসিতেছে। এই বিস্তৃত প্রান্তরের পরেই বিস্তৃত লিও নদী,—সহজে কাহারই পার হইবার উপায় নাই। উত্তরদিকেও কোন পাহাড় নাই;—বিস্তৃত নিম্ন সমতল ভূমি। ইহার মধ্য দিয়া উচ্চ পথে রেল চলিয়া গিয়াছে,—বর্ষায় কর্দ্দমে ও জলে এই বিস্তৃত ভূমি এক জলায় পরিণত হইয়াছে। বর্ষায় পাহাড়ের সমস্ত জল এই বিলের ভিতর দিয়া প্রবল বেগে লিও নদীর দিকে ছুটিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বর্ষায় লিওযাং এক কর্দ্দমাক্ত ভয়ানক স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে! ইহাতে কুরোপাট্‌কিন যে অতিশয় অসুবিধা বোধ করিতেছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!

যতক্ষণ না অন্ততঃ চারি লক্ষ সেনা সংগ্রহ হয়, ততক্ষণ কুরোপাট্‌কিন অগ্রসর হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে পদে পদে পশ্চাৎপদ হইতে হইতেছে। এবারও লিওযাংয়ে তাঁহাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে,—তিনি জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

এদিকে একটি মাত্র রেল-লাইনে বহু সৈন্য আনয়ন করিতে পারা যায় না,—তাহার উপর রুষগণও যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে অনিচ্ছুক। তিনজন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের আজ্ঞা পাইয়া গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিল,—একজন সৈনিক মাঞ্চুরিয়ায় যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিবার সময় ইঞ্জিনের নীচে পতিত হইয়া মরিল। দেশের মধ্যে এতই অসন্তোষ বিস্তৃত হইয়াছিল যে জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রুষের প্রধান মন্ত্রী প্লেভকে কে তাঁহার গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিল। এ অবস্থায় কুরোপাট্‌কিন যত সেনা যত শীঘ্র মাঞ্চুরিয়ায় আনিতে ইচ্ছুক, তত সেনা তত শীঘ্র আসিল না।

কিন্তু তখনও রুষের গর্ব্ব ষোল আনা। এই সময়ে রুষ-সংবাদপত্র "মাস্কো গেজেট" লিখিয়াছিলেন :—"আমাদের জগৎ বিখ্যাত সেনাপতি সুভারফ সুসভ্য ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ কালেও সেনাদিগের উপর আজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'বন্দী করিয়া লইও না ; একেবারে হত্যা কর।' ইহা অসভ্যতা বা নিষ্ঠুরতা নহে ;—ইহা যুদ্ধক্ষেত্রের প্রয়োজন! এই অর্দ্ধসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত শত্রুর সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সুভারফের পদানুসরণ করিতে হইতেছে। আমরা জাপানিদিগকে বন্দী করিতেছি না, একেবারে নির্ম্মূল করিতেছি! জাপানের সহিত যুদ্ধে আমাদের দুষ্ট সাপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। কেবল ইহাদের তাড়াইয়া গর্ত্তে পলাইতে দিলে চলিবে না,—ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করিতে হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড বা অন্য কোন জাতি আপত্তি করেন করুন, আমরা তাহা গ্রাহ্য করিব না। হাজার হাজার জাপানী বন্দী রুষিয়ায় আসিয়া এ দেশের মধ্যে আমাশয়, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ বিস্তার করিয়া দিবে ; ইহা দয়ার কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কার্য্য নহে। আমরা জাপানিদিগকে বন্দী করিব না,—তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিব।"

যুদ্ধক্ষেত্রে রুষগণ এইরূপ নরহত্যা করিয়া সুসভ্য জগতের সম্মুখে চিরকলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছিলেন,—তাহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহারা জাপানিগণকে পাইলেই বধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জাপানিগণ শত্রুগণকে বন্দী করিতে পারিলে, কখনই তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতেন না। কে অর্দ্ধসভ্য ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত, তাহা এই যুদ্ধে বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ-মন্ত্রীগণ কেবলই বলিতেছেন, "কোন ভয় নাই,—আমরা অগণিত সেনা মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিয়া ক্ষুদ্র জাপানকে পদদলিত করিব। কোন ভয় নাই,—আমাদের বল্টিক সমুদ্রস্থিত অসংখ্য যুদ্ধপোত পোর্টআর্থারে যাইতে প্রস্তুত হইতেছে ;—

তাহারা উপস্থিত হইলে জাপানের ক্ষুদ্র নৌ-সেনা নিমিষে ধ্বংসিভূত হইয়া যাইবে! তখন আমরা হাসিতে হাসিতে জাপান অধিকার করিয়া উদ্ধতগণকে চির-দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব।"

তাহাদের এই লম্বা লম্বা স্তোক বাক্যে দেশের লোক কতদূর উৎসাহিত হইল, তাহা বলা যায় না। তবে এটা স্থির যে রুষ মহাদম্ভে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে দম্ভ বাহিরে থাকিলেও ভিতরে আর নাই। তাঁহারা যে বিশেষ বিপদে পড়িয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই! তাঁহাদের অনেকগুলি যুদ্ধপোত কৃষ্ণ সাগরে ছিল, কিন্তু সুসভ্য জাতির যুদ্ধের নিয়মানুসারে তুরস্ক সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা এই সকল জাহাজ যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে পারেন না; কারণ, এই যুদ্ধে তুরস্ক নির্লিপ্ত। এই সময়ে তাঁহারা নানা উপায়ে এই অনুমতি লাভের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তুরস্ক-সম্রাট কিছুতেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তখন রুষিয়ার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত দেশ জুয়াচুরি করিতেও দ্বিধা করিলেন না। তাঁহারা দুইখানা জাহাজ "রেডক্রসে" অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণ সাগর হইতে বাহিরে আনিলেন। এই "রেডক্রস" সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। সমস্ত সভ্যজগত ব্যাপিয়া এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য্য যেখানে যখন যুদ্ধ হইবে, তখন ইহারা পক্ষাপক্ষ বিবেচনা না করিয়া উভয় পক্ষের আহতগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিবেন। ইহাদের লোহিত রংয়ের ক্রুসই চিহ্ন বলিয়া ইহাদের "রেডক্রস সোসাইটী" নাম হইয়াছে। এই রুষ-জাপান যুদ্ধেও দুই পক্ষেই রেডক্রসের বহু চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী ও হাঁসপাতাল ছিল। রেড-ক্রসের উপর গুলিগোলা চালাইবার কাহারও অধিকার নাই,—ইঁহারা অবাধে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। ইঁহাদের সকলেরই হস্তে লাল ক্রুস চিহ্ন অঙ্কিত,—ইহাদের জাহাজের গায়, হাঁসপাতালের তাম্বুর ও পতাকার উপর লাল ক্রুস চিহ্ন। রুষ-জাহাজের গায় লাল ক্রুস চিহ্ন

থাকায় তুর্কিগণ জাহাজ আটক করিল না,—জাহাজ দুইখানি ক্রমে লোহিত সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহাদের অঙ্গের লাল ক্রুসের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া, রুষ-যুদ্ধপোতে পরিণত হইল! এরূপ নীচ কাজ বোধ হয় কোন সুসভ্য জাতিই কখনও করেন নাই।

কেবল ইহাই নহে;—ইহারা ইংরাজী "মালাকা" নামক জাহাজ আটক করিল। রুষগণ উক্ত জাহাজে আসিয়া জাহাজের কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিগণকে ঘুস দিয়া হাত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন;—তাঁহারা যদি স্বীকার করেন যে উক্ত জাহাজে জাপানের যুদ্ধোপকরণ আছে, তাহা হইলে রুষগণ কাপ্তেনকে ৩০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন;—বলা বাহুল্য কাপ্তেন ও তাঁহার সমস্ত কর্ম্মচারিগণ অতি ঘৃণার সহিত এ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন রুষগণ জাহাজ দখল করিয়া ইংরেজের পতাকা নামাইয়া রুষের পতাকা উড়াইয়া দিল।

রুষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্যায় কার্য্যে ইংলণ্ড অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন,—এবার তাঁহারা একেবারে ঘোর রাগত হইয়া উঠিলেন! ইংলণ্ডের যুদ্ধপোত সকল মুহূর্ত্তে সজ্জিত হইল। ইংলণ্ডের এ বিরাট যুদ্ধ আয়োজন দেখিয়া রুষ ভয়ে তৎক্ষণাৎ "মালাকা" জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। জগত ব্যাপী যুদ্ধ উপস্থিত হয় দেখিয়াই ইংলণ্ড নিরস্ত হইলেন,—নতুবা জগতে যে কি ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহা বলা যায় না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের চারিদিকে।

সমস্ত জুলাই মাস ধরিয়াই পোর্টআর্থারের চরিদিকে জল ও স্থল উভয় স্থানেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতেছিল,—কিন্তু জাপানিগণ কি করিতেছিলেন,

—এই সকল যুদ্ধে কে হারিতেছে কে জিতিতেছে,—তাহা জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা কিছুতেই কোন সংবাদ প্রচারিত হইতে দিতেছিলেন না। অপর পক্ষে রুষ-দুর্গ বেষ্টিত,—সুতরাং রুষ-সেনাপতি ষ্টসেলও কোন সংবাদ বাহিরে পাঠাইতে পারিতেছিলেন না। তবুও যে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ হইতেছিল না, তাহা নহে। মধ্যে মধ্যে চীনেগণ দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়া নানা সংবাদ দিতেছিল। এতদ্ব্যতীত রুষগণ চীন বন্দর চিফুতে এক তারশূন্য টেলিগ্রাফের যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার সাহায্যেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বাহিরে সংবাদ পাঠাইতেছিলেন,—বাহিরের সংবাদও সময় সময় পাইতেছিলেন। যাহা হউক জুলাই মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত রুষ-দুর্গের চারিদিকে কি ঘটনা ঘটিল, এক্ষণে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিব।

এই দুর্গজয়ের জন্য স্বয়ং প্রধান সেনাপতি ওয়ামা এক্ষণে ডাল্‌নি সহরে উপস্থিত হইয়াছেন। জাপানিগণ তাঁহাকে মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছে! তাঁহার ডাল্‌নিতে আগমন এই প্রথম নহে,—চীন-জাপান যুদ্ধে তিনিই চীনের হস্ত হইতে এই পোর্টআর্থার দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং এই দুর্গের চারিদিকের প্রতি ইঞ্চি স্থান তাঁহার নখ-দর্পণ ছিল। তাঁহার নিকট কিছুই অবিদিত ছিল না। এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া প্রথমেই তিনি পোর্ট আর্থার অধিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ২৬শে জুন ও ৪টা জুলাই তারিখে জাপানিগণ পোর্টআর্থার দুর্গ সকলের পশ্চাতস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী অধিকার করিয়া সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সেনা স্থাপন করিয়া পোর্টআর্থারকে ঘেরাও করিয়াছিলেন। তাঁহারা মিয়াট্‌সুই নামে রুষের একটা দুর্গও দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৪ঠা জুলাই হইতে কয়েকদিন কোন পক্ষই আক্রমণ করিলেন না।

অবরুদ্ধ পোর্টআর্থার ; রুষ-কামান অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতেছে।

[[illegible] পৃষ্ঠা।]

তিন চারি দিন পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুষেরা বলেন যে তাঁহারা এই সময়ে জাপদিগকে একটা পাহাড় হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। ৯ই জুলাই জাপানিগণ যে সকল স্থান দখল করিয়াছিল, তাহাই সুদৃঢ় করিতে লাগিল। রুষগণ গুলি চালাইয়া তাহাদিগের কার্য্যে ক্রমান্বয় ব্যাঘাত দিতে লাগিল,—তাহার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি,—সুতরাং জাপগণ প্রতিপদেই বাধা পাইতে লাগিল।

১০ই জুলাই রুষের চারিখানি ক্রুজার জাহাজ, দুইখানি গানবোট, ও সাতখানি ডেসট্রয়র বন্দর হইতে বাহির হইল,—সম্মুখে অনেক গুলি জাহাজ "মাইন" পরিষ্কার করিতে করিতে চলিল। বৈকালে তাহারা লাংওয়াং নদীর মুখে আসিল,—এই সময়ে কতকগুলি জাপানী যুদ্ধ-পোত তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিয়ংক্ষণ উভয় দলে যুদ্ধ হইল, কিন্তু রুষগণ পরাজিত হইয়া সত্বর বন্দরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল।

সেই দিন রাত্রে বহু যুদ্ধ-পোত পোর্টআর্থার বন্দর আক্রমণ করিল, কিন্তু রুষগণ সতর্ক ছিল,—জাপানী জাহাজ নিকটস্থ হইবামাত্র তাহারা গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল,—কাজেই জাপানী জাহাজ দূর সমুদ্রে গমন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু গভীর রাত্রে একখানি জাপানী টরপেডো বোট প্রবল বেগে বন্দরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহার উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি হওয়ায় সেও বাধ্য হইয়া দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল।

এই সময়ে জাপানের হায়াতারি নামক জাহাজ রুষের অনেক চিঠিপত্র ধরিয়া ফেলিল। চীনের জাঙ্ক নামক এক খানা নৌকায় রুষগণ পোর্ট-আর্থার হইতে চিঠিপত্র চীনের চিফু বন্দরে পাঠাইতেছিল;—তথা হইতে সে সকল রুষদেশে প্রেরিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হায়াতারি এই জাঙ্ক ধরিয়া ফেলিল। জাপানিগণ রুষের সমস্ত চিঠিপত্র হস্তগত করিলেন, কিন্তু তাঁহারা রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র মাত্র বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য সকল

পত্রই অতি যত্নে রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণ রুষের প্রতি যেরূপ ভদ্রতা দেখাইয়াছেন, রুষগণ তাহার কিছুই দেখাইতে পারেন নাই!

১০ই জুলাই জাপ-সম্রাট বিভিন্ন দেশীয় প্রতিনিধি ও সংবাদপত্রের সংবাদদাতাদিগকে টোগোর জাহাজশ্রেণী দেখাইতে মাঞ্চু মারু নামক জাহাজ প্রেরণ করিলেন। টোগো নিজ জাহাজে তাঁহাদের বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই দেখিলেন জাপানী যুদ্ধপোত অতি সুন্দররূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। টোগোর অধীনস্থ যোদ্ধাগণ সকলেই বীর,—আর প্রতি কাজ যেন কলে হইতেছে,—কোন স্থানে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। তাঁহারা সকলেই জাপানের অতুলনীয় নৌবল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

১২ই তারিখে জাপগণ পোর্টআর্থার হইতে ৪।৫ মাইল দূরস্থিত একটা রুষ-দুর্গ অধিকার করিল, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প ছিল, তাহাদের সাহায্যে অন্য জাপসেনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রুষগণ তাহাদের সকলকে বধ করিল। ভূমি নিম্নস্থ "মাইন" ফাটিয়াই তাহাদের অনেকের প্রাণ গেল।

১৬ই তারিখে হাইপিটাং নামক একখানি সওদাগরী জাহাজকে জাপানী যুদ্ধপোত ভাবিয়া রুষগণ তাহার প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিয়া জলমগ্ন করিয়া দিলেন; কিন্তু তাঁহাদের এই ভ্রমের জন্য পরে অনেক টাকা ড্যামেজ দিতে হইয়াছিল।

১৭ই ও ১৮ই জুলাই তারিখে লাংওয়াংটাংয়ের দিকে রুষ ও জাপানে ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই দিনের যুদ্ধে কাহার হার ও কাহার জিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। উভয় পক্ষের কেহই এই সকল যুদ্ধের কোন কথা প্রকাশ করেন নাই! তবে চীনেরা বলিয়াছিল যে রুষগণ গরুর গাড়ীতে ও রিক্স নামক এক প্রকার দ্বিচক্রবিশিষ্ট গাড়ীতে ৪ শত হত আহত রুষ-সহরে আনয়ন করিয়াছিল।

রুষের যে জাহাজখানি কয়েকদিন পূর্ব্বে জাপানী যুদ্ধপোতের হাত এড়াইয়া নিউচাংয়ে গমনে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাহাজ ২৪শে জুলাই তারিখে আর দুইখানি জাহাজের সহিত জাপানী গানবোট ও টরপেডোর সম্মুখে পতিত হইল। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পরেই রুষের এই তিনখানি যুদ্ধপোতই জলমগ্ন হইল।

২৫শে পর্য্যন্ত পোর্টআর্থারের পশ্চাতে ডাল্‌নির জাপানী সৈন্যদলই যুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে পোর্টআর্থারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু আজ কিন্‌চোর দিকে জাপানের যে সেনাদল ছিল, তাহারা অগ্রসর হইল। প্রায় ১৫ মাইল বিস্তৃত হইয়া রুষগণ মৃত্তিকা-প্রাচীরের পার্শ্বে বন্দুক লইয়া প্রস্তুত ছিল,—তাহাদের পশ্চাতে সারি সারি তাহাদের বড় বড় ১২ ইঞ্চি গোলার কামান। বৈকালে জাপগণ গোলা চালাইতে লাগিল, কিন্তু রুষগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। রুষগণ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারায় ছিল,—পরদিন ছয়টা বাজিতে না বাজিতে জাপানী কামান গর্জ্জিতে লাগিল। ভয়াবহ গোলা সকল রুষ-গোলন্দাজদিগের মধ্যে পতিত হইয়া শত শতকে হত আহত করিল। এই সময়ে জাপানী পদাতিকগণ উল্‌ফহিল নামক পাহাড় অধিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু সর্ব্বত্রই নান্‌সানের ব্যাপার! প্রতি স্থানে দুর্ভেদ্য দুর্গ,—সহজে কাহারই এই সকল স্থান দখল করিবার ক্ষমতা নাই। জাপানিগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টায়ও উল্‌ফহিল পাহাড় দখল করিতে পারিল না। এই পাহাড় দখল হইলে জাপানিগণ তখন অনায়াসে এখান হইতে বন্দরস্থ রুষ-জাহাজের উপর গোলা চালাইতে পারিবেন, তাহাই এই পাহাড় অধিকারের জন্য তাঁহাদের এত চেষ্টা,—এত প্রাণপণ যত্ন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উল্‌ফহিল যুদ্ধ।

২৭শে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি ওয়ামা ডাল্‌নি পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিতে স্বয়ং আগমন করিলেন। ভোর হইতে না হইতেই জাপানিগণ ভয়াবহ রূপে গোলা চালাইতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই উভয় পক্ষের গোলন্দাজ সেনার উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রুষের গোলন্দাজের পশ্চাতে রুষ-সৈন্য সম্মুখস্থ যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ভাবিয়া জাপানিগণ রুষের গোলন্দাজ-দিগের পশ্চাতেও কতকগুলি গোলা নিক্ষেপ করিলেন। জাপানী অব্যর্থ গোলায় রুষ-গোলন্দাজগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল,—তাহারা আর গোলা চালাইতে পারিল না;—কিন্তু রুষের বহু পদাতিক সৈন্য মৃত্তিকা-প্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিল,—তাহারা বড় হতাহত হইল না।

নয়টার সময় জাপানী পদাতিকগণ উল্‌ফহিল পাহাড় অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। বোধ হয় এ যুদ্ধে পোর্টআর্থারের নিকট যত সেনা ছিল, সেনাপতি ওয়ামা তাহা সকলই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জাপানিগণ যে কেবল উল্‌ফহিল আক্রমণ করিতেছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা ডাল্‌নির দিক হইতেও রুষদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভয়ানক রৌদ্র;—এই অসহ্য রৌদ্রে জাপানী ও রুষগণকে গোলাবৃষ্টির ভিতর যুদ্ধ করিতে হইতেছে। কামানের বিকট শব্দে কাণ বিদীর্ণ হইয়া

[illegible]

[illegible]

Bendon Art Press, Calcutta

যাইতেছে;—প্রতি মুহূর্ত্তে মাথার উপর গোলা সকল ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে মৃত্যু বিকির্ণ করিতেছে! আশে পাশে চারিদিকে গোলা পতিত হইতেছে! এই নরকাগ্নির মধ্যে জাপগণ বীরপদভরে পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে। তাহারা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না,—রুষের গোলা-গুলিতে পর্ব্বতাঙ্গ তাহাদের মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে! রুষগণ সহস্র সহস্র গোলাগুলি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতেছে এবং তাহাদের অসংখ্য সেনা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু তবুও জাপানিগণ দমিল না,—তাহারা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। অবশেষে পাহাড় দখলও করিল,—কিন্তু রাখিতে পারিল না। পশ্চাৎ হইতে বহু নূতন রুষ-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, জাপগণ বাধ্য হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। ৭০ হাজার জাপ সেনা এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহারা সেদিন রুষের হস্ত হইতে দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না।

২৮শে ও ২৯শে তারিখে কেবল গোলা-যুদ্ধই হইল। এই দুই দিন জাপানী পদাতিকগণ আর উল্‌ফহিল আক্রমণ করিল না।—বোধ হয় তাহাদিগকে দুই দিন বিশ্রাম দিবার জন্যই জাপান-সেনাপতি যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। ৩০শে জুলাই ভোর রাত্রে জাপানী পদাতিকগণ আবার এই পাহাড় অধিকার করিতে চলিল। তখনও চারিদিক অন্ধকারে পূর্ণ;—তখনও রাত্রি আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজিকার এই যুদ্ধ একরূপ রাত্রি-যুদ্ধ বলিলেই হয়; তবে রুষগণ সতর্ক ছিল,—তাহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল,—কাজেই তাহারা অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইল না। উভয় পক্ষেই মহাযুদ্ধ বাধিল। শত সহস্র হত আহত হইল, তবুও প্রাবিটের জলস্রোতের ন্যায় বেগে জাপানিগণ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। একদল মরিতেছে, অপর দল তাহাদের মৃতদেহের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে জাপানিগণ প্রায়

পাহাড়ের উপর আসিয়া রুষগণের উপর পতিত হইল। তখন আর গোলাগুলি চালাইবার অবস্থা নাই,—উভয় দল বেয়নেট চালাইতে আরম্ভ করিল। রক্তে সমস্ত পাহাড় প্লাবিত হইয়া গেল। ভয়াবহ হাতা হাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল! অর্দ্ধ-অন্ধকারে কে কাহার বুকে বেয়নেট চালাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। রুষগণ পুনঃ পুনঃ জাপগণকে পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে দূরীকৃত করিল, কিন্তু পরে পরে অগণিত জাপানী উঠিতেছে, তাহারা কিছুতেই এই জাপানী স্রোত প্রতিরোধ করিতে পারিল না,—পশ্চাতে হটিল। জাপগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিতেছিল,—এই সময়ে আর একদল রুষ-সেনা আসিয়া জাপানিগণের উপর পতিত হইল।

উষার আলোকে বেয়নেট ঝক্ ঝক্ করিতেছে! চারিদিকে রক্তের প্রবাহ ছুটিতেছে! রাক্ষসী চিৎকারে চারিদিক পূর্ণ! মানুষ পশু হইয়া পরস্পর পরস্পরের রক্তপানে উন্মত্ত—এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার বর্ণনার অতীত! উভয় পক্ষেই দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লড়িতেছে,—কাহার জয় হইবে,—তাহা কেহই বলিতে পারে না। পাহাড় নরদেহস্তূপে পূর্ণ হইয়া গেল! কেবল ইহাই নহে,—এই পাহাড়ের নানা স্থানে রুষগণ মাইন স্থাপন করিয়াছিল,—সহসা একটা মাইন ফাটিল,—সেই সঙ্গে সঙ্গে ৫ শত জাপানী দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মৃত্তিকা, পাথর ও বালির সহিত আকাশে উঠিল!

এইরূপ বিভীষিকাময় "মাইনে" মৃত্যুর পদে পদে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জাপানিগণ দমিল না,—নিমিষে তাহাদের ৫ শত সঙ্গী ছিন্ন ভিন্ন শত খণ্ডিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল; ইহা দেখিয়াও তাহারা দমিল না;—তাহারা একদল মৃতদেহের উপর আর এক দল উঠিয়া রুষগণের উপর বেয়নেট চালাইতে লাগিল! এ দুর্দ্দমনীয় বীরত্বের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া রুষগণ অবশেষে রণে ভঙ্গ দিল,—তাহারা

হটিয়া পোর্টআর্থারের দিকে যাইতে লাগিল। তখন "বান্‌জাই" শব্দে জগৎ কাঁপাইয়া জাপগণ উল্‌ফহিল পাহাড় অধিকার করিল। এখন এই পাহাড় হইতে গোলা চালাইয়া তাহারা বন্দরস্থ রুষ-জাহাজ অনায়াসে ধ্বংস করিতে পারিবেন।

এই যুদ্ধে যে বহু সহস্র জাপানী প্রাণ দিয়াছিল,—তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের সংখ্যা অতিশয় অধিক হওয়ার জন্যই জাপানিগণ তাহাদের এ যুদ্ধের হত আহতের সংখ্যা প্রচার করেন নাই। জেনারেল ষ্টসেল বলেন, এই তিন দিনের যুদ্ধে তাঁহার ১৫০০ দেড় হাজার সেনা ও ৪০ জন সেনাধ্যক্ষ হত আহত হইয়াছেন! জাপানিগণ নিশ্চয়ই বহু সহস্র সেনা হারাইয়াছিলেন ;—এ যুদ্ধে তাঁহাদের যত সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত আর কোন যুদ্ধে তাহা হয় নাই।

জাপানিগণ এত প্রাণ দিয়া এই পাহাড়টী দখল করিলেন কেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল। এই পাহাড় হইতে বন্দরে গোলা পতিত হইতে আরম্ভ হইলে, রুষ-জাহাজ সকল বাহির সমুদ্রে যাইতে বাধ্য হইবে,—তখন টোগো তাহাদিগকে অবাধে গভীর সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করিবেন। এই পাহাড় হারাইয়া রুষগণ প্রায় অৰ্দ্ধেক পোর্টআর্থার হারাইলেন। তাঁহারা আর যে অধিক দিন এ দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না! তবে দুর্গ রক্ষার জন্য রুষগণ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সেনাপতি ষ্টসেলেরও বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। এক্ষণে আড্‌মিরাল ভিটোভ রুষ-নৌসেনাপতি হইয়াছিলেন,—তিনিও বিশেষ বিচক্ষণতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইতেছেন! ভগ্নপ্রায় যুদ্ধপোতগুলিকে আবার এত শীঘ্র কার্য্যক্ষম করাই একটা মহাকার্য্য!

২৬শে জুলাই রুষের চারিখানি ক্রুজার জাহাজ ও কতকগুলি গানবোট বন্দর হইতে বাহির হইয়া স্থলস্থিত জাপানিগণের উপর গোলা চালাইতে

অগ্রসর হইল, কিন্তু জাপানের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ, প্রথম শ্রেণীর তিন খানি ক্রুজার ও দুইখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রুজার এবং ৩০ খানা টরপেডো বোট রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল। উভয় দলে মহা যুদ্ধ হইল,—রুষগণ বলেন, তাঁহারা জাপানের দুইখানা ক্রুজার জাহাজ ভাঙ্গিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন। পর দিন আবার রুষ যুদ্ধপোত সকল জাপানিগণের উপর গোলা চালাইতে চলিল, কিন্তু ইহারা কতদূর কি করিতে পারিয়াছিল, তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই।

এই সময়ে একদিন দুইখানি জাপানী ডেস্‌ট্রয়র পোর্টআর্থারের নিকট পাহারায় আসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া রুষের ১৪ খানি ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ তিন দলে বিভক্ত হইয়া এই দুইখানি জাপানী জাহাজ আক্রমণ করিতে ছুটিল! এক দলে ৩ খানা, এক দলে ৪ খানা ও আর এক দলে ৭ খানা এইরূপ তিন দলে রুষ-জাহাজ চলিল;—কিন্তু জাপানিগণ ভীত হইল না। তাহারা যে দলে শত্রুর কেবল তিনখানা জাহাজ ছিল, সেই দলকে মহা পরাক্রমে আক্রমণ করিল। রুষ-জাহাজ কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বন্দরে পলাইল। এই সময়ে আর এক খানি জাপানী ডেস্‌ট্রয়র অপর দুইখানি জাহাজের সাহায্যে ছুটিয়া আসিল;—একদিকে তিনখানি জাহাজ—অপর দিকে এগারখানি! এ অবস্থায় জাপানিগণের যুদ্ধ না করিয়া পলায়নে কোনই দোষ ছিল না, কিন্তু জাপানিগণ ভয় পাইবার পাত্র নহে,—তাহারা এই ১১ খানি রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিতে ছুটিল! রুষগণ এই অসম সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে বন্দরের দিকে ছুটিল,—এগারখানি রুষ-জাহাজ তিনখানি জাপানী জাহাজ দেখিয়া পলাইল!

এইরূপে ৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত জল ও স্থলে ক্রমান্বয় যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—তবে এই ছয় মাসে কাহারই হার জিত

হইল না। কবে যে এই কালযুদ্ধ স্থগিত হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাসের কথা।

৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত আমরা এই যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছি। স্থলযুদ্ধে জাপান সৈন্য কুরোকির অধীনে জুলু নদীর যুদ্ধ জিতিয়া পার্ব্বত্য-পথ সকল দখল করিয়া হাসিয়ানের মহাদুর্গ অধিকার করিয়া লিওযাংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে। অপরদিকে ওকুর সৈন্য নান্‌সানের মহাযুদ্ধ জয় করিয়া পোর্টআর্থার স্থলদিকে বেষ্টন করিয়াছে। এক্ষণে সেনাপতি নগি নূতন সেনা লইয়া জাপান হইতে আগমন করিয়া পোর্টআর্থার অধিকারের কার্য্য ভার লইয়াছেন। বহু সৈন্য লইয়া ওকু উত্তরে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে তেলিস্থ, কাইচো ও তাসিচাও যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রুষগণকে লিওযাংয়ের দিকে বিতাড়িত করিয়াছেন। সেনাপতি নজুও টাকুসান হইতে রুষগণকে সম্মুখে তাড়াইয়া লইয়া লিওযাংয়ের নিকটস্থ হইয়াছেন।

এইতো গেল স্থলযুদ্ধের ব্যাপার। জলযুদ্ধেও টোগো পুনঃ পুনঃ রুষ-যুদ্ধপোত ও বন্দর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই ছয় মাসে বন্দর বা যুদ্ধপোতের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি যে রুষগণ তাহাদের সমস্ত জাহাজ মেরামত ও কার্য্যক্ষম করিয়াছে। টোগো যে বন্দরের মুখ বন্ধ করিবার এত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হয় নাই;—রুষ-যুদ্ধপোত সকল অনায়াসে বাহিরে আসিতে পারিতেছে। ওদিকে ভ্লাডিভস্টকের যুদ্ধপোতও ধৃত হয় নাই,—তাহারা সেইরূপেই জাপানের অনিষ্ট করিয়া বেড়াইতেছে।

তাহারা যদি কোন সময়ে পোর্টআর্থারের যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে রুষ-যুদ্ধপোত মহা প্রবল হইয়া উঠিবে। এদিকে যত দিন যাইতেছে, ততই রুষের বল্‌টিক সমুদ্রের জাহাজ সকলের আসিবার সম্ভাবনা হইতেছে! সুতরাং এই ছয় মাসে জাপান জলযুদ্ধে যে রুষের বিশেষ কিছু করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। টোগোকে সেইরূপই পোর্টআর্থার পাহারা দিতে হইতেছে! তবে তিনি যে নান্‌সানের যুদ্ধে জাপান-সেনার সহায়তা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার আনন্দ। এখন শীঘ্র পোর্টআর্থার দখল করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে জাপানের জয়াশা নাই। একবার পোর্টআর্থার দখল হইলে, সমস্ত যুদ্ধপোতই তাঁহাদের হস্তে পতিত হইবে; তখন তাঁহারা অনায়াসে ভ্লাডিভস্‌টকের জাহাজ কয়খানির ইহলীলা শেষ করিতে পারিবেন।

স্থলেও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। জাপানিগণ বড় বড় যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে শত্রুগণের যুদ্ধ-ক্ষমতা হ্রাস পায় নাই। তাহারা একস্থান হইতে হটিয়া গিয়া আবার অন্য স্থানে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছে! জাপানিগণকে প্রতি পদেই মহাবেগ পাইতে হইতেছে। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ জয় বলা যাইতে পারা যায় না। লিওযাংয়ে ধারাবাহিক রূপে রুষ-সেনা আসিতেছে। যতই সময় উত্তীর্ণ হইবে ততই তথায় রুষ-সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তখন তাহাদের পরাজিত করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

রুষ ও জাপান এই ছয় মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া উভয়ে উভয়কে চিনিয়াছেন! উভয়ে উভয়ের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা অবগত হইয়াছেন।

জাপানিগণ পোর্টআর্থার অধিকার ও লিওযাং যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন; রুষগণ এই দুইস্থান রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন,—ভবিষ্যতের গর্ভে কি লিখিত আছে, কে বলিতে পারে?

এই ছয় মাস ব্যাপী যুদ্ধে দুই পক্ষের কত লোক হত আহত হইল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। রুষগণ প্রায়ই তাঁহাদের হত আহতের সংখ্যা কম করিয়া জানাইতেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথায় সত্যতার উপর নির্ভর করা যায় না। জাপানিগণ বলেন, এই ছয় মাসে তাঁহাদের ১১ হাজার সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছে। খুব সম্ভব ইহার তিনগুণ অধিক, অর্থাৎ প্রায় ৩৩ হাজার রুষ হত ও আহত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক সহস্র রুষ জাপানী হস্তে বন্দী হইয়া জাপানে প্রেরিত হইয়াছিল। রুষের হস্তে জাপানী বন্দী অতি অল্প। জাপানিগণ ১৩১টা রুষের কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।

জুলাই মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আগষ্ট মাসে উভয় পক্ষই আবার ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত!

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপ-বাহিনী।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি ছয় মাসের যুদ্ধে জাপান-সেনা কুরোকির অধীনে মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য-পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ওকু তাসিচাও অধিকার করিয়াছেন,—নজু তামুচান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন।—উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কুরোকিকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য রুষ-সেনাপতি জেনারেল কেলার প্রায় ৬০ সহস্র রুষসেনা লইয়া যাংজুলিং ও জুসুলিংজু নামক দুই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন। যাংজুলিং মন্‌টিন্‌লিং পার্ব্বত্য-পথ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। জুসুলিংজু হাসিয়ানের কেবল ৪ মাইল পশ্চাতে অবস্থিত। কিরূপ মহা বীরত্বে জাপগণ রুষের হাসিয়ান দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু রুষগণ মন্‌টিন্‌লিংয়ের পশ্চাতস্থিত যাংজুলিং ও হাসিয়ানের পশ্চাতস্থ

জুমুলিংজু হাসিয়ান অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। এই দুই স্থানে ৬০ হাজার রুষসেনা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত। সুতরাং কুরোকি কিরূপে এই অগণিত রুষ-সেনা পরাজিত করিয়া শত্রুর এই দুই দুর্গ অধিকার করিবেন, তাহাই সমস্যা। তাঁহার এই দুই দুর্গ জয় না হইলে, লিওযাংয়ে কুরোপাটকিন্‌কে আক্রমণের আশা নাই। কুরোকির অধীনে ৫০।৬০ হাজার সেনার অধিক ছিল না। তাঁহাকে দুর্গম পার্ব্বত্য-দেশে কামান টানিয়া লইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে হইবে। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহাকে বরাবর উইজু ও তথা হইতে পিংযাং পর্য্যন্ত সেনা রাখিতে হইবে,—কার্য্য অতি দুরূহ; তবুও বীর সেনাপতি কুরোকি বিন্দু মাত্র ভীত না হইয়া, জুলাই মাসের শেষ দিবসে তাঁহার সেনাদলকে তিন দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারাও মহোৎসাহে বীরপদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া অগ্রসর হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেনাপতি নজু সদলে তামুচানের নিকটস্থ হইয়াছেন—ওকু তাসিচাও অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে রুষের হাইচেং দুর্গ! যে দিন কুরোকি তাঁহার বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন, ঠিক সেই দিন সেই সময়ে নজু ও ওকুও রুষ আক্রমণে চলিলেন। এক্ষণে জাপানের এক, দুই, তিন নম্বর সেনাদল এক মহা জাপ-বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে,—এই মহাবাহিনী তিন দিক হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অগ্রসর হইল। উত্তরে জুমুলিংজু,—তৎপরে যাংজুলিং, পরে তামুচান সর্ব্বশেষে হাইচেং।—এই চারি স্থানেই রুষের বহু সেনা ছিল,—এক্ষণে জাপানিগণ এক দিনে এক সময়ে রুষের এই চারি ভয়াবহ দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন।

আমরা প্রথমে জুমুলিংজুর কথা বলিব। বেলা ৮টা হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—হাসিয়ান অপেক্ষা রুষগণ এই স্থান অধিক দুর্ভেদ্য

করিয়াছিলেন,—সুতরাং জাপানিগণকে আবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে হইল। বৈকালে রুষগণ তাহাদের হত আহতগণকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইবার জন্য রেডক্রস পতাকা উত্তোলিত করিলেন। অমনই তৎক্ষণাৎ জাপানিগণ যুদ্ধ স্থগিত করিলেন। রুষগণ ভাবিয়াছিলেন যে জাপগণ যুদ্ধ করিতে করিতে কখনই যুদ্ধ বন্দ করিবে না। তাহা হইলেই তাঁহারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিবেন যে জাপানিগণ এখনও অসভ্য আছে,—তাহারা সভ্য দেশের নিয়মানুসারে যুদ্ধ করিতে অক্ষম। কিন্তু মুহূর্ত্তে লাল ক্রুস যুক্ত নিসান দেখিয়াই জাপানিগণ যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। দেখিয়া রুষগণ বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন!

সে দিন কাহারও জয় পরাজয় হইল না। পর দিন উষাকালেই জাপানিগণ রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। বেলা দুই প্রহরেই রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তাহারা আনপিং নামক স্থানের দিকে ছুটিল। জাপানিগণ চারি মাইল পর্য্যন্ত তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন।

বাংজুলিং উপরোল্লিখিত দুর্গ হইতেও দুর্ভেদ্য ছিল। তাহার উপর এখানে রুষগণ নূতন উৎকৃষ্ট কামান সকল স্থাপিত করিয়াছেন। তাহা হইতে সাড়ে সাত সের ওজনের গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। জাপানিদিগের সঙ্গে যে সকল কামান ছিল, তাহা হইতে সাড়ে চার সেরের অধিক ওজনের গোলা নিক্ষিপ্ত হইত না; সুতরাং রুষের এ দুর্গ জাপানিগণের অধিকার করা বড়ই কঠিন হইল।

সকালে ৭টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে উভয় পক্ষই গোলা চালাইতে লাগিলেন। এক পক্ষ অপর পক্ষের গোলন্দাজগণকে হত আহত করিয়া কামান বন্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ভয়াবহ শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত ও ধূমে পূর্ণ হইতে লাগিল। অনেক সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, —তাঁহাদের একজন এই যুদ্ধ বর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

"জাপানিদিগের বাম দিকের কতক সেনা শত্রুর দক্ষিণের পশ্চাৎদিক আক্রমণ করিবার জন্য দূর দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। রুষগণ তাহাদের প্রতিবন্ধক দিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু অনেক হত আহতকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া তাহাদের হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। বৈকালে আজ্ঞা প্রচারিত হইল "অগ্রসর হও।" জাপ-সেনাগণ অতি সত্বর মহোৎসাহে অগ্রসর হইল। সকলেই জানিত যে রুষের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় সহজ কার্য্য নহে,—প্রায় একরূপ অসম্ভব! শত্রুগণ একটা বৃক্ষপূর্ণ পাহাড়ে অবস্থান করিতেছে,—তাহারা জঙ্গলের পশ্চাতে তাহাদের কামান রাখিয়াছে;—তাহার পরে তিন স্থানে মৃত্তিকা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পশ্চাতে অসংখ্য রুষ বন্দুক লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। সুতরাং তাহারা ও তাহাদের কামান কোথায় আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই।

মস্তকের উপর সূর্য্য,—চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে,—এমন গরম দেখা যায় না। এ প্রদেশে শীতও যেমন ভয়াবহ,—গরমও ঠিক সেইরূপ ভীষণ। এই প্রচণ্ড রৌদ্রে জাপগণকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে; যখন তাহারা পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল,—তখন তাহাদের অনেকের সর্দ্দি গরমি হইয়াছে!

এখানে বৃক্ষাদি বড় ছিল না। রুষগণ এই বীরদিগের উপর অজস্র গোলা গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে জাপগণের মধ্যে কি হইতেছিল,—তাহা বর্ণনার নিষ্প্রয়োজন! কিন্তু তবুও তাহারা এ স্থান হইতে হটিল না,—সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য-নদী,—এই নদীর তীরে যাইতে হইলে গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়,—কিন্তু জাপসেনাগণ তৃষ্ণায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটু জল পানের জন্য তাহারা নদীর দিকে ছুটিল;—অনেককে আর ইহজীবনে জল পান করিতে হইল না;—রুষের গুলিতে তাহাদের তৃষ্ণা চিরকালের জন্য নিবারিত হইল।

এ অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব দেখিয়া সেনাপতি সেনাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন,—তখন তাহারা ছুটিয়া আসিয়া পর্ব্বত পার্শ্বে আশ্রয় লইল। তিন শত জাপ এই স্থানে হত আহত হইয়া পড়িয়া রহিল। লেফ্‌টেনাণ্ট কিওকা মৃত্যুকালে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন।"

জাপানের বাম ও দক্ষিণ দল লড়িতেছিল—মধ্যদল তখন অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে রুষগণ কতকগুলা জাল কামান স্থাপিত করিয়াছিল,—তাহাদের আসল কামান অন্যত্র ছিল,—জাপানিগণের চক্ষে ধূলি দেওয়াই উদ্দেশ্য।

রুষগণ তাঁহাদের গোলা নিক্ষেপে অতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গোলা জাপানিদিগের গোলন্দাজ দিগের মধ্যে ঠিক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতে অনেক জাপ-সেনা হত আহত হইল,—তাহারা কামান বন্দ করিয়া তথা হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানের একটা কামান কোথায় আছে,—তাহা রুষেরা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। সেই কামানের গর্জ্জন থামিল না।

সমস্ত দিন অবিরত ধারে উভয় দিকে গোলাবৃষ্টি হইল। পাহাড় সকল মহাশব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আকাশে সাদা সাদা মেঘের ভিতর হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভয়াবহ গোলা ফাটিয়া এই সকল মৃত্যুযন্ত্র সৃষ্টি হইতেছে!

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল,—গোলাযুদ্ধের বিরাম নাই! বৈকালে ৫টার সময় জাপ-পদাতিকগণ একটী ত্রিভুজের দুইদিকের বাহুর ন্যায় ব্যূহসজ্জায় পর্ব্বতের নিম্নস্থ উপত্যকায় উপস্থিত হইল। দক্ষিণ দিকস্থ পাহাড় হইতেও আরও পদাতিক উত্থিত হইল। ইহারা লাঙ্গল দেওয়া স্থানে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া শায়িত ছিল,—এক্ষণে

তাহারাও উপত্যকায় আসিল। এই সময়ে জাপানী মধ্যদল জাপানের জয়-পতাকা উড়াইয়া অগ্রসর হইল। তখন সমস্ত সেনাগণকে রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রচারিত হইল। জয় জয় ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপাইয়া জাপানিগণ ছুটিল। এ ভয়াবহ আক্রমণের সম্মুখে রুষগণ দণ্ডায়মান হইতে পারিল না,—তাহারা তখন তাড়াতাড়ি তাহাদের কামান পশ্চাতে লইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। একটা কামানে জাপানী গোলা পতিত হওয়ায় কামানটী গড়াইয়া নিম্নে মাটিতে বসিয়া গেল,—তখনও তাহার মুখে একটা গোলা রহিল। আর একটা কামান পর্ব্বত হইতে গড়াইয়া নিম্নে আসিয়া উল্টাইয়া পড়িল। রুষগণ তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছে, কিন্তু তখনও যুদ্ধে জাপানী সেনার সম্পূর্ণ জয় হয় নাই। জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ের উপর তিন স্তরে রুষ-পদাতিক বসিয়া ভয়াবহ ভাবে গুলি চালাইতেছে। তাহাদের সম্মুখীন হওয়া সহজ কার্য্য নহে। জাপানী গোলাও তাহাদের উপর পতিত হইতেছে না,—তাহারা কোথায় যে লুকাইয়া আছে, তাহা জাপানিগণ বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু জাপ-পদাতিকগণ দলে দলে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে। আর যুদ্ধ করা বৃথা, তাহাই রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল,—কিন্তু তাহারা বহুদূর গমন করিল না। জাপানিগণ যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় জাপানিগণ সম্পূর্ণরূপে যাংজুলিং অধিকার করিলেন। রুষগণ তাংহোজেনের দিকে পলাইল।

এই দুই যুদ্ধে ৯০০ শত জাপানী সেনা ও ৪০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হত আহত হইলেন। রুষের হত আহতের সংখ্যা ইহার দ্বিগুণ। স্বয়ং রুষ-সেনাপতি কেলার এই ভীষণ যুদ্ধে হত হইলেন। ত্বলু যুদ্ধে সেনাপতি সাসুলিচ পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারই স্থলে জেনারেল কেলার নিযুক্ত হন। তিনি রুষের একজন প্রধান যোদ্ধা। তাঁহার মৃত্যুতে রুষের বিশেষ অনিষ্ট হইল।

রুষ-সেনাপতি কেলার একদল গোলন্দাজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন,—কিন্তু সেনানীগণ তাঁহাকে বলিলেন, "এখান হইতে শত্রুগণ আপনাকে দেখিতে পাইয়া গোলা চালাইতে পারে।" তাহাদের পরামর্শে তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার তিন হাত দূরে একটা জাপানী সার্পনেল গোলা আসিয়া ফাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুষ-সেনাপতি ভূপতিত হইলেন। একজন রুষ-সৈনাধ্যক্ষ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তুলিতে গেলে, তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "আমার জন্য ভাবিও না।" তৎপর মুহূর্ত্তেই তাঁহার মৃত্যু হইল। গোলার দুইটী ভগ্নাংশ তাঁহার মস্তকে লাগিয়াছিল,—তিনটী তাঁহার বুক আহত করিয়াছিল,—এতদ্ব্যতীত ৩১টী গোলার ভিতরস্থ গুলি তাঁহার দেহের নানা স্থানে বিদ্ধ হইয়াছিল। সার্পনেল কি ভয়ানক গোলা দেখুন!

যে দিন কুরোকি এই মহাযুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিন সেই সময়ে নজু তামুচানে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রুষ-সেনাপতি আলেক্‌জিফ বহু সেনা লইয়া তামুচান রক্ষা করিতেছিলেন; তামুচানের সম্মুখে বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী, এই পাহাড়ে রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। রুষ-সেনাগণ তামুচানের উত্তর পশ্চিমে ৪।৫ মাইল ও দক্ষিণ পূর্ব্বেও প্রায় ১০।১১ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বৃহৎ রুষ-বাহিনীকে আক্রমণ করিতে নজু অগ্রসর হইলেন। তিন দলে তাঁহার সেনা বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। সকাল হইতেই গোলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুষগণ পশ্চাৎ হইতে ক্রমান্বয় সেনা ও কামান আনিয়া তাঁহাদের বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। জাপানিগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের হটাইতে পারিল না। বৈকালে ৫টার সময় রুষগণ একদিকে প্রবল বেগে জাপদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপানিগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না,—তাহাদিগকেই হটিয়া যাইতে হইল।

রাত্রে দুই সেনাদলই যুদ্ধসজ্জায় যুদ্ধক্ষেত্রে রহিল;—রাত্রে রুষগণ

ভাবিলেন যে জাপানিগণ যেরূপ প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহারা কাল প্রাতে তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে ঘেরিতে পারে। তখন আত্মসমর্পণ ভিন্ন উপায় থাকিবে না,—তাহাই রুষ-সেনাপতি যুদ্ধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। রাত্রের অন্ধকারে তিনি তাঁহার সমস্ত সেনা হাইচেংয়ে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু রুষ-সেনা এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল যে তাহাদের অনেক জিনিষই ফেলিয়া তাহাদিগকে পলাইতে হইল। জাপানিগণ রুষের ছয়টা কামান, বহু গোলা গুলি, বন্দুক, অনেক আটা ও যব লাভ করিলেন। তাঁহারা ৭০০ শত রুষ-মৃতদেহ গোর দিলেন। তাঁহাদের ১৯৪ জন হত ও ৬৬৬ জন আহত হইয়াছিল।

এই সময়ে ওকুও হাইচেং অধিকারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে বড় লড়িতে হয় নাই,—রুষগণ আপনারাই বিনাযুদ্ধে হাইচেং পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল! তাহারা এই সকল স্থান এত সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিল যে তাহাদের এই সকল স্থান হইতে এরূপ পলায়নে জাপানিগণ বিস্মিত হইল! রুষগণ পদে পদে জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিবে তাহারই আয়োজন করিয়াছিল,—তাহার জন্য জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিয়াছিল,—এক্ষণে তাহারা সে সকলই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে! তবে কুরোকি ও নজুকে অবশ্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল,—অনেক কষ্টে তাঁহারা উভয়ে রুষদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ওকু ৩রা আগষ্ট তারিখে সসৈন্যে হাইচেংয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষ-যুদ্ধপোত ধ্বংস।

পোর্টআর্থার বন্দরে রুষ-যুদ্ধপোতের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। জাপানিগণ উল্‌ফহিল পাহাড়ের উপর বড় বড় কামান স্থাপিত করিয়াছে; সেই কামান হইতে বৃহৎ গোলা সকল বন্দরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আর জাহাজের বন্দরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে! রেড্‌ভিসান জাহাজের কাপ্তেন আহত হইয়াছেন। আড্‌মিরাল ভিটোভ গভর্ণর-জেনারেলকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষে আর বন্দরে থাকা সম্ভব নহে। জাপানিগণ অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত জাহাজ চূর্ণ করিয়া দিতেছে,—তাঁহারা তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছেন না। আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ তারে এ সংবাদ সম্রাটকে দিলেন; তিনি মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, "বন্দর ত্যাগ কর। যেমন করিয়া হয়, কোন গতিকে ভ্লাডিভস্‌টক বন্দরে গিয়া তথাকার জাহাজের সহিত মিলিত হও।"

এই রাজাজ্ঞানুসারে ১০ই আগষ্ট সাড়ে আটটার সময় আড্‌মিরাল ভিটোভ তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া বন্দর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি জারউইচ জাহাজে ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি আড্‌মিরাল উখটমস্কি পেরিসভিট্ নামক জাহাজে চলিলেন,—সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র জাহাজ "মাইন" নষ্ট করিতে করিতে চলিল। সর্ব্বশুদ্ধ ছয় খানা ব্যাটেল্‌সিপ,—চারি খানা ক্রুজার জাহাজ, আট খানা টরপেডো বোট, দুখানা গানবোট, কতকগুলি ডেসট্রয়র বন্দর হইতে বাহির হইল। হাঁসপাতাল জাহাজ মোঙ্গলিয়া রেডক্রস পতাকা উড়াইয়া এই নৌ-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল!

যাঁহারা এই সকল জাহাজে ছিলেন, তাঁহাদের তখনকার মনের ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জাপানী গোলাবৃষ্টির মধ্যে হস্ত পদ বদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকা, তাহাদের পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। জাপানী গোলায় বন্দর অগ্নিময় হইয়াছিল,—সুতরাং আজ যে তাঁহারা সে বন্দর ত্যাগ করিতে পারিলেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইল,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্লেশও যথেষ্ট! তাঁহারা হয়তো সকলে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে যাইতেছেন! হয়তো তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানী জাহাজের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইতে পারিবেন! সকলেই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত! তবে যে সকল বীরকে তাঁহারা দুর্গ মধ্যে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের জন্যও তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের অদৃষ্টেই বা কি আছে,—তাহা কে বলিতে পারে! সমস্ত দুর্গের অধিবাসিগণ বন্দরে আসিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে জাহাজগুলিকে বিদায় দিলেন। বাদ্যকরগণ শোক-বাদ্য বাজাইতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে জাহাজে বাদ্যকরগণ রুষের জয়-বাদ্য বাজাইয়া চারিদিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। এইরূপে রুষ-জাহাজ গভীর সমুদ্রবক্ষে আসিল।

আড্‌মিরাল টোগো তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ তারশূন্য টেলিগ্রামে পাইলেন। চারিদিকেই তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ পাহারায় ঘুরিতেছিল! এ সংবাদ পাইয়া প্রত্যেক জাপানী যুদ্ধপোতে মহানন্দধ্বনি উত্থিত হইল। এতদিন যাহার জন্য তাঁহারা কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন,—এত দিনে উল্‌ফহিলের গোলায় তাহা সাধিত হইল। রুষ-জাহাজ বাহির সমুদ্রে আসিল!

৯টার সময় আড্‌মিরাল ভিটোভ আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "ভ্লাডিভস্টকের দিকে যাও।" এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে কোন আজ্ঞা বা সংবাদ পাঠাইতে হইলে, তাহা বিভিন্ন রংয়ের নিশান জাহাজের

মাস্তুলে তুলিয়া দিয়া প্রচার করা হইয়া থাকে। মনে করুন, লাল নিশান "এ", সাদা নিশান "বি"; এইরূপ "এ" হইতে "জেড" পর্য্যন্ত ২৬টী অক্ষরের জন্য ২৬টী বিভিন্ন নিশান। এই নিশান একের পার্শ্বে আর একটী বসাইয়া এক জাহাজ হইতে অপর জাহাজে বেশ সহজে কথোপকথন চলিতে পারে। ভ্লাডিভস্টকে যাইবার আজ্ঞা পাইয়া রুষগণ মহানন্দে সকলে সেই দিকে চলিল।

দুই প্রহরের সময় জাপানী যুদ্ধপোত সকল দৃষ্টিগোচর হইল! তিনদলে জাপানী জাহাজ রুষ-জাহাজের দিকে আসিতেছে। প্রথম দলে পাঁচ খানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুই খানা ক্রুজার জাহাজ আছে,— এই দলের মিকাসা জাহাজে আড্‌মিরাল টোগোর নিশান উড়িতেছে।

দ্বিতীয় দলে ৪ খানি ক্রুজার জাহাজ;—তৃতীয় দলে পাঁচ খানি ক্রুজার জাহাজ, এক খানা ব্যাটেল্‌সিপ ও ৩০ খানি টরপেডো জাহাজ ছিল। ক্রমে উভয় পক্ষের জাহাজ নিকটস্থ হইয়া আসিল। তখন উভয় পক্ষই যুদ্ধের পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন। পূর্ব্বে দুইবার টোগো যুদ্ধ-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুই বারই রুষগণ পলাইয়াছিল,—কিন্তু এবার তিনি তাহাদের কিছুতেই পলাইতে দিবেন না। সাড়ে বারটার সময় তিনি যুদ্ধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ১টার সময় উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ মহা-জলযুদ্ধের আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব! উভয় পক্ষের ব্যাটেল্‌সিপ একের পশ্চাতে আর এক খানি, এইরূপ লাইনবন্দি হইয়া চলিয়াছে,—উভয় পক্ষ হইতেই ঘোর বেগে বৃহৎ গোলা সকল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। রুষের লক্ষ্য ঠিক নাই,—তাহাদের গোলা চলনশীল জাপানী জাহাজে আঘাত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু জাপানী লক্ষ্য অব্যর্থ,—গোলার উপর গোলা আসিয়া রুষ-জাহাজে পড়িতেছে,—সে এক ভীষণ ব্যাপার!

একটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত এইরূপ গোলাবৃষ্টি হইল,—সাড়ে তিনটার সময় উভয় দলই সরিয়া গেলেন। জাপানী জাহাজের বিশে অনিষ্ট হয় নাই,—রুষ-জাহাজের অনেকগুলি চূর্ণিত হইল!

সাড়ে পাঁচটার সময় জাপানী জাহাজ আবার রুষ-যুদ্ধপোতের নিকটস্থ হইল,—অমনই রুষগণ গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। এবং তাহারা প্রধানতঃ টোগো যে মিকাসা জাহাজে ছিলেন, তাহার উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল,—কিন্তু বীর টোগো তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না;—তিনি ধীরভাবে আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন; তাঁহার আজ্ঞা তাঁহার জাহাজের মাস্তুলে নিশানে নিশানে প্রচারিত হইতেছিল। সমস্ত জাহাজ তাঁহার আজ্ঞানুসারে কলের ন্যায় ফিরিতেছে ঘুরিতেছে,—গোলা চালাইতেছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত এই ভয়াবহ জলযুদ্ধ চলিল। জারউইচ জাহাজের সেনাপতি ভিটোভ তথনও সর্ব্বাগ্রে থাকিয়া জাপানী জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছেন,—এই সময়ে সহসা এক মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। একটা জাপানী গোলা রুষ-জাহাজে পতিত হইয়া, সেনাপতির দুই পদই চূর্ণ বিচূর্ণ করিল, নিমেষে ভিটোভ প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার শেষ আজ্ঞা ছিল, "সম্রাটের আজ্ঞা ভ্লাডিভসটকে যাও—দেখিও, সে আজ্ঞা ভুলিও না।" কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারী নিশান সঙ্কেতে জানাইলেন "আড্‌মিরাল সহকারী সেনাপতির উপর সেনাপতিত্ব ন্যস্ত করিলেন।" এই সময় আর একটা জাপানী গোলা রুষ-জাহাজে পড়িয়া তাহার ইঞ্জিন্ কাল চূর্ণ বিচূর্ণ করিল,—তাহাই জাহাজখানি রুষগণ তাহাদের জাহাজের লাইনের বাহিরে চালনা করিলেন। পশ্চাতস্থ জাহাজ সকল এই ব্যাপারে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, জাপানিগণ এ সুবিধা পাইবামাত্র রুষ-জাহাজের নিকটস্থ হইয়া অজস্র গোলা চালাইতে লাগিল। এই গোলাবৃষ্টিতে রুষ-জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের কামান সকল বন্ধ হইয়া আসিল।

এখন আড্‌মিরাল রেট্‌জেনষ্টিন সেনাপতি হইয়াছেন,—তিনি দেখিলেন আর এ অবস্থায় যুদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে,—তাহাই তিনি রুষের অন্যান্য জাহাজের প্রতি আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "আমার অনুসরণ কর।" এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তিনি সমস্ত রুষ-জাহাজ আবার পোর্টআর্থার বন্দরে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা পাইলেন। প্রকৃত পক্ষে রুষ এই জলযুদ্ধে ভয়াবহ রূপে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের কোন জাহাজই আর যুদ্ধক্ষম ছিল না! রুষের জলযুদ্ধে জয়াশা আজ একেবারে শেষ হইল!

একোনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ছত্রভঙ্গ রুষ-পোত।

ব্যাটেল্‌সিপে ব্যাটেল্‌সিপে যখন যুদ্ধ হইতে থাকে, তখন ক্রুজার জাহাজগুলি একরূপ নীরব থাকিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে আর যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া রুষ নৌ-সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিলেন। তিনি নিজেই লিখিতেছেন:—"আমার অন্যান্য জাহাজগণকে সঙ্গে আসিবার আজ্ঞা প্রচার করিয়া আমি আস্‌কল্‌ড জাহাজে শত্রু-যুদ্ধপোতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইলাম। আমার জাহাজে পুনঃ পুনঃ গোলা পড়িতে লাগিল। আমার পশ্চাতে নভিক জাহাজ আসিল। একটু দূরে পালাডা ও ডায়না আমার অনুসরণ করিল। ক্রুজার জাহাজ গুলিও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু তাহারা শত্রুর ক্রুজার জাহাজ ও টরপেডো বোট কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সাতখানি জাপানী যুদ্ধপোত আমাদের উপর গোলা-বৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আমাদের গোলায় তাহারা আঘাতিত হইয়া হটিয়া গেল। তখন আস্‌কল্‌ড জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে বাহিরে চলিয়া যাইবার পথ পাইল। শত্রুদিগের চারিখানি ব্যাটেল্‌সিপ আস্‌কল্‌ডের নিকটস্থ হইয়া

টরপেডো নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহাদের কোন টরপেডোই আমাদের জাহাজ স্পর্শ করিতে পারিল না। আস্‌কল্‌ডের গোলায় একখানি জাপানী ডেসট্রয়র জলমগ্ন হইল।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইরূপ চলিল;—তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে; কিছুই আর ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। রুষ-সেনাপতি তাঁহার ছিন্ন ভিন্ন জাহাজ সকল ভ্লাডিভস্‌টকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব দেখিয়া, পোর্টআর্থারের দিকে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল জাহাজ তাঁহার অনুসরণ করিল কিনা তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। বিশেষতঃ এই সময়ে জাপানী ডেসট্রয়র জাহাজ সকল তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহাতে রুষ-জাহাজ আরও ছড়াইয়া পড়িল,—কে কোন দিকে গেল তাহার কিছুই স্থির রহিল না। আড্‌মিরাল টোগো অতি সাবধানে নিজ জাহাজ সকল রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার একখানি জাহাজ ডুবিলে, তাঁহার স্থলে আর নূতন জাহাজ আনিবার উপায় নাই। কারণ, দুই একদিনে যুদ্ধপোত প্রস্তুত করা যায় না ও এখন যুদ্ধপোত ক্রয় করিবার উপায়ও নাই। তাহাই তাঁহার এত সাবধানতা, নতুবা তিনি যদি আরও একটু প্রবলভাবে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে হয়তো রুষদিগের অধিকাংশই জলমগ্ন হইত!

যাহা হউক সমস্ত রাত্রি জাপানী ডেসট্রয়র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ ভগ্ন ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় রুষের পাঁচখানি ব্যাটেল্‌সিপ, একখানি ক্রুজার ও কেবল তিনখানি ডেসট্রয়র অতি কষ্টে পোর্টআর্থার বন্দরে উপস্থিত হইল।

রুষের জারউইচ জাহাজ অন্যান্যের সঙ্গ রাখিতে না পারিয়া ভ্লাডিভস্‌টকের দিকে চলিল,—কিন্তু জাপানের ডেসট্রয়র জাহাজ তাহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া দিল, তখন আর এ অবস্থায় ভ্লাডিভস্‌টক্ গমন অসম্ভব দেখিয়া, জার্ম্মান বন্দর কাইচোতে

উপস্থিত হইল। তাহার মাস্তুল হইতে তলা পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

জারউইচ এই বন্দরে আসিয়া দেখিল, তাহার পূর্ব্বেই তাহাদের একখান ক্রুজার জাহাজ ও একখানা ডেসটয়র এখানে উপস্থিত হইয়াছে। পরে আরও দুইখানি রুষ-ডেসট্রয়রও এইখানে আশ্রয় লইল। রুষের একখানি ক্রুজার জাহাজ দূর ফরাসী বন্দর সাইগনে পলাইল। এক খানি ক্রুজার ও একখানি ডেসট্রয়র চীনের সাংহাই বন্দরে আশ্রয় লইল। একখানি চিফু বন্দরে পলাইল। এক রাত্রের মধ্যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জলমগ্ন হয় নাই, এই মাত্র,—তাহাদের আর কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সকল যুদ্ধপোতই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এক রাত্রে রুষের গৌরবান্বিত নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংসিভূত হইয়া গেল! যে কয়খানি ভগ্নদেহে পোর্টআর্থার ফিরিল, তাহারাও তথায় আর রক্ষা পাইবে না। জাপানিগণ উল্‌ফছিল পাহাড় হইতে ভয়াবহ গোলা নিক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া দিবে! এই গোলার ভয়েই তাহারা বাধ্য হইয়া পোর্টআর্থার ত্যাগ করিয়া ভ্লাডিভস্‌টক্ যাইতেছিল,—কিন্তু তাহা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; আবার তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া সেই শত্রুর গোলার ভিতরে আসিতে হইল। তাহাদের জীবন আর কয় দিন!

যে যুদ্ধপোত সকল অন্যান্য বন্দরে আশ্রয় লইয়াছে, যুদ্ধ-আইনানুসারে তাহারা এ যুদ্ধে আর কখনও যোগদান করিতে পারিবে না। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র অনতিবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। সুতরাং ভ্লাডিভস্‌টকের ৩ খানি জাহাজ ব্যতিত রুষের আর নৌ-বাহিনী জাপান সাগরে নাই।

ভ্লাডিভস্‌টকের জাহাজও শীঘ্রই আড্‌মিরাল কামিমুরার সম্মুখে পড়িল। তিনি চারিখানি যুদ্ধপোত লইয়া কোরিয়া সাগরে ঘুরিতেছিলেন। ১৪ই আগষ্ট তারিখে তিনি প্রাতে রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইবা মাত্র

তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। রুষগণ জাপানি যুদ্ধপোতগুলিকে দেখিতে পায় নাই,—এক্ষণে তাহাদের দেখিবা মাত্র তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলাইবার চেষ্টা পাইল। প্রথমে রোসিয়া,—পরে গ্রমবই,—সর্ব্বশেষে রুরিক উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে,—কামিমুরা তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন! অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য! রুষের সাহসের পরাকাষ্ঠা! তাহারা কেবল নিরস্ত্র সওদাগরী জাহাজ ডুবাইতে পারে,—জাপানের যুদ্ধপোত দেখিলেই পলায়ন করে! কি অদ্ভুত সাহস!

কিন্তু এবার তাহারা কামিমুরার হস্ত হইতে পলাইতে সক্ষম হইল না! এত দিন তাহারা অনেক অত্যাচার করিয়াছে,—জাপানের যুদ্ধসজ্জায় অনেক ব্যাঘাত দিয়াছে,—কামিমুরা ইহাদের জন্য তাঁহার যশ মান হারাইয়াছেন,—তাঁহার স্বদেশীগণ তাঁহাকে ইহাদের জন্যই হেরিকেরি করিতে অনুরোধ করিয়াছে,—সুতরাং এখন সেই পরম শত্রুগণকে পাইয়া তিনি যে যুদ্ধের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! তিনি প্রবলবেগে শত্রুর যুদ্ধপোতের উপর পতিত হইলেন। প্রায় সাড়ে ৫টার সময় তাঁহার কামান গর্জ্জিল।

তাঁহার জাহাজ সংখ্যায় শত্রু-জাহাজ হইতে একখানা অধিক ছিল সত্য, কিন্তু রুষের তিনখানি জাহাজই তাঁহার চারিখানা জাহাজ হইতে বড় ও ক্ষমতাপন্ন, সুতরাং উভয়পক্ষই বুঝিলেন যে যুদ্ধ অতি ভীষণ আকার ধারণ করিবে। পুনঃ পুনঃ জাপানী গোলা আসিয়া রুষ-জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত ও চূর্ণিত করিতে লাগিল। এখানেও রুষ-গোলন্দাজের লক্ষ্য ঠিক হইতেছিল না,—জাপানের লক্ষ্য অব্যর্থ। রুষের গোলা জলে পড়িতেছে—জাপানী গোলায় রুষ-জাহাজ চূর্ণিত হইতেছে! রুষ-সেনাপতি আড্মিরাল জেসেন বুঝিলেন যে এত দিন যে তাঁহারা অনেক জাহাজ অনর্থক ডুবাইয়াছেন, আজ তাহারই দণ্ডের দিন আসিয়াছে! তিনি তখনও পলাইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন,—কিন্তু এই সময়ে আড্মিরাল উরিউ

তাঁহার দুইখানা যুদ্ধপোত লইয়া রুষের পলায়ন পথ রোধ করিলেন! ইহা দেখিয়া রুষ-জাহাজ অন্যদিকে ফিরিয়া প্রবল বেগে ছুটিল। যুদ্ধ করিতে করিতে ছুটিতেছে,—জাপানিগণও তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া তাহাদের উপর গোলার উপর গোলা দাগিতেছেন! সহসা রুষের রুরিক জাহাজ লাইন ছাড়িয়া নিশান তুলিয়া জানাইলেন, "হাল চলিতেছে না।" রুষ-সেনাপতি নিশান সঙ্কেতে বলিলেন, "যেমন করিয়া পার সঙ্গে এস।" কিন্তু হায়! পলাতক রুষ-জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার ক্ষমতা রুরিকের আর ছিল না,—সে ক্রমেই পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। তখন জাপানী জাহাজ চারিদিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিল!

এত দিনে জেসেন একটু বীরত্ব দেখাইলেন। তিনি হতভাগ্য রুরিককে পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন না,—ফিরিলেন। যাহাতে রুরিক তাহার হাল মেরামত করিয়া লইতে পারে, এই জন্য তিনি তাঁহার দুই জাহাজ লইয়া জাপানী জাহাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন,—রুরিককে তাঁহার পশ্চাতে রাখিলেন। উভয় পক্ষেই ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল,—কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে রুরিক ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! সে সমুদ্রের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে,—তাহার হাল মেরামত করিবার আর কোন আশা নাই! সেনাপতির নিশান পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "সরিয়া যাও—সরিয়া যাও।" সে উত্তর দিতেছে, "হাল চলিতেছে না!" এই সময় রুষ-জাহাজ ভ্লাডিভস্টকের দিকে পলাইতেছিল, কিন্তু রুরিক তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিল না,—অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গেল। এই সময়ে আড্‌মিরাল উরিউর দুইখানি জাহাজ তাহার উপর অজস্র গোলা চালাইতে লাগিল। তাহাকে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, সেনাপতি জেসেন দুঃখিতান্তঃকরণে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু আড্‌মিরাল কামিমুরা তাঁহাকে সহজে ছাড়িলেন না,—তিনি তাঁহার চারিখানি যুদ্ধপোত সঙ্গে লইয়া রুষ-জাহাজগুলির অনুসরণ করিলেন।

১০টার সময় জাপানিগণ আবার দুই রুষ-জাহাজকে ভীষণ রূপে আক্রমণ করিল,—উভয় পক্ষে আবার গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন রুষ বেগে, —আরও বেগে ছুটিল! তাহারা ভাবিয়াছিল যে তাহাদেরও রুরিকের অবস্থা হইবে,—কিন্তু সহসা কামিমুরা তাহাদের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ জাহাজ সকল ঘুরাইয়া রুরিকের দিকে চলিলেন। রুষগণ হাপ ছাড়িয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে চলিয়া গেল!

কামিমুরা এইরূপে রুষ-জাহাজদ্বয়কে পলায়ন করিতে দেওয়ায়, লোকের নিকট তাঁহাকে অনেক গালি গালাজ খাইতে হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কারণ না থাকিলে, তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নৌ-সেনাপতি কখনই এরূপ করিতেন না। এক দিকে তাঁহার ক্রুজার জাহাজ রুষের দুইখানা বৃহৎ ব্যাটেল্‌সিপকে যে জলমগ্ন করিতে পারিত,—তাহা বলিয়া বোধ হয় না। অপর দিকে রুরিক পলাইলেও পলাইতে পারে,—এ অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করাই কর্ত্তব্য; হয়তো তিনি আড্‌মিরাল উরিউর তারশূন্য টেলিগ্রাফ পাইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহাই হউক ভগ্নদেহে রোসিয়া ও গ্রম্‌বই কোন গতিকে ভ্লাডিভস্টকে উপস্থিত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

রুরিক জাহাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু তাহার আর ইহলীলা শেষ হইবার বিলম্ব ছিল না। একেতো তাহার চারিদিকে ধু ধু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর সে ধীরে ধীরে ডুবিতেছিল। রুষ-সেনাগণ তাহাদের আহতগণকে কাটের তক্তায় শোয়াইয়া যত্নে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছিল,—হয়তো তাহারা ভাসিতে ভাসিতে তীরে উপস্থিত হইতে পারিবে! শেষ পর্য্যন্ত রুরিকের কামান গর্জ্জিল,—পরে সে জলমগ্ন হইয়া গেল!

তাহার পর এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল! যে জাপানী একটু পূর্ব্বে অজস্র গোলা চালাইয়া রুষগণকে হত্যা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল, তাহারাই আবার এক্ষণে সমুদ্রে ভাসমান হতভাগ্য

রুষগণের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইল। তাহাদের দুই জাহাজ হইতেই নৌকা লইয়া তাহারা সমুদ্রস্থিত রুষগণকে নৌকায় তুলিতে লাগিল। এই সময়ে কামিমুরার জাহাজ চারিখানি আসিয়াও উপস্থিত হইল। সেই সকল জাহাজ হইতেও কয়েকখানি নৌকা তৎক্ষণাৎ এই মহৎ কার্য্যে ছুটিল। তাহারা সর্ব্বসমেত ১৬ জন সেনাধ্যক্ষ, একজন পুরোহিত, চারিজন রাজকর্ম্মচারী ও ৫৯২ জন নাবিকের প্রাণরক্ষা করিল।

এ অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এই সকল রুষগণই একদিন হিতাচু মারুকে জলমগ্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল,—সেই জাহাজের এক জনেরও প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা রুষগণ করে নাই,—আর আজ জাপানী বীরগণ তাহাদেরই প্রাণরক্ষা করিলেন! একজন জাপানী সেই সময়ে বলিয়াছিলেন, "জাপান হিতাচু মারুর জলমগ্ন করিবার প্রতিহিংসা এতদিনে গ্রহণ করিলেন। আমাদের মৃতের পরিবর্ত্তে আমরা তাহাদের জীবিতগণকে রুষকে উপহার দিতেছি।" এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ লজ্জায় মরমে মরিয়া গিয়াছিলেন। একদিকে রাক্ষসী নিষ্ঠুরতা,—অপরদিকে স্বর্গীয় মহানুভবতা! কে অধিক সভ্য! রুষ না ক্ষুদ্র জাপান!

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বিদেশী বন্দরে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কয়েকখানি রুষ-রণপোত বিভিন্ন বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল। ইহার মধ্যে একখানি চীনের চিফু বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল! জাপানিগণ বলেন যে এই জাহাজে রুষের যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক কাগজ পত্র ছিল। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে জাহাজে ছিলেন,—তাহাই জাপানী দুইখানি ডেস্ট্রয়র তাহাকে ধরিবার জন্য চিফু বন্দরের মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল।

রুষগণ বলেন যে তাঁহারা, বন্দরে আসিয়াই জাহাজের অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানিগণ ১১ই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন যে রুষগণ তাঁহাদের জাহাজের অস্ত্র শস্ত্র নষ্ট করিল না। তজ্জন্য জাপানী লেফ্‌টেনাণ্ট ডেরাসিমা একজন দোভাষী ও কতকগুলি সেনা লইয়া রুষ-জাহাজে চলিলেন। জাহাজের সৈন্যাধ্যক্ষকে বলিলেন, "হয় আত্ম সমর্পণ করুন, নতুবা বন্দরের বাহিরে আসুন।" রুষ-সেনাপতি উত্তরে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারি না সত্য,—কিন্তু আমি এক্ষণে চীনে বন্দরে রহিয়াছি, আপনার এখানে আসিবার অধিকার নাই।"

এদিকে ভিতরে ভিতরে তিনি জাহাজ ডুবাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ইহারই জন্য সময় পাইবার উদ্দেশ্যে তিনি জাপানী সেনাধ্যক্ষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। শেষে এত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে সহসা তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া জাপানী সেনাধ্যক্ষের উপর ঘুসি চালাইলেন। ইহাতে জাপানী বীর জাহাজ হইতে নিম্নে তাঁহাদের নৌকায় পতিত হইলেন,—কিন্তু তিনি রুষ-যোদ্ধাকে ছাড়েন নাই, টানিয়া সঙ্গে আনিয়া ফেলিলেন; রুষ-সেনাপতি জলে পতিত হইলেন। জাপানিগণ তখন তাঁহার উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিলে, তিনি পায় আহত হইলেন। তৎপরে সন্তরণ করিয়া তিনি একখানি চীনে নৌকার দিকে চলিলেন, কিন্তু সেই নৌকার চীনেগণ তাঁহাকে বাঁশ মারিয়া দূর করিল। প্রায় এক ঘণ্টা জলে থাকার পর চীনে যুদ্ধপোতের একখানা নৌকা আসিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইল।

এদিকে জাহাজে দুই দলে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছিল। মধ্যে জাহাজের বারুদ ঘর ফাটিয়া অগ্নি কাণ্ড ঘটিল, অনেক হত আহত হইল,—কিন্তু অবশেষে জাপানীগণেরই জয় হইল; তাহারা রুষের পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, জাপানের জয়-পতাকা জাহাজের মাস্তলে উত্তোলিত করিল;

তৎপরে তাহাদের একখানা জাহাজ আসিয়া রুষ-জাহাজ খানিকে টানিয়া বন্দরের বাহিরে লইয়া গেল। এই জাহাজে রুষের অনেক প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র ছিল। কেহ বলেন যে জাপানিগণকে আসিতে দেখিয়াই রুষগণ তাহা জ্বালাইয়া দিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই সকল কাগজ পত্র জাপানের হস্তে পতিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই জাহাজ জাপানের হস্তে পতিত হওয়ায়, রুষের যে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

চীনগণ এই ব্যাপারে কি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা নির্লিপ্ত ছিলেন,—কিছুই করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা জাপানের সাহায্য করিয়াছিলেন, কেহ কেহ আবার বলেন যে চীনে আড্‌মিরাল জাপানকে এই জাহাজ ধৃত করিতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জাপানিগণ তাহাতে কর্ণপাত না করায় চীনে আড্‌মিরাল তাঁহার কার্য্যভার একজন কাপ্তেনের উপর দিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে চারিদিকে এক মহা গোল উঠিল। এ যুদ্ধে চীন নির্লিপ্ত,—তাহাদের বন্দর হইতে রুষ-জাহাজ ধরিবার অধিকার জাপানের নাই। রুষ-সম্রাট ফরাসী দূত দ্বারা জাপান-সম্রাটের নিকট ঘোরতর আপত্তি করিলেন। তাঁহারা চীন সম্রাজ্ঞীকেও এ কথা জানাইলেন। বলিলেন, চীনে আড্‌মিরালের সমুচিত দণ্ড হওয়া উচিত। চীনেরই তাঁহাদের জাহাজ তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। জার্ম্মানি ও ফ্রান্স এ সম্বন্ধে রুষের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহার উত্তরে জাপান এক বিশেষ বিবরণী প্রচার করিলেন ;—তাঁহারা বলিলেন, "এই যুদ্ধে চীন রাজ্যের এক বিশিষ্ট অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা নির্লিপ্ত, কোন দলেই নাই,—অথচ অধিকাংশ যুদ্ধ তাঁহাদের রাজ্যের মধ্যেই হইতেছে ;—সে সকল স্থানকে যুদ্ধস্থল ব্যতিত আর কিছুই বলা যায় না।

সুতরাং চীন রাজ্যের কতকাংশে যুদ্ধ হইতেছে, কতকাংশ নির্লিপ্ত আছে, ইহাই বলিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে চীন রাজ্যের যে যে স্থল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কোন স্থান উভয় পক্ষ স্পর্শ করিবেন না। এই বন্দোবস্তই পাকা ছিল। কিন্তু রুষ-জাহাজ চীনের চিফু বন্দরে আশ্রয় লইল। এ কথা বন্দোবস্তের মধ্যে ছিল না। যেখানে যুদ্ধ হইতেছে, কেবল সেইখানেই তাহারা থাকিবে,—অন্যত্র যাইবে না; সুতরাং চিফুতে তাহাদের জাহাজ প্রেরণ সম্পূর্ণই অন্যায় কার্য্য,—ইহাতে চিফু যুদ্ধস্থল হইয়া পড়িল, এ অবস্থায় জাপান তথায় গিয়া যে রুষ-জাহাজ ধৃত করিবে, তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কুরোপাট্‌কিন লিওযাংয়ে পরাজিত হইয়া যদি চীন রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে জাপান কি তাঁহাকে তথায় আক্রমণ করিতে পারিবে না? রুষ প্রথম সর্ত্তভঙ্গ করিয়াছেন,—তাঁহারাই চিফুকে যুদ্ধস্থলে পরিণত করিয়াছেন; জাপান ইহা করেন নাই। এখন আপত্তি করা বৃথা! রুষই চীনের নানা নূতন স্থান যুদ্ধস্থলে পরিণত করিতেছেন,—তাঁহারা পোর্টআর্থারের সহিত চিফু পর্য্যন্ত তারশূন্য টেলিগ্রাফ বসাইয়াছেন,—ইহা কি সর্ত্তভঙ্গ নয়? ইহা কি চিফুকে যুদ্ধস্থলে পরিণত করা হইয়াছে না? এইরূপ আরও বহু স্থান আছে। এই সকল কারণে জাপান যাহা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত করিয়াছেন। রুষ-যুদ্ধপোত সকল যে চীন বন্দরে আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহা তাঁহারা কখনই করিতে দিবেন না। এখনও রুষ-জাহাজ সকল বিভিন্ন বন্দরে সশস্ত্র রহিয়াছে,—ইহাও কি ঘোর বেয়াইন নহে?"

এই বিবরণী প্রকাশের পর এ ব্যাপার চাপা পড়িয়া গেল;—আর কেহই জাপানের দোষ ধরিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য রুষ জাহাজও অস্ত্রত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রুষের জারউইচ ব্যাটেল্‌সিপ ও তিনখানি ডেসট্রয়র জার্ম্মানির কাইচো বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল;—জার্ম্মাণ-সম্রাট এ সংবাদ পাইবা মাত্র জাহাজগুলিকে নিরস্ত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। জার্ম্মাণ শাসনকর্ত্তা জাহাজ নিরস্ত্র করিলেন—রুষসেনা ও নাবিকগণ যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত আটক রহিল। ১৫ই আগষ্ট একজন জাপানী আড্‌মিরাল কাইচোয় আগমন করিয়া সকল দেখিয়া গেলেন। জার্ম্মানগণ তাঁহার যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রুষের যে দুইখানা জাহাজ সাংহাই বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা কিছুতেই নিরস্ত্র হইতে চাহে না। এই দুই জাহাজ লইয়া রুষ, জাপান ও চীন, তিন রাজ্যে মহা তর্ক বিতর্ক চলিল। এমন কি চীনের সহিত যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল। এরূপ হইলে ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির এই মহাযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এইরূপ তর্ক বিতর্কে দশদিন কাটিয়া গেল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে রুষ ন্যায় বাক্য না শুনিলে জাপানিগণ বল প্রয়োগে জাহাজ অধিকার করিয়া লইবে। ইহা বুঝিয়া রুষ-সম্রাট অনতিবিলম্বে জাহাজ দুই খানিকে নিরস্ত্র করিবার আজ্ঞা দিলেন। রুষের ভারিয়াগ ও কোরিজ জাহাজের সেনাগণ রুষিয়ায় গিয়া আবার যুদ্ধপোতে যোগ দিয়াছে,—এই জন্য জাপান এই দুই জাহাজের সেনা ও নাবিকগণ যাহাতে রুষিয়ায় যাইতে না পারে, সে বিষয়ে জেদাজিদি আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদেরই জেদ বজায় রহিল;—রুষগণ চীনের বিভিন্ন বন্দরে আটক রহিল।

রুষের একখানা জাহাজ ফরাসী বন্দর সাইগণে আশ্রয় লইয়াছিল। এ জাহাজও নানা ছলে নিরস্ত্র হইতে বিলম্ব করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে ফরাসি গভর্ণমেণ্ট ইহাকেও নিরস্ত্র হইতে বাধ্য করিলেন। এইরূপে এক দিনের যুদ্ধে রুষগণকে বহু জাহাজ হারাইতে হইল। যে কয়খানি পোর্টআর্থারে ফিরিয়াছে, তাহাদের আর কিছু নাই বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। তাহার পর ইহাদের উপর অবিশ্রান্ত জাপানী গোলা পতিত হইবে,—রুষগণকেই হয়তো ইহাদের ডুবাইয়া দিতে হইবে!

রুষের একখানি জাহাজ উত্তর দিকে গিয়াছিল,—ভ্লাডিভসটকের জাহাজের সহিত মিলিত হওয়াই ইহার অভিপ্রায়। সৌভাগ্য ক্রমে এই নভিক জাহাজ জাপানি যুদ্ধপোতের সম্মুখে পতিত হইল না।• সে ২০শে আগষ্ট সাখালিন দ্বীপের করসাকভস্‌ক নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। এই দ্বীপ রুষের অধীন; এইখানে প্রায় ৫০০০ হাজার রুষ-কয়েদী কয়লার খনিতে কাজ করিতেছে। রুষের অনেক কর্ম্মচারীও এখানে ছিলেন। নভিকের কাপ্তেন জানিতেন যে জাপানী জাহাজ তাঁহার অনুসন্ধানে ঘুরিতেছে,—তাহাই সত্বর কয়লা লইয়া তিনি চারটার সময় বন্দর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে একখানা জাপানী যুদ্ধপোত আসিয়া পড়িয়াছে,—তখন তিনি পলায়ন না করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জাহাজের গতি অতিশয় অধিক ছিল, —তিনি ভাবিলেন খুব সম্ভব তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে ভ্লাডিভস্‌টক্‌ বন্দরের আশ্রয়ে গিয়া পড়িতে পারিবেন।

জাপানিগণ নভিককে ধৃত করিবার জন্য দুইখানা ক্রুজার জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাদেরই একখানা নভিককে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই জাহাজের সেনাপতি অপর জাপানী জাহাজের সেনাপতিকে শীঘ্র তথায় আসিবার জন্য তারশূন্য টেলিগ্রাফে অনুরোধ করিলেন। বেলা সাড়ে চারিটার সময় দুই জাহাজ নিকটস্থ হইবা মাত্র কাপ্তেন একটা কল টিপিলেন, অমনই শত শত গোলা নভিকের উপর গিয়া পতিত হইল,—নভিকও প্রাণপণ শক্তিতে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। মহা শব্দে সমুদ্র আলোড়িত হইল। কামানের মুখে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝকিতে লাগিল,—ধূমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। নভিকের সেনাধ্যক্ষগণ এত ভয়ানক চিৎকার করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন

যে তাঁহাদের সকলের গলার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা জাহাজের গায় খড়িতে লিখিয়া আজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিলেন। পাঁচটার মধ্যেই নভিকের তলায় জলের নিম্নে তিনটী ছিদ্র হইল,—জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তজ্জন্য কাপ্তেন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া বন্দরের দিকে ছুটিলেন। জাপানী জাহাজও জখম হইয়াছিল। তাহার আর রুষ-জাহাজ তাড়া করিয়া যাইবার উপায় ছিল না,—এজন্য সেনাপতি অপর জাপানী জাহাজকে পুনঃ পুনঃ আসিবার জন্য তারশূন্য টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও রুষগণ এই সকল জাপানী সংবাদ ধরিয়া লইতে লাগিল,—তজ্জন্য বহুক্ষণ জাপানী জাহাজ কোন সংবাদ পাইল না; অবশেষে সে সংবাদ পাইবা মাত্র বন্দরের দিকে ছুটিল।

এ অবস্থায় আর যুদ্ধ চলে না, সুতরাং রুষ-কাপ্তেন নভিককে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তাহাকে অল্প জলে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া দিলেন,—তৎপরে সকলে তীরে নামিলেন।

পরদিন প্রাতে জাপানী যুদ্ধপোত বন্দরে প্রবেশ করিল। জাপানিগণ দেখিলেন,—বন্দরে জনমানব নাই,—সকলেই জাপানী গোলার ভয়ে সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নভিক জাহাজ অর্দ্ধ-জলমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছে। জাপানী জাহাজ এই জনশূন্য জাহাজে এক ঘণ্টা ধরিয়া গোলা চালাইলেন। ইহা মৃতের উপর খড়্গাঘাত; কিন্তু পাছে ভবিষ্যতে রুষ এই জাহাজ কার্য্যক্ষম করিতে পারেন, এই ভয়ে জাপানিগণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে রুষের সমস্ত যুদ্ধপোতই এতদিনে নষ্ট হইয়া গেল। রুষ জাপান-সমুদ্রে একাধিপতি ছিলেন, এখন জাপান তাঁহাকে নগণ্য করিল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

লিওযাং যুদ্ধ।

রুষের জলযুদ্ধের আশা আর নাই। তাহাদের যে সকল জাহাজ লোহিত সমুদ্রে অন্যান্য জাহাজ আটক করিতেছিল, তাহাও তাহাদের বন্ধ করিতে হইল। ইংলণ্ড অতিশয় আপত্তি করায় রুষ-সম্রাট তাঁহার জাহাজ গুলিকে দেশে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা দিলেন। এখন জাপান একরূপ সমুদ্রে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলযুদ্ধে মনোযোগী হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেনাপতি কুরোকি জুম্বুলিংজু ও যাংজুলিং অধিকার করিয়াছেন ;—সেনাপতি নজু তামুচানে আসিয়াছেন। সেনাপতি ওকু হাইচেং দখল করিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনেই এই সকল স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন। জাপান হইতে বহু নূতন সেনা আসিয়া তিন দলে যোগদান করিতেছে। আহত ও বন্দীদিগকে জাপানে প্রেরিত হইতেছে। পশ্চাতে সকল স্থানই তাঁহারা সুদৃঢ় করিতেছেন। তাঁহারা তিনজনে লিওযাংয়ের মহাযুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। লিওযাংয়ের চারি পার্শ্বে কি ব্যাপার হইবে,—তাহা তাঁহারা বিশেষ অবগত ছিলেন। সুতরাং এ যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত না হইয়া, তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন না। তাহার উপর এই তিন সপ্তাহ দিবারাত্রি অজস্র বৃষ্টি হইতেছে ;—চারিদিকে কর্দ্দম পূর্ণ ;—অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে! লিওযাংয়ের চারিদিকে চীনেদিগের ভুট্টাক্ষেত্র। সেই সকল ক্ষেত্রে ভুট্টা গাছ মাথা ছাড়াইয়া রহিয়াছে ;—তাহার উপর পাহাড় পর্ব্বত খাদ,—উচ্চ নিম্ন স্থান,—রুষের দুর্ভেদ্য দুর্গের কথাইতো নাই! কুরোপাট্‌কিনের অধীনে অন্ততঃ দুই লক্ষ সেনা ও পাঁচ শত

[illegible]

[illegible]

[illegible] Art Press, Calcutta.

কামান আছে! রুষগণ প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে তিনটী নদী,—মধ্যে তিনটী সুদৃঢ় দুর্গ। একটী দুর্গে ১২০টা কামান ও ৬০ হাজার সেনা আছে—ইহা টাংহো দুর্গ নামে খ্যাত। দ্বিতীয় দুর্গের নাম কাওফেংসু,—এখানেও এইরূপ কামান ও সেনা আছে। তৃতীয় দুর্গের নাম আন্‌সান্‌চান,—ইহার চারিদিকে পাহাড় থাকায় ইহা আরও দুর্ভেদ্য হইয়াছে। এখানেও পূর্ব্বরূপ সেনা ও কামান আছে। তিন জাপানী সেনাপতির অধীনে প্রায় দুই লক্ষ সেনা ছিল। জাপানিগণ বলেন যে তাঁহাদের সঙ্গে ছয় শত কামান ছিল, কিন্তু রুষদিগের ৫৭০টা কামান ছিল। ২৩শে আগষ্ট তারিখে জাপানের এই বৃহৎ বাহিনী লিওযাংয়ের দিকে অভিযান করিল।

সম্মুখে রুষগণ ৪০ মাইল বিস্তৃত হইয়া আছে। এই ৪০ মাইল স্থান বেড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে। তিন সেনাপতি তাঁহাদের অগণিত সেনা নয় দলে বিভক্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা তিন দিক হইতে লিওযাং অধিকার করিতে চলিলেন। অন্যদিকে লিওযাংয়ের পশ্চাতেও তাঁহারা সেনা পাঠাইলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়,—সেই দিক হইতে রুষগণকে ঘেরাও করিতে পারিলে, তাহারা আর মুক্‌ডেনে পশ্চাৎপদ হইতে পারিবে না। যুদ্ধে পরাজিত হইলে কুরোপাট্‌কিনকে বাধ্য হইয়া তখন আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই এ যুদ্ধের শেষ হইয়া যাইবে! তাঁহারা এ কার্য্যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

কুরোকি তাঁহার সেনাদলকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া, ২৩ শে আগষ্ট কাওফেংসু ও টাংহো দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বামদল বাংজুলিং হইতে বহির্গত হইয়া রুষের সম্মুখস্থ সেনা তাড়াইয়া লইয়া অগ্রসর হইল! জাপগণ সেই দিন কয় মাইল মাত্র গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দক্ষিণ দল ২৫শে অগ্রসর হইয়া ২৬শে প্রাতে হান্‌সালিং নামক স্থানে উপস্থিত হইল! মধ্য দল ২৫শে বহির্গত হইয়া চারি মাইল অগ্রসর হইয়া এক ভুট্টা ক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিল। এক্ষণে কুরোকির সেনাদল রুষের কাওফেংসু ও টাংহো দুর্গ—আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ১০ মাইল বিস্তৃত হইয়া রুষগণ এই দুই স্থান রক্ষা করিতেছিল।

রাত্রি ৩টার সময় মধ্যদলের পদাতিকগণ রুষগণকে আক্রমণ করিল,—রুষগণ দুর্দ্দমনীয় জাপগণকে কিছুতেই প্রতিবন্ধক দিতে পারিল না,—তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। রুষগণ পাহাড়ের উপর তিন স্তরে ছিল,—প্রথম স্তর হটিলেও পরের দুই স্তর ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তরবারি ও বেয়নেটের দ্বারা হাতাহাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল, উভয় পক্ষেই বহু হত আহত হইল,—তাহার উপর রুষগণ পাহাড় হইতে গোলা চালাইতেছিল, সুতরাং জাপগণকে প্রায় হটিতে হয়, এরূপ অবস্থা হইয়া আসিল। জাপানিগণ তাহাদের কামানের গোলা উপরে চালাইতে পারিতেছিল না,—ইহাতে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল, যাহাই হউক অবশেষে জাপগণেরই জয় হইল। রুষগণ পাহাড় ও দুর্গ ত্যাগ করিয়া হটিয়া গেল। একজন দর্শক এই যুদ্ধের নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"জাপানী পদাতিকগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রুষদিগের দিকে অগ্রসর হইল। যেখানে একটু আশ্রয় স্থান পাইতেছে, সেইখানে সকলে জমিতেছে, আবার সুবিধা পাইলেই পাহাড়ের দিকে ছুটিতেছে,—এইরূপে তাহারা পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় রুষের গোলা গুলি আসিবার সুবিধা ছিল না। আর একটী পর্ব্বত হইতে দুই তিন জনে, সারি সারি জাপগণ ধীরে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে রুষগণ অজস্র বন্দুক চালাইতে লাগিল,—জাপগণও নীরব রহিল না। তাহারা তাহাদে

হাত অবাধে চালিত করিতে পারিবে বলিয়া, কোট সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। প্রথমে জাপানিগণ রুষের কামান কোথায় স্থাপিত আছে, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই; এক্ষণে উভয় দলের গোলা উভয় দলের গোলন্দাজদিগের উপর পড়িতে লাগিল। চারিদিকে মহাশব্দ,—মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ ঝকিতেছে,—ভয়াবহ গোলা যেখানে পড়িতেছে, সেখানে আর কিছুই থাকিতেছে না! এইরূপে গোলাগুলির ভিতর দিয়া জাপগণ অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে জাপানিগণ লুকাইয়া ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্য দিয়া দুইটা কামান আনিয়া রুষ-পদাতিকদিগের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। আর রুষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। শত শত রুষদিগের শ্বেতনিশান পর্ব্বতের উপর উত্থিত হইল। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর একজন জাপানী জাপানের জয়-পতাকা প্রথিত করিল। চারিদিক "বানজাই" ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল! রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পাহাড়ের অপরদিকে প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। জাপানিগণ তাহাদের গোলা এই পলাতকদিগের উপর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। রুষগণও দূর হইতে পাহাড়ের উপর ভয়াবহ গোলা নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল।"

অনেক রুষই আত্মসমর্পণ করিল না। যাহারা পলাইতে পারিল, তাহারা পলাইল;—যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা লড়িতে লড়িতে প্রাণ দিল। জাপানী মধ্যদল কেবল তিন জন রুষকে বন্দী করিতে সক্ষম হইলেন। জাপগণ তাঁহাদের মধ্যদলের প্রায় ৬০০ শত সেনা এই যুদ্ধে হারাইলেন। একদল সেনার ১৬জন সেনাধ্যক্ষ হত হইলেন।

যখন মধ্যদল এই যুদ্ধ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে কুরোকির অপর দুই দলও রুষকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু এই দুই দল রুষকে সেদিন স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। তাহারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইল না। বৈকালে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল। ইহাতে চারিদিকে

এমনই অন্ধকার হইয়া গেল যে উভয় পক্ষেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। কুরোকি নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—"আমাদের মধ্যদল শত্রুকে বিতাড়িত করিয়াছে,—কিন্তু অপর দুইদল তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই।"

রাত্রে আবার জাপগণ রুষদিগকে আক্রমণ করিল। কুরোকি লিখিয়াছেন, "জ্যোৎস্না থাকায় শত্রুগণ আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভয়াবহ গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা পর্ব্বত হইতে অনেক বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিল। ইহাতে আমাদের অনেক সেনা হত আহত হইয়াছে,—কিন্তু আমার সেনাগণ তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই,—তাহারা পাহাড়ের উপর উঠিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিয়াছিল। রুষগণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারে নাই।"

এই রাত্রে রুষগণও দুই তিনবার জাপানিগণকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু জাপগণ অনায়াসে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ২৭শে প্রাতে জাপানিগণ সমস্ত পাহাড় দখল করিয়া, তাহার উপর তাহাদের কামান টানিয়া তুলিলেন। এখন রুষগণ পাহাড়ের নিম্নে নদীর তীরে আসিয়া সমবেত হইয়াছে,—তাহাদের উপর এক্ষণে অগণিত জাপানী গোলা পড়িতে লাগিল। আর তাহাদের এখানে তিষ্ঠিবার উপায় নাই। কিন্তু চারিদিক কুয়াসায় পূর্ণ,—কিছুই ভাল দেখা যায় না,—পথ চলাচলের উপায় নাই,—তবু কুয়াসার সুবিধা পাইয়া রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। জাপানিগণও এই কুয়াসার অন্ধকারে রুষদিগের পলায়নের পথের পশ্চাতে কতকগুলা কামান স্থাপিত করিলেন।

যতই বৈকাল হইতে লাগিল, ততই কুয়াসা সরিয়া যাইতে লাগিল। তখন দেখা গেল যে সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া দূরে শত্রুগণ চলিয়া যাইতেছে। জাপানিগণের গোলা তাহাদের মধ্যে গিয়া পতিত হইতেছে,—এই সকল ভীষণ গোলা তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে! ৫টার

সময় সহসা চারিদিক একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন সম্মুখে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল।

সম্মুখে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ। সেই পথের পরেই বিস্তৃত উপত্যকা। উপত্যকা ভেদ করিয়া টাংহো নদী প্রবাহিত,—দূরে হাজার হাজার তাম্বু;—পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পথে অতি বিস্তৃত মালপত্র সাজ সরঞ্জামাদির গাড়ী সকল লাইনবন্দি হইয়া চলিয়াছে। রুষগণ তাম্বু সকল তাড়াতাড়ি নামাইয়া বড় বড় গাড়ীতে বোঝাই করিতেছে! সম্মুখে নদীর উপরস্থ পোলের দিকে অসংখ্য রুষ-পদাতিক, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী সাজ সরঞ্জামের গাড়ী লইয়া চলিয়াছে;—রুষগণ স্বদলে পশ্চাৎপদ হইতেছে! তাড়াতাড়ি নদীর পর পারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে!

এই সকল সৈন্যের উপর জাপানের কামান সকল অবিরত ধারে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। তাহাদের বামে ও দক্ষিণে যে দুইদল সেনা ছিল, তাহারাও পলাতক রুষের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। তাহাদের কামানের ভীষণ শব্দ ও গোলার ধূম চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। এই সময় শত-সহস্র রুষ-বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। জাপ-পদাতিকগণও পলাতক রুষের পশ্চাতে গিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। এই সময়ে রুষের কয়েকটা কামান গর্জ্জিল। তখনও রুষের অনেক সেনা ও মালপত্র পোল পার হইতে পারে নাই। জাপগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে দেখিয়া রুষগণ কয়েকটা কামান তাহাদের আক্রমণে নিযুক্ত করিল।

কিন্তু সম্মুখে পাহাড় থাকায় উভয় পক্ষের গোলায় কত হত আহত হইতেছিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যার সময় রুষ অশ্বারোহীগণ ঘোড়া সাঁতারাইয়া পরপারে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিল। পাহাড়ের নদীর ভয়ানক তোড়,—অনেকে পার হইতে পারিল না;—অনেকে ঘোড়া সহ ভাসিয়া গেল! অনেকে ডুবিয়া মরিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক পূর্ণ হইলে, সেই অন্ধকারে অন্ধকারে রুষগণ

পর পারে চলিয়া গেল। তাহাদের এই পলায়নে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। তাহাতেই বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে তাহাদের এই পশ্চাৎপদ হইবার বন্দোবস্ত ছিল। যাহাই হউক, ২৮ শে আগষ্ট কুরোকির সেনার অধিকাংশ টাংহো নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

টাংহো তীরে।

সম্মুখে ছয়শত হস্ত বিস্তৃত টাংহো নদী,—অতি প্রবল বেগে ছুটিতেছে। বলা বাহুল্য রুষগণ তাহাদের পন্টুন-পোল পর পারে তুলিয়াছে। নদীর পর পারে বড় বড় উচ্চ পাহাড়;—সেই পাহাড়ের গায় সারি সারি চারিদিকে রুষ-সেনার গর্ত্তের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নিশ্চয়ই তাহার ভিতরে হাজার হাজার রুষ নীরবে বসিয়া আছে। জাপগণ নদী পার হইবার চেষ্টা পাইলেই তাহারা গুলি চালাইতে আরম্ভ করিবে! এ পারে জাপানিগণ তাহাদের কামান স্থাপিত করিবার জন্য উচ্চ স্থান পাইল না;—কাজেই তাহাদিগকে কয়েকটা কামান টানিয়া নদীর দিকে আনিতে হইল। বেলা আটটার সময় এই সকল কামানের গোলা রুষের বিস্তৃত গর্ত্তের উপর পড়িতে লাগিল। তখন রুষগণ এই সকল গর্ত্ত ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পশ্চাতস্থ ভুট্টা ক্ষেতে নামিয়া পড়িল;—তৎপরে তাহারা আবার সম্মুখস্থ পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিল। একজন সংবাদদাতা এই লজ্জাকর দৃশ্য দেখিয়া দুঃখিঃতান্তঃকরণে বলিয়াছিলেন, "রুষের এইরূপ পলায়নে সমস্ত শ্বেত জাতির মুখে কালি পড়িল।"

চারিদিক হইতে এই সকল পাহাড়ের উপর জাপানী গোলা পড়িতে লাগিল, তাহাতে অনেক রুষ পলাইতে পলাইতে প্রাণ দিল। জাপগণ

অর্দ্ধঘণ্টা এইরূপ গোলা চালাইয়া, পরে নদী পার হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের গলা পর্য্যন্ত জল উঠিল,—তাহারা মস্তকের উপর স্ব স্ব বন্দুক তুলিয়া পর পারে যাইতে লাগিল। কয়েকজন প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল,—অনেকে আহতও হইল, কারণ দূর হইতে রুষগণ তাহাদের উপর গুলি চালাইতেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা এই স্থানে গোলা চালাইতে পারিল না,—নতুবা জাপানিগণের আরও অনেক হত আহত হইত!

এইরূপে তিন দল নদী পার হইয়া পাহাড়ের পথে শত্রুদিগের দিকে চলিয়া গেল। ২৮ শে আগষ্ট রাত্রে কুরোকির তিনদল সেনাই টাংহো নদীর বাম তীরে আসিল। তাঁহার দক্ষিণ দলও অন্যদিকে টাংহোর তীরে উপস্থিত হইয়াছে। রুষগণ লিওযাংয়ের পথ ধরিয়াছে,—সুতরাং কুরোকি এই সহরের দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহার দক্ষিণ দলও আরও অগ্রসর হইয়াছে;—তাহারা লিওযাংয়ের পশ্চাতে গিয়া রুষগণের মুক্‌ডেনে পলায়নপথ রোধ করিবে, ইহাই উদ্দেশ্য,—কুরোকির সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপক্রম হইল।

ওকু ও নজু এ সময়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহাদের সম্মুখে বহু রুষ-সেনা অবস্থিত আছে;—তাঁহাদের পশ্চাতে রুষের দুর্ভেদ্য আন্‌সান্‌সান্ দুর্গ। ২৫শে তারিখে ওকু তাঁহার সেনা বহু দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে হাইচেং-লিওযাংয়ের রাস্তার পশ্চিম দিক দিয়া লইয়া চলিলেন। নজুও সসৈন্যে এই রাস্তার পূর্ব্বদিক দিয়া অগ্রসর হইলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণে নজু একদিকে কুরোকি ও অপরদিকে ওকুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ওকু ও কুরোকি ধীরে ধীরে রুষগণকে লিওযাংয়ে বেষ্টন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহাই তাঁহারা বড় বড় যুদ্ধ জিতিয়া রুষগণকে ক্রমে পশ্চাৎপদ করিয়া লইয়া যাইতেছেন,—নজু সেরূপ কিছুই করিতেছিলেন না। তিনি প্রয়োজন মত একবার ওকুর

সাহায্যে যাইতেছিলেন,—একবার কুরোকির সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে টাকুসান্ বন্দর আছে,—তথায় ধারাবাহিকরূপে জাপান হইতে জাহাজপূর্ণ সেনা, রসদ ও সরঞ্জামাদি আসিতেছে,—নজু তাহা আবার ওকু ও কুরোকির সেনায় চালান দিতেছেন। দুইজন দুই পার্শ্বে লড়িতেছেন,—নজু মধ্যে থাকিয়া দক্ষিণ বাম হস্তে দুই জনকে সাহায্য করিতেছেন,—দুই সেনাদলে গুলি, গোলা ও রসদ যোগাইতেছেন। ওকুর কোন দিকের সেনা দুর্ব্বল হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া বল দিতেছেন। আবার কুরোকির প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহার দিকে ছুটিতেছেন! এরূপ সুবন্দোবস্ত আর কোন যুদ্ধে হয় নাই!

ওকু তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। ২৬ শে তারিখে একঘণ্টা ধরিয়া ভয়াবহ যুদ্ধ চলিল,—তৎপরে রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া আন্‌সান্‌সান্ দুর্গে প্রবেশ করিল। এই সকল দুর্গ সাধারণ দুর্গের ন্যায় নহে। একটা বিস্তৃত পাহাড় বা অন্য কোন স্থান সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। উপরে সারি সারি কামান আছে,—পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে দীর্ঘ ও বিস্তৃত গর্ত্ত, তাহার ভিতর পদাতিকগণ বসিয়া আছে,—দুই পার্শ্বে বৃক্ষের অন্তরালে অশ্বারোহিগণ দণ্ডায়মান,—নিম্নে "মাইন" ও তারের বেড়া। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল,—কিন্তু তবুও রুষগণ এক পদও নড়িল না,—পরদিন জাপগণকে প্রাণপণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল।

পর দিন সহসা সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন আজ্ঞা দিলেন, "আন্‌সান্‌সান্ পরিত্যাগ করিয়া সুসান পাহাড়ে চলিয়া আইস।" সুসান পর্ব্বত আন্‌সান্‌সান্ অপেক্ষাও ভীষণভাবে সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। তাহাই কুরোপাট্‌কিন আন্‌সান্‌সানস্থ রুষগণকে এইস্থানে চলিয়া আসিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি সম্প্রতি পশ্চিমে টাংহোতীরে কুরোকির হস্তে পরাজিত হইয়াছেন,—এত শীঘ্র আবার ওকুর নিকট পরাজিত হইতে ইচ্ছুক নহেন!

কিন্তু এ আজ্ঞায় তাঁহার সেনাগণ সন্তুষ্ট হইল না! তাহারা যুদ্ধে প্রথম হইতেই কেবল পশ্চাৎপদ হইতেছে। তাহাদের সেনাপতি কি উদ্দেশ্য, তাহা তাহারা অবগত নহে। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না,—তাহারা সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে;—সহসা এই আজ্ঞা! ইহাতে যে তাহারা অসন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু উপায় নাই। ২৭শে দুই প্রহরের সময় তাহারা আন্‌সান্‌সান্ ত্যাগ করিয়া চলিল। যাইবার সময় ষ্টেসনে আগুন জ্বালাইয়া দিল! রেলের পোলও ভাঙ্গিয়া ফেলিল; কিন্তু জাপানিগণ তাহাদিগকে সহজে ছাড়িল না। তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। নজু্ও এই সময়ে অপর দিক হইতে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন।

কেবল ইহাই নহে,—এই সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথে হাঁটু সমান কর্দ্দম। এই ভীষণ কাদায় অতি গুরুভার কামানের গাড়ী টানিয়া লইয়া যাওয়া দুঃসাধ্য! এক দল রুষের কামানের গাড়ী গভীর কাদায় বসিয়া গেল;—তাহাদের চাকা একেবারে ডুবিয়া গেল। তখন সেনাপতি রুষ্কভস্‌কি সসৈন্যে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আটক রাখিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রুষগণ কামান টানিয়া অগ্রবর্ত্তী হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। এমন কি এক একটা কামান ২৪টী অশ্ব ও অসংখ্য সৈন্য টানিতে লাগিল,—কিন্তু কিছুতেই তাহারা কাদা হইতে কামান তুলিতে পারিল না। এদিকে জাপানিগণ দলে দলে আসিয়া আক্রমণ করিতেছে,—অনেক রুষ আহত হইতেছে,—এমন কি তাহাদের সেনাপতিও আহত হইলেন,—তখন রুষগণ কামান পরিত্যাগ করিয়া রণে ভঙ্গ দিল। জাপানিগণ রুষের এই সমস্ত কামান লাভ করিলেন।

২৮শে তারিখে সেনাপতি ওকুর সেনাদল লিওযাং হইতে দক্ষিণে ও

ক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১২ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ওদিকে কুরোকি ও নজু আরও অগ্রসর হইয়াছেন। রুষগণ লিওয়াংয়ের বাহিরে যেখানে যেখানে ছিলেন, তথা হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া লিওযাংয়ের চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন!

প্রতি পক্ষেই দুই সহস্রের অধিক সেনা হত আহত হইয়াছে! টাংহো যুদ্ধে পলায়ন ও আন্‌সান্‌সান্‌ পরিত্যাগ করা রুষের প্রশংসার কথা নহে। একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "টাংহো যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাগণ পশ্চাৎপদ হইয়া লিওযাংয়ে আসিলে, রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ ক্রমান্বয় সুরা গলায় ঢালিতে আরম্ভ করিলেন।" রুষের সেনা-নায়কগণ যে নিতান্ত বাবু ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিলেন,—তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রুষের প্রতিপদে পরাজয়ের ইহাই একটী মুখ্য কারণ।

এইরূপ তিন দিন ক্রমান্বয় যুদ্ধের পর জাপানিগণ এতদিনে রুষের প্রধান শিবির লিওযাংয়ে উপস্থিত হইলেন। এতদিনে তাঁহারা রুষকে মহাসমরে নিযুক্ত করিতে বাধ্য করিলেন। এই যুদ্ধেই উভয় পক্ষের জয় পরাজয় স্থির হইয়া যাইবে! সমস্ত পৃথিবী উৎসুক,—সমস্ত এসিয়াখণ্ড উদ্‌গ্রীব,—জগৎ স্তম্ভিত! এই মহাসমরে কে হারিবে—কে জিতিবে,—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লক্ষ কণ্ঠে এই প্রশ্ন হইতে লাগিল!

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

লিওযাং বৃহৎ সহর,—এখানে বহু বড় বড় অট্টালিকা,—অনেক ধনী চীনে ভদ্রলোকের এখানে বাস। এতদ্ব্যতীত প্রায় ষাট হাজার অন্যান্য লোক এখানে বাস করিত। এখান হইতে কোরিয়া দেশ পর্য্যন্ত এক পথ,—অপরদিকে পোর্টআর্থার পর্য্যন্ত পথ থাকায় এখানে বহু বাণিজ্য কার্য্য

চলিত ! কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে লিওযাং রুষ-সেনার প্রধান শিবির হওয়ায়, ইহা এক্ষণে সহস্র সহস্র রুষ-সেনায় পূর্ণ হইয়াছে। রেল-ষ্টেসনের চারিদিকে এক্ষণে হাঁসপাতাল, গুদাম, বারুদঘর, অস্ত্রাগার, সেনা-নিবাস প্রভৃতি বড় বড় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদাই এক মহা গোল উঠিতেছে,—লোকের কোলাহলে কাণ পাতা যায় না। হাজার হাজার কুলি কাজ করিতেছে।

সহরে রুষগণ এক সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ ইংরাজি বাদ্য বাজে। রুষ-পল্লিতে সুন্দর সুন্দর বাড়ী,—বহু হোটেল, থিয়াটার,—শ্যাম্পেন ও ভডকা নামীয় সুরায় লিওযাং প্লাবিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাবুগিরি ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ হইতেছে।

কুরোপাট্‌কিন আসিয়া ইহার কতকটা প্রতিরোধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অভ্যাস একদিনে নষ্ট হয় না। আর সেনাপতি স্বচক্ষে সকলের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারেন না,—এখনও উচ্ছৃঙ্খলতা অতি প্রবল বেগে চলিতেছে !

সেনাপতি এই কয়মাসে সহরের চারিদিকে ভীষণ দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন ;—এই সহর এক্ষণে একরূপ সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ! সহর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ছয় মাইল দূরে ৯০০ শত ফিট উচ্চ একটী পাহাড় আছে,—এই পাহাড়ের নাম সুসান। সুসান হইতে পর্ব্বত শ্রেণী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে তাইসি নদীর সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সমস্ত পাহাড় শ্রেণীর উপর শত শত কামান স্থাপিত হইয়াছে,—"মাইন," গর্ত্ত, তারের বেড়ারতো কথাই নাই। সুসান পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর দেখা যায়। তথা হইতে শত্রুর আগমন অতি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাইবে, সুতরাং এখান হইতে সেনাপতি যাহাতে কামানে কামানে সংবাদ পাঠাইতে পারেন,—সেই জন্য চারিদিকে টেলিফোঁ স্থাপিত করিয়াছেন।

পাহাড় শ্রেণীর সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। এই সকল মাঠ এখন শস্যে পূর্ণ,—মধ্যে মধ্যে চীনেদিগের দুই চারিখানি ক্ষুদ্র গ্রামও আছে। সুসান পর্ব্বতের সম্মুখে একটী প্রাচীর বেষ্টিত অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম। রুষগণ এই গ্রামের প্রাচীরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়াছে,—তাহারা ছিদ্রের ভিতর দিয়া শত্রুর প্রতি গুলি চালাইবে।

সহরের চারিদিকেই এইরূপ দুর্গশ্রেণী। পাহাড়ের গায় স্তরে স্তরে দীর্ঘ গর্ত্ত,—সহস্র সহস্র সেনা এই সকল গর্ত্তের ভিতর হইতে শত্রুর প্রতি গুলি বৃষ্টি করিতে পারিবে। কোনদিক হইতেই কাহারও সহরে প্রবেশের সাধ্য নাই!

২৯শে আগষ্ট ওকু লিওযাং আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখস্থ রুষের সহিত মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে নজুও অগ্রসর হইয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু উভয়েই যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত নহেন,—কারণ কুরোকি এখনও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার যে সেনাদল রুষের পলায়ন-পথ রোধ করিতে গিয়াছে, তাহারা এখনও যথাস্থানে উপস্থিত হয় নাই! নজু তাঁহার কতক সৈন্য কুরোকির সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তাহারা উত্তরদিকে যাত্রা করিয়াছে!

যে দিনের জন্য জাপানিগণ এই ছয়মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, অবশেষে সেই দিন আসিল। ৩০শে আগষ্ট সেনাপতি ওকু ভোর পাঁচটার সময় তিন দলে সেনা বিভাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে বড় বড় ভুট্টার গাছ,—তাহার অন্তরালে থাকিয়া জাপানিগণ নীরবে নিঃশব্দে চলিল। দুই ঘণ্টা পরে রুষগণ জাপানী সেনা দেখিতে পাইয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণ দিক হইতে নজুর সেনাদলও গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল,—কিন্তু জাপানিগণের উপর অবিরত রুষ-গোলা পতিত হওয়ায়, তাহাদের বহু সেনা হত আহত হইয়া ভুট্টাক্ষেত্রে রহিল তবুও ওকু দমিলেন না,—অগ্রসর হইলেন।

ক্রমে তিনি সুসান পাহাড়ের নিকটস্থ হইলেন,—তখন উভয় দলে ভীষণ গোলা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জাপানিগণ রুষের কামান কোথায় স্থাপিত আছে, তাহা ধরিতে পারিতেছিলেন না ;—কিন্তু তাঁহাদের কামানের ধূম ভুট্টাক্ষেতের উপর দেখিয়া রুষগণ অব্যর্থ লক্ষ্যে তাহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। ১৬০টা জাপানী কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়া সুসান পর্ব্বত চষিয়া ফেলিতেছিল। সেনাপতি ষ্টাকেলবর্গের নিকটে একটা গোলা পড়িয়া তাঁহাকে আহত করিল। কিন্তু তিনি আহত অবস্থাতেও সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

যখন দুই পক্ষে এইরূপ গোলা-যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে জাপানের পদাতিক সেনা দলে দলে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের উপর আজ্ঞা যে তাহারা সন্ধ্যা হইলে তবে পাহাড় আক্রমণ করিবে! এদিকে তাহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য রুষগণ তাহাদের পদাতিক সেনাগণকে অগ্রবর্ত্তী করিলেন। সেনাপতি মিসিচেনকো কসাক-সেনা লইয়া সজ্জিত হইলেন,—জাপগণ অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ হইলেই তিনি তাঁহার কসাক-সৈন্য লইয়া ভীম পরাক্রমে তাহাদের উপর পতিত হইবেন!

এক এক দলে বার জন,—এইরূপ সজ্জায়,—জাপগণ অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহাদের পক্ষে পাহাড়ের নিকটস্থ হওয়া অসম্ভব। গ্রামের প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে ও পাহাড়ের উপরস্থ গর্ত্ত হইতে সহস্র সহস্র রুষ-বন্দুক গর্জ্জিল.—শত শত জাপ ধরাশায়ী হইল,—তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া ভুট্টাক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। এইরূপ সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধেও জাপানিগণ অগ্রসর হইতে পারিল না,—তাহাদের ১৬০টী কামানও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না,—এতদিনে এই প্রথম জাপানিগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎপদ হইল।

সে দিন রুষগণ একটি বেলুন আকাশে তুলিল। বেলুনস্থ লোক ভুট্টাক্ষেত্রের ভিতর জাপানিগণ কোথায় কামান রাখিয়াছে,—কোথায়

কি যুদ্ধসজ্জা করিয়াছে,—তাহা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল,—সে তাহা আবার টেলিফোঁতে সেনাপতিকে সংবাদ দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বেলুনটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল,—সেই দড়ির ভিতরে টেলিফোঁর তার ছিল। ওকু এই বেলুনের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "এই বেলুনের জন্য আমাদের যুদ্ধ-সজ্জা পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।"

রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জাপানিগণ আপাদ মস্তক ভিজিয়া ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইল। তাহাদের শত শত সেনা যুদ্ধে হত আহত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা লিওযাং দুর্গের নিকট অগ্রসর হইতে পারে নাই। ওকু রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে ভাল রাস্তা না থাকায়, তিনি তাঁহার কামান ইচ্ছামত স্থাপিত করিতে পারেন নাই;—তাহাই তাঁহার এই পরাজয়! ইহাকে ঠিক পরাজয় বলা যায় না,—তবে দুর্দ্দমনীয় জাপান প্রথম আজ রুষ কর্ত্তৃক প্রতিরোধ পাইলেন। আজ রুষেরা তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল না!

কিন্তু ওকু হতাশ হন নাই;—তিনি ভীম পরাক্রমে রাত্রে আবার রুষদিগকে আক্রমণ করিবেন! রাত্রে সেই আক্রমণ কি ভাবে হইবে,—তাহারই আলোচনা হইতে লাগিল। ওকু রাত্রে সমস্ত ঠিক করিয়া পর দিন রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আবার রুষের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা নিম্নে তাঁহারই স্বলিখিত রিপোর্টের অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দিন।

"৩১শে আগষ্ট রাত্রি ৩ টার সময় আমাদের পদাতিকগণ শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। প্রায় ভোর রাত্রে তাহারা একটা পাহাড় অধিকার করিল,—কিন্তু শত্রুগণ তাহাদিগকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করায়, তাহারা বাধ্য হইয়া পাহাড় ত্যাগ করিল। তাহাদের অনেকেই হত আহত হইল! আমাদের দক্ষিণ দলও দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সম্মুখ হইতে শত্রুগণ এমনই গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করিল যে তাহারা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না;—পাহাড়ের নিম্নে তাহারা শুইয়া পড়িতে বাধ্য হইল,—আর উঠিতে সুযোগ পাইল না। আমাদের দ্বিতীয় দল রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শত্রুগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে প্রায় রুষগণের নিকটস্থ হইল। উপর হইতে শত্রুগণ তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত গোলা চালাইতেছিল,—তাহাদের অনেকেই হত আহত হইল,—কিন্তু তবুও তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে আমাদের পদাতিকগণ দলে দলে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কামানও শত্রুর উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল,—কিন্তু তবুও তাহারা কিছুতেই শত্রুদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না।"

নজুর সেনাও রুষগণকে অপর দিকে আক্রমণ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে একজন সংবাদদাতা বলেন :—"এই স্থানটা একটা গড়ানে পাহাড়;—এই পাহাড়ের গায় রুষ উপরে উপরে তিন স্থানে দীর্ঘ গর্ত্ত খোদিত করিয়া হাজারে হাজার বন্দুক লইয়া বসিয়া ছিল। তাহার পর পাহাড়ের নিম্নে দশ ফুট দীর্ঘ তারের বেড়া,—এই সকল বেড়ার ভিতর অসংখ্য

গভীর গর্ত্ত,—প্রত্যেক গর্ত্তের ভিতর শাণিত বল্লম মুখোত্তোলিত করিয়া আছে। এই সকল গর্ত্তে পড়িলে কাহারই আর রক্ষা নাই! পাহাড়ের উপর সারি সারি কামান স্থাপিত—তাহাদের পার্শ্বেও দীর্ঘ গর্ত্ত ও গর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য বন্দুকধারি সেনা! নজুর দুর্দ্দমনীয় বীরগণ বড় বড় খড়্গে তারের বেড়া কাটিয়া এই পাহাড় অধিকার করিল,—রুষগণ হঠিয়া গেল। কিন্তু পশ্চাতস্থ জাপানিগণ ইহা জানিতে পারিল না;—এই সকল গর্ত্তে এখনও রুষগণ আছে ভাবিয়া, তাহারা ইহার উপর গোলা চালাইতে লাগিল। জাপানী গোলায় জাপানী মৃতদেহে গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া গেল।

সকালে চারিদিক বেশ পরিষ্কার হইল। উভয় পক্ষেই গোলা গুলি চলিতেছে,—ইহার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী পদাতিকগণ কামান লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহারা এক একটী খাদে আশ্রয় লইয়া রুষের গোলা হইতে প্রাণ রক্ষা করিতেছে! কখনও তাহারা শুইয়া পড়িয়া অতি সাবধানে অগ্রসর হইতেছে,—আবার সুবিধা পাইলেই এক এক দলে বার জন হইয়া ছুটিতেছে। কিয়দ্দূর গিয়া আবার শুইয়া পড়িতেছে। তাহারা একবারও গুলি ছুড়িতেছে না,—তাহাদের পশ্চাতে এক দল সেনা শত্রুর প্রতি গুলি চালাইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে!

সম্মুখস্থ পাহাড়ের উপর মুহুর্ম্মুহুঃ জাপানী গোলা পতিত হইয়া অগ্নি উদগীরণ করিতেছে। রুষের অসংখ্য বন্দুক হইতেও অনবরত সমভাবে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। জাপগণ দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে। তাহাদের তিন চারিটা ভীষণঃ"মাইন" ফাটিয়া চারিদিক ধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছে,—অনেক জাপানী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবুও জাপানিগণ আসিয়া রুষের উপর পড়িতেছে,—রুষগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—পাহাড়ের অপরদিক দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল,—তখন জাপগণ পাহাড়ে উঠিয়া তাহাদের উপর গুলি বৃষ্টি আরম্ভ করিল!

ইহাতেও জাপানের এই মহাযুদ্ধে জয় হইল না;—এরূপ একটী পাহাড় নহে,—পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণী ;—এরূপ অগণিত পাহাড় দখল না হইলে, জাপানের লিওযাংয়ে উপস্থিত হইবার উপায় নাই। অদ্যকার যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জাপানিগণ আর কোন পাহাড় হইতেই রুষগণকে দূর করিতে পারিল না। তাহারা সহস্র সহস্র আগুয়ান হইল,—কিন্তু রুষের গোলা গুলিবৃষ্টির সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। পশ্চাৎপদ হইয়া ভুট্টাক্ষেতে আশ্রয় লইল,—এই চেষ্টায় শত শত যোদ্ধা প্রাণ দিল। উভয় পক্ষেই অবিশ্রান্ত ভাবে কামান চলিতেছে, রুষের গোলাতেও বহু জাপানী বীরশয্যায় শায়িত হইতেছে! কেবল যে জাপানিগণ রুষকে নানা স্থানে আক্রমণ করিতেছে, তাহা নহে,—সময় সময় রুষও জাপানিগণকে আক্রমণ করিতেছে। প্রায় দশ ক্রোশ পথ হত আহতে পূর্ণ হইয়া গেল। তবুও সেনাপতি ওকু রুষগণকে হটাইতে পারিলেন না।

তিনি প্রায় হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন,—কিন্তু তবু চেষ্টা ছাড়িলেন না। তাঁহার সেনাগণ দুই দিন দিনরাত্রি যুদ্ধ করিতেছে,—তাহাদের আহারের পর্য্যন্ত সময় নাই। সঙ্গে যে চাউল ছিল,—মধ্যে মধ্যে কেবল তাহাই তাহারা আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া লড়িতেছে! এরূপ দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব আর কোন জাতি কখনও দেখাইতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ! ওকু সন্ধ্যার সময় আবার সসৈন্যে রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। চারিদিকে মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গেল। কত জাপানী রুষের তারের বেড়ার ভিতর প্রাণ হারাইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। তবুও একদল রুষের উপর গিয়া পতিত হইল। সেখানে যে কি হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। পরদিন দেখা গেল যে গর্ত্তে কোমর সমান রুষ ও জাপানী মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে। আর যত দূর দৃষ্টি যায়,—কেবলই জাপানী মৃতদেহ পতিত ;—সে দৃশ্য বর্ণনাতীত।

সন্ধ্যার সময় রুষগণ দুইদল জাপকে ঘেরিয়া ফেলিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাপগণ কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিল না, তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে করিতে বীর শয়নে শায়িত হইল।

আর একস্থানে রুষগণ তাহাদের গর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, সেই সকল গর্ত্ত তৎক্ষণাৎ জাপগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতস্থ সেনাগণ মনে করিল যে রুষগণ তখনও তথায় রহিয়াছে,—তাহাই তাহারা এই সকল গর্ত্তের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে অন্ধকারে একদল জাপ-পদাতিক সঙ্গিন লইয়া গর্ত্তস্থিত জাপদিগকে আক্রমণ করিল; পরে তাহারা দেখিল যে তাহারা তাহাদের সঙ্গীগণকেই হত্যা করিয়াছে! সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না,—তাহারা সেই সকল মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল!

একস্থানে একদল রুষ কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইল না,—তাহারা লড়িতে লড়িতে প্রাণ দিল,—উভয় পক্ষেরই বীরত্ব অনির্ব্বচনীয়!

যে সময়ে ওকু দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে নজুর একদল সেনার সাহায্য লইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে কুরোকিও রুষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। নজু যেমন তাঁহার অর্দ্ধেক সৈন্য ওকুর সাহায্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তেমনই তাঁহার আর অর্দ্ধেক সৈন্য কুরোকির সাহায্যে পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে নজুর এই সেনাদল কুরোকির সহিত মিলিত হইতে না পারে, সেই জন্য রুষ-সেনাপতি বহু সৈন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন;—সঙ্গে ৫০।৬০টা কামানও চলিল। বেলা তিনটা পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ করিয়া নজু কুরোকির দলে মিলিলেন। এক্ষণে জাপানের দুই সেনা মিলিত হওয়ায়, রুষগণ আর তাহাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—তাহারা লিও-যাংয়ের দিকে পশ্চাৎপদ হইল! কুরোকি একদল সেনা রুষ-সহরের

হাতাহাতি যুদ্ধ।

[১৭২ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

পশ্চাৎদিক বেষ্টন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া, লিওযাং অভিমুখে চলিলেন।

তিনি ৩১শে তারিখে তাইসি নদী পার হইয়া সসৈন্যে অপর পারে আসিলেন। এখান হইতে লিওযাং সহর বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। তাঁহার সেনাদলস্থিত একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন, "আমরা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলাম যে এক বিস্তৃত উপত্যকা দূর বালুকাময় গোবি মরুভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের পদনিম্নে তাইসি নদী খরবেগে ছুটিতেছে। সম্মুখে কেবলই শ্যামল শস্যক্ষেত্র,—তাহারই তীরে লিওযাং সহর অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র নদী প্রায় এই সহর বেষ্টন করিয়া ছুটিতেছে। সহরে অসংখ্য গৃহ,—ছোট বড় অট্টালিকা। ইহাদের সকলকে ছাড়াইয়া এক প্যাগডা মন্দির মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের অষ্ট অবতারের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সহরে অনেক বৃক্ষ দেখা যাইতেছে;—তৎপরে হারের ন্যায় রেললাইন বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সহরের পশ্চিমে মরুভূমির ন্যায় বিস্তৃত প্রান্তর। পূর্ব্বদিকে ক্রমান্বয় পাহাড়শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে,—দক্ষিণেও তাহাই। জাপগণ ভীম পরাক্রমে এই সকল পাহাড় অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইয়াছে! কিন্তু এক পদও রুষগণকে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই!

"সমস্ত পাহাড়শ্রেণী সহস্র সহস্র রুষ-সেনায় পূর্ণ,—সহর যেন ঘোর নীরব, নিস্তব্ধ। উপত্যকা ও পাহাড়ের পশ্চাতে অসংখ্য রুষের কামান দৃষ্টি গোচর হইতেছে! সহরের পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে অগণিত জাপান সেনা! তাহারা বীরদর্পে অগ্রসর হইতেছে! তাহারা এই সহরের তিন দিক বেষ্টন করিয়াছে! উত্তর দিক কুরোকি নিশ্চয়ই বেষ্টন করিয়া রুষের পলায়নের উপায় রাখিবেন না।"

"আজ জাপগণ একরূপ পরাভূত হইয়াছে সত্য,—কিন্তু তাহারা

একেবারেই হতাশ্বাস হয় নাই! তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহারা রুষগণকে এই সহরেই সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিবে! যথার্থই জাপান অতি সুন্দর সুশৃঙ্খলার সহিত এই মহাযুদ্ধসজ্জা করিয়া লিওযাং বেষ্টন করিতেছেন। এখান হইতে কুরোপাট্‌কিন যদি রুষ-বাহিনী রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অতি বিচক্ষণ যোদ্ধা না বলিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না।”

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দিন।

এক্ষণে কুরোপাট্‌কিন বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁহার বিপদ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে নহে; তাঁহার প্রধান বিপদ উত্তরে ও উত্তর পূর্ব্ব কোণে। সেইদিকে কুরোকি সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাকে প্রতিবন্ধক দিতে না পারিলে, তাঁহার আর লিওযাং হইতে পশ্চাৎপদ হইয়া মুক্‌ডেনে যাইবার উপায় থাকিবে না। কুরোকি তাঁহার অধিকাংশ সেনা লইয়া উত্তরদিকে রেল-লাইনের দিকে অতি প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছেন,—তাঁহাকে কোনরূপে প্রতিবন্ধক দিতেই হইবে! এইজন্য কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য সেনাপতি অরলফের অধীনে প্রেরণ করিলেন;—কেবল ৩০।৪০ হাজার সৈন্য সুসান পর্ব্বতশ্রেণীতে জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল!

বহু আয়াসে ওকু রুষদিগকে সুসান পর্ব্বত হইতে পশ্চাৎপদ করিলেন; কিন্তু তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। এ অবস্থায় অগ্রসর হওয়াই নিয়ম-সঙ্গত কার্য্য, কিন্তু কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার লিওযাং অধিকারের ইচ্ছা থাকিলেও, প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে সম্ভবমত অগ্রসর হইতে দিলেন না।

তাঁহারা এই ছয় মাস রুষকে লিওযাংয়ে ঘেরিয়া ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন,—এখনও সে কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এখনও কুরোকি রুষের পশ্চাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই,—সুতরাং এ সময়ে ওকু ও নজু লিওযাং আক্রমণ করিলে, রুষগণ মুক্‌ডেনের দিকে যাত্রা করিবে,—আর তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া নির্ম্মূল করা যাইবে না। তাঁহাদের এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হইবে! তজ্জন্য ওকু ও নজু সুসান পর্ব্বত অধিকার করিয়াও আর অগ্রসর হইলেন না।

এদিকে রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনও বিশেষ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বহু সেনা সমভিব্যাহারে জেনারেল অরলফকে জেনতাই কয়লার খনির দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দিকে মহাবেগে কুরোকি আসিতেছিলেন,—অরলফ তাঁহাকে কেবল প্রতিবন্ধক দিবেন তাহা নহে,—তিনি তাঁহাকে পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার সেনার সহিত নজু ও ওকুর সেনার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন! অরলফ এই মহাকার্য্যে চলিলেন। কুরোপাট্‌কিন যদি আর একদিন এই সেনা প্রেরণে বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে কুরোকি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া পড়িতেন,—তখন তাঁহাকে সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিতে হইত! তাঁহার এই বিচক্ষণতার জন্যই রুষের মান সম্ভ্রম এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

রুষ-সেনাপতি ইহাও বুঝিলেন যে আর জাপানের সহিত লিওযাংয়ে যুদ্ধ চলে না! তাহারা তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল ভেদ করিয়া লিও-যাংয়ের নিকটস্থ হইয়াছে! সুতরাং রুষ-সেনাপতি লিওযাং পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে মুক্‌ডেনে গমনই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ৩১শে হইতে এই অভিযান আরম্ভ হইল। দলে দলে সেনাগণ মুক্‌ডেনের পথে পদব্রজে চলিল। রেলে সাজ সরঞ্জাম মালপত্র ও আহতগণ রওনা হইল। নদীর উপর কয়েকটা পন্‌টুন পোল নির্ম্মিত হইয়াছিল,—তাহার উপর দিয়া সেনাগণ নির্ব্বিঘ্নে পার হইতে লাগিল। এতদিনে রুষগণ

প্রকৃতই সুদক্ষতা দেখাইলেন। এ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ সেনা, লক্ষ লক্ষ মণ রসদ, লক্ষ লক্ষ গোলাগুলি ও কামান সুশৃঙ্খলার সহিত লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে! সে দৃশ্যও বর্ণনাতীত। পশ্চাতে পাহাড়ে পাহাড়ে যুদ্ধ হইতেছে,—আর অপর একদিক দিয়া রুষগণ তাহাদের মালপত্র সমস্ত লইয়া দলে দলে চলিয়া যাইতেছে! আর একদিন রুষ-সেনাপতি বিলম্ব করিলে, কোটী কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি জাপানী হস্তে পতিত হইত।

১লা সেপ্টেম্বর সেনাপতি আজ্ঞা দিলেন যে যাহারা সেনা নহে তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে সহর ত্যাগ করিতে হইবে। চীনেদিগকে সহর পরিত্যাগের জন্য দুইদিন সময় দেওয়া হইল। ১লা তারিখে জাপগণ সুসান পাহাড় অধিকার করিয়া তাহার উপর কামান স্থাপিত করিল। রেল-ষ্টেসনের নিকট হোটেলে হোটেলে রুষগণ আমোদ করিতেছিলেন,— এই সময়ে সহসা একটা জাপানী গোলা তথায় আসিয়া পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও গোলা আসিল। তখন সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। কয়েকজন প্রাণ হারাইল,—সুবিধা পাইয়া জনশূন্য হোটেল ও দোকান চীনে কুলিরা লুঠিতে আরম্ভ করিল,—কসাকগণ মালিক শূন্য শ্যাম্পেনের উপর পতিত হইল। ষ্টেসনে সারি সারি আহত সেনাপূর্ণ গাড়ী দণ্ডায়মান ছিল,—রেল কর্ম্মচারিগণ বিচলিত না হইয়া গাড়ীগুলি একে একে মুকডেনের দিকে প্রেরণ করিলেন।

এই সময়ে সহরের চারিদিকে গোলা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে! রুষগণ সহর পরিত্যাগ করিয়া সহরের উত্তর প্রাচীরের বাহিরে পলাইল। তখন যে ব্যাপার ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না। চীনেগণ সহর লুঠিতে লাগিল! কাল যে লিওযাং সুন্দর সুশৃঙ্খলাময় সহর ছিল, তাহাই আজ অরাজকতা পূর্ণ নরকে পরিণত হইল। কসাকগণ সুরা লুঠিতেছে,—চীনেগণ রুষের দোকান লুটিয়া লইতেছে! সে নারকীয় দৃশ্যের বর্ণনা হয় না! একদিনে রুষের সাধের নগর ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

সুসান পর্ব্বতস্থিত একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—"আমাদের সম্মুখে প্রাচীরে বেষ্টিত বৃহৎ নগর,—সকল অট্টালিকার উপর প্যাগডা মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে! সকলেরই মনে হইতেছে যে সেনাপতি ওকু ও নজু কেন লিওযাং অধিকারে বিলম্ব করিতেছেন! তিনিতো এক্ষণে অতি সহজে নগর অধিকার করিতে পারেন! কিন্তু তাঁহাদের সৈন্যগণ ক্রমান্বয় যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে,—অন্ততঃ তাহাদের একদিন বিশ্রাম আবশ্যক! পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের সেনাগণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পুনঃ পুনঃ রুষগণকে আক্রমণ করিয়াছে! ইহার মধ্যে সেনাগণ আহারের জন্য এক মিনিটও সময় পায় নাই! তাহাদের সঙ্গের গোলাগুলিও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—পশ্চাৎ হইতে যুদ্ধ সরঞ্জাম আনয়ন আবশ্যক; এই জন্য দুই সেনাপতি একদিন বিশ্রাম করিলেন।

রুষগণও তাহাদের হত আহত লইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছে,—কেবল তাহাদের দুই শত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত রহিল। একস্থানে এক গর্ত্তের মধ্যে কয়েকজন রুষ আবদ্ধ ছিল,—তাহারা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিল না,—প্রাণ হারাইল।

যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা হয় না। সমস্ত স্থান জাপ-মৃতদেহে পূর্ণ! স্থানে স্থানে জাপানী ও রুষ-মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। চারিদিকে ভুট্টাক্ষেত্রের মধ্যে জাপানী মৃতদেহ,—ইহারই মধ্যে জাপানিগণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড করিয়া জাপানী মৃতদেহ দাহ করিতেছে। পশ্চাতস্থ হাঁসপাতালে অতি সুবন্দোবস্ত থাকিলেও এত আহত আসিয়াছে যে ডাক্তারগণ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও সকলকে যথা সময়ে দেখিতে পারিতেছেন না! এই যুদ্ধে কম পক্ষে দশ হাজার জাপ-সেনা প্রাণ দিয়াছে! অনেক মৃতদেহ উচ্চ ভুট্টা গাছের ভিতর থাকায় দেখিতেও পাওয়া গেল না! কত আহত যে এইরূপে প্রাণ হারাইল, তাহার নির্ণয় নাই।

রুষ যে কত হত আহত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না! যত জাপ এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, অবশ্যই তত রুষ হত আহত হয় নাই,—কারণ তাহারা দুর্গ মধ্যে ছিল,—আর জাপগণ নিম্নে খোলা স্থানে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিল; কাজেই তাহাদের হতাহতের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল!

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের শেষ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখেই জাপানী গোলা লিওযাং সহরের উপর পতিত হইতে আরম্ভ করিল। ইতিমধ্যে রুষের প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য কোটী কোটী টাকার দ্রব্যাদি লইয়া মুক্‌ডেনের দিকে যাত্রা করিল। কেবল জাপগণকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য ২০।৩০ হাজার সৈন্য তখনও লিওযাং সহরের চারিদিকস্থ দুর্গে রহিল। কুরোপাট্‌কিন স্বয়ং তাঁহার বিখ্যাত রেল গাড়ীতে ২রা তারিখে তাঁহাদের সখের সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন! কেবল কিছু সেনা পশ্চাৎ রক্ষা করিবার জন্য রহিল।

২রা তারিখে ওকু ও নজু সসৈন্যে লিওযাংয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। রুষগণ সহরের বাহিরের সমস্ত দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,—জাপগণ অগ্রসর হইয়াই বুঝিলেন, যে তাঁহাদিগকে এখনও সহরের পার্শ্বে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে! সকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—এই যুদ্ধের সহিত সুসান যুদ্ধের বিশেষ পার্থক্য নাই! সমস্ত দিন প্রাণপণ লড়িয়াও জাপানিগণ রুষকে দুর্গচ্যুত করিতে পারিল না। রাত্রেও তাহারা কয়েকটা রুষ-দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু তাহাও তাহারা দখল করিতে পারিল না।

ওকু রিপোর্টে লিখিতেছেন:—"৩রা প্রাতে আমাদের কামান আবার গর্জ্জিল,—কিন্তু শত্রুগণও মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল,—আমরা অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমরা আমাদের কামান নিকটে আনিয়া দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। কিন্তু সমস্ত দিনেও আমরা দুর্গ অধিকার করিতে পারিলাম না। রাত্রি সাতটার সময় আমাদের সমস্ত কামান একত্রে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই গোলার আশ্রয়ে আমাদের পদাতিকগণ ভীম পরাক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। এক্ষণে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। এইরূপ যুদ্ধ রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত চলিল। সাড়ে বারটা রাত্রে আমরা শত্রুদের সকল দুর্গ অধিকার করিতে সক্ষম হইলাম। তখন জাপানের জয়ধ্বনিতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল।"

এই যুদ্ধে কি লোমহর্ষণ নরহত্যা হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। জাপানের একদল সেনায় প্রায় দেড় সহস্র সৈন্য ছিল; কিন্তু এই দেড় সহস্রের মধ্যে কেবল ১৫।১৬ জন মাত্র জীবিত ছিল। এই দলের সেনাপতি, সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও সেনানীগণ সম্মুখ রণে প্রাণ দিয়া স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছিলেন! এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার আরও শত শত দলে হইয়াছিল। প্রায় ৫।৬ ক্রোশ পথ জাপানী মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রুষ-দুর্গের স্থানে স্থানে রুষ-সেনার স্তূপাকার মৃতদেহ। কত হতভাগ্য অশ্বও এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না!

যখন জাপানিগণ এইরূপ দুর্গ অধিকারের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রুষগণ সহর ত্যাগ করিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে সকল বন্দোবস্ত স্থির করিতেছিলেন। কুরোপাট্‌কিন্ যে মহা বিচক্ষণতা ও সুশৃঙ্খলতার সহিত এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! এক্ষণে রণে ভঙ্গ দিয়া রুষগণও অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত নগর পরিত্যাগ করিল। কেবল একদল সৈন্য যাইবার সময় সমস্ত দোকান ও ধনী চীনেদিগের বাড়ী লুট করিয়া গেল।

৪টা প্রাতে একজন রুষও আর লিওযাংয়ে নাই। তাহারা সকলেই তাইসি নদীর পর পারে গিয়াছে, রুষ-পল্লী একেবারে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রুষগণ রেল-ষ্টেসন প্রভৃতি জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে! তাহারা নদীর উপরিস্থিত পোলও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সহরে আর লোক নাই বলিলেই হয়,—চারিদিক ঘোর নীরব নিস্তব্ধ। জাপানী গোলায় অনেক চীনে প্রাণ হারাইয়াছে; তাহার উপর রুষদিগের লুণ্ঠনে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে,—তাহারা সহরের বাহিরে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু রুষগণকে সুসান দুর্গ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অনেক চীনে জাপ-সেনাপতিকে অভ্যর্থনার জন্য পত্র লিখিয়াছিল ও তাহাদিগকে সমাদর করিবার জন্য হাজার হাজার জাপানী-পতাকা নির্ম্মিত করিতেছিল। কিন্তু জাপানিগণ সহরে আসিলেও তাহাদের দুঃখের অবসান হইল না! জাপসৈন্য এ পর্য্যন্ত যাহা কখনও করে নাই, লিওযাংয়ে আসিয়া তাহাই করিল। তাহারা এই পাঁচদিন কেবল চাউল চিবাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছে,—তাহারা ক্ষুধায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে;—তাহাই তাহারা নগরে প্রবেশ করিবামাত্র লুট আরম্ভ করিল। রুষগণ ও চীনেগণ কোন দোকানে আর কিছু রাখে নাই। তাহাই তাহারা নগর বাসিদিগের গৃহে পতিত হইল। তবে তাহারা প্রধানতঃ আহার দ্রব্যই খুঁজিতেছিল,—অনেকে যাহা সম্মুখে দেখিল, তাহাই লুঠিতে লাগিল। সেনাধ্যক্ষগণ এই ব্যাপারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অনেক কষ্টে সেনাগণকে নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন। সেনাপতি আজ্ঞা করিলেন, "পাস ভিন্ন কোন জাপসেনা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

কুরোপাট্‌কিন লিওযাং হইতে কোটী কোটী টাকার দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; তবুও জাপানিগণ ৩ হাজার বন্দুক, দশলক্ষ গুলি, ৭ হাজার গোলা ও বহু মণ খাদ্যাদি ও অন্য যুদ্ধোপকরণ পাইলেন!

জাপানিগণ ছয়মাস হইতে রুষকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিতে বহু ক্লেশ ও অর্থ ব্যয় করিলেন ; কিন্তু আজ তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইল না।

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত হত আহত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। জাপানিগণ বলেন যে ওকুর দলের ৭৬৮১ জন ও নজুর দলের ৪৯৯২ জন হত আহত হইয়াছিল। রুষগণ বলেন তাঁহাদের ১৮১০ জন হত, ১০৪১১ জন আহত, ১২১২ জন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের ৫৮জন সেনাধ্যক্ষ হত হন, তিনজন প্রধান সেনাপতি আহত ও পাঁচজন সৈনাধ্যক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। রুষগণ সর্ব্বদাই কমাইয়া হত আহতের সংখ্যা বলিতেন। উভয় পক্ষের ৪০ হাজার হত আহত হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

ওকু ও নজু কিরূপে লিওযাং অধিকার করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই পাঁচ দিন ব্যাপী যুদ্ধকালে কুরোকি নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না,—তিনিও মুকডেনের পথ রোধের জন্য মহা পরাক্রমে অভিযান করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সেনাপতি কুরোকি ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তাইসি ও টাংহো নদীর সঙ্গম স্থলে নদী পার হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি আর বড় অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহার সম্মুখে অরলফ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন ;—এক্ষণে লিওযাং হইতে অসংখ্য সেনা তাঁহার সাহায্যে ক্রমাগত আসিতেছে, তাহাই সমস্ত দিন ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও জাপগণ রুষকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না,—কেবল জেনতাই কয়লার খনির পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়গুলি অধিকার করিলেন।

১লা রাত্রে কুরোকি তাঁহার সেনাগণকে দুইদলে বিভক্ত করিয়া রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি কয়লার খনিগুলি অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এরূপ ভীষণ রক্তা-রক্তি আর কোন যুদ্ধে হয় নাই। রুষগণ তাহাদের তারের বেড়ার

সহিত বৈদ্যুতিক তার যুক্ত করিয়া দিয়াছিল,—এই সকল তার অন্ধকারে স্পর্শ করিয়া অনেক জাপানী প্রাণ হারাইল। রুষগণ জাপ-সেনা মধ্যে একরূপ অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে ... জাপ প্রাণ হারাইল!

২রা তারিখেও এইরূপ যুদ্ধ চলিল। কুরোকি রিপোর্টে লিখি... "কাল রাত্রি হইতে আমার সেনাগণ কিছু আহার করিবার স... নাই; এমন কি, তাহারা একবিন্দু জল খাইতেও পায় নাই। ... তাহাদের থলিতে দুটী দুটী চাউল ছিল,—যুদ্ধ করিতে করিতে তা... চিবাইয়াছে!" সুতরাং কিরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইতেছিল, সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

২রা সন্ধ্যার সময় কুরোপাট্‌কিনের পরামর্শ মত রুষ-সেনাপতি ... কুরোকির বামদিক আক্রমণ করিলেন। যদি এ কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, ... হইলে কুরোকির সেনা নজু ও ওকুর সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প... তখন কুরোকিকে ধ্বংস করা রুষের পক্ষে কঠিন হইবে না। ... সহস্র চেষ্টা করিয়াও রুষগণ কুরোকির সেনা পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না! একজন দর্শক এই যুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"এই পাহাড় এই যুদ্ধে যে দৃশ্য ধারণ করিল, তাহা বোধ হয় ... কোন যুদ্ধে কেহ দেখেন নাই। পাহাড়ের উপরটা সিকি মাইলের অধিক প্রশস্ত নহে। পাহাড়ের উপর, পার্শ্ব, খাদ, সমস্তই মৌচাকের ন্যায় গর্ত্তে পূর্ণ। কত খাদ, কত লম্বা গর্ত্ত, কত মৃত্তিকার প্রাচীর, এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না! এই রুষের গর্ত্ত,—এই আবার তাহার সম্মুখে জাপানিদিগের গর্ত্ত! এই রুষের পাথর ও মৃত্তিকা প্রাচীর,—এই আবার জাপানিদিগের পাথর ও মৃত্তিকা প্রাচীর! উভয় পক্ষ যুদ্ধকালে এই স্থান যেন চবিয়া ফেলিয়াছে। পাহাড়ের উপরে প্রায় দুইশত রুষ বন্দুক হস্তে পতিত। তাহারা জাপগণকে আক্রমণ করিতে

আসিয়াছিল; কিন্তু সম্মুখস্থ জাপানী গুলিতে একজনও রক্ষা পায় 'ই। মৃতদেহ সকল সমস্ত দিন রৌদ্রে পড়িয়া থাকায়, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর ারণ করিয়াছে! জাপানিগণ যুদ্ধ করিতেছিল,—এই সকল দেহ করিবার তাহাদের অবসর ছিল না! পাহাড়ের নিম্নস্থ ক্ষেত্রে মৃতদেহ;—শত শত গোলা পাহাড়ের উপর পতিত হইয়া সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত খণ্ড প্রতি পদে .র্শিত হইতেছে। কতকগুলি রুষের জয়ঢাক, রন্ধন পাত্র, অসংখ্য রুষ-বন্দুক জাপানী গোলায় চূর্ণিত হইয়াছে! বেয়নেট সকল বাঁকিয়া ভগ্ন অবস্থায় পতিত। বস্ত্রাদি ছিন্ন ও রক্তে মণ্ডিত,—চারিদিকে রক্ত;—গুলি গোলার উপর পা না দিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই!"

কুরোকি জেনতাই কয়লার খনি দখল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। এখানে স্বয়ং রুষ-সেনাপতি অরলফ সসৈন্যে তাঁহাকে প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভুট্টাক্ষেত্রের ভিতর দিয়া রুষগণ অগ্রসর হইয়া জাপানিদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু জাপগণ চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করায় তাহারা হটিতে বাধ্য হইল; কিন্তু ভুট্টা-ক্ষেত্রের মধ্যে কোথায় কে যাইতেছে—কি করিতেছে, জানিতে না পারিয়া অনেকে জাপানের গুলিতে প্রাণ দিল! এই সময়ে অরলফের সমস্ত সৈন্যই পশ্চাৎপদ হইল। তখন সম্মুখস্থ পাহাড়শ্রেণী ও জেনতাই কয়লার খনি সকল জাপানিগণ দখল করিলেন। যুদ্ধে সেনাপতি অরলফ ও সেনাপতি ফমিন উভয়ে আহত হইয়াছিলেন। অরলফ প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন,—ফমিন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন!

কুরোপাট্‌কিন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহার কিছুই হইল না,—অরলফ কয়লার খনি সকল রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কুরোকির সেনার সহিত নজু ও ওকুর সেনাও বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইলেন না,—তাঁহাকেই পশ্চাৎপদ হইতে হইল! তাঁহার অবিবেচনায়

জন্যই যে এরূপ হইল, কুরোপাট্‌কিন তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "যখন এই যুদ্ধ হইতেছিল, তখন লিওযাংয়ের সমস্ত সৈন্য অরলফের নিকট হইতে কেবল দেড় মাইল দূরে ছিল; সুতরাং সংবাদ পাইলে তাহারা অনায়াসে অগ্রসর হইয়া কুরোকিকে দূর করিয়া দিতে পারিত!" কিন্তু তাহা হইল না। রুষের সমস্ত রেলই এই সকল কয়লার খনির উপর নির্ভর করিত, সুতরাং সেগুলি জাপানী হস্তে পতিত হওয়ায় রুষের মহা অনিষ্ট ঘটিল! অরলফ পদচ্যুত হইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া রুষে প্রত্যাগত হইলেন।

ইচ্ছা করিলে কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে কুরোকিকে আক্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন তিনি সহজে আর কুরোকিকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে এক্ষণে মুকডেনে যাওয়াই কর্ত্তব্য, এখানে যুদ্ধ করা বিচক্ষণতা হইবে না। কুরোকিও বুঝিলেন যে লিওযাংয়ের সমস্ত রুষ-সেনা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাঁহার সঙ্গে যে সৈন্য আছে, তাহার দ্বারা এই অগণিত রুষগণকে কখনই পরাজিত করিতে পারা যাইবে না! তিনি যে কার্য্যে এত দূর আসিয়াছিলেন, সে কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই,—রুষগণ মুকডেনের পথ ধরিয়াছে,—আর তাহাদিগের গতি রোধ করিবার উপায় নাই।

৪ঠা সেপ্টেম্বর কুরোপাট্‌কিন সসৈন্যে মুকডেনের দিকে অগ্রসর হইলেন,—কুরোকিও কয়লার খনি ও পর্ব্বতশ্রেণী সুদৃঢ় করিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কেবল একদল সেনা তিনি উত্তরে মুকডেনের পথে রুষ-সেনার অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন! তিন সেনাপতিই আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে বসিয়া রহিলেন।

MOHEARY PUBLIC LIBRARY ... Estd 1886

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা   পরিগ্রহণ সংখ্যা..............

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
১. ৯. ৯২ ২/১০/৯২			

চারি বৎসর গত হইলে, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া পরধামে
স্থান করিলেন।

গোলোকনারায়ণ রায় মহাশয় পিতার শ্রাদ্ধে যথাশক্তি অর্থ ব্যয় করিলেন।
ন তাঁহার সংসারে মাতা ঠাকুরাণী ও কনিষ্ঠ সহোদর বর্তমান।
লোত্তমা বিবাহের পর দুইবার মাত্র পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। গোলোক-
রায়ণ রায় বাঙ্গালা লেখা-পড়ায় বিলক্ষণ সুশিক্ষিত। কি প্রকারে
নি সংসারে উন্নতি লাভ করিবেন, সেই চিন্তাই তাঁহার মনোমধ্যে
বারাত্রি শনৈঃ শনৈঃ উদিত হইতে লাগিল।

পূর্ববঙ্গে তখন স্থানে স্থানে নীলের কুঠী স্থাপিত ছিল; সুতরাং অনেক-
লি ভদ্রসন্তানের অন্নসংস্থানের সুবিধা হইল। নীলকুঠীতে রায় মহাশয়ের
মাতা মিত্র মহাশয়ের একটি চাকরী জুটিল। মাসিক এক শত টাকা
তন। বেতন ব্যতীত মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা অতিরিক্ত উপার্জন
ইতে লাগিল। সুতরাং দুই চারি বৎসরের মধ্যেই মিত্র মহাশয় বিলক্ষণ
পত্তিশালী হইলেন।

কালের কি বিচিত্র গতি! সহসা তিলোত্তমা বাতশ্লেষ্মাঘটিত জ্বরে
াক্রান্ত হইয়া, পতিগৃহ অন্ধকার করিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।
খন মিত্র মহাশয়ের সংসারে কেবল মাত্র তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী
র্তমান। তিলোত্তমার মৃত্যুর পর হইতেই সংসারের উপর মিত্র মহাশয়ের
রাগ জন্মিল; দারান্তরগ্রহণেও তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপে
ৎসরাধিক সমতীত। পরন্তু অবশেষে দশজনের প্ররোচনে এবং বৃদ্ধা
াতার নিতান্ত অনুরোধে অগত্যা তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে সম্মত
ইতে হইল।

জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া উপযুক্তা
পাত্রীর অনুসন্ধানে দেশ-বিদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। যে কোনও
গ্রামে ঘটক যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত করিলেই যাঁহার যাঁহার
বিবাহযোগ্যা সুলক্ষণা কন্যা আছে, তাঁহারাই তৎক্ষণাৎ সম্বন্ধ করিতে ইচ্ছা

বাড়ীতে যাইয়া সংবাদ দিলেন। [illegible] কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে যাইয়া পাত্রী দর্শনান্তে পরম সন্তোষলাভ কা দুই দিবস পরেই মিত্র মহাশয়ের শুভ-বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

মিত্র মহাশয় বিবাহ করিয়া পুনরায় নব-উদ্যমে সংসারধর্ম্মে মনে করিলেন এবং সমাজমধ্যে মহাসম্মানের সহিত বাস করিতে লাগিলেন কি, অবস্থানুযায়ী রীতিমত ঘর-বাড়ী করিয়া, যখন যে কার্য্য উপ তাহা করিতে ত্রুটি করিলেন না। কিছু দিন পরে মহামায়ার মহাপূজা করিলেন।

মিত্র মহাশয়ের বিবাহের পর হইতে ক্রমেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি লাগিল। এইরূপে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন সহকারে তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিল। পুত্রের কল্যাণার্থ তি পণ্ডিত ও দীন-দুঃখীদিগকে অকাতরে বহু অর্থদান করিলেন সন্তানটি মাতা ও পিতার অনুপম স্নেহে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পুত্রের নাম হইল কৃষ্ণকুমার মিত্র। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী কোন এক গ্রামের দুর্গাদাস ঘোষ মহাশয়ের প পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ হইল। পুত্র ও ব পিতা আমোদ-আহ্লাদে সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন।